



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
December 2018

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে সবাইকে জীবনমুক্তির মন্ত্র দাতা সদগুরুর সন্তান গুরু, তোমরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে কখনও মিথ্যা বলতে পারো না"

প্রশ্ন:- সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করার বিধি ও তার গায়ন কি ?

উত্তর :- সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করার জন্যে প্রবৃত্তি অর্থাৎ গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র হও। শুধু এই শেষ জন্মে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো তাহলে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হবে। এই বিষয়েই রাজা জনকের দৃষ্টান্ত গায়ন আছে যে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে এক সেকেন্ডের প্রতিজ্ঞার আধারে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করেন ।

গীত :- এই সময় চলে যাচ্ছে।

ওমশান্তি। বাবা আসেন সবাইকে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি দিতে। গায়নও আছে সবার সদগতি দাতা, জীবনমুক্তি দাতা হলেন এক। এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি কেন বলা হয় ? যেমন রাজা জনকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। তার নাম ছিল জনক কিন্তু ভবিষ্যতে সে-ই অনুজনক হয়। জনকের উদ্দেশ্যে বলা হয় তার এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্তি হয়েছিল , কিন্তু জীবনমুক্তি তো সত্যযুগ-ত্রৈতায় বলা হবে। গুরু রা কানে মন্ত্র দেন , তাকে বশীকরণ মন্ত্রও বলা হয়। তারা তো সবাই মন্ত্র দেয় কিন্তু তোমরা প্রাপ্ত কর মহামন্ত্র , জীবনমুক্তির মন্ত্র। এই মন্ত্র কে দেয় ? ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী রা। তারা এই মন্ত্র কোথা থেকে প্রাপ্ত করে ? সেই সদগুরুর কাছে। সর্বোত্তম তো হলেন একমাত্র পিতা। তারপরে তোমরা বাচ্চারা সর্বোত্তম হও। তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হন গুরু। তোমরাও হলে সদগুরুর সন্তান গুরু। গীতাপাঠী দেরও গুরু বলা হয়। নম্বর অনুসারে তো আছেই। তোমরাও হলে সত্যবাদী গুরু। তোমরা কখনও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলোনা। প্রথমে তো তোমরা পবিত্রতা নিয়ে বোঝাও যে বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করো আমরা কখনও বিকারগ্রস্ত হব না । মিথ্যা কথা না বলা ইত্যাদি তো সাধারণ কথা। মিথ্যা কথা তো অনেকেই বলে। কিন্তু এখানে সেই কথা নেই। এখানে আছে পবিত্রতার কথা। গৃহস্থ থেকে এই শেষ জন্মে আমরা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করি যে আমরা পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র থাকব। সূতরাং এখানে রয়েছে পবিত্র থাকার কথা। তারা বলবে এতো খুবই উঁচু মানের লক্ষ্য। এতো হতে পারেনা। তোমরা বলবে বাঃ , কেন হতে পারেনা। এইটি তো গায়ন আছে পদ্ম ফুলের মতন এই দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে লেখা আছে। নিশ্চয়ই বাবা এমন শিক্ষা দিয়েছেন । আছেও ভগবানুবাচ বা ব্রাহ্মণউবাচ। ভগবান সবাইকে বলে দেননা। ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই শুধু শোনে। এই কথা তোমাদেরই সবাইকে বোঝাতে হবে। মুখ্য কথা হল পবিত্রতার। পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র হতে হবে , জনকের মতন। সে-ই জনক পরে অনুজনক হয়। যেমন রাধে অনুরাধে হয়। কারো নাম নারায়ণ হলে ভবিষ্যতে অনু নারায়ণ হয়। এই হল অ্যাকুরেট কথা। অতএব যে আসবে তাকেই বোঝাতে হবে। শুনেছ তো সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। গৃহস্থ থেকে উঁচু পদ প্রাপ্ত করা যেতে পারে। আমরা অনুভবের আধারে বলছি , গল্প বলিনা। ভগবানুবাচ - মুখ্য কথা বোঝাতে হবে - ভগবান হলেন সবার পিতা। নিশ্চয়ই জীবনমুক্তি দাতাও হলেন উনি। এই হল প্রবৃত্তি মার্গ। সন্ন্যাসীদের হলই নিবৃত্তি মার্গ। সন্ন্যাসীগণ কখনও রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করতে পারেননা। তারা সংসার ত্যাগ করে চলে যান। তারা এই জ্ঞান দিতে পারেননা, এই হল রাজ যোগ। গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র

থাকতে হবে। সত্যযুগে ভারত পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিল, ভাইসলেস অর্থাৎ পাপ হীন দুনিয়া ছিল। রাজত্বে স্ত্রী-পুরুষ দুই-ই চাই। সুতরাং বোঝাতে হয় - আমরা হলাম অনুভবী। গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র থাকা যায়। আমরা জানি যে পবিত্র হয়ে বাবার দ্বারা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হই। পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিল, এখন তো আছে অপবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ। এই দুনিয়া-ই হল ভ্রষ্টাচারী। সেইটি ছিল শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া। রাবণ ভ্রষ্টাচারী করে, রাম করে শ্রেষ্ঠাচারী। অর্ধকল্প রাবণ রাজ্য চলে। ভ্রষ্টাচারী দুনিয়ায় হয় ভক্তিমার্গ। দান-পুণ্য ইত্যাদি করতে থাকে কারণ ভ্রষ্টাচার আছে। মানুষ ভাবে যত ভক্তি, দান-পুণ্য করা হবে তাহলে ভগবান প্রাপ্ত হবে। ভগবানের ভক্তি করে। তারা বলে এসে আমাদের শ্রেষ্ঠ করুন। ভারত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, এখন আর নেই।

ভ্রষ্টাচারী-রা শ্রেষ্ঠাচারী হয়। ভারতের নতুন রচনার কাহিনী কেউ জানেই না। চিত্র দ্বারা ভালোভাবে বোঝানো যেতে পারে। এমন এমন চিত্র তৈরি করতে হবে। প্রত্যেকটি সেন্টারে প্রদর্শনীর জন্যে চিত্র থাকা উচিত। বাবা ডাইরেক্টর দেন যদি কেউ লিখে দেয় যে আমাদের কাছে চিত্র নেই, তো বাবা ডাইরেক্টর দেবেন এইরূপ তৈরি করে সবাইকে পাঠাও তাহলে সবার কাছে প্রদর্শনীর জন্যে চিত্র থাকবে। এই চিত্র গুলি খুবই অর্থ পূর্ণ। সর্ব প্রথমে এই কথা বুদ্ধিতে আসা চাই যে আমরা হলাম বাবার সন্তান। ভগবান হলেন স্বর্গের রচয়িতা। নরকের রচয়িতা হল রাবণ। গোলকের উপরে ১০ টি মাথা যুক্ত রাবণের চিত্র বানিয়ে আঁকো। স্বর্গের গোলকের ওপরে চতুর্ভুজ। লিখতেও পারো - এই হল রামরাজ্য, এই টি রাবণ রাজ্য। এইসময় সর্বব্যাপী হল রাবণ। সেখানে হবে রাম সর্বব্যাপী তাহলে আমরা বলতে পারিনা। গায়নও আছে - আত্মা-পরমাত্মা আলাদা রয়েছে বহুকাল তারপরে সুন্দর মেলা সৃষ্টি হয়েছে যখন এসেছেন সদগুরু স্বরূপ দালাল। অর্থাৎ তিনি তো অবশ্যই আসবেন তাইনা। এই হিসাবের কথা কেউ জানেনা। সবচেয়ে প্রথমে আলাদা হয়েছে দেবী-দেবতাদের আত্মারা। এইটি হল নলেজ, কাউকেও বোঝানো যেতে পারে। আত্মাদের পিতা তো আছেন তাইনা। এখন হে আত্মারা, নিজের পরমপিতা পরমাত্মার অকূপেশান কি, বলো ? জানো কি ? এমন সন্তান তো হয়না যে পিতার অকূপেশান কি, তা জানেনা। বাবা বসে বোঝান তোমরা নিজের জন্ম কাহিনী জানো না, আমি তোমাদের বলি। সর্বপ্রথমে যারা দেবী-দেবতা হন তারা এত জন্ম গ্রহণ করেন। তাহলে হিসেব করো - অন্য ধর্মের আত্মারা কত জন্ম নেয় ? প্রমাণ করে বলতে হয় - ম্যাট্রিমাম এত হয়। মনুষ্য ঝাড় বৃদ্ধি পায়। সবচেয়ে প্রথমে দেবী-দেবতা ছিলেন। তাঁদেরই ৮৪ জন্ম বলা হয়। ভারতের নলেজ কিনা। প্রাচীন ভারতের নলেজ কে প্রদান করেছে ? কৃষ্ণকে কেউ মানবে না। এই নলেজ ভগবান-ই দিয়েছেন। নলেজফুল হলেন গড ফাদার কিনা। ব্রহ্মাকেও নলেজফুল বলা যাবেনা, কৃষ্ণকেও নয়। কৃষ্ণের মহিমা-ই আলাদা। বুঝবার জন্যে এইটি হল খুব ক্লিয়ার নলেজ। ভগবান তো সবার এক নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি হলেন রচয়িতা। কৃষ্ণ হলেন রচনা। উঁচু থেকে উঁচু তো হলেন একমাত্র ভগবান তাইনা। সর্বব্যাপী ওঁনাকে বলা যাবেনা। ভারতে আছে সর্বোচ্চ প্রেসিডেন্ট তারপরে ক্রমানুসারে অনেকে। সবার অকূপেশান বলা হয়। এমন তো নয়, সবাই এক। প্রত্যেকটি আত্মার অবিনাশী পার্ট রয়েছে - এই কথাটি প্রমাণ করতে হবে। নিজেরদের মধ্যে পরামর্শ করে সার্ভিসের প্ল্যান তৈরি করতে হবে। কিন্তু যাদের লাইন ক্লিয়ার থাকবেনা, কোনোরকম বিকার যুক্ত থাকবে বা কারো নাম-রূপে ফেঁসে থাকবে তো এই কাজ হবেনা। এতে লাইন খুব ক্লিয়ার থাকা চাই। রেজাল্ট যদিও শেষেই বের হবে। এখন সবাই হল নম্বর অনুযায়ী। মানুষ বলে ব্যাসদেব ভগবান এই শাস্ত্র রচনা করেছেন, এবার ব্যাসদেব তো ভগবান হতে পারেননা। বাস্তবে ধর্মের শাস্ত্র হল ৪-টি। ভারতের ধর্ম শাস্ত্র হল একমাত্র মাতা-পিতা রূপী গীতা। বর্ষা তাঁর কাছেই প্রাপ্ত হয়। মাতা দ্বারা

পিতার থেকে বর্সা প্রাপ্ত হয়। গীতা মাতার পিতা হলেন রচয়িতা । অর্থাৎ গীতা দ্বারা পিতা প্রাচীন সহজ রাজ যোগের নলেজ প্রদান করেন। গীতা তো হল ভারত খণ্ডের শাস্ত্র। তারপরে ইসলামের নিজের ধর্ম শাস্ত্র আছে, বুদ্ধের আছে নিজের , খ্রিষ্টানেরও আছে নিজের । গীতা তো হল সকলের মাতা-পিতা, বাকি শাস্ত্র হল সন্তান সন্ততি। যে শাস্ত্র গুলি পরে আসে। বাকি এত বেদ-উপনিষদ ইত্যাদি সব কোন্ ধর্মের শাস্ত্র ? সে কথা তো জানা উচিত যে এই সব কার উচ্চারিত তথ্য ? এর দ্বারা কোন্ ধর্ম টি এসেছে ? কোনো ধর্ম তো নেই। সর্বপ্রথমে এই কথাটি প্রমাণ করতে হবে যে গীতা খন্ডন হয়েছে। পিতার পরিবর্তে সন্তানের নাম লেখা হয়েছে। জীবন চরিত্র তো সবারই আলাদা। বাবা বলেন সর্ব ধর্ম্মানি পরিত্যজ্য মামেকম স্মরণ করো। পরমাত্মা আত্মাদের বলেন - তোমরা অশরীরী হও, আমায় স্মরণ করো। অশরীরী পিতা-ই এইরূপ বলতে পারেন। সন্ন্যাসী তো বলতে পারেননা। এইটি হল গীতার অক্ষর। সব ধর্ম্মীয় জনদের বলে - অশরীরী ভব। এখন নাটক পূর্ণ হচ্ছে। সবাইকে মন্ত্র দেওয়া হয় যে দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে মামেকম স্মরণ করো তাহলে তোমরা আমার কাছে আসবে। মুক্তির পরে নিশ্চয়ই জীবনমুক্তি আছে । পদমর্যাদা হল জীবনমুক্তির ভাষা মুক্তি । যে আসে সে সত্য, রজো, তমো থেকে পাস করে। কত ভালোভাবে বোঝানো হয়। কিন্তু বাচ্চারা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। যদিও খুব সহজ ।

তোমরা বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শনী করো , খবরের কাগজে যেন লেখা হয়। খরচ করতে পারো। যাতে সবাই শোনে। সংবাদ পত্রে অবশ্যই দিতে হবে। বাচ্চাদের খুব নেশা থাকা উচিত। যদিও সময় খুব কম আছে। অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি গোপ-গোপীকাদের জিজ্ঞাসা করো। গায়ন আছে - এরা হল গোপী বল্লভের গোপ-গোপীকা। গোপ-গোপীকা নাই সত্যযুগে ছিল , নাই কলিযুগে হয়। সেখানে থাকে লক্ষ্মী দেবী , রাধে দেবী। গোপ-গোপীকা আছে এখন, তারা হল গোপী বল্লভের নাতি-নাতনী । তাহলে দাদু ও থাকবে নিশ্চয়ই। দাদা, বাবা, মাম্মা - এই নতুন রচনা হয় সঙ্গমে। বাবা বলেন কল্প-কল্প, কল্পের সঙ্গম যুগে আসি নতুন দুনিয়া রচনা করতে। অসুরী সন্তান থেকে তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তানে পরিণত হও তারপরে হবে দৈবী সন্তান। তারপরে হবে ঋত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র সন্তান - ৮৪ জন্মে। তারপর সাথে সাথে বৃদ্ধিও হতে থাকে। ঝাড় টি সম্পূর্ণ হওয়া চাই। প্রলয় ও হয়না। ভারত তো হল অবিনাশী খন্ড। ভারতের অনেক মহিমা করতে হয়। ভারত হল সব খণ্ডে শ্রেষ্ঠ খন্ড। বিনাশ কখনও হয়না। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

রাত্রি-ক্লাস 16.04.68

তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা ছাড়া এই কথা কেউ জানেনা যে সঙ্গম যুগ কখন হয়। এই কল্পের সঙ্গম যুগের মহিমা অনেক। বাবা এসে রাজ যোগ শেখান। সত্যযুগের জন্যে সঙ্গম যুগ আসবে নিশ্চয়ই। মানুষ তো বটেই। তাতে কেউ কনিষ্ঠ , কেউ উত্তম আছে। তাঁদের সামনে মহিমা গায়ন করে আপনি হলেন পুরুষোত্তম , আমরা কনিষ্ঠ। নিজেরাই নিজেদের চরিত্র বর্ণনা করে - আমি এরকম, আমি সেরকম।

এখন এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগকে তোমরা ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ জানেনা। এই সংবাদ কিভাবে প্রচার করা যায় যাতে সব মানুষ জানতে পারে। সঙ্গম যুগে ভগবান -ই এসে রাজ যোগ শেখান। তোমরা জানো আমরা রাজ যোগ শিখছি। এখন এমন কোন্ যুক্তি দিলে মানুষরা জানতে পারবে। সব হবে কিন্তু ধীরে । এখন সময় আছে। অনেক টা সময় গেছে একটু বাকি আছে। আমরা এমন বলি যাতে মানুষ শীঘ্র পুরুষার্থ করে। যদিও সেকেন্ডে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, ফলে তোমরা সেই সময় সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করবে। কিন্তু তোমাদের মাথায় অর্ধ কল্পের পাপ আছে , সেসব খোড়াই সেকেন্ডে মিটে যাবে। তার জন্যে তো সময় লাগে। মানুষ ভাবে এখন অনেক সময় পড়ে আছে , এখনই আমরা ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে কেন যাব ? লিটারেচার পড়ে জ্ঞানটিকে উল্টো ভাবে নেয়। ভাগ্যে না থাকলে জ্ঞান উল্টো ভাবে বোঝে। তোমরা জানো এইটি হল পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ। হীরে তুল্য গায়ন আছে কিনা। যা তারপরে কম হয়। গোল্ডেন এজ, সিলভার এজ। এই সঙ্গম যুগ হল ডায়মন্ড এজ। সত্যযুগ হল গোল্ডেন এজ। এই কথা তোমরা জানো যে স্বর্গের চেয়েও ভালো এই সঙ্গম যুগ , হীরে তুল্য জন্ম । অমর লোকের গায়ন আছে কিনা। তারপরে কম হতে থাকে। অতএব একথাও লিখতে পারো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ হল ডায়মন্ড, সত্যযুগ হল গোল্ডেন, ত্রেতা হল সিলভার.....। এইসব তোমরা বোঝাতে পারো - সঙ্গমেই আমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হই। আট রত্ন বানানো হয় তাইনা। তখন ডায়মন্ড কে মধ্যখানে রাখা হয় । সঙ্গমের শো হয়। সঙ্গম যুগ হল হীরে তুল্য। হীরের সম্মান হয় সঙ্গম যুগে। যোগ ইত্যাদি শেখানো হয় , যাকে স্পিরিচুয়াল যোগ বলা হয়। কিন্তু স্পিরিচুয়াল তো হলেন বাবা। রুহানী পিতা এবং রুহানী নলেজ সঙ্গমেই প্রাপ্ত হয়। যে মানুষদের মধ্যে দেহের অহংকার আছে , তারা এই কথা এত তাড়াতাড়ি মানবে কি করে । গরিব মানুষদের বোঝানো হয়। সুতরাং এই কথাও লিখতে হবে সঙ্গমযুগ ইজ ডায়মন্ড। এই যুগের আয়ু এত। সত্যযুগ গোল্ডেন এজের আয়ু এত। শাস্ত্রেও স্বস্তিক চিহ্ন টি দেখানো হয়। সুতরাং বাচ্চারা তোমাদের এই কথা স্মরণে থাকলে তোমরা কত খুশীতে থাকবে ! স্টুডেন্টদের অনেক খুশি অনুভব হয় তাইনা। স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দি বেস্ট লাইফ। এইটি তো সোর্স অফ ইনকাম। এই হল মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পার্শালা। দেবতারা ছিলেন বিশ্বের মালিক। এই কথাও তোমরা জানো। অতএব অসীম খুশী অনুভব হওয়া উচিত, তাই গায়ন আছে অতীন্দ্রিয় সুখ গোপী বল্লভের গোপ গোপীকাদের জিজ্ঞাসা করো। টিচার শেষ পর্যন্ত পড়ান তাকে তো অন্ত সময় অদি স্মরণ করা উচিত। ভগবান পড়ান এবং ভগবান সঙ্গেও নিয়ে যাবেন। আহবান করাও হয় লিবারেটর গাইড। দুঃখ থেকে মুক্ত করুন। সত্যযুগে দুঃখ হয়ই না। বলা হয় বিশ্বে শান্তি হোক। বলো আগে কখন ছিল ? সেই যুগ টি কোন যুগ ছিল ? কারো জানা নেই। রাম রাজ্য সত্যযুগ , রাবণ রাজ্য কলিযুগ। সে কথা তো জানো তাইনা। বাচ্চাদেরকে অনুভবের কথা বলা উচিত। ব্যস, মনের কথা কি বা বলি । বেহদের বাবা বেহদের বাদশাহী প্রদান কর্তাকে পেয়ে কি আর অনুভব বলি । আর অন্য কোনো কথা নেই। এর মতন খুশি আর হয়না। কারো ওপরে রাগ অভিমান করে বাস্তবে ঘরে বসা উচিত নয়। এর অর্থ হল নিজের ভাগ্যের ওপরে রুষ্ট হওয়া। পড়াশোনার প্রতি রুষ্ট হলে কি শিখবে । বাবা তো পড়াবেন - ব্রহ্মা দ্বারা। অতএব একে অপরের প্রতি কখনও রুষ্ট হবেনা। এই হল মায়া। যজ্ঞে তো অসুরের বিঘ্ন তো পড়বেই তাইনা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাবা ও দাদার স্নেহ স্মরণ গুড নাইট। রুহানী বাচ্চাদের কে রুহানী বাবার নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবা যে কথা বলেন সেসব এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করবেনা। জ্ঞানের নেশায় থেকে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করতে হবে।

২) সবাইকে সেকেন্ডে মুক্তি-জীবনমুক্তির অধিকার প্রদান করতে এই মহামন্ত্র বলতে হবে " দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে বাবাকে স্মরণ করো"।

বরদান :- ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করে ফার্স্ট গ্রেড অর্জনকারী সমান ভব

ব্যাখা: ব্রহ্মা বাবার সঙ্গে সব বাচ্চাদের ভালোবাসার সম্পর্ক আছে, ভালোবাসার প্রমাণ চিহ্ন হল সমান হওয়া। এতে সদা এই লক্ষ্য রাখো যে প্রথমে আমি, ঈর্ষাজনিত ভাব নিয়ে নয় , তাহলে ক্ষতি হবে। কিন্তু ফলো ফাদার করাতে প্রথমে আমি বলা ও করা দুই স্থিতিতে ফার্স্টের সাথে তোমরাও ফার্স্ট হয়ে যাবে। যেমন ব্রহ্মাবাবা নম্বর ওয়ান হয়েছেন তেমনই যারা ফলো করবে তারও নম্বর ওয়ান হওয়ার লক্ষ্য রাখো। যে অর্জন করে সেই প্রথম শ্রেণীর অর্জুন, সবার ফার্স্ট হওয়ার চান্স আছে। ফার্স্ট গ্রেড স্থান বেহদে প্রাপ্ত হওয়া, কম নয়।

স্লোগান - সফলতামূর্ত হতে স্ব সেবা এবং অন্যদের সেবা একসাথে করো ।

শান্তির শক্তির মহত্ব

শান্তির সাগর, বাবা, তাঁর শান্তির অবতার বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। আজকের দুনিয়ায় সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস হলো শান্তি আর সেই শান্তির দাতা তোমরা বাচ্চারা। যতোই কেউ বিনাশী ধন, বিনাশী সাধনের মাধ্যমে নেওয়ার চেষ্টা করুক, তারা প্রকৃত অবিনাশী শান্তি লাভ করতে পারে না। যদিও বা আজকের দুনিয়া ধনবান, সুখের সবারকম সাধন আছে, তবুও এখনও এই দুনিয়া অবিনাশী এবং সদাকালের শান্তির ভিখারী। এমন শান্তির ভিক্ষু আত্মাদের তোমরা আত্মারা যারা মাস্টার শান্তিদাতা, শান্তির ভান্ডার এবং শান্তির প্রতিমূর্তি, তারা এমন শান্তির ভিক্ষু আত্মাদের এক আঁজলা শান্তি দিয়ে সকলের শান্তির তৃষ্ণা মিটিয়ে শান্তির ইচ্ছা পূরণ করো। অশান্ত বাচ্চাদের দেখে তাদের জন্যে বাপদাদার দয়া হয়। সামগ্রিকভাবে তারা বারংবারের চেষ্টায় সায়েন্সের শক্তি দ্বারা কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে যাচ্ছে, কতো-কি বানাচ্ছে, দিনকে রাত আর রাতকে দিন পর্যন্ত বানিয়ে ফেলছে, কিন্তু আত্মার স্বধর্ম যে শান্তি সেই শান্তি তারা কায়ম করতে পারছে না। শান্তির পিছনে যতোই ধাওয়া করুক, স্বল্পকালীন শান্তি প্রাপ্তির পরে পরিণামে শুধুই অশান্তি। অবিনাশী শান্তি সকল আত্মাদের ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার। যতোই হোক, তারা তাদের জন্মসিদ্ধ অধিকারের জন্য অনেক মেহনত করে! সেকেন্ডের প্রাপ্তি, কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচয় না থাকার কারণে সেকেন্ডের প্রাপ্তি লাভ করার জন্য কতো ধাক্কা খায়, আহ্বান করে, মর্মসীড়ায় আর্তনাদ করে। শান্তির পিছনে দিশেহারা হয়ে এদিক-ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদেরকে তোমাদের ভাইদের আত্মিক রূপের ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টি দাও। এই দৃষ্টিতেই তাদের দুনিয়ার রূপান্তর ঘটবে।

তোমরা সব শান্তির অবতার আত্মারা সদা শান্তিস্বরূপ স্থিতিতে থাকো? অশান্তিকে সদাকালের জন্য বিদায় দিয়েছো, তাই না! অশান্তির বিদায় সেরিমনি করেছো নাকি এখনও করা বাকি আছে? যারা অশান্তিকে বিদায় সম্ভাষণ জানায়নি, তারা এখানে আছে? তাদের জন্য কি ডেট ফিক্স করে দেবো? যারা এখন সেরিমনি করতে ইচ্ছুক তারা হাত উঠাও! কখনো স্বপ্নেও যেন অশান্তিকে আসতে দিওনা। তোমাদের স্বপ্নগুলোও শান্তিময় হয়ে গেছে, তাই না! বাবা শান্তিদাতা আর তোমরা সবাই শান্তির প্রতিচ্ছায়া। তোমাদের ধর্মও শান্তি আর কর্মও শান্তি, তাহলে অশান্তি কোথা থেকে আসবে! তোমাদের সকলের কর্ম কি? শান্তি দেওয়া। এখনও তোমাদের ভক্তরা যখন তোমাদের আরতি করে, তখন কি বলে? শান্তিদেব! সুতরাং তারা কাদের আরতি করছে? তোমাদের নাকি শুধুই বাবার? শান্তিদেব বাচ্চারা সদা শান্তির মহাদানী, বরদানী আত্মা। তোমরা মাস্টার জ্ঞান সূর্য হয়ে সারা বিশ্বে শান্তির কিরণ ছড়িয়ে দিচ্ছ, এই নেশা তো থাকে, তাই না, যে বাবার সাথে সাথে তোমরাও মাস্টার জ্ঞান সূর্য এবং শান্তির কিরণ ছড়িয়ে দেওয়া মাস্টার সূর্য!

স্বধর্মের পরিচয় দিয়ে তোমরা সেকেন্ডে তাদের স্ব-স্বরূপে স্থিত করাতে পারো, নিজেদের বৃত্তি দ্বারা? কোন বৃত্তি? এই আত্মারাও অর্থাৎ তোমাদের ভাইরাও যেন বাবার থেকে তাদের উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে। এই শুভ বৃত্তি বা এই শুভ ভাবনা দ্বারা অনেক আত্মাদের তোমরা অনুভব করাতে পারো, কেন? শুদ্ধ ভাবনার ফল অবশ্যই পাওয়া যায়। তোমাদের সকলের ভাবনা স্বার্থ বিরহিত শ্রেষ্ঠ ভাবনা, দয়ার ভাবনা, কল্যাণের ভাবনা। এমন ভাবনার ফল পাওয়া যাবেনা, এতো হতেই পারে না। বীজ যখন শক্তিশালী নিশ্চয়ই ফলপ্রাপ্তি হয়। শুধু এই শ্রেষ্ঠ ভাবনার বীজে সদা স্মৃতির জল

দিয়ে গেলে অবশ্যই প্রত্যক্ষ ফলরূপে সমর্থ ফলপ্রাপ্তি হতেই হবে । হবে কি হবেনা এমন কোনো কোশ্চেন হবেনা । সমর্থ স্মৃতির জল থাকা অর্থাৎ সকল আত্মাদের প্রতি শুভ ভাবনা থাকা, সুতরাং, বিশ্বশান্তির প্রত্যক্ষ ফল তোমরা নিশ্চিতরূপে লাভ করবে । অনেক আত্মাদের বহু জন্মের আশা বাবার সাথে সাথে তোমরা সব বাচ্চারাও পূর্ণ করছো, তাতে সকলের আশা পরিপূর্ণ হবে ।

অশান্তির আওয়াজ এখন চারিদিকে অনুদিত হচ্ছে এবং মানুষ তাদের তন, মন, ধন, জন সবদিক থেকে অশান্তি অনুভব করছে । ভীতির কারণে তাদের সর্বপ্রাপ্তির সাধন থাকা সত্ত্বেও শান্তি অনুভবের পরিবর্তে তারা অশান্তি অনুভব করছে । আত্মারা আজ কোনো না কোন ভয়ের প্রভাবে বশীভূত হয়ে আছে । তারা খাচ্ছে, চলাফেরা করছে, রোজগার করছে, স্বল্পমেয়াদী আনন্দ উপভোগ করছে, কিন্তু সবকিছুই ভয়ে ভয়ে । তারা জানেনা, আগামী দিনে কি হবে ! সুতরাং যেখানে সিংহাসন ভয়ের, যখন নেতা ভয়ের চেয়ারে বসে আছে অর্থাৎ তার সামাজিক পদমর্যাদা ভয়ের, তবে প্রজার অবস্থা কি হবে ! যতো বড়ো নেতা, তার ততো অঙ্গরক্ষক হবে, কেন ? কারণ ভয় । সুতরাং ভয়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠান করাকালীন স্বল্পমেয়াদী সুখানুভব কিরকম হবে ? শান্তিময় নাকি অশান্তিময় ? বাপদাদা এমন ভয়ভীত বাচ্চাদের সদাকালের সুখময়, শান্তিময় জীবন দেওয়ার জন্য তোমরা সব বাচ্চাদের শান্তির অবতার রূপে নিমিত্ত বানিয়েছেন । শান্তির শক্তিতে কিছুমাত্র খরচ না করে এক জায়গা থেকে কতো দূর পর্যন্ত যেতে পারো তোমরা ? এই লোকেরও উদ্বেগ ! নিজেদের সুইট হোমে কতো সহজে পৌঁছে যাও ! কোনরকম মেহনত লাগে ? শান্তির (নৈঃশব্দ্য) শক্তি দিয়ে কতো সহজে তোমরা প্রকৃতিজিৎ, মায়াজিৎ হয়ে যাও ! কিসের মাধ্যমে ? আত্মিক শক্তি দ্বারা । যখন অ্যাটমিক শক্তি এবং আত্মিক শক্তি দুইই একত্র হয়ে যাবে, যখন আত্মিক শক্তির সাথে অ্যাটমিক শক্তিও সতঃপ্রধান বুদ্ধির মাধ্যমে সুখের কার্য সম্পন্ন করবে, তখন উভয় শক্তির একত্রিত হওয়ার দরুণ এই ভূমিতেই শান্তিময় দুনিয়া প্রত্যক্ষ হবে, কারণ উভয় শক্তিই শান্তি এবং সুখময় স্বর্গরাজ্যে বিদ্যমান থাকবে । সুতরাং সতঃপ্রধান বুদ্ধি অর্থাৎ সদা শ্রেষ্ঠ, সত্য কর্ম করার বুদ্ধি । সত্য অর্থাৎ অবিনাশীও । অবিনাশী বাবা এবং অবিনাশী আত্মার স্মৃতিতে প্রতিটা কর্ম করলে প্রাপ্তিও অবিনাশী হবে, এইজন্য তারা বলে সৎ কর্ম । অতএব, সদাকালের জন্য শান্তি দিয়ে শান্তির অবতার হও তোমরা ।

যে আত্মারা তাদের সতঃপ্রধান স্থিতি দিয়ে সদা সৎ কর্ম করে, তাদের শক্তিশালী শুভ ভাবনা অন্য অনেক আত্মাদের শান্তির ফল দেয়, সদা মাস্টার শান্তিদাতা শান্তিদেব হয়ে শান্তির কিরণ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়, আত্মারা যারা বাবার সাথে তাঁর বিশেষ কার্যে সহযোগী হয়, এমন আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

লন্ডনের নোবেল বিজেতা বৈজ্ঞানিক ব্রায়ান জোসেফসন আর বাপদাদার সাক্ষাৎকারঃ -

শান্তির শক্তির অনুভবকেও তুমি অনুভব করেছো ? কারণ শান্তির শক্তি সারা বিশ্বকে শান্তিময় বানাবে । তুমিও শান্তিপ্রিয় আত্মা, তাই না ? শান্তির শক্তি দিয়ে সায়েন্সের শক্তিকেও যথার্থরূপে কাজে লাগালে তুমি বিশ্ব কল্যাণের নিমিত্ত হতে পারো । সায়েন্সের শক্তিও প্রয়োজন, কিন্তু শুধুমাত্র সতঃপ্রধান বুদ্ধি দিয়েই তুমি এটা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারো । শুধু এই নলেজেরই আজ অভাব আছে, কিভাবে কাজে যথার্থরূপে এর প্রয়োগ করা যায় । এই নলেজের আধারে এই সায়েন্সই নতুন সৃষ্টি স্থাপনার নিমিত্ত হবে । যতোই হোক, আজ সেই নলেজ না থাকার কারণে তোমরা বিনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ । অতএব, এখন এই সায়েন্সের শক্তির আধারে সাইলেন্সের শক্তিকে অতি ভালো কাজে লাগানোর নিমিত্ত

হও । এতেও তো তুমি নোবেল প্রাইজ নেবে, তাই না ! কারণ এই কাজেরই আবশ্যকতা আছে । সুতরাং যখন যে কাজের প্রয়োজন, সেই কাজে কেউ নিমিত্ত হলে তাকে সবাই শ্রেষ্ঠ নজরে দেখবে । তাহলে বুঝেছো তো কি করতে হবে তোমাকে ? বর্তমানে সায়েন্স এবং সাইন্স এই দুইয়ের মধ্যে কি কানেকশন আছে আর দুইয়ের মধ্যকার এই কানেকশনে কতোখানি সাফল্য আসতে পারে, সেই রিসার্চ করো । রিসার্চে উৎসাহী তো, তাই না ? এখন এটাই করো । এতোবড় কার্য করতে হবে তোমাকে ! এমন দুনিয়াই তোমরা বানাবে, তাই না ! আচ্ছা -

ইউ. কে. গ্রুপঃ - হারানিধি বাচ্চারা সবসময় বাবার সাথে আছে । বাবা সদাই তোমাদের সাথে আছেন, এমন অনুভব তো করো তোমরা, তাই না ! বাবার সঙ্গ থেকে যদি সামান্যতম সরে যাও তো মায়ার চোখ কিন্তু খুব তীক্ষ্ণ । সে দেখে, তাঁর থেকে তুমি সামান্য সরে গেছ আর তোমাকে সে নিজের বানিয়ে নেয়, এইজন্য তোমরা কখনো একটুও সরে থেকোনা । সবসময় বাবার সাথে যুক্ত থেকো । বাপদাদা নিজে যখন সদা তোমাদেরকে সাথে থাকতে অফার করছেন, তাহলে তো সাথে থাকাই উচিত, তাই না ! এমন সঙ্গ সারা কল্পে তোমরা আর কখনও পাবে না, যেখানে বাবা বলবেন, এসো, আমার সাথে থাকো । এমনকি সত্যযুগেও তোমাদের এমন ভাগ্য হবেনা । সত্যযুগেও আত্মাদের সাথেই থাকবে । সারা কল্পে বাবার সঙ্গ তোমরা কতোটা সময় লাভ করো? খুবই অল্প সময়, তাই না ! এমন অল্প সময়ে এমন ভাগ্য তোমরা লাভ করেছো, সুতরাং সবসময় তাঁর সাথেই তো থাকা উচিত, তাই না ! সদা পরিপক্ব স্থিতিতে স্থিত বাচ্চাদের বাপদাদা দেখছেন । কতো প্রিয় সব বাচ্চারা বাপদাদার সামনে আছে । প্রত্যেক বাচ্চাই অনুরাগী । বাপদাদা কতো স্নেহভরে কতো দূর-দূরান্ত থেকে বাচ্চাই করে তোমাদের সবাইকে একত্রিত করেছেন । এইরকম বাচ্চাই করা বাচ্চারা সবসময় পরিপক্বই হবে, কাঁচা তো হতেই পারে না । আচ্ছা -

পার্সোনাল মহাবাক্যঃ --

বিশেষ পার্টধারী অর্থাৎ প্রতি পদে, প্রতিটা সেকেন্ড সদা অ্যালার্ট, অসতর্ক নয় চলতে-ফিরতে, ভোজনপান করতে বেহদ ওয়ার্ল্ড ড্রামা স্টেজে নিজেকে সবসময় বিশেষ পার্টধারী আত্মা বলে অনুভব করো তোমরা ? যারা বিশেষ পার্টধারী তাদের সবসময় নিজের কর্ম অর্থাৎ পার্টের প্রতি অ্যাটেনশন থাকে, কারণ সমগ্র ড্রামা হিরো পার্টধারীর ওপর নির্ভর করে । সুতরাং, তোমরা হলে এই সমগ্র ড্রামার আধার, তাই তো ? তাহলে তোমরা সব বিশেষ আত্মাদের বা বিশেষ পার্টধারীদের এতোটাই অ্যাটেনশন থাকে ? বিশেষ আত্মারা কখনও অমনোযোগী হয়না, তারা অ্যালার্ট থাকে । তাহলে কখনো অমনোযোগী হও না তো ? 'আমি তো সবকিছুই করছি, সেখানে ঠিক পৌঁছে যাবো' - তোমরা এইরকম ভাবো না তো ! তোমরা সবকিছু করছো, কিন্তু কোন গতিতে করছো ? চলছো, কিন্তু কিরকম গতিতে চলছো ? গতিতে তো অন্তর হয়, তাই না ! কোথায় পদচারী আর কোথায় প্লেনে উড়ে যাচ্ছে, কতো ফারাক হলো তাহলে ? সুতরাং তোমরা শুধু হেঁটেই চলছো, ব্রহ্মাকুমার হয়ে গেছ, এর অর্থ তোমরা বরাবর হেঁটে চলছো, কিন্তু কোন গতিতে ? যারা তীব্রগতিতে চলছে তারাই সময়মতো লক্ষ্যে পৌঁছাবে, নয়তো পিছনে থেকে যাবে । এখানেও প্রাপ্তি তো হয়, কিন্তু তা' সূর্যবংশীয়দের হয় নাকি চন্দ্রবংশীয়দের, অন্তর তো হয়, তাই না ! সুতরাং, সূর্যবংশীতে আসার জন্য সবরকম সাধারণতা তোমার প্রতিটা সঞ্চল থেকে প্রতিটা শব্দ থেকে মুছে ফেলতে হবে । যদি কোনো হিরো অ্যাক্টর সাধারণ অ্যাক্ট করে, তবে তো সবাই তাকে হাসবে, তাই না ! অতএব, এই স্মৃতি সবসময় তোমাদের মনে উজ্জীবিত করে রাখতে হবে যে 'আমি বিশেষ পার্টধারী, সুতরাং

আমার প্রতিটা কর্ম বিশেষ হতে হবে, প্রতিটা পদক্ষেপ বিশেষ হতে হবে, প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা সময়, প্রতিটা সঙ্কল্প হতে হবে শ্রেষ্ঠ ।' এমন ভেবোনা যে এসব তো শুধু পাঁচ মিনিট সাধারণ হয়েছে, পাঁচ মিনিট কেবল পাঁচ মিনিট নয়, সঙ্গমযুগের পাঁচ মিনিটই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক মাহাত্ম্য । পাঁচ মিনিট পাঁচ বছরের থেকেও বেশি, সুতরাং এতোটাই অ্যাটেনশন দাও । একেই বলে তীর পুরুষার্থী । তীর পুরুষার্থীর স্লোগান কি ? "এখন নয় তো কখনও নয়" । এটা মনে থাকে তোমাদের ? যদি তোমরা সদাকালের রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করতে চাও, তবে সবসময় তোমাদের অ্যাটেনশনও দিতে হবে । এখনের অল্প সময়ের সদা অ্যাটেনশন, বহুকালের জন্য সদা প্রাপ্তিলাভ করায় তোমাদের । সুতরাং, সবসময় যেন এই স্মৃতি থাকে আর নিজেদের চেকিং চলতে থাকে যে চলাফেরায় তোমরা কোনোরকমভাবে সাধারণ হয়ে যাওনি তো ! বাবাকে যেমন পরম আত্মা বলা হয়, তো তিনি তো পরমই, তাই না ! সুতরাং যেমন বাবা তেমন বাচ্চাও পরম অর্থাৎ সব বিষয়ে তারা শ্রেষ্ঠ ।

সুতরাং এখন তোমাদের পুরুষার্থও তীর হতে হবে আর সেবাতেও যেন কম সময়, কম মেহনত লাগে এবং সফলতা বেশি হয় । একজন অনেকের জন্য কাজ করো । সুতরাং সেইরকম প্ল্যান বানাও । পাঞ্জাব অনেক পুরানো, আদি থেকে সেবার সাথে যুক্ত, সুতরাং যারা আদি জায়গার তারা এখন অবশ্যই আদি রত্ন খুঁজে বার করো । যতোই হোক, পাঞ্জাবকে তো শের (সিংহ) বলা হয় আর শের গর্জন করে । সুতরাং গর্জন করা অর্থাৎ তীর আওয়াজ তোলা । সুতরাং দেখা যাবে, কি করে আর কে করে !

বরদানঃ - অমৃতবেলা থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত স্মরণের বিধিপূর্বক সব কর্ম ক'রে সিদ্ধিস্বরূপ ভব

অমৃতবেলা থেকে রাত পর্যন্ত তোমরা যে কাজই করো, স্মরণের নির্দিষ্ট ব্যবহার বিধিতে করলে তবে সর্বকর্মে তোমরা সিদ্ধি লাভ করবে । সবচেয়ে বড়ো সিদ্ধি হলো, প্রত্যক্ষ ফলরূপে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি হওয়া । সদা সুখ-তরঙ্গে, খুশির তরঙ্গে তরঙ্গিত হওয়া । সুতরাং, তোমরা এই প্রত্যক্ষ ফলও লাভ করো আবার ভবিষ্যৎ ফলেরও প্রাপ্তি হয় । এই সময়ের প্রত্যক্ষ ফল অনেক ভবিষ্যৎ জন্মের ফল থেকে শ্রেষ্ঠ । তোমরা এখনই এখনই যা কিছু করছো, অবিলম্বে তার ফল পাও, এটাকেই বলে প্রত্যক্ষ ফল ।

স্লোগানঃ - নিজেকে নিমিত্ত মনে করে সব কর্ম করলে তবে ন্যারে আর প্যারে অর্থাৎ স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেও প্রিয় হবে, আমিত্ব থাকবে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞান ও যোগের সঙ্গে তোমাদের চলনও খুব ভালো হওয়া উচিত, কোনো রকমের ভূত যেন ভিতরে না থাকে কারণ তোমরা হলে ভূত নিষ্কাশনকারী"

প্রশ্ন:- সুপুত্র বাচ্চাদের কোন্ নেশাটি স্থায়ী হতে পারে ?

উত্তর :- বাবার কাছে আমরা ডবল মুকুটধারী, বিশ্বের মালিক হওয়ার বর্ষা প্রাপ্ত করছি। এই নেশা সুপুত্র বাচ্চাদের-ই স্থায়ী হতে পারে। কিন্তু কাম-ক্রোধের ভূত ভিতরে থাকলে এই নেশা থাকতে পারেনা। এমন বাচ্চারা বাবার রিগার্ড রাখতে পারে, না তাই প্রথমে ভূতদের নিষ্কাশন করতে হবে। নিজের অবস্থা দূঢ় করতে হবে ।

গীত :- কে এসেছে আমার মনের দ্বারে

ওম্ শান্তি। এর অর্থ তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর অন্য কেউ বুঝতে পারেনা। তাও আবার নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। কারণ পরমপিতা পরমাত্মার কোনো স্থূল বা সূক্ষ্ম চিত্র নেই। সূক্ষ্ম হলেন দেবতার, তাঁরাও হলেন তিন জন। তাঁদের চেয়েও অতি সূক্ষ্ম হলেন পরমাত্মা। এবারে হে পরমপিতা পরমাত্মা - এই কথা কে বলে ? আত্মা। পরমপিতা পরমাত্মাকে পরম আত্মা বলে। লৌকিক পিতাকে আত্মা পরমপিতা বলতে পারেনা। যখন পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে তো তাকে দেহী-অভিমানী বলা হয় । যখন দেহ অভিমানে আছে তখন দেহের সম্বন্ধের বাবা স্মরণে আসে। তিনি তো হলেন আত্মার সম্বন্ধের বাবা। তিনি এখন উপস্থিত আছেন। আত্মা বুদ্ধি দিয়ে জানে, আত্মায় বুদ্ধি আছে কিনা। সুতরাং পরমপিতা পরমাত্মা হলেন নিশ্চয়ই পারলৌকিক পিতা । তাঁকেই ঈশ্বর বলা হয়। এখন বাবা এই প্রশ্নাবলী তৈরি করেছেন। যার দ্বারা বাচ্চারা তোমাদের বোঝাতে সহজ হবে। যেমন ফর্ম ভরাও তেমনই প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করতে পারো। নিশ্চয়ই যে জিজ্ঞাসা করে সে হল নলেজফুল অর্থাৎ সে অবশ্যই টিচার হবেন। আত্মা-ই শরীর ধারণ করে এবং অর্গ্যান্স দ্বারা বোঝায়। অতএব বাচ্চাদের সহজ করে বোঝানোর জন্যে এইসব তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু জ্ঞান প্রদানকারী বাচ্চাদের অবস্থাও ভালো থাকা উচিত। যতই কারো জ্ঞান ভালো , কারো যোগ ভালো হোক, তার সাথে চলনও ভালো থাকা চাই। দিব্য চলন তাদের হবে যাদের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকারের ভূত থাকবে না। এগুলি হল বড় বড় ভূত। বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে কোনো ভূত থাকা উচিত নয়। আমরা হলাম ভূত নিষ্কাশনকারী। ঐ অশুদ্ধ আত্মারা যে বিচরণ করে তাদের ভূত বলা হয়। সেই ভূত তাড়াতে ওস্তাদ থাকে। এই যে ৫ বিকার রূপী ভূত আছে এতো পরম পিতা পরমাত্মা ছাড়া কেউ তাড়াতে পারেনা। সর্বের ভূত নির্বাসন কর্তা হলেন একজন। সর্বের সদগতি দাতা হলেন এক। রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারেন একজন। এই হল বড় ভূত। বলাও হয় এর মধ্যে ক্রোধের ভূত আছে, এর মধ্যে মোহের এবং অশুদ্ধ অহংকারের ভূত আছে। সবাইকে এই ভূতের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারেন লিবারেটর, পরমপিতা পরমাত্মা একজন-ই আছেন। তোমরা জানো এই সময় সবচেয়ে শক্তিশালী হল এরা খ্রিস্টানরা। তাদের ইংরেজি শব্দ গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে রাজা থাকেন সেই রাজা নিজের ভাষা ব্যবহার করেন। দেবতাদের ভাষা কেউ জানেনা। আমাদের কন্যারা প্রথমে সবকিছু এসে বলে দিত। দুই চার দিন ধ্যানে মগ্ন থাকত। এবারে কোনো বুদ্ধিবান সংবাদ বাহক হোক যে সেখানকার ভাষা শুনে এসে জানাবে।

তোমরা বাচ্চারা সবাইকে ভারতের কাহিনী শোনাও। ভারত সতোপ্রধান ছিল, এখন হয়েছে তমোপ্রধান, পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছে। ভারতে দেবতাদের চিত্র অনেক আছে, অন্ধ শ্রদ্ধায় পূজা করে। জীবন কাহিনী জানেনা। আমরা সবাই হলাম অ্যাক্টর তো ড্রামার ডাইরেক্টর ইত্যাদির সম্বন্ধে জানা উচিত তাইজানোই তো প্রশ্নাবলী তৈরি করা হয়েছে। পোপকেও লেখা উচিত, তুমি ফলোয়ার্সদের বলছ এইসব বিনাশের সামগ্রী নির্মাণ বন্ধ করো, তবুও তারা সেই কথা কেন শুনছে না ? তুমি তো সবার গুরু, তোমার মহিমা অনেক তবু তারা শোনে না কেন ? কারণ তুমি জানো না আমরা তোমাকে বলি। এইসব তোমার মতামত অনুযায়ী নয়। বরং ঈশ্বরের মতামত অনুযায়ী তৈরি হচ্ছে। স্বর্গের স্থাপনা অ্যাডম-ইভ দ্বারা হচ্ছে। নলেজফুল হলেন গড, তিনি হলেন গুপ্ত। নিশ্চয়ই তাঁর সৈন্য , তাঁর মতামত অনুযায়ী চলবে। এমন করে বোঝানো উচিত। কিন্তু বাচ্চারা বিশাল বুদ্ধির অধিকারী নয়, তাই স্কু টাইট করতে হয়। যেমন ইঞ্জিন ঠান্ডা হলে তখন তীর করতে কয়লা দেওয়া হয়। এও হল জ্ঞানের কয়লা। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সবচেয়ে বিশাল, সবাই তাঁকে সেলাম করতে আসবে। পোপ কেও সবাই পাওয়ারফুল ভাবে। পোপকে যত মান দেওয়া হয় তত অন্য কাউকে দেওয়া হয়না। পিতাকে জানে না। তিনি তো হলেন গুপ্ত। ওঁনাকে শুধুমাত্র বাচ্চরাই জানে এবং মর্যাদা দেয়। কিন্তু মায়া এমন যে বাচ্চাদেরকেও এমন পিতার রিগার্ড রাখতে দেয়না। বাবা বিশ্বের মালিক করেন, এই নেশা বাইরে বের হলে শেষ হয়ে যায়। আমরা বাবার কাছে ডবল মুকুটের বর্সা নেব না কেন, এই হল সুপুত্র বাচ্চাদের নেশা। কিন্তু অনেক বাচ্চারা এমন আছে যাদের কাম, ক্রোধ, লোভের ভূত ঘিরে নেয়। বাবা মুরলি পড়েন তখন মনের ভিতরে খেয়াল হয় যে এখনও আমাদের কাম বিকারের হালকা নেশা আছে। যদি এক দিক দূত হয় তবে কিছু হতে পারবে না। কোথাও স্ত্রী দূত থাকে, কোথাও পুরুষ। বাবার কাছে সব রকমের খবর আসে। কেউ সত্য কথা লেখে, ভিতরে বাইরে পরিষ্কার থাকা চাই। কেউ বাইরে সত্য, ভিতরে মিথ্যা হয়। ঝড় তো অনেকের আসে। পত্রে লেখে বাবা আজ আমার কাম বিকারের ঝড় উঠেছিল কিন্তু আমি বেঁচে গেছি। যদি না লিখবে তবে এক তো দন্ড দ্বিতীয় অভ্যাসে পরিণত হবে। শেষে পতন হবে। বাচ্চাদের কাছে বাবার আশা তো থাকে তাইনা। একটু গ্রহচারী অর্থাৎ গ্রহণ যা থাকে সেসব মিটে যায়। অনেকে আছে যারা আজ ভালো চলছে, আগামী কাল মূর্ছা যাবে বা শ্বাস রুদ্ধ হবে। নিশ্চয়ই কোনো অবজ্ঞা করে। সব কথায় সততা থাকা উচিত তবেই সত্য খণ্ডের মালিক হবে। মিথ্যা বললে এই রোগ বাড়তে থাকবে ফলে ক্ষতি হবে।

বাচ্চাদের খুব যুক্তি সহকারে প্রশ্নাবলী লেখা উচিত - পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ আছে ? তিনি যখন পিতা তখন সর্বব্যাপী হওয়ার কথা নেই। তিনি হলেন সর্বের সদগতি দাতা, পতিত-পাবন, গীতার ভগবান তো নিশ্চয়ই কখনও এসে জ্ঞান দিয়েছিলেন। যদি সে কথাই হয় তাহলে ওঁনার জীবন কাহিনী জানো কি ? না জানলে বর্সা প্রাপ্ত হবেনা। পিতার কাছে অবশ্যই বর্সা প্রাপ্ত হবে। তারপরে দ্বিতীয় প্রশ্ন করো - প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং তাঁর মুখবংশীদের কি জানো ? যাঁর নাম হল সরস্বতী, তিনি হলেন জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী। ওঁনাকে গডেজ অফ নলেজ অর্থাৎ বিদ্যার দেবী বলা হয়। তিনি হলেন জগৎ অম্বা। সুতরাং ওঁনার সন্তানও থাকবে। পিতাও আছেন হয়ত। নলেজ প্রদান করেন তো তিনি। এখন এই প্রজাপিতা এবং জগৎ অম্বা হলেন কারা ? ওঁনাকে ধন লক্ষ্মী বলা হয়, তখন জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী নন। এই ব্রহ্মা-সরস্বতী রাজ-রাজেশ্বরী হন। সুতরাং ওঁনার সন্তানরা অবশ্যই স্বর্গের মালিক হবে। এখন এইটি হল সঙ্গম, কুস্ত। সেই কুস্তের মেলায় দেখো কি হয় , ভক্তিমার্গের

অর্থ এবং এই জ্ঞানের অর্থে রাত-দিনের তফাৎ আছে। ঐ হল জলের নদী ও সাগরের মেলা। এই হল হিউম্যান গঙ্গা যাদের সাগর থেকে উৎপত্তি হয়, তাদের মেলা। এই প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা হয় পতিত থেকে পবিত্র করেন কে? এই কথাটি তো জানবার কথা তাইজন্যই তো জিজ্ঞাসা করা হয়। এই মাতা-পিতার জ্ঞানের আধারে তোমরা রাজ রাজেশ্বরী হতে পারো। ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী এইরকম বললে মুখ কি মিষ্টি হবে? এখন তোমরা ভক্তির ফল জ্ঞান প্রাপ্ত কর। এখন ভগবান পড়ান ফলে পদে পদে ধাক্কা খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। বাবা বলেন - বাচ্চারা, অশরীরী ভব। আত্মার জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে, এখন আত্মা বলে - আমাদের ফিরে যেতে হবে বাবার কাছে। তারপরে আছে প্রালঙ্ক। রাজধানী স্থাপন হয়ে যায়। এ হল কতখানি বোঝার বিষয়। এই প্রশ্নাবলী খুব ভালো। সবার পকেটে যেন থাকে, সার্ভিসেবল বাচ্চারাই এই কথায় কান দেবে। বাচ্চাদের জন্যে বাবাকে কত পরিশ্রম করতে হয়। বাবা বলেন - বাচ্চারা, নিজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করো। তা নাহলে কল্প-কল্প পদ মর্যাদা কম হয়ে যাবে। যেমন ইনি ব্রহ্মা বাবা মহারাজা-মহারানী হন তেমনই বাচ্চারাও যেন হয়। কিন্তু নিজের অন্তরে নিশ্চয় থাকা উচিত। রাজার হাতে অনেক শক্তি থাকে। সেখানে তো সুখ আর সুখ। আর যারা রাজা হয় তারাও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান-পুণ্য করে হয়। রাজার আদেশ অনুযায়ী সম্পূর্ণ প্রজা পালিত হয়। এই সময় তো ভারত বাসীদের কোনো রাজা নেই, পঞ্চায়েত রাজ্য আছে, সুতরাং কত দুর্বল হয়েছে।

বাবা জানেন অনেক বাচ্চাদের ঝড়ের সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু তারা খবর দেয়না। বাবাকে লেখা উচিত এমন ঝড় ওঠে, আপনি পরামর্শ দিন। বাবা পরিস্থিতি দেখে পরামর্শ দেবেন। তারাও লেখেনা, তাদের সঙ্গী সাথীরাও খবর দেয়না যে বাবা আমাদের সঙ্গীর এইরকম অবস্থা হয়েছে। বাবাকে খবর দেওয়া উচিত। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস ১১.০১.৬৯

বেহদের বাবা এসে বোঝান, আপন করেন, রাজার পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করতে শিক্ষা দেন, পবিত্রও করেন। বাবা খুব সহজ ভাবে নিজের ও বর্সার পরিচয় বোঝান। নিজে নিজে বুঝতে পারবেনা। বেহদের বাবার কাছে নিশ্চয়ই বেহদের বর্সা প্রাপ্ত হবে - এই কথাও ভালো বুদ্ধিবান-রাই বুঝবে। বাবা কি বর্সা দেন? ঘরের বর্সা, পড়াশোনার বর্সা এবং স্বর্গের বাদশাহীর বর্সা দেন। যারা পবিত্র দৈবী সম্প্রদায় হয় তারা-ই রাজধানীতে আসে। যে যত পড়বে, পড়াবে সে-ই উঁচু পদের অধিকারী হবে। এত সন্তান আছে, বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করে। বাবা স্বর্গের মালিক, নর থেকে নারায়ণে পরিণত করেন। ইনি রাজত্বের মালিক। তো বেহদের বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা আমরা ওঁনার সন্তান স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত করব, যথা রাজা রানী তথা প্রজা যত পুরুষার্থ করবে ততই উঁচু পদের অধিকারী হবে। এইটি হল রাজত্বের জন্যে পুরুষার্থ। সত্যযুগের রাজত্ব সবাই প্রাপ্ত করবেনা। যে যত পুরুষার্থ করবে ততই উঁচু পদের অধিকারী হবে। পুরুষার্থের উপরে প্রারন্ধ নির্ভর করছে। এইসব তো বাচ্চারা জানে যে যত পুরুষার্থ করবে। পুরুষার্থ দ্বারা-ই বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করবে তো তমোপ্রধান স্টেজ থেকে সতোপ্রধান, পিওর সোনা হয়ে যাবে। রাজত্বও প্রাপ্ত হবে। যেমন এখানে বলা হয় আমরা ভারতের মালিক। মালিক তো সবাই হবে।

তাহলে কি পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে ? পড়াশোনা করে স্বর্গে আমাদের কি পদ হবে। তোমরা এখন সঙ্গমে পড়াশোনা করছ, সত্যযুগে রাজত্ব করবে। বাবা যোগও শেখান, পাঠও পড়ান। তোমরা জানো আমরা রাজ যোগ শিখছি। বাবার স্মরণ দ্বারা পবিত্রও হই। তারপরে আমাদের পুনর্জন্ম রাবণ রাজ্যে নয়, রাম রাজ্যে হবে। এখন আমরা পড়ছি - মন্মথভব, মধ্যজিভব । এখন হল কলিযুগের শেষ , এরপরে সত্যযুগ অবশ্যই আসবে। বাবা সঙ্গম যুগে এসেই বেহদের স্কুল খোলেন, যেখানে বেহদের পড়াশোনা হয়, বেহদের বাদশাহী প্রাপ্তির জন্যে। তোমরা জানো আমরা এখন নতুন দুনিয়ার মালিক হব। নতুন দুনিয়াকে স্বর্গ বলা হয়, নেশা হয় তাইনা। যথাযথ ভাবে পুরানো দুনিয়ার পরে নতুন দুনিয়া হয়। বাচ্চাদের মনে পড়ে। সব বাচ্চাদের হৃদয়ে আছে - স্বর্গের মালিক করতে আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা পড়ান। বাচ্চাদের এই কথা যেন মনে থাকে যে আমাদের ভগবান পড়ান, উঁচু থেকে উঁচু স্বর্গের রাজা-রানী করেন। রাজ যোগ দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্ত হয়, সেখানে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সব থাকে। এই বাবার (ব্রহ্মাবাবার) মধ্যে এখন শিববাবা এসেছেন। তিনি হলেন উঁচু থেকে উঁচু। আত্মা অনুভব করতে থাকে। সেখানে গেলে সেখানকার সম্মেলন উঁচু হবে। সব স্টুডেন্টদের সম্মেলন নিজের নিজের হবে। একজনের স্থানে অন্যজন বসতে পারেনা। একজনের সঙ্গে অন্যজনের পাঠ মিলবেনা। বাবা বুঝিয়েছেন আত্মাতে রেকর্ড ভরা আছে। ডামার প্ল্যান অনুযায়ী আমাদের পুরুষার্থ চলছে, কেউ রাজা কেউ রানী হবে। শেষে পুরুষার্থের রেজাল্ট বেরোবে, ফলে তখন মালা তৈরি হবে। উঁচু নম্বর প্রাপ্তকারী অবশ্যই জানবে। মৃত্যুর পরে সবাই বুঝতে পারে - আত্মা গিয়ে কর্ম অনুসারে অন্য দেহ ধারণ করবে। ভালো কর্ম করে ভালো জন্ম প্রাপ্ত হবে, যোগ বলের দ্বারা। পুরুষার্থ না করলে কম পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হবে। এমন এমন বিচার করলে খুশী অনুভব হবে। যে যেরকম মহারথী হবে তার সেরকম মহিমা হবে। সবার মুরলি একরকম তো হয়না। প্রত্যেকের মুরলিও আলাদা ; এইটি সম্পূর্ণ রচিত খেলা তাইনা। এখন বাচ্চাদের কর্মের প্রতি খেয়াল থাকে। পিতা মাতা যেমন করবে বাচ্চারা শিখবে। এখন তোমরা শ্রেষ্ঠ কর্ম করছ। সার্ভিস থেকে জানা যায়, মহারথীদের পরিশ্রম লুকোনো থাকেনা। বোঝা যায় কে উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্যে পরিশ্রম করেছে। সব বাচ্চাদের চাক্স আছে। উঁচু পদ পাওয়ার জন্যে মন্মথভবের লেসন অর্থ সহ প্রাপ্ত হয়েছে। বাচ্চারা বোঝে এই গীতার জ্ঞান নলেজফুল বাবা নিজে এসে প্রদান করেন তো নিশ্চয়ই সঠিক নলেজ দেবেন। তারপরে ধারণার ওপর নির্ভর করছে, যা শোনো সব প্রাক্টিক্যালো দেখা যাবে। ডিফিকাল্ট নয়। বাবাকে স্মরণ করা এবং চক্রকে জানা । এই হল অন্তিম জন্মের পড়াশোনা, সেইটি পাস করে নতুন দুনিয়া সত্যযুগে চলে যাবে।

গায়ন আছে নিশ্চয়ই বিজয়। অতএব প্রীত বুদ্ধি বাচ্চারা বুঝেছে - আমাদের ভগবান পড়ান। বাচ্চারা জানে আমাদের আত্মা ধারণ করে। আত্মা এই শরীর দ্বারা পড়ে, চাকরি করে। এইসব বুঝবার কথা। বাবাকে স্মরণ করে, তখন মায়া রাবণ বুদ্ধি যোগ বিচ্ছিন্ন করে, মায়ার থেকে সাবধান থাকতে হবে। যত এগোবে তত তোমাদের প্রভাব বিস্তার করবে এবং খুশীর পারদ উর্ধ্বে থাকবে। নতুন জন্ম নিয়ে অনেক শো করবে। আত্মা ! মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চাদেরকে রুহানী বাপ-দাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডনাইট।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) ভিতরে-বাইরে পরিষ্কার থাকতে হবে। সত্য হৃদয় দিয়ে বাবাকে নিজের সংবাদ দিতে হবে, কিছুই লুকানো চলবে না।

২) এখন ফিরে যেতে হবে তাই অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে, চুপ করে থাকতে হবে।

বরদান :- আমার - আমার ভাব ত্যাগ করে ট্রাস্টি হয়ে সেবা করে সদা সন্তুষ্ট আত্মা ভব

ব্যাখা: লৌকিক পরিবারে থেকে, সেবা করে সদা স্মরণে থাকো যে আমি ট্রাস্টি, আমি সেবাধারী। সেবা করায় একটুও যেন আমার ভাব না থাকে, তাহলেই সন্তুষ্ট থাকবে। যখন আমার ভাব আসে তখন অশান্ত হও, ভাবো আমার সন্তান এমন কাজ করে অর্থাৎ যেখানে আমার ভাব আছে সেখানেই অশান্তি এবং যেখানে তোমার-তোমার ভাব সেখানে সাঁতরে পাড়ি দেবে। তোমার-তোমার বলা মানে স্বমানে থাকা , আমার-আমার বলা মানে অভিমানে থাকা।

স্লোগান - বুদ্ধিতে সব সময় বাবা ও শ্রীমতের স্মৃতি থাকলে তবেই বলা হবে হৃদয় দিয়ে সমর্পিত আত্মা ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের রুহানী যোগ হলো চির পবিত্র হওয়ার জন্য কেননা তোমরা পবিত্রতার সাগরের সঙ্গে যোগ লাগাও, পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করো"

প্রশ্ন : -- নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চাদের প্রথমদিকে কোন্ নিশ্চয়তা পাকা হওয়া উচিত ? সেই নিশ্চয়তার নিদর্শন কি হবে ?

উত্তর : -- আমরা এক বাবার সন্তান, প্রথমদিকে তোমাদের পাক্কা নিশ্চয়তা থাকা উচিত যে, বাবার থেকে আমরা দৈবী স্বরাজ্য পাই। নিশ্চয় থাকলেই সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিতে আসবে যে, আমরা যে ভক্তি করেছিলাম, তা এখন সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন আমরা স্বয়ং ভগবানকে পেয়েছি। নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চারাই উত্তরাধিকারী হয়।

গীত :-- ও দূরের পথিক আমাকেও সাথে নিয়ে চলো ...

ওম শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান যে, দূরের পথিক তো সবাই হয়। সব আত্মারাই দূরের থেকে দূর পরমধামের অধিবাসী। এও শাস্ত্রতে আছে। আত্মা দূরে থাকে যেখানে চাঁদ, সূর্যের কিরণ পৌঁছায় না। মূলবতন, সূক্ষ্ম বতনে কোনো ড্রামা হয় না। ড্রামা হলো এই স্থূল বতনের, যাকে মনুষ্য সৃষ্টি বলা হয়। মূল বতন এবং সূক্ষ্ম বতনে ৮৪ জন্মের কোনো চক্র হয় না। এই চক্র মনুষ্য সৃষ্টিতে দেখানো হয়। মনুষ্য সৃষ্টি কি জিনিস, মানুষ কিসের দ্বারা তৈরী হয়েছে ? মানুষের মধ্যে এক তো আত্মা আর দ্বিতীয় হলো শরীর। পাঁচ তত্ত্বের পুতুল তৈরী হয়। তাতে আত্মা প্রবেশ করে অভিনয় করে। তাই দূরের অধিবাসী তো সবাই কিন্তু তোমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত হও। অন্য মানুষের মধ্যে এই নিশ্চয়তা নেই। বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমরা আমাকে দূরদেশের অধিবাসী বলো কিন্তু তোমাদের সকল আত্মাদের নিবাস স্থান সেই একই জায়গায়। ওই নাটকে যারা অভিনয় করে তাদের প্রত্যেকেরই নিজের নিজের ঘর আছে। ওখান থেকে তারা এসে অভিনয় করে। এখানে তোমরা বাচ্চারা মনে করো, আমরা সবাই একই বাবার সন্তান, একই ঘর পরমধামে থাকি। সে হলো ব্রহ্ম মহতত্ত্ব আর এ হলো আকাশ তত্ত্ব। এখানেই সবাই অভিনয় করে, রাতদিন এখানেই হয় তাই সূর্য - চাঁদও এখানেই। মূল বতনে তো রাত - দিন হয় না। এই সূর্য চাঁদও কোনো দেবতা নয়। এ তো মণ্ডপকে উজ্জ্বল করার বাতি। দিনে সূর্য আলো দেয় আর রাতে চাঁদ আলো থাকে। এখন সমস্ত মানুষই মুক্তিধামে যেতে চাইছে। তারা জানে যে ভগবান উপরে থাকে। ভগবানকেও যখন স্মরণ করবে -- হে পরমপিতা পরমাত্মা, বুদ্ধি তখন উপরে চলে যাবে। আত্মা সবই বোঝে কিন্তু অজ্ঞানে ঢাকা পড়ে আছে। তারা এও জানে যে, আমরা এখানকার অধিবাসী নই। আমাদের বাবা হলেন তিনি। তারা মুখে ও গড ফাদার বলেও থাকে। তারপর আবার বলে দেয়, সকলেই ফাদার, ভগবান সর্বব্যাপী। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে, সকলেই তো আর বাবা নয়। সব আত্মারাই নিজেদের মধ্যে ভাই - ভাই। এ কথা না জানার কারণে নিজেদের মধ্যে লড়াই - ঝগড়া করতে থাকে। তোমরা আত্মার ভাই - ভাই, তোমরা এক বাবার সন্তান হয়েছে। এই নিশ্চয়বুদ্ধিও নম্বর অনুসারে হয়। লৌকিক সম্বন্ধে নিশ্চয়তা থাকে যে, বাবার থেকে সম্পত্তি পেতে হবে। এখানে মায়া বাবার থেকে প্রতি মুহূর্তে মুখ ঘুরিয়ে দেয়। তোমরা যখন সর্বশক্তিমান বাবার হয়েছে, তখন মায়াও সর্বশক্তিমান হয়ে তোমাদের সঙ্গে লড়াই করে। এ হলো পাঁচ বিকারের উপর জয় পাওয়ার যুদ্ধ। যুদ্ধ তো

বিখ্যাত । বাকি শাস্ত্রে যে কৌরব - পাণ্ডবদের দেখানো হয়েছে, তা সঠিক নয় । এই রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ খুব ভারী । আমরা চাই যে, আমরা বাবার স্মরণে থেকে সম্পূর্ণ হই, আমাদের আত্মা পবিত্র হোক । যোগ ছাড়া তো আর অন্য কোনো রাস্তা নেই । আর অন্য যে সব যোগ শেখে তা কিন্তু পবিত্রতার জন্য নয় । সে তো সব স্থূল যোগ, অল্প সময়ের জন্য, আর এই রুহানী যোগ হলো চির পবিত্র হওয়ার জন্য । পবিত্রতার সাগরের সাথে যোগযুক্ত হয়ে আমরা পবিত্র হই । বাবা বলেন যে, এই যোগ অগ্নিতে তোমাদের জন্ম - জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হয় । বুদ্ধিও বলে যে, এ হলো পতিত দুনিয়া । কাউকেই জিজ্ঞেস করো না কেন - এ কি সত্যযুগ নাকি কলিযুগ ? তো একে সত্যযুগ কেউই বলবে না । সত্যযুগ তো ছিলো নতুন দুনিয়া । তাকে গোল্ডেন এজ আর একে আয়রন এজ বলা হয় । পুরানো দুনিয়াকে কলিযুগ আর নতুন দুনিয়াকে সত্যযুগ বলা হয় । এমন বলা যাবে না যে, এখন সত্যযুগও আবার কলিযুগও । তা নয়, নরকবাসী হলো নরকবাসীই । পুরানো দুনিয়াকে পতিত দুনিয়া আর নতুন দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া বলা হবে । মানুষের জন্যই বোঝানো হয়, জঙ্ক - জানোয়ার খোড়াই বলবে যে, পতিত - পাবন এসো । কাউকে জিজ্ঞেস করলেই সে বলবে, এ তো নরক । ভারতই নতুন দুনিয়া স্বর্গ ছিলো, আবার ভারতই পুরানো দুনিয়া নরক হয়েছে । ভারতের উপরই জোর দাও । দ্বিতীয় অন্য সকলেই তো মধ্যভাগে আসে । তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই । আমাদের ধর্মই আলাদা যা এখন প্রায় লোপ হয়ে গেছে ।

এখন তোমরা নিশ্চয়বুদ্ধির হয়েছে । তোমরা জানো যে, আমরা এক বাবার সন্তান । বাবার থেকেই আমরা স্বরাজ্য পাই । প্রথমে তো এই নিশ্চয়তা পাকা হওয়া দরকার । তোমরা স্তান শোনো, সে তো ঠিক আছে । প্রজা তৈরী হয়ে যায় । বাকি আমরা বেহদের বাবার সন্তান -- এ যদি নিশ্চিত হয়ে যায় তো মনে করবে আমরা ভক্তি করেছি ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য । এখন এই ভক্তি সম্পূর্ণ হচ্ছে । এখন ভগবান স্বয়ং এসে মিলিত হচ্ছেন । তাঁর থেকে আমরা সূর্যবংশী স্বরাজ্য পদ পাই । আমরা এত উঁচু পদ পাই । সাহকাররা যেমন বাচ্চাদের দণ্ডক নেয় । তারা তো একটা বাচ্চা দণ্ডক নেয় । এখানে তো বেহদের বাবার অনেক সন্তান চাই । বলা হয়, যে আমার সন্তান হবে, সে স্বর্গের আশীর্বাদী বর্ষা পাবে । যে আমার সন্তান হবে না সে এই অবিনাশী বর্ষার অধিকারী হতে পারবে না । তারা শ্রীমতেই চলে না । যারা নিশ্চিত হয়ে যায় তারা বলে, বাবা আপনি আবার এসেছেন, ব্যস, আমি তো আপনার হাত ছাড়বো না । বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন, বাচ্চারা আবার অন্যদের বুঝিয়ে বলে যে, আমরা পারলৌকিক বাবার সন্তান হয়েছি । তাঁর শ্রীমতেই আমরা চলি, আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা পড়ান । এত সব বি.কে হয়েছে, তাহলে অবশ্যই নিশ্চয়তা আছে, তাহলে আমরাও কেন হবো না । লিখে পাঠিয়ে দাও যে, আমরা আপনার হয়েছি । বাবা বলবেন, আমি খোড়াই কোনো দূরে আছি । আমি তো এখানে বসে আছি, আমি হাজির । এখানে আমি প্রত্যক্ষভাবে বসে আছি । প্রেসিডেন্টের জন্য যেমন বলা হয়, তিনি এই সৃষ্টিতে হাজির, এর অর্থ এই নয় যে প্রেসিডেন্ট সর্বব্যাপী । তেমনই পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁকে সুখ কর্তা, দুঃখহর্তা বলা হয়, তিনি সর্বব্যাপী হতে পারেন না । তিনি উপস্থিত থাকলে মানুষ এত দুঃখী কিভাবে হতে পারে ? যেখানে বাবার অনুপস্থিতিতে স্বর্গও কোনো দুঃখী থাকে না ।

বাবা বাচ্চাদের জন্য বাসা বানিয়েছেন । পাখি যেমন তার বাচ্চাদের জন্য বাসা বানায়, তেমনই বাবাও তোমাদের দিয়েই তোমাদের জন্য ঘর বানায় । তোমাদেরই থাকার জন্য এখন স্বর্গের ঘর তৈরী হচ্ছে । বাবা বলেন যে, তোমরা যদি আমার মতে চলো তাহলে তোমরা স্বর্গে রাজ্য করবে । তোমাদের যদি

সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকে, তাহলে তোমরা ধরে ফেলবে। এমনও নয় যে তোমাদের এখানে সবসময় বসে থাকতে হবে। ঘরবাড়ি ছাড়লে তো হবে না। ওরা তো গৃহত্যাগ করে। ওরা গুরুকে ভগবান মনে করে। ওরা কেউই জীবন্মুত হয় না। তোমাদের তো এখানে জীবন্মুত হয়ে তারপর সত্যযুগে বাঁচতে হবে। তোমরা বাবার থেকে বেহদের অবিনাশী বর্সা নাও। তোমরা যখন নিশ্চিত হয়েছো যে, বেহদের বাবা পড়ান, তিনিই আমাদের ২১ জন্মের আশীর্বাদী বর্সা দেন, তখন তো তাঁর শ্রীমতে চলতে হবে। সন্তান যখন হয়েছো তখন তো বাবা নির্দেশ দেবেন। প্রথমে তো এক সপ্তাহ ভাঙিতে বসো। তোমাদের রোজ জ্ঞান মিলতে থাকবে। প্রত্যেকেই তো একরকম বোঝে না, প্রত্যেকেই তাদের পুরুষার্থ ভাগ্য অনুসারে পায়। এই পুরুষার্থ এবং ভাগ্যের উপরই সবকিছু নির্ভর করে। জানা যায় যে ভাগ্যে কি আছে? কি পদ পাবে? বাবার হয়েও গৃহস্থ জীবনে থাকতে হবে। আচ্ছা, গৃহস্থ জীবনে যদি না থাকতে চাও, তাহলে গিয়ে অন্ধের লাঠি হও। সত্যনারায়ণের কথা শোনাতে তো অবশ্যই যেতে হবে।

এখন দেখো, কন্যা প্রেম, সেবায় গিয়েছে। যিনি নিমন্ত্রণ দিয়েছিলেন, তিনি সম্বর্ধনার আয়োজন করিয়েছিলেন, অনেকের সাথে পরিচয় করিয়েছিলেন, অনেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলো। বাবা কিন্তু বলছেন – নিশ্চয়বুদ্ধি কেউই নেই যে মনে করে, বেহদের বাবা পড়াচ্ছেন, যাঁর থেকে আমরা ২১ জন্মের আশীর্বাদী বর্সা পাই। তারা প্রভাবিত হয় কিন্তু এমন খোড়াই তারা নিশ্চিত হয়েছো যে, জ্ঞানের সাগর বাবা পড়াচ্ছেন। হ্যাঁ, তারা কেবল বলবে যে, খুব ভালো। যেই বাইরে যাবে, তখনই সব ভুলে যাবে। নামমাত্র কয়েকজনই পুরুষার্থ করবে। যদিও তারা নিজেদের মধ্যে সংসঙ্গ করবে, কিন্তু যারা করবে তারাও নিশ্চয়বুদ্ধি নয়। এদের হাফ কাস্ট বলা হয়। নিশ্চয় আর সংশয়। এখনই বলবে যে, বাবা পড়ায় আবার এখনই বলবে, এ কি করে হতে পারে? হ্যাঁ, পবিত্র হওয়া ভালো কিন্তু পবিত্রতাতে টিকে থাকা খুবই মুশকিল। প্রথমে তো নিশ্চয়তা চাই। গদগদ হয়ে পত্র লিখতে হবে। বন্ধনে থাকা গোপীকারা যেমন পত্র লেখে, মুক্তরা খোড়াই লেখে। বাবা লিখে দেন যে, একজনকেও নিশ্চয়বুদ্ধি বানানো হয় নি। হ্যাঁ, সাধারণ প্রজা বানানো হয়েছে কিন্তু উত্তরাধিকারী বানানো হয় নি। একজনও নিশ্চয়বুদ্ধির হয় নি। নিশ্চয়বুদ্ধির যারা হয়, তারাই উত্তরাধিকারী হয়। কেউ যদি নিশ্চয়বুদ্ধির হয়ও কিন্তু জ্ঞান ধারণ করতে না পারে তাহলে ওই ঘরানায় গিয়ে দাস – দাসী হয়। ভবিষ্যতে তোমাদের সঠিক সাফাৎকার হবে। তোমরা জানতেও পারবে যে, কতো নম্বরে দাস – দাসী হবে? তখন অনেক অনুতাপ করবে। আমরা তো শ্রীমতে চলি নি, তাই এমন অবস্থা। তবুও সমস্ত পরিস্থিতিতেই বলা হবে ড্রামা। এর ড্রামাতে কল্প – কল্পান্তরে এমনই পার্ট। সাফাৎকার হতেই হবে। পরের দিকে রেজাল্ট বের হবে। তখন তোমরা বলবে ভবিতব্য। আমাদের ভাগ্যে এমন ছিলো, তোমাদের পড়ার রেজাল্ট আসবে। এ তো অনেক বড় স্কুল। এখানে পড়ান একজনই, পড়াও একটাই, পরীক্ষাও একটাই। টিচার জানে যে এই স্টুডেন্ট কেমন, সবাই জাম্প দিতে থাকে। ভবিষ্যতে অনেককিছুই জানতে পারা যাবে। মূহুর্তে – মূহুর্তে তোমরা ধ্যানে চলে যাবে। যেমন তোমরা শুরুতে যেতে। তোমরাও যেমন বুঝতে পারো, বাবাও তেমন বুঝতে পারেন। তোমরা গাফিলতি করো, শ্রীমতে চলো না। এমন চলতে চলতে অভ্যাস হয়ে যায়। যদিও তোমরা জিজ্ঞেস করো – শিববাবা, আমরা আপনার শ্রীমতে চলছি কি? বাবা বলে দেবেন, তোমরা চলো না, তাই তোমাদের ভাগ্য এমন। বোঝা যায় যে, এখন দশা খারাপ, পরের দিকে উন্নতি করলে আবার ঠিক হয়ে যাবে। কেউ কেউ কামের হালকা নেশায় অধঃপতিত হয়। ভারত একসময় পবিত্র ছিলো, শ্রেষ্ঠাচারী ছিলো, যা এখন ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। ওই শ্রেষ্ঠ দেবতাদের মহিমা এখনো তো আছে, তাই না। বাবা বলেন, এ হলো আসুরী

সম্প্রদায়, আমি এসেছি দৈবী সম্প্রদায় স্থাপন করতে । এই দেবী - দেবতা ধর্ম হলো উঁচুর থেকেও উঁচু । বাবাই হলেন পতিত - পাবন । মানুষ কিন্তু কিছুই বোঝে না । যাঁরাই ধর্ম স্থাপন করতে আসে - তাঁরা অবশ্যই পবিত্র হয় । প্রতি বিষয়েই ভালো এবং খারাপ দুইই থাকে । কম ভাগ্যের বা ভালো ভাগ্যের দুইই থাকে । এখন এই রাবণ রাজ্য শেষ হয়ে যাবে । এই রাবণের রাজ্যে আগুন লাগবে । তোমরা রামের সেনারা বসে আছো । যারা এই ধর্মের হবে তারা বুঝতে থাকবে । নশ্বর অনুসারেই তারা বোঝে । কারোর তো জনকের মতো একটাই তীর লাগলেই সমর্পণ হয়ে যায় । তারা কোনো বাহানা করবে না । এখানে কোনো বাহানা চলবে না । তবুও মায়ার তুফান অনেকই আসে । নিজের ঘরানাকেই ভুলে যায় যে, আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান । বাচ্চাদের তাই অনেক মিষ্টি হতে হবে । কামের সমান্যতম নেশা থাকা উচিত নয় । কাম হলো মহাশত্রু । এই হলো সবথেকে বড় পরীক্ষা । বাবা বলেন --- বাচ্চারা, একসাথে থেকেও পবিত্র হয়ে দেখাও । বাবা বাচ্চাদের অবস্থা জানেন । নিশ্চয়বুদ্ধির বাচ্চারা বাবাকে নিজের খবর দেবে যে, বাবা, আমি আপনাকে স্মরণ করি, আপনার এই সেবা করি । সার্ভিসের খবর লিখলে তখন তো বিশ্বাস করবো । সার্ভিসের প্রমাণ দিলে তখন বাবা বুঝতে পারবেন যে, এর উপর খুব সুন্দর আশা করা যাচ্ছে, এরপর এও বোঝানো উচিত যে, বাবা একা আর আমরা বাচ্চারা অনেক । এমন নয় যে বাবাকে রোজ রোজ রেসপন্স দিতে হবে । তা নয়, বাবা হলেনই গরীবের ভগবান । দান তো গরীবকেই দেওয়া হয় । এই ভারত খণ্ড হলো গরীব । ভারতই বিত্তবান থেকে আজ গরীব হয়েছে । এ কথা কেউই জানে না । এই ভারতই হলো অবিনাশী খণ্ড, যেখানে ভগবান অবতার হয়ে আসেন । ভারত ছিলো সোনার পাথির মতো অর্থাৎ সর্ব সুখের ভাণ্ডার ছিলো । যেই সুখধামে যাওয়ার জন্য আমরা সবাই পুরুষার্থ করছি । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : --

১) কোনো বাহানা না করে, বাবার শ্রীমতে চলতে হবে । সার্ভিসের প্রমাণ দিতে হবে ।

২) আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান, আমাদের উঁচুর থেকে উঁচু ঘরানা, এ কথা ভুলবে না । নিশ্চয়বুদ্ধি হতে হবে এবং অন্যকে করতে হবে ।

বরদান : -- ব্রাহ্মণ জন্মের বিশেষত্ব এবং অনন্যতাকে স্মৃতিতে রেখে, সেবা কাজ করে সাক্ষী স্বরূপ ভব

এই ব্রাহ্মণ জন্ম হলো দিব্য জন্ম । সাধারণ আত্মারা তাদের জন্মদিন আলাদা ভাবে পালন করে, বিয়ের দিন, বন্ধুত্বের দিন আলাদা ভাবে পালন করে কিন্তু তোমাদের জন্মদিনও যা, বিয়ের দিন, মাতৃ দিবস, পিতৃ দিবস, এনগেজমেন্ট দিবস সবই এক কেননা তোমাদের সকলের প্রতিজ্ঞা - এক বাবা দ্বিতীয় আর কেউ নয় । তাই এই জন্মের বিশেষত্ব এবং বিচিত্রতাকে স্মৃতিতে রেখে সেবার পার্ট করো । সেবাতে একে অপরের সাথী হও কিন্তু সাক্ষী হয়ে সাথী হও । কখনোই কারোর দিকে সামান্যতমও হেলে যেও না ।

স্লোগান : - নিশ্চিত্ত বাদশাহ সে-ই, যার জীৱনে নিৰ্মাণ আৰ অথৱিটিৰ ব্যালেঞ্চ থাকে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হল পূর্ব নির্দিষ্ট অনাদি ড্রামা, এই ড্রামাতে প্রতিটি অ্যাক্টরের পার্ট ফিক্সড রয়েছে, কারও মোক্ষ লাভ হওয়া সম্ভব নয়"

প্রশ্ন:- শিববাবা হলেন অশরীরী তিনি শরীরে কীসের জন্য আসেন ? কোন্ কাজটা করেন এবং কোনটা করেন না ?

উত্তর:- বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি এই শরীরে আসি শুধুমাত্র তোমাকে মুরলী শোনাতে। আমি মুরলী শোনানোর জন্যই আসি। আমি মুরলী শোনানোর কাজ করি। আমি খাওয়া দাওয়া করবার জন্য আসি না। আমি এসেছি তোমাদেরকে নয়া রাজধানী দিতে। আর স্বাদ ! সে তো এনার আত্মাই নেন।

গীত:- ওই আকাশ সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসো

ওম্ শান্তি। গীত তো সেগুলোই বাজানো হয়, যেগুলির সাথে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে। আকাশে তো কোনো সিংহাসন নেই। আকাশ এই পোলার-কে (অন্তরীক্ষ, Space) বলা হয়। কিন্তু আকাশ তব্বে কোনো সিংহাসন নেই, আর না পরমপিতা পরমাত্মা সেই আকাশ সিংহাসনে থাকেন। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান - আমি হলাম পরমপিতা পরমাত্মা আর তোমরা বাচ্চারা, যারা হলে আত্মা, উভয়েই এই সূর্য, চাঁদ, তারা, নক্ষত্ররাজির উর্ধ্বে অপর পারে থাকো, তাকে বলা হয় মূলবতন। যেমন এখানে আকাশে সূর্য, চাঁদ, তারা রয়েছে, ঠিক তেমনই হুবহু বৃক্ষের মতো মহাতত্বতেও আত্মারা থাকে। তারারা আকাশে দাঁড়িয়ে আছে, কোনো জিনিসের আধারে নেই। অহম্ আত্মারা আর পরমাত্মা বাবা, সবার নিবাস হল মহাতত্ব। স্টারের মতোই তো। জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা, জ্ঞান নক্ষত্ররা। এ তো আগেই বুঝিয়েছি তোমাদের যে, যখন যখন ভীড় বৃদ্ধি পায় (দুঃখ বাড়ে)। তখনই আমি আসি। পুরানোকে নতুন অবশ্যই বানানো হবে। পুরানোতেও ভীড় বৃদ্ধি পায়, কলিযুগে দুঃখের ভীড় বৃদ্ধি পায়। স্বর্গে তো সুখই সুখ। আবারও আমাকে এসে এই সহজ জ্ঞান আর সহজ রাজযোগ শেখাতে হয়। সবাই আহ্বান করে এসো। কৃষ্ণের জন্য বলা হয় যে, সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসো। কৃষ্ণের জন্য সিংহাসন শব্দ শোভা পায় না। সে তো প্রিন্স ছিল, তাই না ! সিংহাসন তখনই বলা হবে যখন রাজসিংহাসন পাবে। হ্যাঁ, ছোট বাচ্চাকে কোলে বা পাশে বসানো যায়। তো বাবা বাচ্চাদের বোঝান, আত্মারা মূলবতনে স্টারের মতো থাকে। তারপর নম্বর অনুসারে আসতে থাকে। তোমরা দেখেছ না, স্টার কীভাবে ভূপতিত হয়। সেখান থেকেও আত্মারা এসে সরাসরি গর্ভে প্রবেশ করে। এটা খুব ভালো করে নোট করো - প্রত্যেক আত্মাকে সত্যো, রজো, তমো-তে পাস করতে হয়। যেমন প্রথম লক্ষ্মী-নারায়ণ আসবে, তো তাদের সত্যো - রজো অবস্থা পার হবে, পুনর্জন্ম নিতে নিতে তারপর তমোপ্রধান অবস্থা হতেই হবে। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এমনই হবে। কেউই ফিরে যেতে পারবে না। ইব্রাহিম, গৌতম বুদ্ধ আসেন, তাদেরকেও সত্যো, রজো তমো পার করতে হয়, পুনর্জন্ম নিতে হয়। দ্বাপরে ধর্ম স্থাপকেরা আসে। সেখান থেকে তাদের পুনর্জন্ম শুরু হয়, তারপর তমোপ্রধান হতে হয়। তাদের এখন সঙ্গতি কে করবে ? সঙ্গতি দাতা হলেন একমাত্র শিববাবা। তিনি বলেন - সকলের সঙ্গতি আমাকেই করতে হয়। এই কাজ আমি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। আমি দেবী - দেবতা ধর্ম স্থাপন করি। তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই। গতি সঙ্গতি দাতা হলাম - আমি। যখন তোমরা পিওর হয়ে যাও, তখন তোমাদের আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাই। তোমাদেরও সঙ্গতি করি। তোমাদের সাথে যে যে ধর্মের লোকেরা রয়েছে, সেইসব ধর্মের ধর্ম স্থাপক সহ সকলের উদ্ধার করি। তোমাদের শৃঙ্গার করে স্বর্গের মালিক লক্ষ্মী অথবা নারায়ণকে বরণ করবার উপযুক্ত বানাই। তারপর তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। সবাইকে প্রথমে মুক্তিধামে পাঠিয়ে দিই, সকলের সঙ্গতি দাতাও আমি। অন্য ধর্ম স্থাপকরা যারা আসে, তারা সঙ্গতি করে না। তারা কেবল নিজের ধর্ম স্থাপন করে তার বৃদ্ধি করতে তৎপর হয়। নিজের ধর্মে পুনর্জন্ম নিয়ে সত্যো, রজো, তমো অবস্থা পার করে। এখন সবাই হল তমোপ্রধান। এখন তাদেরকে পবিত্র সত্যোপ্রধান কে বানাবে ? বাবা স্বয়ং বসে বাচ্চাদেরকে বোঝান। ভগবান এসে সবাইকে সঙ্গতিও করেন, ভারতকে স্বর্গও বানান। জীবনমুক্তির জন্য রাজযোগ শেখান, সেইজন্য বাবার এত মহিমা। গীতা হল সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি। কিন্তু কৃষ্ণের নাম লিখে দেওয়ার কারণে ভগবানকে ভুলে গেছে। ভগবান তো হলেন সকলের সঙ্গতি দাতা, সেইজন্য গীতা হল সব ধর্মের লোকেদের ধর্ম শাস্ত্র। সকলকেই একে মানতে হবে। সঙ্গতি প্রদানকারী আর কোনো শাস্ত্র নেই। সঙ্গতি দাতাও হলেন একজনই। গীতা হল তাঁরই। তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের সঙ্গতির জ্ঞান প্রদান করছেন তিনি। গীতায় শিব-এর নাম থাকলে এটা সব ধর্মের লোকেদের শাস্ত্র হত। বাবা সকলকে বলেন - নিজেকে আত্মা মনে করে আমার সাথে যোগ যুক্ত হও, তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা আমার ধামে চলে আসবে। সকল ধর্মের লোকেদের সঙ্গতি আমিই প্রদান করি। বাকিরা তো আসে কেবল ধর্ম

স্থাপন করতে। মানুষ বলে মোক্ষ লাভ কী সম্ভব নয় ? বাবা বলেন - না। যত আত্মারা রয়েছে, সকলের পাট ড্রামাতে ফিক্সড রয়েছে। কারো অ্যাক্ট বদল হওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেকের সম্পূর্ণ অ্যাক্ট অনাদি ড্রামা বানানো রয়েছে। ড্রামা হল অনাদি। তার কোনো আদি, মধ্য, অন্ত নেই। সৃষ্টির আদি সত্যযুগকে বলা হয় আর অন্ত কলিযুগকে। বাদবাকি ড্রামার ড্রামার আদিও নেই, অন্তও নেই। ড্রামা কবে রচিত হয়েছে তা বলা সম্ভব নয়। এই প্রশ্নই ওঠে না।

বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন যে আর যে সব শাস্ত্র রয়েছে, তারা এসে নিজের নিজের ধর্ম স্থাপন করেছেন। সঙ্গতি করেননি। তারা তো ধর্ম স্থাপন করেছেন, পরে তাদের ধর্মের বৃদ্ধি হতে থেকেছে। কত কত গুহ্য পয়েন্টস এগুলো। এসব লেখার মতোই বিষয়, কোনও গালগল্প নয় এসব। হার আর জিত-এরই হল এই ড্রামা। সত্যযুগে পরমাত্মাকে স্মরণ করবার দরকার নেই। পরমাত্মাকে স্মরণ করলে এটাও বুঝতে পারবে যে আমাদের, অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের রচনা উনিই করেছেন। তোমাদেরকে তো সামনাসামনিই বলছি যে, আমিই হলম তোমাদের রচয়িতা। এ হল ব্রাহ্মণদের নতুন দুনিয়া - সঙ্গমযুগ। শিখা-কে (চোটি = ব্রাহ্মণ) তো কেউই জানে না। বিরাট রূপের বর্ণনা করা হয়। তাতে দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রকে দেখায়। ব্রাহ্মণদের ভুলে গেছে। সত্যযুগে দেবতারা, কলিযুগে শূদ্র। কিন্তু সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণদের জানে না। এই রহস্য বাবা এসে বোঝান। বাবা বলেন - পবিত্রতা ছাড়া কখনও ধারণা হতে পারে না। বাবা বোঝান - কত কত বেদ শাস্ত্র রয়েছে, তীর্থ স্থান পরিক্রমা করে। মন্দির থেকে চিত্র বা মূর্তি নিয়ে পরিক্রমা করে পুনরায় মন্দিরে নিয়ে যায়। বাবা এ সবার অনুভাবী। শাস্ত্রতে গাড়ি বোঝাই করে পরিক্রমা করে, একই ভাবে দেবতাদের চিত্র গাড়িতে রেখে পরিক্রমা করে। এ সবই হল ভক্তি মার্গের।

তোমরা হলে শিব শক্তি। তোমরা সমগ্র বিশ্বের সঙ্গতি করো। কিন্তু এটা কেউ জানে না যে দিলওয়ারা মন্দির হল হুবহু এদেরই স্মরণিক। এমন মন্দির আর কোনোখানেই নেই। জগদম্বা রয়েছে, শিববাবাও রয়েছে। শক্তিদেব স্থানও রয়েছে সেখানে। ভক্তি-মার্গে আবার এমন মন্দির বানানো হবে। তারপর যখন বিনাশ হবে, তখন সব ধ্বংস হয়ে যাবে। সত্যযুগে কোনো মন্দির থাকে না। এসব তো হল ভক্তি-মার্গের বিস্তার। তোমরা যখন জ্ঞানে থাকো, তখন সাইলেন্ট থাকো। এক শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে। শিববাবাকে ভুলে অন্য কাউকে স্মরণ করলে শেষ সময়ে ফেল হয়ে যাবে। ফেল হয়ো না। মানুষের মৃত্যু কালে থাকে বলা হয় রাম রাম বোলো, কিন্তু সেই সময় স্মরণে আসবে না। তবুও গাওয়া হয় - অন্তিম কালে যে নারায়ণকে স্মরণ করে....একথা এখনে জন্যই। খড়ের গাদায় আগুন তো লাগবেই। অন্তিম কালে যে নারায়ণকে স্মরণ করে...। তোমরা এখন বুঝতে পার যে আমরা নারায়ণ বা লক্ষ্মীকে বরণ করব(বিবাহ করব)। স্বর্গের জন্য তৈরী হচ্ছে তোমরা। বাবা ব্যতীত আর কেউই এই জ্ঞান দিতে পারে না। এই বাবাও বলেন (ব্রহ্মা) আমাকে শিববাবাই এ সব বলেন। একেই বলা হয় শক্তিসেনা বা পান্ডব সেনা। পান্ডব নাম প্রযুক্ত হয় মহারথীদের উপরে। শক্তিদেব সিংহের উপর আরুঢ় দেখানো হয়। তো বাবা বলেন, কল্প পূর্বে যেমন সহজ রাজযোগ শিখিয়েছিলাম, হুবহু সেই মতোই এখন শেখাচ্ছি। যে যে অ্যাক্ট এখন চলছে প্রতি কল্পেই এই রকমই চলবে। এতে কোনো রকমের ব্যত্যয় হতে পারে না। কল্প কল্পই এই পাট চলবে। বাবা বলেন, তোমাদের গুট থেকে গুটতম বিষয় শোনাচ্ছি আমি। পরে কী হবে তা তো পরেই বলবো, তাই না ! এখনই সব কিছু বলে দেবো, তবে কী এখনই ফিরে চলে যাব ? অন্তিম সময় পর্যন্ত নতুন পয়েন্টস শোনাতে থাকব। আমরা গীতার মহিমা তো অনেক করি, অথচ সেই গীতা বা মহাভারতে হিংসক যুদ্ধ ইত্যাদি দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কোনো লড়াই-ই হয়নি। তোমাদের এ হল যোগবলের ব্যাপার। অহিংসার অর্থ কেউই জানে না। সিরু স্ত্রীকে নরকের দ্বার বলে দিয়েছে। বাস্তবে নরকের দ্বার তো হয় না। তাহলে তাকে স্বর্গের দ্বার কে বানাবে ? তা তো একমাত্র ভগবানের শক্তিতেই সম্ভব। এই গীত বাবা-ই বানিয়েছেন, এরপর কেউ ঠিক বানিয়েছে, কেউ ভুল বানিয়েছে। মিক্সড করে ফেলেছে। "রাতের পথিক, ক্লান্ত হয়ো না..." এমন এমন গীত বানিয়েছেন। তো এখনকার ব্যাপার হল আলাদা। গোশালাও আছে, বনবাসও আছে, কিন্তু সে সবার অর্থ তারা বুঝতে পারে না। আমি কাউকে ভাগিয়ে এনেছি কী ? কাউকে কী বলেছি যে করাচীতে চলে এসো ? এই শক্তিদেবকে জিজ্ঞাসা করো। এওটাও ড্রামাতে পাট ছিল। যাদের উপরে জুলুম হয়েছে, তারা চলে এসেছে। তাই রাইট (সত্য) কোনটা তা বাবা-ই বলে দেন শাস্ত্রে যা কিছু লিখেছে, সে সব হল ভক্তিমার্গ। সে সব তো আমার সাথে মিলতে পারে না। আমার কাছে আসতেও পারে না। আমাকে তো গাইড হয়ে এখানে আসতে হয়। মানুষ বলে যে এমন শরীর কেন ধারণ করলাম না, যাতে গৃহস্থী হতে হয় না। আরে, আমাকে তো গৃহস্থীর তনে এসে তাকে জ্ঞান প্রদান করতে হবে। তারই ৮৪ জন্ম বানাই। তো কত গুট বিষয় এসব। এ হল নতুন ধর্মের জন্য নতুন কথা। জ্ঞানও নতুন। বাবা বলেন, কল্প - কল্প আমি এই জ্ঞান শোনাই। আর কেউই এমন বলবে না যে, আমি কল্প - কল্প ধর্ম স্থাপন করতে আসি। লক্ষ্মী - নারায়ণের কেউই বলবে না যে, আমরা পুনরায় রাজত্ব করতে এসেছি। সেখানে তো এই জ্ঞানই প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। শাস্ত্র তো পরে এসেছে অনেক অনেক বানিয়েছে। আমাদের ব্রাহ্মণদের কাছে এক গীতাই আছে। ধর্মও স্থাপন করি আর

সঙ্গতিও সবার করি। ডবল কাজ হল, তাই না ! এখন আমি যা শোনাই সেটা রাইট না তাদেরটা রাইট, সেটা তো তোমরাই জানো। আমি কে ? আমি হলাম টুথ। আমি কোনো বেদ বা শাস্ত্র শোনাই না। যদিও ইনি বেদ শাস্ত্র অনেক পড়েছেন, কিন্তু তিনি খোড়াই শোনালেন ! শিববাবা তো নতুন নতুন কথা শোনান, তিনি তো অশরীরী । কেবলমাত্র এই মুরলী শোনানোর জন্যই তিনি আসেন, খাওয়া দাওয়া করবার জন্য আসেন না। আমি তো এসেছি বাচ্চারা, তোমাদেরকে নতুন রাজধানী দেওয়ার জন্য। খাবারের স্বাদ তো এনার আত্মা (ব্রহ্মা) নেয় ।

প্রত্যেকের ধর্ম হল আলাদা, তারা তাদের নিজেদের ধর্ম শাস্ত্র পড়বে। এখানে তো মানুষ প্রচুর শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, কিন্তু তাতে সার বস্তু কিছু নেই। যত পড়তে থাকে, সংসার কেবল অসারই হতে থাকে। তমোপ্রধান তো হতেই হবে। সবার প্রথমে সৃষ্টিতে তোমরাই এসেছ। তোমরা ব্রাহ্মণরা মাতা পিতার থেকে জন্ম নিয়েছ। ওই দিকে হল আসুরী কুটুম, আর এদিকে হল ঈশ্বরীয় কুটুম, এরপর দৈবী ক্রোড়ে যাবে, স্বর্গের মালিক হবে । মাতা পিতার মতে চললে স্বর্গের অগাধ সুখ পাবে । বাকি রুদ্র জ্ঞান যন্তো বিদ্ব তো অবশ্যই পড়বে। বাবা বলেন হে বাচ্চারা - বিকারের উপরে বিজয় লাভ করলেই তোমরা জগৎজিৎ হতে পারবে। এমন কখনও হয় নাকি যে বিবাহ না করলে দুর্বল হয়ে যাবে। সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে, তাও তো তারা কত মোটাসোটা স্বাস্থ্যবান থাকে। এখানে তো হল ব্রেন-এর কাজ, পরিশ্রম রয়েছে । দধিচী মুনীর উদাহরণ রয়েছে না ! সন্ন্যাসীরা নানান পুষ্টিকর খাবার পায়। বাবা(ব্রহ্মা বাবা) নিজেও তাদের নানা রকমের পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য খাওয়াতেন। এখানে তো খাওয়ার বিষয়ে অনেক সাবধান থাকতে হয়। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) জ্ঞানকে ভালো করে ধারণ করবার জন্য পবিত্রতার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। এখন হল অন্তিম কাল, সেইজন্য এমন অভ্যাস করতে হবে যেন একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউ যেন স্মরণে না আসে।

২) দধিচী ঋষির মতো সেবা করে বিকারের উপরে বিজয় লাভ করে জগৎজিৎ হতে হবে।

বরদান:- বুদ্ধিকে ডাইরেকশন মতো শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে স্থিত রেখে মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব*
অনেক বাচ্চারা যখন যোগে বসে, আত্ম-অভিমানী হওয়ার বদলে সেবার কথা স্মরণে আসে। কিন্তু এমন হওয়া উচিত নয়, কেননা লাস্ট সময়ে যদি অশরীরী হওয়ার পরিবর্তে সেবার সংকল্পও চলে, তবে সেকেন্ডের পেপারে ফেল করে যাবে। সেই সময় বাবাকে ছাড়া, কেবল নিরাকারী, নির্বিকারী, নিরহঙ্কারী - আর কিছুই যেন স্মরণে না আসে। সেবার সময় যদিও সাকারে আসছো, তবুও এইজন্য এই অভ্যাস করো যাতে যে সময় যে স্থিতিতে স্থিত হতে চাও, স্থিত হয়ে যাও - তখনই বলা হবে মাস্টার সর্বশক্তিমান, কন্ট্রোলিং আর রুলিং পাওয়ারের অধিকারী।

শ্লোগান:- যে কোনো পরিস্থিতিতে সহজে পার করবার উপায় (সাধন) হল - "এক বল এক ভরসা*।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজের সৌভাগ্য নির্মাণ করতে হলে ঈশ্বরীয় সেবায় নিযুক্ত হও, মাতা ও কন্যাদের বাবার কাছে সমর্পিত হওয়ার জন্যে তীব্র ইচ্ছা হওয়া উচিত, শিব শক্তির বাবার নাম উচ্ছল করতে পারে"

প্রশ্নঃ - সব কন্যাদের বাবা কোন্ একটি শুভ পরামর্শ দেন ?

উত্তরঃ - হে কন্যারা - তোমরা এবারে কামাল করে দেখাও। তোমাদের মাম্মার মতন হতে হবে। এখন তোমরা লোক-লজ্জা ত্যাগ করো। নষ্ট মোহ হও। যদি অধর কন্যা হও তাহলে দাগ লেগে যাবে। তোমাদের রঙিন মায়ার হাত থেকে সুরক্ষিত থাকতে হবে। তোমরা ঈশ্বরীয় সেবা করো তো হাজার মানুষ এসে তোমার চরণে আশ্রয় নেবে।

ওম্ শান্তি। তোমরা শিব শক্তির হলে তীব্র উদ্যমী। বাবার কাছে সমর্পিত হওয়ার ইচ্ছা হওয়া উচিত। একেই বলা হয় ঈশ্বরীয় নেশা। বাবা তো সামনে দেখেন কারা বসে আছে। বাস্তুবে ক্লাসের বৈঠক এমন হওয়া উচিত যাতে সবার উপরে টিচারের দৃষ্টি যায়। এইটি তো সংস্কারের মতন হয়ে যায়। কিন্তু কি আর করা যাবে ড্রামার ভবিতব্য এমনই। ক্লাসে নম্বর অনুসারে বসানো সম্ভব নয়। বাচ্চারা যেমন মুখশ্রী দেখতে ইচ্ছুক থাকে, তেমনই বাবাও মুখ দেখতে চান। বাচ্চাদের অনুপস্থিতিতে ঘরে অন্ধকার থাকে। তোমরা বাচ্চারা আলোকিত করবে। শুধু ভারতে নয় সম্পূর্ণ দুনিয়ায় আলো ছড়িয়ে দেবে।

গীতঃ - মাতা ও মাতা, তুমি সকলের ভাগ্য বিধাতা

ওম্ শান্তি। এই গীতও হল তোমাদের শাস্ত্র। সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি হল গীতা এবং সব শাস্ত্র মহাভারত, রামায়ণ, শিব পুরাণ, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি এর থেকেই রচনা হয়েছে। আশ্চর্য কিনা। মানুষ বলে নাটকের রেকর্ড বাজানো হয়। কোনো শাস্ত্র তো এনার কাছে নেই। আমরা বলি এই রেকর্ড দ্বারা যা অর্থ বের হয়, তার থেকে সব বেদ গ্রন্থ ইত্যাদির সার তত্ত্ব বেরিয়ে আসে। (গীত বাজল) এই হল মাম্মার মহিমা। মাতাদের সংখ্যা তো অনেক। কিন্তু মুখ্য হল জগৎ অম্বা। এই জগৎ অম্বা-ই স্বর্গের দ্বার খোলেন। তারপরে তিনি নিজেই জগতের মালিক হন তাই অবশ্যই মায়ের সাথে তোমরা বাচ্চারাও আছো। ওঁনার গায়ন আছে তোমরা হলে মাতা-পিতা। শিববাবাকেই মাতা-পিতা বলা হয়। ভারতে জগৎ অম্বাও আছেন এবং জগৎ পিতাও আছেন। কিন্তু ব্রহ্মার এত নাম বা এত মন্দির ইত্যাদি নেই। শুধু আজমের শহরে ব্রহ্মার বিখ্যাত মন্দির আছে, সেখানে ব্রাহ্মণরাও থাকেন। ব্রাহ্মণ হয় দুই প্রকারের - সারসিদ্ধ এবং পুষ্করগী। পুষ্করে যারা থাকে তাদের পুষ্করগী বলা হয়। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণদের এই কথা জানা নেই। বলবে আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখবংশী। জগৎ অম্বার খ্যাতি অনেক। ব্রহ্মাকে কেউ এত জানেনা। কেউ অনেক ধন প্রাপ্ত হলে ভাবে সবই সাধু-সন্তদের কৃপা। ঈশ্বরের কৃপা ভাবেনা। বাবা বলেন আমি ছাড়া আর কেউ কৃপা করতে পারেনা। আমরা তো সন্ন্যাসীদের মহিমাও করি। যদি এই সন্ন্যাসী গণ পবিত্র না থাকতেন তাহলে ভারত পুড়ে মরত। কিন্তু সদগতি দাতা তো হলেন একমাত্র বাবা। মানুষ, মানুষের সদগতি করতে পারে না।

বাবা বুঝিয়েছেন যে তোমরা সবাই সীতা, শোক বাড়িকায় আছো। দুঃখে, শোক তো হয় তাইনা। রোগ ইত্যাদি হলে দুঃখ কি হবেনা ? অসুস্থ হলে মনে খেয়াল আসবেই - কবে সুস্থ হব ? এমন তো কেউ বলবেনা যে অসুস্থ থেকে যাই। পুরুষার্থ করি, সুস্থ হয়ে যাই। তা নাহলে চিকিৎসা করা হয় কেন ? এখন বাবা বলেন বাচ্চারা, আমি তোমাদের এই দুঃখ, রোগ ইত্যাদি থেকে মুক্তি দিয়ে পুরস্কৃত করি। মায়া রাবণ তোমাদের দুঃখ দিয়েছে। আমাকে তো বলে সৃষ্টির রচয়িতা। সবাই বলে ভগবান কি দুঃখ দেওয়ার জন্যে সৃষ্টি রচনা করেছেন ! স্বর্গে এমন কথা খোড়াই বলবে। এখানে দুঃখ আছে তবেই মানুষ বলে যে ভগবানের কি দরকার ছিল যে দুঃখের সৃষ্টি রচনা করেছেন, আর অন্য কোনো কাজ ছিল না ? কিন্তু বাবা বলেন এই হল সুখ-দুঃখ, হার-জিতের তৈরি করা খেলা। এ হল ভারতকে কেন্দ্র করেই খেলা - রাম ও রাবণের। ভারতের হয় রাবণের কাছে হারলে হার, রাবণকে পরাজিত করে রাম রূপে পরিণত হয়। রাম বলা হয় শিববাবাকে। রামের নাম এবং শিবের নামও নিতে হয় বোঝানোর জন্যে। শিববাবা হলেন বাচ্চাদের মালিক অথবা নাথ। তিনি তোমাদের স্বর্গের মালিক করেন। বাবার বর্ষা হল স্বর্গের প্রাপ্তি তারপরে সেখানে হল পদ মর্যাদা। স্বর্গে তো দেবতারা থাকেন। আচ্ছা, স্বর্গের

রচয়িতার মহিমা শোনো।

(গীত) ভারতের সৌভাগ্য বিধাতা হলেন জগদম্বা। তাঁকে কেউ জানেনা। অম্বা-জী-তে অনেক মানুষ যান নিশ্চয়ই। এই বাবাও অনেকবার গেছেন। বাবুল নাথের মন্দিরে, লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে অনেকবার গিয়েছেন হয়তো। কিন্তু কিছুই জানা ছিলনা। কত থানি অবুঝ ছিল। এখন আমি এদের কত বুদ্ধিবান করি। জগৎ অম্বার টাইটেল কত বড় - ভারতের সৌভাগ্য বিধাতা। এখন তোমাদের অম্বা-জি মন্দিরে গিয়ে সার্ভিস করা উচিত। জগৎ অম্বার ৮৪ জন্মের কাহিনী তো বলা উচিত। যদিও মন্দির তো অনেক আছে। মাম্মার এই চিত্র টি কেউ মানবেনা। আচ্ছা, ঐ অম্বার মূর্তি দিয়েই বোঝাও এবং সঙ্গে এই গীতও নিয়ে যাও। এই গীত হল তোমাদের প্রকৃত সত্য গীত। সার্ভিস তো অনেক আছে তাইনা। কিন্তু সার্ভিসেবল বাচ্চাদের মনে সততা থাকা চাই। তোমরা এই গীত জগৎ অম্বার মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বোঝাও। জগৎ অম্বা হলেন কন্যা, ব্রাহ্মণী। জগৎঅম্বাকে এত গুলি ভূজা দেওয়া হয়েছে কেন ? কারণ তাঁর অনেক সহযোগী বাচ্চারা আছে। শক্তি সেনা কিনা। তাই চিত্রে অনেক ভূজা দেখিয়ে দিয়েছে। শরীর কিভাবে দেখাবে ? ভূজা দেখানো সহজ, শোভনীয় দেখায়। চিত্রে বহু চরণ দিলে না জানি চেহারা কেমন হবে। ব্রহ্মাকেও বহু ভূজা দেখানো হয়েছে। তোমরা সবাই তাঁরই সন্তান কিন্তু এত ভূজা তো দেওয়া সম্ভব নয়। অতএব তোমাদের অর্থাৎ কন্যাদের মাতাদের সার্ভিসে যুক্ত হওয়া উচিত। নিজের সৌভাগ্য নির্মাণ কর। অম্বা মন্দিরে গিয়ে তোমরা এই গীতের মহিমা করো তাহলে অনেকে আসবে। তোমরা এত নাম উচ্ছল করবে যত পুরানো ব্রহ্মাকুমারীরা করতে পারেনি। এই ছোট ছোট কন্যারা কামাল করতে পারে। বাবা শুধু একজনকে নয়, সব কন্যাদের বলছেন। হাজার মানুষ তোমাদের চরণে এসে পড়বে। তাদের সম্মুখে এত আসবেনা যত তোমাদের কাছে আসবে। হ্যাঁ, এরজন্য লোকলজ্জা ত্যাগ করতে হবে। একেবারেই নষ্ট মোহ হতে হবে। বলবে আমার বিয়ের পূর্বে আশীর্বাদ অনুষ্ঠানে সম্মিলিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, আমরা তো পবিত্র থেকে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করার সেবা করব। অধর কুমারীদের তো যদিও দাগ লেগে যায়। কুমারীদের বিয়ের পূর্বে আশীর্বাদ হওয়ার পরে দাগ লাগা আরম্ভ হয়। রঙিন মায়া লেগে যায়। এই জন্মে মানুষ কেমন হতে পারে। মাম্মাও এই জন্মে হয়েছেন। তাদের পদ মর্যাদা প্রাপ্ত অল্প কালের জন্যে। মাম্মা প্রাপ্ত করে ২১ জন্মের জন্যে। তোমরাও নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হও। সম্পূর্ণ পাস হলে পরে দিব্য জন্ম প্রাপ্ত হবে। তাদের হল অল্পকালের সুখ, তাতেও কত চিন্তা থাকে। আমরা তো হলাম গুপ্ত। আমাদের বাইরে কোনো শো করতে হবেনা। তারা শো করে। এই রাজ্যটি হল মৃগ তৃষ্ণার মতন। শাস্ত্রেও আছে দ্রৌপদী বলেছে - অন্ধ মানুষের সন্তান অন্ধ, তারা যাকে রাজ্য ভাবে সেসব তো এখন শেষ হল বলে। রক্তের নদী বইবে। পাকিস্তানে যখন ভাগ হয় তখন প্রতিটি ঘরে মারামারি হয়েছিল। এখন তো রাস্তায় চলতে ফিরতে মারামারি হবে। কত রক্ত বইবে, একে কি স্বর্গ বলা যাবে ? এইটি কি নতুন দিল্লি, নতুন ভারত ? নতুন ভারত তো পরিস্থান ছিল। এখন তো বিকারের প্রবেশ আছে, খুব বড় শত্রু। রাম-রাবণের জন্ম ভারতেই দেখানো হয়। শিব জয়ন্তী বিদেশে পালন হয় না, এখানেই পালন হয়। তোমরা জানো রাবণ কখন আসে ? যখন দিন পূর্ণ হয়ে রাত হয় তখন রাবণ আসে। যাকে বাম মার্গ বলা হয়। দেখানোও হয়েছে বাম মার্গে গিয়ে দেবতাদের কি অবস্থা হয়েছে।

বাচ্চাদের সার্ভিস করা উচিত। যে নিজে জাগ্রত থাকবে সে-ই জাগ্রত করতে পারবে। বাবা তো হলেন শুভ চিন্তক। বলবেন মায়ার চড় যেন না লেগে যায়। অসুস্থ হলে সার্ভিস তো করতে পারবেনা। জগৎ অম্বা জ্ঞানের কলস প্রাপ্ত করেন, লক্ষ্মী নয়। লক্ষ্মী কে ধন প্রদান করা হয়, ফলে তিনি দান করেন। কিন্তু সেখানে দান ইত্যাদি তো হয়না। দান সর্বদা গরিবদের করা হয়। সুতরাং কন্যারা মন্দিরে গিয়ে এমন ভাবে সার্ভিস করলে অনেকে আসবে। বাহবা দেবে, প্রণাম করবে। মাতাদের রিগার্ডও থাকে। মাতা-রা শুনে প্রফুল্লিত হবেন। পুরুষদের নিজেদের ব্যক্তিগত নেশা থাকে।

বাবা বুঝিয়েছেন - এই সাকার হলেন বাহ্যামি (শিববাবাকে বলা হয় অন্তর্যামী)। এনার ভিতরে যে লর্ড থাকেন, তিনি হলেন লর্ড অফ লর্ড(শিববাবা)। কৃষ্ণকে লর্ড কৃষ্ণ বলা হয় না ! আমরা তো বলি কৃষ্ণেরও লর্ড অফ লর্ড হলেন পরমাত্মা। ওঁনাকে এই বাড়িটি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইনি হলেন ল্যান্ডলেডি এবং ল্যান্ডলর্ড দুই-ই। ইনি হলেন মেল ও ফিমেল দুই-ই, আশ্চর্য কথা তাই না !

ভোগ অর্পণ করা হচ্ছে। আচ্ছা, বাবাকে সকলের স্নেহ স্মরণ দিও। খুশী হয়ে সেলাম পাঠায় বড় উদ্ভাদকে। এটা হল একটি প্রচলিত প্রথা। যেমন শুরুতে সাফাংকার হত, তেমনই শেষ সময়েও বাবা খুশী করবেন। আবুতে অনেক বাচ্চারা আসবে। যারা থাকবে তারা দেখবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের

নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস - ০৮.০৪.৬৮

এটা ঈশ্বরীয় মিশন চলছে। যারা আমাদের দেবী-দেবতা ধর্মের হবে তারা আসবে। যেমন তাদের মিশন আছে খ্রিস্টান বানানোর। যারা খ্রিস্টান হয় তাদের খ্রিস্টান ডিনায়স্টি তে সুখ প্রাপ্ত হয়। ভালো বেতন প্রাপ্ত করে, তাই অনেক খ্রিস্টান হয়েছে। ভারতবাসী এত বেতন দিতে পারে না। এখানে অনেক করাপসন আছে। মধ্যে থেকে ঘুষ না নিলে চাকরি চলে যাবে। বাচ্চারা বাবাকে জিজ্ঞাসা করে এই স্থিতিতে কি করণীয় ? বলবেন যুক্তি দিয়ে কাজ করো তারপরে শুভ কাজে দান করে দিও।

এখানে সবাই বাবাকে স্মরণ করে আহবান করে যে আমরা পতিত এসে আমাদের পবিত্র করুন, লিবারেট করুন, ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন। পিতা নিশ্চয়ই ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন তাইনা। ঘরে ফিরবার জন্যেই তো এত ভক্তি ইত্যাদি করা হয়। কিন্তু যখন বাবা আসবেন তখন নিয়ে যাবেন। ভগবান হলেন একজন। এমন নয় সবার মধ্যে ভগবান এসে বলবেন। ঊঁনার আগমন হয় সঙ্গমে। এখন তোমরা এমন কথা বিশ্বাস করবেনা। আগে বিশ্বাস করতে। এখন তোমরা ভক্তি কর না। তোমরা বল প্রথমে আমরা পূজো করতাম। এখন বাবা এসেছেন আমাদের পূজ্য দেবতায় পরিণত করতে। সিখ সম্প্রদায়ের মানুষদের তোমরা বোঝাও। গায়ন আছে কিনা মানুষ থেকে দেবতা । দেবতাদের মহিমা আছে তাইনা। দেবতারা থাকেন সত্যযুগে। এখন হল কলিযুগ। বাবাও সঙ্গম যুগে পুরুষোত্তম হওয়ার শিক্ষা দেন। দেবতারা হলেন সবার চেয়ে উত্তম, তাই তো এত পূজো হয় । যাদের পূজো করা হয় তাঁরা নিশ্চয়ই কখনও ছিলেন, এখন নেই। বুঝে নেওয়া হয় এই রাজধানী পাস্ট হয়ে গেছে। এখন তোমরা হলে গুপ্ত। কেউ কি আর জানে যে আমরা বিশ্বের মালিক হব। তোমরা জানো আমরা পড়া করে এইরূপে পরিণত হই। তাই পড়াতে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিতে হবে। বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে। বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক করেন তাহলে কেনই বা স্মরণ করব না। তারপরে দিব্য গুণও চাই। আচ্ছা !

রুহানী বাচ্চাদের রুহানী বাবা ও দাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডনাইট এবং নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই দুনিয়ায় নিজের বাহ্য শো করবে না। সম্পূর্ণ পাস করতে গুপ্ত পুরুষার্থ করতে থাকতে হবে।

২) এই রঙিন দুনিয়ায় ফাঁসবে না। নষ্ট মোহ হয়ে বাবার নাম উচ্ছল করার সেবা করতে হবে। সবার সৌভাগ্য উদয় করতে হবে।

বরদান:- সদা খুশীর খোরাক খেয়ে ও খাইয়ে খুশীতে ভরপুর, সৌভাগ্যশালী ভব*

ব্যাখা: বাচ্চারা তোমাদের কাছে প্রকৃত অবিনাশী ধন আছে তাই সবচেয়ে সাহকার বা ধনী তোমরা। যদিও তোমরা শুকনো রুটি খাও কিন্তু খুশীর খোরাক সেই শুকনো রুটিতে ভরা আছে, এর সামনে কোনো খোরাক নেই। সবথেকে বেশি পুষ্টিকর খাদ্য, শুকনো রুটি খাও তোমরা সেই জন্যই তোমরা সর্বদা খুশীতে ভরপুর থাকো। অতএব এমন খুশীতে থাকো যাতে অন্যরা তোমাদের দেখে খুশীতে ভরপুর হয়ে যায় তবেই বলা হবে সৌভাগ্য শালী আত্মা।

স্লোগান:- নলেজফুল হল সে, যার একটিও সঙ্কল্প বা মুখের কথা ব্যর্থ যায় না ।*

"*মিষ্টি বাচ্চারা- অবিনাশী সার্জনের কাছে কোনো কিছুই লুকোনো উচিৎ নয় অবজ্ঞা হলে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিৎ, তা নাহলে বোঝা(পাপ) বাড়তে থাকবে, নিন্দুক হয়ে যাবে*"

*প্রশ্ন:- সত্যিকারের উপার্জনের আধার বা ভিত্তি কি ? উন্নতির পথে বিঘ্ন কেন আসে ?

উত্তর:- সত্যিকারের উপার্জনের ভিত্তি হলো পড়া(জ্ঞান)। যদি পড়া ঠিক মতো না হয় তাহলে সত্যিকারের রোজগার করতে পারবে না। সঙ্গ যদি সঠিক না হয় তখন উন্নতিতে বিঘ্ন আসে। বলাও হয় যে, সত্-সঙ্গে স্বর্গবাস(উন্নতি), অসত্-সঙ্গে(কুসঙ্গ) নরকবাস (অবনতি)। সঙ্গ খারাপ হলে পড়া করবে না, তাই পাশ করতে পারবে না। সঙ্গই পরস্পরকে রসাতলে পাঠিয়ে দেয়, তাই সঙ্গদোষ থেকে তোমাদের বাচ্চাদের অনেক সাবধানে থাকতে হবে।

গীত:- তুমি প্রেমের সাগর... তব প্রেমের এক বিন্দুর জন্য পিয়াসী মোরা....(তু প্যায়ার কা সাগর হ্যায়)

ওম্ শান্তি। বেহদের পিতার মহিমা বাচ্চারা করে। এ হলো ভক্তিমার্গের মহিমা। তোমরা সুপুত্র বাচ্চারা এখন সন্মুখে বসে বাবার মহিমা করো। তোমরা বোঝো যে, বেহদের বাবা এসে আমাদের জ্ঞানের দ্বারা স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন কারণ জ্ঞানের সাগর হলেন একমাত্র তিনিই। গডের(ভগবান) নলেজ আছে। একেই বলে গডলী(ঈশ্বরীয়) নলেজ। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানদাতা। কাদের? বাচ্চাদের। যেমন তোমাদের মাম্মার নাম গডেজ অফ নলেজ(জ্ঞানদাত্রী) রাখা হয়েছে। তাই যখন জগৎ অস্বা হলেন গডেজ অফ নলেজ তখন তাঁর বাচ্চাদেরও সেই নলেজ অবশ্যই থাকবে। জ্ঞানদাত্রী সরস্বতীকে ঈশ্বরই নলেজ দেন। কিন্তু কার দ্বারা দেন? এ হলো বড়ই বোঝার মতো বিষয়। দুনিয়া জানে না যে জগৎ অস্বা কে? একথা বাচ্চারাই জানে যে জগৎ অস্বা একজনই হবেন। নাম তো অনেক দিয়ে দেয়। মনুষ্যরা তো জানেই না যে ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখবংশাবলী সরস্বতী। সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘোরে - সেই নলেজ গডফাদার দেন। বাবা নলেজ দেয় বাচ্চাদের। সরস্বতী এই জ্ঞান কিভাবে পেয়েছে? অবশ্যই তিনি প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী, তাই পরমপিতা পরমাত্মা যিনি জ্ঞানের সাগর, তিনি এই মুখ(ব্রহ্মা) দ্বারা, সরস্বতীকে জ্ঞান দিয়েছিলেন, ওই জ্ঞান আবার অন্যদেরও দিয়েছিলেন। গডফাদার পড়ান তাই গডফাদারের সন্তানেরা অবশ্যই মাস্টার গড্ হবে, তাই না। সেইজন্যই নাম রাখা হয়েছে গডেজ অফ নলেজ। বাচ্চারা একথা জানে যে, আমরা আর আমাদের মাম্মা জ্ঞানসাগরের কাছ থেকে নলেজ নিচ্ছে। যাঁকে গীতার ভগবান বলা হয়। ভগবান তো এক। কোনো দেবতা বা মানুষ ভগবান হতে পারে না। তাই এখন যদি গডেজ অফ নলেজ হয়, তবে তার নলেজ কি হবে? রাজযোগের। এই সহজ রাজযোগের নলেজ দ্বারা গডেজ অফ নলেজ সরস্বতীই আবার গডেজ অফ লক্ষ্মী হয়। যদি গডেজ অফ নলেজের মহিমা হয় তাহলে বাচ্চাদেরও হবে। সকলেই হলো প্রজাপিতার সন্তান। মাম্মার সন্তান বলা যাবে না। এ হলো প্রজাপিতার মুখ-কমলের সন্তান। তোমাদের এই নিশ্চয়তা থাকে যে তোমরা হলে সবাই ঈশ্বরীয় সন্তান। ঈশ্বরপিতা বলেন, আমি বাচ্চাদেরই সন্মুখে থাকি। তারাই আমাকে জানে। তাহলে জগদস্বা হলেন গডেজ অফ নলেজ। এ হলো সহজ রাজযোগের নলেজ, শাস্ত্রের নয়। ঈশ্বর এঁনাকে নলেজ দিয়েছেন তাই তাঁকে গডেজ(দেবী) বলা হয়। জগৎ অস্বা হলো মাতা। তিনিই আবার দ্বিতীয় জন্মে গডেজ অফ ওয়েল্থ(ধন-সম্পদ) লক্ষ্মী হন, যাঁর কাছে মানুষ ভিক্ষা চায়। তাই এটাই সিদ্ধ হয়েছে যে, বাবার দ্বারা জগৎ- অস্বা রাজযোগের আশীর্বাদ(বর্ষা) প্রাপ্ত করেছেন। ওঁনাকে গডেজ অফ নলেজ বলা হয়। নলেজ হলো সোর্স অফ ইনকাম। এ হলো সত্যিকারের উপার্জন যা সত্যিকারের বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হয়। তোমরা এখন পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে সত্যিকারের উপার্জন করছো। যদি পড়া না করে তাহলে সত্যিকারের উপার্জন করতে পারে না। সঙ্গ যদি ঠিক না হয় তবে পড়তে পারবে না, উন্নতি হবে না। সত্-সঙ্গে স্বর্গবাস, অসত্-সঙ্গে(কুসঙ্গ) অধঃপতন(ডুবে যাওয়া)। সঙ্গ খারাপ হলে, পড়া না করলে অকৃতকার্য হয়ে পিছনে বসে থাকবে। টীচার জানে যে এর কারণ কী। কিন্তু বাবা জানে না। হ্যাঁ, এতোটা তো বাবা বোঝেন যে পড়া কম করছে, সঙ্গও নিশ্চয়ই খারাপ সেই কারণেই অকৃতকার্য হয়ে যায়। মনে করো, পরস্পরের মধ্যে প্রেম রয়েছে, দুজনেই পড়া করে না তখন দুজনেই পরস্পরকে রসাতলে নিয়ে যায়। বাবা বোঝেন যে এরা পড়ে না, তাই এদের আলাদা করে যাওয়া উচিৎ। পড়া(জ্ঞান) না করা মানুষকে বলা হয় বেসমঝ বা অজ্ঞানী। পড়া করলে বলা হবে সমঝদার। ভগবানের মতে না চললে বলা হবে যে এ হলো সৎ-বাচ্চা(সৌতেলা)। কিন্তু তারা এর অর্থ জানে না। তোমরা জানো - কেউ যদি না পড়ে তাহলে সে পতিত ছিল আর পতিত-ই থেকে যাবে, অকৃতকার্য হয়ে ভাগন্তী(পালিয়ে) হয়ে যাবে। বাবা বলেন যে- ওহে! রাবণ, তুমি আমার বাচ্চাদেরকে হরফ করে নিয়ে যাও। রাবণ কত শক্তিশালী। বাচ্চারা শয়তানের মতে চলতে শুরু করে।

শ্রীমতে চলে না। নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করা উচিত - প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা বাবার মতানুসারেই চলব। যারা শ্রীমতে চলে না তাদের আসুরী মতানুসারী বলা হবে। বাবা বোঝেন যে এরা অতি উচ্চপদ লাভ করতে পারবে না, কাউকে বোঝাতে পারবে না, তাই বলা হয় যে রাবণের বশীভূত। যোগ না থাকার কারণে বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না। বুদ্ধির যোগও তো চাই। ঈশ্বরীয় বাচ্চাদের চলন অনেক রয়্যাল(অভিজাত) হওয়া উচিত। জন্মেই কেউ সুযোগ্য রাজা হয়ে যেতে পারে না। সেই কারণেই বাবা বলেন যে ৫ বিকাররূপী রাবণের উপর জীত প্রাপ্ত করতে হবে, শ্রীমতে থেকে। যারা শ্রীমতে চলে না বাবা তাদের বলে দেন যে এরা আসুরী মতে রয়েছে। তাতে আবার কেউ ৫ শতাংশ শ্রীমতে চলে, কেউ ১০ শতাংশ শ্রীমতে চলে। তারও হিসাব আছে।

তাই জগৎ অস্বা হলেন একজনই। জগৎ অস্বা হলেন ব্রহ্মা মুখবংশাবলী সরস্বতী। এ হলো ওঁনার সম্পূর্ণ নাম। সরস্বতীকেই সিতার দেওয়া হয়। ইনি হলেন গডেজ অফ নলেজ, তো অবশ্যই ওঁনার সন্তানও আছে। তাদেরও বীণা থাকা উচিত। দ্যাথো, ঝাড়ে(কল্পবৃক্ষ) এই সরস্বতী হলো কন্যা, রাজযোগ শিখছে, আর ইনিই আবার সত্যযুগে গিয়ে লক্ষ্মী হবেন, গডেজ অফ ওয়েল্থ(ধনের দেবী)। এর মধ্যেই হেল্থ(স্বাস্থ্য), ওয়েল্থ(ধন), হ্যাপীনেস(সুখ) সব চলে আসে। এ পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই দিতে পারে না। হেভেনলী গডফাদার হলেন তিনিই। এখন দ্যাথো, মাশ্মা সার্ভিস করছেন। মনে করো, মাশ্মাকে যদি কোথাও আমন্ত্রণ জানানো হয় তবে প্রথমেই মাশ্মার অক্যুপেশন জানতে হবে। প্রথমে জ্ঞান চাই যে - ইনি কে? দুনিয়া তো জানে না। বলা হয়, কৃষ্ণ-কেও গালি শুনতে হয়েছিল। কিন্তু এ তো হতে পারে না, অসম্ভব। সবচেয়ে বেশি গালি খেতে হয়েছিল শিববাবা-কে, আর দ্বিতীয় নম্বরে গালি খেয়েছিলেন ব্রহ্মা। কৃষ্ণ আর ব্রহ্মা। কিন্তু কৃষ্ণকে কেউ গালি দিতে পারে না। মানুষের একথা জানা নেই যে সরস্বতীই গডেজ অফ নলেজ, ভবিষ্যতে রাধা হয়। আর, স্বয়ংবরের পরে লক্ষ্মী হয়, গডেজ অফ ওয়েল্থ। এরমধ্যেই স্বাস্থ্য, ধন, সুখ - সবই এসে যায়। তোমাদের বোঝানোর অনেক নেশা থাকা উচিত। মাশ্মা কে? একথা বোঝাতে হবে। তিনি হলেন সরস্বতী, ব্রহ্মার কন্যা। ব্রহ্মার মুখবংশাবলী। ভারতবাসীরা কিছুই জানে না। নলেজ নেই তাই। অনেক কুসংস্কার(অন্ধশ্রদ্ধা) রয়েছে। ভারতবাসীরা অনেক অন্ধবিশ্বাসের(ব্লাইন্ড ফেথ) মধ্যে রয়েছে। কার পূজা করে তাও জানে না। খ্রিষ্টানরা তাদের খ্রীষ্টকে জানে। শিখরা জানে যে গুরুনানক শিখ ধর্ম স্থাপন করেছিল। নিজেদের ধর্ম-স্থাপককে জানে। শুধুমাত্র ভারতবাসী হিন্দুরাই জানে না। অন্ধশ্রদ্ধায় পূজা করতে থাকে, অক্যুপেশন(পেশা) কি কী তা জানে না। কল্পের আয়ু বড় করে দেওয়ার ফলে কিছুই বুঝতে পারে না। ইসলামী, বৌদ্ধী ইত্যাদিরা পরে এসেছে। তাদের সামনে অবশ্যই এই দেবতারা থাকবে। তাদেরও এতোটাই সময় থাকবে। সবধর্মের জন্য আধাকল্প লাগে, তাহলে আর বাকি এই ধর্মের জন্য আধাকল্প দিতে হবে। লক্ষ লক্ষ বছর তো বলা যেতে পারে না। তোমরা জগদম্বার মন্দিরে গিয়ে বোঝাও - এই গডেজ অফ নলেজ-কে জ্ঞান কে দিয়েছেন? এমন তো আর বলবে না যে কৃষ্ণ জগৎ অস্বাকে নলেজ দিয়েছেন। কিন্তু একথাও সেই বোঝাতে পারবে যার বোঝাবার অভ্যাস (প্র্যাকটিস) ভালো আছে। কারো-কারো তো অনেক দেহ- অভিমান থাকে। কোনো না কোনো মিত্র-সম্বন্ধী ইত্যাদি স্মরণে আসে। বাবা বলেন, অন্যদের স্মরণ করলে আমাকে স্মরণ করতে ভুলে যাবে। তোমরা গায়নও করো যে, আর সব সম্বন্ধ ছেড়ে আমরা একজনের সাথেই সম্বন্ধ জুড়বো। তিনি তো এখন এখানে বসে আছেন। বাবা আমরা তোমার, তোমার শ্রীমতেই চলব। এমন কোনো কর্ম করবে না যাতে নাম বদনাম হয়ে যায়। অনেক বাচ্চারা এমন-এমন কর্ম করে, যাতে নাম বদনাম হয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ বোঝে ততক্ষণ পর্যন্ত গালি দিতেই থাকে। নাম গৌরবান্বিতও করে। ওহো! তোমার লীলার গায়ন রয়েছে, তাই না। কিন্তু বাচ্চারা বুঝতে পারে আর কেউ জানে না। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি নিষ্কাম সেবা করি। অপকারীরও উপকার করি। ভারতকেও সোনার পাখীতে(সোনে কি চিড়িয়া) পরিণত করি। আমি হলাম নম্বর ওয়ান উপকারী। কিন্তু মানুষ আমাকে সর্বব্যাপী বলে অনেক গালি দেয়। আমি তো তোমাদের বাচ্চাদের নলেজ দিই। এই জ্ঞান-যজ্ঞতে আসুরী সম্প্রদায়ের অনেক বিঘ্ন পড়ে। বাবা বোঝান যে, যে বাচ্চারা ভাল মতন বুঝতে পারে না, তাদের জন্যই কাদা ছেঁটে অর্থাৎ বদনাম হয়। বাবার গ্লানি করে। অনেক বাচ্চারা তো খুব ভালো সার্ভিস করে, আবার অনেকে ডিসসার্ভিসও করে। একদিকে যেমন কেউ কনস্ট্রাকশন (কিছু নির্মাণ করে) করে আবার আরেকদিকে ডেসট্রাকশনও (ধ্বংস) করে কারণ জ্ঞান থাকে না তাই। এখন সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় রাজধানী স্থাপন করা হচ্ছে। যারা সম্পূর্ণ রীতি অনুযায়ী বুঝতে পারে না তাদেরকে বোঝাতে হবে। করুণা তো হয়েই, তাই না। বাবার হয়ে গেছে আর আশীর্বাদ নেয় নি তাহলে সেটা কি কোনো কাজের হলো। বাবাকে পেয়ে তো সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করে বর্সা(আশীর্বাদ) নেওয়া উচিত, শ্রীমতে চলা উচিত। এমন কাজ কখনোই করা উচিত নয়। যার ফলে বাবার গ্লানি হয়। বাবা জানেন যে কাম, ক্রোধ হলো মহাশত্রু। এরফলে নাক-কান ধরতে হয়। এতো হবেই। এর থেকে দূরে যেতে হবে। কেউ কেউ নাম-রূপে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সব বাচ্চারা তো একই রকম হয় না। বাবা তাও সাবধান করেন - সদা সজাগ(খবরদার) থাকো! এমন অকাজের কাজ করে যদি নিন্দা করাও তবে পদপ্রষ্ট হয়ে যাবে। মহাবীরের, সাথে মায়াও মহাবীরের মতো লড়াই করে। বাবাকে স্মরণ

করতে -করতে মায়ার তুফান কোথায় নিয়ে যায়। বাচ্চারা কেউ সত্যকথা বলে না। পরামর্শও নেয় না। অবিনাশী সার্জেনের কাছে কিছু লুকোনো উচিৎ নয়। যদি না বলো তবে আরো অস্বচ্ছ(নোংরা) হয়ে যাবে। এমন নয় যে, বাবা হলেন সর্বজ্ঞ(জানিজননহার) সব বোঝেন। না, তোমরা যে অবজ্ঞা করো বলো - শিববাবা, আমার দ্বারা এই ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা চাইছি। ক্ষমা না চাইলে তো ভুল হতেই থাকবে। নিজের মাথায় পাপ চড়াতেই থাকবে। বাবা তো বোঝান যে কল্প-কল্পান্তরের জন্য নিজের পদপ্রাপ্তিকে ভ্রষ্ট করো না। যদি এখন উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে না পারো তাহলে কল্প-কল্পান্তর এমনই দশা হবে। এ হলো নলেজ। বাবা জানেন যে, পূর্ব কল্প অনুযায়ী রাজত্ব স্থাপন করা হচ্ছে। বাপদাদা ভালভাবেই বুঝতে পারে। ইনি তো আবার উপযুক্ত বাচ্চা। মাতাদের মহিমা বৃদ্ধি করতে হবে, মাতাদের আগে রাখা হয়। গোপেদের(ভাইদের) বোঝান হয় যে তাদের(মাতাদের) এগিয়ে নিয়ে এসো। ভাইয়েরাও অনেক সার্ভিস করতে পারে। চিত্র দিয়ে বোঝাও - উচ্চ থেকে উচ্চ হলো ভগবান। তারপরে হলো ত্রিমূর্তি - ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর। তারমধ্যেও উচ্চ কে, কার নাম? সকলে বলবে প্রজাপিতা ব্রহ্মা, যার দ্বারা বর্ষা(আশীর্বাদ) পাওয়া যায়। শংকর বা বিষ্ণুকে পিতা বলা হয় না। তাদের থেকে কোনো বর্ষা পাওয়া যায় না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা এক তাকেই বলা হয়। তাঁর থেকে কি বর্ষা পাওয়া যায়? ব্রহ্মা হলেন শিববাবার বাচ্চা। শিববাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, হেভেন স্থাপন করেন যিনি, তাই অবশ্যই হেভেনের শিক্ষা পাওয়া যায়। এই মত হলো রাজযোগের জন্য। ব্রহ্মার দ্বারা বাবা শ্রীমত দেন। এই মত হলো দেবতা হওয়ার জন্য। ব্রহ্মাকুমারী থেকে শ্রীলক্ষ্মী, গডেজ অফ ওয়েল্থ(ধনদাত্রী)। এরা হলো ব্রাহ্মণ আর ওঁনারা হলেন দেবী-দেবতা। নিরাকারী দুনিয়াতে তো সব আত্মারা থাকে। বাচ্চাদের অনেক বোঝান হয় কিন্তু যার বোঝার ক্ষমতা আছে সেই বোঝে। মানুষ তো অন্ধবিশ্বাসে সন্ন্যাসী, গুরুদের শিষ্য হয়ে যায়। তাদের থেকে কি পাবে, সেটাও জানে না। টীচার তো তাও জানে যে কী পদবী পাবে। বাকি যারা শিষ্য(ফলোয়ার) তাদের প্রাপ্তি কি, কিছুই জানে না। এটা হলো অন্ধশ্রদ্ধা। ফলোয়ার্স তো কেউ-ই হয় না। না তারা তোমাদের তৈরী করে আর না তোমরা ওদের মতো তৈরী হও। প্রধান লক্ষ্যবস্তু(এইম অবজেক্ট) কী-কিছুই জানে না। *আচ্ছা*!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সঙ্গদোষ থেকে সদা সুরক্ষিত থাকতে হবে। সত্যিকারের পড়া পড়ে সত্যিকারের উপার্জনের স্টক(সঞ্চয়) জমা করতে হবে।

*২) প্রতিটি পদক্ষেপে বাবার শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। একথা নিজের কাছেই প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

বরদান:- একের ব্রতে স্থির হয়ে(একাত্মতা) থাকার রহস্যকে জেনে বরদাতাকে রাজী করানো সর্ব সিদ্ধি স্বরূপ ভব*
ব্যাখ্যা:- বরদাতা বাবার কাছে অসীম(অখুট) বরদান আছে, যে যত নিতে পারো নিয়ে নাও, এ হলো উন্মুক্ত ভান্ডার। এমন উন্মুক্ত ভান্ডার থেকে অনেক বাচ্চারা সম্পন্ন হয়ে যায় আর কেউ কেউ নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। বাবা ভোলানাথ বরদাতা রূপেই সবচেয়ে বেশী আঁচল(ঝোলা) ভরে দেন, শুধু তাঁকে রাজী করার বিধি জেনে নাও, তাহলেই সর্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে যাবে। বরদাতার একটি শব্দ সর্বাপেক্ষা প্রিয় মনে হয় - একাত্মতা(একের ব্রতে স্থির)। সঙ্কল্প বা স্বপ্নেও যেন দ্বিতীয়-ব্রতা না হয়ে যায়। বৃত্তিতে যেন থাকে যে আমার তো একজনই অন্য কেউ নেই, যে এই রহস্যকে জেনে গেছে, তার আঁচল সদা ভরপুর থাকে।

স্লোগান:- মম্মা এবং বাণী - এই দুইয়ের সেবাই একসাথে করো, তবেই জোড়া(ডবল) ফল(রেজাল্ট) প্রাপ্ত হতে থাকবে*।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- আত্মা আর পরমাত্মার মিলনই হলো প্রকৃত সঙ্গম অথবা কুস্ত। এই মিলনের জন্যই তোমরা পবিত্র হয়ে ওঠো। স্মৃতি স্বরূপ এই মেলা পরে উদযাপন করা হয়"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদের কোন্ বিষয়ে অনেক জ্ঞান থাকা আবশ্যিক?

উত্তর:- জ্ঞানের সংবেদনশীল দিকগুলি বোঝার ও ব্যাখ্যা করার জন্য তোমাদের অনেক জ্ঞান থাকা দরকার। যুক্তি দিয়ে জ্ঞান মার্গ আর ভক্তি মার্গের প্রমাণ দিতে হবে। এমন ভাবে বোঝাতে হবে ঠিক যেভাবে ইঁদুর কামড়ানোর আগে ফুঁ দেয়। সেইজন্য সার্ভিস করার যুক্তি ক্রিয়েট করতে হবে। কুস্ত মেলায় প্রদর্শনী করে অনেক আত্মাদের কল্যাণ করতে হবে। পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দিতে হবে।

গীত:- এই পাপের দুনিয়া থেকে আমাদের নিয়ে চলো

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান পাপের দুনিয়াকে কলিযুগ, পতিত, ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া বলা হয়, আর পুণ্যের দুনিয়াকে সত্য যুগ, পবিত্র শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া বলা হয়। পরম আত্মা এসেই পুণ্যাত্মা, পবিত্র আত্মা অথবা পুণ্য দুনিয়া তৈরী করেন। মানুষ পতিত-পাবন বাবাকে ডাকে, কেননা নিজেরা পবিত্র নয়, তাই ডাকে। যদি মনে করে পতিত পাবনী গঙ্গা বা ত্রিবেণী তবে কেন ডেকে বলে পতিত-পাবন এসো? গঙ্গা বা ত্রিবেণী তো আছেই, থাকতেও তারা ডেকে ওঠে। বুদ্ধি তারপরই পরমাত্মার দিকেই যায়। পরমপিতা পরমাত্মা যিনি জ্ঞানের সাগর তাঁকেই আসতে হয়। তিনি শুধুই আত্মা নন পবিত্র জীবাত্মা বলা হয়। এখন পবিত্র জীবাত্মা তো কেউ নেই। পতিত-পাবন বাবা তখনই আসেন যখন সত্য যুগের পাবন দুনিয়া স্থাপন করতে হবে, আর কলিযুগের দুনিয়াকে বিনাশ করতে হবে। নিশ্চয়ই তিনি সঙ্গমযুগেই আসবেন। সঙ্গমকেই কুস্ত বলা হয়। ত্রিবেণীর সঙ্গম তারই নাম রেখেছে কুস্ত। বলেও থাকে তিনটি নদী নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়েছে, বাস্তবে দুই নদী, তৃতীয় নদীকে বলে দেয় গুপ্ত। এই কুস্ত মেলা দ্বারা কি পবিত্র হতে পারবে! পতিত-পাবনকে তো অবশ্যই আসতে হবে। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। পতিত দুনিয়াকে পাবন বানানো, কলিযুগকে সত্য যুগ বানানো -- এতো পরমপিতা পরমাত্মারই কাজ, নাকি কোনও মানুষের? এখানে তো সব অন্ধবিশ্বাস। এখন অন্ধের লাঠি প্রয়োজন। তোমরা এখন নশ্বর অনুসারে পুরুষার্থ করে লাঠি তৈরি হচ্ছে। লাঠিও নানা রকমের হয়। কোনও লাঠি একশো টাকার আবার কোনও লাঠি দুই টাকাতেও পাওয়া যায়। এখানেও সব নশ্বর অনুসারে আছে। কেউ খুব সার্ভিসেবল। যখন কেউ অসুস্থ হয় তখন সার্জেন ডাকতে হয়। এখন এ হলো পতিত দুনিয়া। তোমরা পবিত্র হচ্ছে। বলা হয় আত্মা আর পরমাত্মা বিচ্ছিন্ন ছিল বহুকাল, তারপর যখন পরমপিতা পরমাত্মা অনেক আত্মাদের মাঝে আসেন তখন তাকে বলা হয় সঙ্গমের কুস্ত। মানুষ কুস্ত মেলায় অনেক দান করে, তা থেকে আয় হয় সাধু-সন্ত আর গভর্নমেন্টের। এখানে তোমাদের তন-মন-ধন সহ সবকিছুই দান করতে হয় পতিত-পাবন বাবাকে। উনিই আবার তোমাদের স্বর্গের মালিক করে তোলেন। ওরা (ভক্তি মার্গের) নাম নেয় ত্রিবেণীর আর দান দেয় সাধু সন্তদের। *বাস্তবে সঙ্গম তাকেই বলা হবে, যেখানে সমস্ত নদী এসে সাগরে মিলিত হয়। ওখানে তো সাগর নেই। (সত্য যুগে) শুধুমাত্র নদীই একমাত্র মিলিত হয়। নদী আর সাগরের মিলনকেই প্রকৃত মেলা বলা হয়, কিন্তু এও ড্রামায় নির্ধারিত*। এর মাধ্যমে (মেলা) গভর্নমেন্ট, রেল, মোটর গাড়ি, জায়গা ইত্যাদি থেকে অনেক আয় হয়, সুতরাং এটা বলা আয়ের (ইনকাম) খেলা। এসবই তোমরা বাচ্চারা বিচার করে দেখতে পার, কেননা তোমরা ঈশ্বরীয় মতে চল। অতএব কুস্ত মেলার প্রকৃত অর্থ বোঝা উচিত। বাবা এমনই নিবন্ধ দিয়ে থাকেন। যারা সেন্সিবল বাচ্চা তাদেরই ওঠানো উচিত। নশ্বর অনুসারে সবচেয়ে সেন্সিবল বাচ্চা হলো মাম্মা দ্বিতীয় হলো সঞ্জয়। লিফলেট তৈরি করা হয়েছিল বিতরণ করার জন্য। এই ত্রিবেণী পতিত পাবনী নয়। পতিত-পাবন তো সবার সঙ্গতি দাতা এক শিববাবা। ত্রিবেণীকে তো সঙ্গতি দাতা বলা হয়না। এই নদী তো আছেই, আসবে এমন কথাতো নয়। গায়ন করে পতিত পাবন এসো, এসে পাবন বানাও। সুতরাং লিফলেট তৈরি বের করা উচিত --- ভাইবোনেরা পতিত-পাবন জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মা নাকি এই নদী? এতো সবসময়ের জন্যই আছে। পরমাত্মাকেই তো আসার জন্য ডাকা হয়। বাস্তবে পতিত-পাবন তো এক পরমাত্মাই। আত্মারা আর পরমাত্মা বিচ্ছিন্ন ছিল বহুসময় ঐ সঙ্গুর এসেই সবাইকে সঙ্গতি দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যান। জ্ঞান স্নান তো বাস্তবে পরমপিতা পরমাত্মার সাথেই করা উচিত। পাবন দুনিয়ার স্থাপনা পরমপিতা পরমাত্মাই করেন। তোমরা তাঁকে জানো না। ভারত যখন শ্রেষ্ঠাচারী ছিল তখন সেখানে দেহী-অভিমানী দেবতার বাস করত। তাকে শিবালয় বলা হয়। এখন কুস্তে গিয়ে বাচ্চাদের প্রদর্শনী করা উচিত বোঝানোর জন্য। বোঝাতে হবে পতিত-পাবন একজনই বাবা। উনি বলেও থাকেন আমি তখনই আসি যখন পতিত

থেকে পাবন বানাতে হয়, সুতরাং প্রতিজ্ঞা করতে হয়। রক্ষা বন্ধনে ভগবানের সাথে সম্বন্ধ রাখে, নাকি সাধু-সন্তদের সাথে। প্রতিজ্ঞা পরমপিতা পরমাত্মার কাছে করতে হয়, নাকি ত্রিবেণীর কাছে করে? হে বাবা আমরা তোমার শ্রীমং পালন করে পাবন হওয়ার প্রতিজ্ঞা করছি। বাবাও বলেন আমি তোমাদের পাবন দুনিয়ার মালিক বানাব। এই হলো বাবার ইঙ্গিত। এখানে সার্ভিস করার জন্য অতি ভীষণ বুদ্ধি হতে হবে। চিত্রও অনেক তৈরি করতে হবে, এর জন্য সুন্দর মন্ডপ নিতে হবে। তোমাদের শত্রুও অনেক হবে। কোনও সময় আগুন লাগাতেও দেরি করবে না। কারও ঝগড়া করতে হলে গালিগালাজ শুরু করে। তোমাদের তো নিরহঙ্কারী হয়ে সাইলেঞ্চে থাকতে হবে। ব্রহ্মাকুমারীদের নাম প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। লিফলেট তৈরি করে বিলি করতে হবে। কুস্ত মেলার অনেক মহত্ব। বাস্তবে মহত্ব এখনই। এটাও ড্রামার খেলা। সেখান থেকেও কারও কল্যাণ হতে পারে। কিন্তু পরিশ্রম করতেই হবে। কাঁটা থেকে ফুল বানাবার কাজে পরিশ্রম আছে। কুস্ত মেলাতেও প্রদর্শনী করার জন্য সাহস চাই। পরিচিতি থাকা দরকার যাতে কোনও বিঘ্ন না ঘটে। তোমাদের প্রমাণ করতে হবে যে পতিত -পাবন কে? মানুষ পাবন দুনিয়া স্বর্গকে স্মরণ ও করে। কেউ শরীর ত্যাগ করলে বলা হয় অমুক স্বর্গবাসী হয়েছে। ওখানে তো অফুরন্ত খাদ্য ভান্ডার। তবে ওখান থেকে ডেকে এনে কেন থাওয়া? তোমরা শ্রীনাথের মন্দির দেখবে -- কত রকমের খাদ্য তৈরি হয়। এখন শ্রীনাথ মন্দির আর জগন্নাথ পুরী বাস্তবে একই কথা, কিন্তু শ্রী-নাথ দ্বারা দেখা যাবে কত বৈভবের খাদ্য সামগ্রী তৈরি হয় আর জগন্নাথ পুরীতে শুধু সাধারণ চাল দিয়ে ভোগ তৈরি করে দেওয়া হয়, ঘি ইত্যাদি ভোগে কিছুই পড়ে না। এই পার্থক্যই বলে দেয় -- গোরা (ফর্সা) হলে কত বৈভব সহকারে ভোগ আর সাবরা (কালো) হলে শুকনো চালের ভোগ দেওয়া হয়। এই রহস্য বড় সুন্দর। বাবাই এসব বসে বোঝান। শ্রীনাথ দ্বারা এত ভোগ দেওয়া হয় যে, পূজারীরা তা নিয়ে দোকানে বিক্রি করে দেয়। ওদের ইনকাম এর উপরেই আধারিত। ফ্রিতেও পায় তারপর ইনকামও করে। সুতরাং দেখ কত অন্ধশ্রদ্ধা। এই হলো ভক্তি মার্গ। জ্ঞান হলো সন্নতি মার্গ। গঙ্গা স্নানে খোড়াই সন্নতি প্রাপ্তি হয়? অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে। ঠিক যেমন ইঁদুর ফুক মেরে তারপর কামড় দেয়। বোঝা ও বোঝানোর জন্য অনেক জ্ঞানের প্রয়োজন। কত সংবেদনশীল কথা। মানুষ বলে হে পরমপিতা পরমাত্মা তোমার গতি মতি তুমিই জান। এর অর্থ তো কিছুই বোঝেনা। তোমাদের শ্রীমং দ্বারা যে সন্নতি প্রাপ্তি হয় তা শুধু তোমরাই করতে পার আর কেউ পারবে না। সবার সন্নতি দাতা একজনই। সর্ব শব্দটি অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত। অনেক ভাবে বোঝানো হয়, কিন্তু খুব অল্প সংখ্যকই আছে যারা বোঝে। প্রজা তো অনেক তৈরি হতে থাকবে।

মানুষ ঈশ্বরের নামে অনেক দান -পুণ্য করে তাই এক জন্মের জন্য ফল প্রাপ্তি হয়ে যায়। এখানে তো ২১ জন্মের জন্য ফল প্রাপ্তি হয়। ঈশ্বর অর্থে দান করলে শক্তি পাওয়া যায়। ওরা ঈশ্বরকে জানেই না তো শক্তি ও নেই। হিন্দুদের গুরু গোঁসাই তো অনেক আছে। খ্রিস্টানদের যদি দেখো, সেখানেও একজনই, একজনেরই কত রিগার্ড। রিলিজিয়ন ইজ মাইট (ধর্মই শক্তি) বলা হয়। এখন তোমরা ধর্মকে বুঝেছ সুতরাং কত শক্তি প্রাপ্তি করছ। বাবা বলেন -- বাচ্চারা সবাইকে এই বশীকরণ মন্ত্র দাও। বাচ্চাদের বাবা বলেন -- তোমরা যেখান থেকে এসেছ তাকে স্মরণ কর যদি অন্ত মতি সো গতি প্রাপ্ত হবে। বাবাকে স্মরণ করলেই পাবন হতে পারবে। পাপ দক্ষ হবে। বাবা আর বর্সাকে স্মরণ করতে হবে, যাতে সারা চক্র বুদ্ধিতে এসে যায়। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও দেহের সব সম্বন্ধ থেকে বুদ্ধিকে সরিয়ে বাবার সাথে জুড়ে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে, যাতে শেষ সময়েও সেই স্মরণে আসে। আর কারও কথা স্মরণে এলে সাজা খেতে হবে আর পদ ও কম হয়ে যাবে। সুতরাং বাস্তবে কুস্ত কল্পের সঙ্গমকেই বলা হয়, যখন আত্মা আর পরমাত্মার মিলন হয়। পরমাত্মা এসেই রাজযোগ শেখান। উনি হলেন পুনর্জন্ম রহিত। কিন্তু বাচ্চারা বোঝেনা। শ্রীমং - এ না চললে বেড়া কি করে পার হবে? বেড়া পার হওয়া অর্থাৎ রাজপদ প্রাপ্ত করা। শ্রীমং দ্বারাই রাজপদ প্রাপ্তি হয়। শ্রীমং -এ না চললে শেষ পর্যন্ত সবই শেষ হয়ে যায়। সজনীরা তারাই সাথে যাবে যাদের দীপক প্রজ্জ্বলিত থাকবে। যাদের দীপক নিভে গেছে তারা খোড়াই সাথে যেতে পারবে। অনন্য বাচ্চা যারা তারাই যাবে। বাকিরা নম্বুর অনুসারে শেষে আসবে কিন্তু পবিত্র সবাইকেই হতে হবে। সব আত্মারাই সমান শক্তিশালী হতে পারেনা। প্রতিটি আত্মার পাঁচ আলাদা আলাদা। একরকম পদ প্রাপ্তি হতে পারেনা। শেষে গিয়ে সবার পাঁচ ক্রিয়ার হয়ে যাবে। কত বড়ো ঝাড়, তার মধ্যে কতরকম মানুষ। মুখ্য হলো যত বড়ো বড়ো ডালপালা আছে সেটাই প্রত্যক্ষ হবে। প্রধান হলো ফাউন্ডেশন। বাকি তো সব পরে আসবে, তাদের শক্তিও কম হবে। স্বর্গে সবাই আসতে পারবেনা। ভারতই স্বর্গ ছিল। এমনটা নয় যে ভারতের পরিবর্তে জাপানের খন্ড হেভেন হয়ে যাবে। এমনটা হতে পারেনা। আচ্ছা!

মিষ্টি -মিষ্টি বাপদাদার বা মাতা-পিতার আদরের হারানিধি জ্ঞান নক্ষত্র বাচ্চাদের স্নেহপূর্ণ - স্মরণ আর গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, কোনও ধর্ম স্থাপক এসে সবার কল্যাণ করতে পারেনা। ওরা যখন আসে সবাইকে নিয়ে আসে। যে মুক্ত করে গাইড করে তাঁরই গায়ন আছে। তিনি একমাত্র ভারতেই আসেন। সুতরাং ভারতই উচ্চ দেশ। ভারতের অনেক মহিমা করা উচিত। বাবাই এসে সবার সঙ্গতি করেন, তবেই শান্তি স্থাপন হয়। বিশ্বে সৃষ্টির আদিতে শান্তি ছিল, স্বর্গে এক ধর্ম ছিল। এখন অনেক ধর্ম। বাবাই এসে শান্তি স্থাপন করেন। কল্প প্রথম দৃষ্টান্ত অনুযায়ীই করেন। তোমরা বাচ্চারা জ্ঞান পেয়েছ সুতরাং বিচার সাগর মন্ডন চলতেই থাকে। আর তো কারও চলেইনা। এও তোমরা বুঝেছ দেহ-অভিমানের কারণে দেহকেই পূজা করে। আত্মা পুনর্জন্ম তো এখানেই নেবে না! এখন তোমরা বুঝেছ পবিত্র তো একজনই। বাবাই গুপ্ত জ্ঞান দেন যাতে সবার সঙ্গতি প্রাপ্তি হয়ে যায়। হনুমান বা গনেশ ইত্যাদি এরকম কেউ হয় না। এদের সবাইকে বলা হয় পূজারী। আচ্ছা!

রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ আর গুডনাইট। রুহানী বাচ্চাদের রুহানী বাবার নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) সাজা থেকে বাঁচার জন্যে দেহের সব সম্বন্ধ থেকে বুদ্ধি যোগ সরিয়ে এক বাবার সাথে বুদ্ধিযোগ জুড়তে হবে। অন্তিম সময় এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ যেন স্মরণে না আসে।

২) নিরহঙ্কারী হয়ে সাইলেন্সে থেকে কাঁটাকে ফুল বানানোর পরিশ্রম করতে হবে। শ্রীমৎ দ্বারা অন্ধের লাঠি হয়ে উঠতে হবে। পবিত্র হয়ে পবিত্র বানাতে হবে।

বরদানঃ বাচার (বাণী) সাথে মম্মা দ্বারা শক্তিশালী সেবা করতে সমর্থ স্বরূপ সহজ সফলতা মূর্তি ভব*
যেমন বাচার সেবায় সবসময় ব্যস্ত থাকার অনুভাবী হয়ে গেছ, তেমনই প্রতিটি সময় বাণীর সাথে-সাথে মম্মা সেবাও স্বতঃ হওয়া উচিত। মম্মা সেবা অর্থাৎ প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি আত্মার প্রতি শুভ ভাবনা আর শুভ কামনার শুদ্ধ ভাইব্রেশন যেন নিজের আর অপরের ও অনুভব হয়। মন থেকে যেন প্রতিটি মুহূর্ত সর্ব আত্মাদের প্রতি শুভভাবনার তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। সুতরাং মম্মা সেবা করলে বাণীর এনার্জি সঞ্চিত হবে আর তা মম্মার শক্তিশালী সেবাকে সহজ আর সফলতা মূর্তি করে তুলবে।

স্লোগানঃ নিজের প্রতিটি আচরণের (চলন) দ্বারা বাবার নাম উচ্ছল করতে সমর্থরাই প্রকৃত রূপে ঈশ্বরের সহযোগী হয়ে ওঠে*।

কর্মাভিত, বানপ্রস্থী আত্মারাই তীর্থগতিতে সেবার নিমিত্ত

মধুবন বরদান ভূমি, সমর্থ ভূমি, শ্রেষ্ঠ সঙ্গের ভূমি, সহজ পরিবর্তন ভূমি, সর্বপ্রাপ্তির অনুভব করতে তোমাদের কুশলী বানানোর ভূমি । এমন ভূখণ্ডে এসে সবাই তোমরা নিজেদের সম্পন্ন অর্থাৎ সব বিষয়ে ভরপুর অনুভব করো ? কোনকিছুর অপ্রাপ্তি নেই, তাই তো ! তোমরা সব ধনভান্ডার যে লাভ করেছো, সেগুলো সদাকালের জন্য ধারণ করেছো ? তোমরা কি এইরকম ভাবছো যে এখান থেকে সেবস্থানে ফিরে গিয়ে তোমরা মহাদানী হয়ে এই শক্তি, সকল প্রাপ্তি সবাইকে দেওয়ার নিমিত্ত হবে ? সবসময়ের জন্য নিজেকে বিঘ্ন-বিনাশক, সমাধান স্বরূপ অনুভব করেছো ? তোমার একার সমস্যা তো আছেই, কিন্তু অন্য আত্মাদের সমস্যার জন্যও তোমাদের সমাধান স্বরূপ হতে হবে ।

সময়ানুসারে, এখন তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা সমস্যার আওতার ঊর্ধ্বে চলে গেছ । সমস্যার বশীভূত হওয়া তো শৈশব অবস্থা । ব্রাহ্মণ আত্মাদের এখন শৈশব অবস্থা সমাপ্ত হয়েছে । তোমাদের যুবাবস্থায় মায়াজিৎ হওয়ার বিধিতে তোমরা মহাবীর হয়েছো, সেবায় চক্রবর্তী হয়েছো, অনেক আত্মাদের জন্য তোমরা বরদানী মহাদানী হয়েছো, অনেকরকম অনুভব থেকে তোমরা মহাবীর হয়েছো । তোমরা এখন বানপ্রস্থের কর্মভিত স্থিতি লাভ করার সন্ধিক্ষণে পৌঁছে গেছ । একমাত্র বানপ্রস্থের কর্মভিত স্থিতির মাধ্যমেই বিশ্বের সকল আত্মাদের অর্ধকল্পের জন্য কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করে তাদের মুক্তিতে পাঠাতে তোমরা সক্ষম হবে । শুধুমাত্র মুক্ত আত্মারাই সেকেন্দ্রে বাবার থেকে তাদের মুক্তির উত্তরাধিকার নিতে সমর্থ । আত্মাদের মেজরিটি বানপ্রস্থ স্থিতিতে কর্মভিত, মহাদানী এবং বরদানী বাচ্চাদের কাছে মুক্তির ভিক্ষা চাইতে আসবে । ঠিক যেমন এখন মন্দিরে গিয়ে তোমাদের জড় চিত্রের সামনে সুখ-শান্তির জন্য প্রার্থনা করে । অনেকে তীর্থস্থানে গিয়ে প্রার্থনা করে । কেউ কেউ ঘরে বসেই চায় । যাদের যতোটা ধারণক্ষমতা তারা ততো দূর পৌঁছায়, কিন্তু তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের ফলপ্রাপ্তি হয় । কেউ দূরে বসেও অন্তর্মনে প্রার্থনা করে, কেউ কেউ তীর্থক্ষেত্রে বা মন্দিরে গিয়ে শুধু দেখানোর জন্য করে । তারা করে স্বার্থবশে । এইসবের হিসেব অনুসারে তাদের যেমন কর্ম, যেমন ভাবনা তেমনই তাদের ফলপ্রাপ্তি হয় । এখন, সময় অনুসারে তোমরা সব মহাদানী, বরদানী চৈতন্য মূর্তির সামনে তারা প্রার্থনা করবে । কেউ কেউ সেবাস্থানরূপী মন্দিরে পৌঁছাবে । কেউ কেউ মহান তীর্থ মধুবন পর্যন্ত পৌঁছাবে আর কেউ কেউ ঘরে বসে বসেই সাক্ষাৎকার করে দিব্য বুদ্ধি দিয়ে প্রত্যক্ষতার অনুভব করবে । তারা এখানে না এসেও তাদের অনুরাগ এবং দৃঢ় সঙ্কল্পের সাথে প্রার্থনা করবে । তারা তাদের মন্মায় তোমরা চৈতন্য ফরিস্তাদের আহ্বান করে আঁজলাভের মুক্তির উত্তরাধিকার চাইবে । অল্প সময়ের মধ্যে সকল আত্মাদের উত্তরাধিকার দেওয়ার কার্য তীব্র গতিতে করতে হবে । বিনাশের সাধন যেমন রিফাইন হওয়ার কারণে তীব্রগতিতে সমাপ্তির নিমিত্ত হবে, একইরকমভাবে তোমরা বরদানী মহাদানী আত্মারা নিজেদের কর্মভিত ফরিস্তা স্বরূপের সম্পূর্ণ শক্তিশালী প্রতিচ্ছায়ায় সকল আত্মাদের প্রার্থনার রেসপন্স (প্রকৃত উত্তর) হবে আর মুক্তির অধিকার নিতে তাদেরকে সমর্থ বানাবে । তীব্রগতির এই কাজের জন্য মাস্টার সর্বশক্তিমান, সর্বশক্তির ভান্ডার, জ্ঞানের ভান্ডার, স্মরণের প্রতিমূর্তি হিসেবে তোমরা প্রস্তুত ? বিনাশের মেশিনারি আর বরদানের মেশিনারি দুইই একই সময়ে একসাথে তীব্রগতিতে কাজ করবে ।

এখন থেকেই বহুকাল সময় ধরে তোমাদের এভাররেডি হতে হবে । তীব্রগতিতে যারা চলে, তারা যদি সদা কর্মভিত, সমাধান স্বরূপ থাকার অভ্যাস না করে তবে যখন তীব্রগতির সময় দেওয়ার প্রয়োজন, তখন সেটার দানকারী হওয়ার পরিবর্তে শুধু দর্শক হয়ে যেতে হবে । যারা বহুকাল ধরে তীব্র পুরুষার্থী, শুধুমাত্র তারাই তীব্রগতির সেবার নিমিত্ত হতে পারবে । এটাই হলো বানপ্রস্থের রমণীয় স্থিতি অর্থাৎ সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া, পৃথক অথচ প্রিয় (ন্যারে) হয়ে বাবার সাথে তীব্রগতির সেবা করা । তাহলে, এখন দানশীল হওয়ার সময়, নাকি এখনও নিজেদের জন্য বা সমস্যার জন্য এই সময়টা গ্রহণকারী হওয়ার সময় ! নিজেদের সমস্যায় নাস্তানাবুদ হওয়ার সময় এখন পার হয়ে গেছে । সমস্যাও, নিজের দুর্বলতার একটা রচনা । কারও থেকে বা কোনও সার্কমস্ট্যান্সের (পরিস্থিতি) কারণে আসা সমস্যা কার্যত নিজেদের দুর্বলতারই ফসল । যেখানেই কমজোরি সেখানে ব্যক্তি বা সার্কমস্ট্যান্সের মাধ্যমে সমস্যা হানা দেয় । যদি কমজোরি না থাকে সমস্যা আক্রমণ চালাতে পারে না । উদ্ভূত সমস্যা, সমস্যা অনুভাবী হওয়ার পরিবর্তে সমাধানের অনুভাবী বানাবে । এটা তোমাদের নিজস্ব কমজোরি থেকে উৎপন্ন হওয়া মিকি মাউস । এখন তো সবাই তোমরা হাসছো, কিন্তু যখন সমস্যারূপী মিকি মাউস এসে পড়ে তখন কি করো ? তখন নিজেরাই মিকি মাউস হয়ে যাও । এর সাথে খেল, ভীত হয়োনা

। যতই হোক, এগুলো শৈশবের খেলা । না কিছু উপলব্ধি করো আর না সময় নষ্ট করো । এসব কিছুই উর্ধ্ব বানপ্রস্থী হয়ে যাও । বুঝেছো তোমরা ?

সময় কি বলছে ? বাবা কি বলছেন ? এখনও খেলনা দিয়ে খেলতে ভালো লাগে তোমাদের ? কলিযুগের মানব রচনা কিসের মতো হয়ে গেছে ? মুরলিতে তোমরা শোনো, তাই না ? বিছে আর গিরগিটি হয়ে গেছে । সুতরাং, এই কমজোর সমস্যার রচনা বিছে আর গিরগিটির মতো তোমাদের দংশন করে, শক্তিহীন বানায় । সবাই তোমরা মধুবন থেকে সম্পন্ন হয়ে ফিরে যাবে, সেইজন্য এখন থেকে তোমাদের নিজেদের সব সমস্যা সমাধা করার দূত সঙ্কল্প করে যাও । যতাই যা হোক, অন্য কারও জন্য সমস্যাস্বরূপ হবেনা । নিজের জন্য এবং অন্যান্য সকলের জন্য তোমরা সবসময় সমাধান স্বরূপ থাকবে । বুঝেছো তোমরা !

এত খরচ করে, মেহনত করে এখানে আসো তোমরা, সুতরাং, তোমাদের দূত সঙ্কল্পের মাধ্যমে এই মেহনতের ফল সহজে তোমরা সদা লাভ করতে থাকবে । মুখ্য বিষয় পবিত্রতার জন্য যেমন তোমাদের দূত সঙ্কল্প থাকে, তোমাদের মরতেও যদি হয় তো মরে যাবে, সহন করবে, কিন্তু এই ব্রত পালনে দূতবদ্ধ থাকবে । স্বপ্নে বা সঙ্কল্পেও যদি সামান্য নীচে-ওপর হয়, তোমরা সেটাও তো পাপ মনে করো, তাই না ! একইভাবে, সমস্যা স্বরূপ হওয়া অথবা সমস্যার বশবর্তী হওয়া - এটাও পাপের খাতায় জমা হয়ে যায় । পাপের পরিভাষা এবং ধারণা, যেখানে পাপ, সেখানে বাবার স্মরণ হবেনা, তাঁর সাথও থাকবে না । পাপ আর বাবা, যেমন দিন আর রাত ! তাহলে, যখন তোমাদের সমস্যা থাকে, সেই সময় বাবা স্মরণে আসে ? তাঁর থেকে তোমরা সরে যাও, তাই না ? তারপরে যখন তোমরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ো, তখন তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, কিন্তু সেটাও ভক্তরূপে স্মরণ করো । "আমাকে শক্তি দাও, আমার সহায় হও, আমাকে পার করে দাও !" না তোমরা তাঁকে অধিকারী রূপে স্মরণ করো, না সাথীরূপে আর নাই সমান হয়ে ! বুঝেছো তোমরা, তাহলে এখন তোমাদের কি করতে হবে ! সমাপ্তি সমারোহ উদযাপন করতে হবে, তাই না ! নাকি শুধু ড্যান্স করবে ? তোমরা খুব ভালো ড্রামা করো ! এখন এই ফাংশন করো, কারণ সেবার জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন । মানুষ তোমাদের ডাকছে আর তোমরা এখানে অস্থিতিশীল হয়ে আছো, এটা তো ঠিক নয়, তাই না ! তারা তোমাদের বরদানী, মহাদানী বলে ডাকছে, আর তোমরা মুড অফে কাঁদছো, তাহলে তাদেরকে ফল কিভাবে দেবে ! তাদের কাছেও তো তোমাদের উষ্ণ অশ্রু পৌঁছে যাবে আর তারা ভয় পেতে থাকবে । এখন মনে রাখো, ব্রহ্মাবাবার সাথে তোমরা ইস্টদেব পূজ্য আত্মা । আচ্ছা !

বাচ্চারা, যারা দীর্ঘ সময় ধরে তীব্র পুরুষাখী, যারা তীব্র সেবার জন্য এভাররেডি, সদা বিশ্ব পরিবর্তক তথা সমস্যা পরিবর্তক এবং সমাধান স্বরূপ, যারা ভক্ত আত্মাদের এবং ব্রাহ্মণ আত্মাদের প্রতি সদা দয়াশীল, স্নেহী এবং সহযোগী হয়ে থাকে, এমন শ্রেষ্ঠ আত্মারা, যারা সদা সমস্ত সমস্যার উর্ধ্ব থাকে, যারা বানপ্রস্থের কর্মতীত স্থিতিতে থাকে, সেই সম্পন্ন স্বরূপ বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

*নিউ ইয়র্ক গ্রুপের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার:-

সবাই তোমরা নিজেদের বাবার বিশেষ আত্মা মনে করো ? সদা এই খুশি থাকে, বাবা যেমন শ্রেষ্ঠ তেমন তোমরাও বাবা সমান শ্রেষ্ঠ ? এই স্মৃতির সাথেই সদা সব কর্ম নিজে থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে । যেমন সঙ্কল্প হবে তেমন কর্ম হবে । সুতরাং, সদা স্মৃতির সাথে শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে থাকা তোমরা বিশেষ আত্মা । নিজের এই শ্রেষ্ঠ জন্মের খুশি সদা উদযাপন করো । এইরকম শ্রেষ্ঠ জন্ম, যেখানে তোমরা ভগবানের বাচ্চা হয়ে যাও, সারা কল্পে আর এমন হয়না । পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে শুধু এই সময় এই অলৌকিক জন্ম হয় । সত্যযুগেও তোমরা আত্মাদের পরিবারে যাবে, কিন্তু এই সময় তোমরা পরমাত্মার সন্তান । অতএব, এই বিশেষ সবসময় স্মরণে রেখো । সদা মনে রেখো যে তুমি ব্রাহ্মণ, শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শ্রেষ্ঠ কর্ম এবং শ্রেষ্ঠ পরিবারের । এই স্মৃতি বজায় রেখে প্রতি পদে নিরন্তর এগিয়ে চলো । তোমার মেহনতের গতি তেজোময় হতে দাও । উড়তি কলা সদাই তোমাদের মায়াজিৎ আর নির্বন্ধন তৈরি করবে । যখন বাবাকেই তোমার করেছে, তখন আর বাকি কি থাকলো ? শুধু ঐক্যই রয়ে গেছেন । ঐকের মধ্যেই সব সমাহিত হয়ে আছে । ঐকের স্মরণে, একরস স্থিতিতে স্থিত হলে শান্তি, শক্তি আর সুখের অনুভূতি হতে থাকবে । যেখানে একেশ্বর সেখানে তোমাদের এক (প্রথম) নম্বর থাকবে । সুতরাং, সবাই তোমরা নান্দার ওয়ান, তাই না ! একের স্মরণ বেশি সহজ নাকি অনেকের ? বাবা শুধুই এই অভ্যাস করান, আর কিছু না । দশটা জিনিস তোলা সহজ নাকি একটা জিনিস ? সুতরাং, তোমাদের বুদ্ধির জন্য ঐকের স্মরণই খুব সহজ । তোমাদের সকলের লক্ষ্য খুব ভালো । লক্ষ্য যখন ভালো, তখন সদাসর্বদা তোমাদের যোগ্যতার উল্লিখিত হতে থাকবে । আচ্ছা !

অব্যক্ত মহাবাক্যঃ - *সঙ্কল্প শক্তিকে কন্ট্রোল করো*

সময় এবং পরিস্থিতি অনুসারে, তোমাদের শীতলতার শক্তি দিয়ে তোমাদের সঙ্কল্পের গতি এবং তোমাদের উদ্ভারিত বোলের সমন্বয়ে সেসব শীতল আর ধৈর্যশীল বানাও । যদি তোমাদের সঙ্কল্পের স্পীড অতি ফাস্ট হয়, তো বহু সময় তোমরা ব্যর্থ করে ফেলবে, সেগুলো আর কন্ট্রোল করতে পারবে না । সেইজন্য, শীতলতার শক্তি ধারণ করে ব্যর্থ থেকে এবং অ্যাগ্জিডেন্ট থেকে নিজেদের রেহাই দাও । তারপরে তোমরা ব্যর্থের ফাস্ট গতি আর এটা কেন, কি, এইরকম হওয়া এটা উচিৎ নয়, ইত্যাদি প্রশ্ন থেকে তোমরা নিস্তার পেয়ে যাবে । কখনো কখনো কোনো কোনো বাচ্চা বড়ো খেলা খেলে । ব্যর্থ সঙ্কল্প এত ফোর্সে আসে যে তারা সেগুলো কন্ট্রোল করতে অপারগ হয় । তারপরেই তারা বলে, "কি করি, হয়ে গেল" । তারা থামতে পারে না । তারা যেমন চায় করে নেয়, যেমনই হোক, সেই ব্যর্থের জন্য অবশ্যই কন্ট্রোলিং পাওয়ার প্রয়োজন । যেমন একটা জোরালো সঙ্কল্পের ফল লাভ করো, ঠিক একইভাবে এক ব্যর্থ সঙ্কল্পের হিসেব-নিকেশ হলো, উদাস হওয়া, হতোদ্যম হওয়া অথবা তোমাদের খুশি গায়েব হয়ে যাওয়া - এও একের হিসেবেই এত বেশি অনুভব করো তোমরা । রোজ নিজের দরবার বসাও, আর তোমার চেতনশক্তি কর্মচারীদের জিজ্ঞাসা করো, কিভাবে করছে তারা ! তোমাদের যে সূক্ষ্ম শক্তি আছে, তারা মন্ত্রী বা মহামন্ত্রী যেই হোক তাদেরকে তোমাদের অর্ডার অনুসারে চালাও । যদি এখন থেকে রাজ্য দরবার যথার্থরূপে কাজকর্ম করে তবে তোমাদের আর ধর্মরাজের দরবারে যেতে হবে না । ধর্মরাজও তোমাদের স্বাগত জানাবেন । কিন্তু কন্ট্রোলিং পাওয়ার যদি তোমাদের না থাকে, তবে ফাইনাল রেজাল্টে ফাইন দিতে ধর্মরাজ পুরীতে যেতে হবে । এই ফাইন সাজা হবে । রিফাইন্ড হও, তাহলেই আর ফাইন দিতে হবে না ।

বর্তমান হলো ভবিষ্যতের দর্পণ । তোমাদের দর্পণরূপী স্থিতির মাধ্যমে তোমরা নিজেদের ভবিষ্যৎ দেখতে পারো । ভবিষ্যৎ রাজ্য অধিকারী হওয়ার জন্য চেক করো, রুলিং পাওয়ার তোমার মধ্যে কতোখানি আছে ! প্রথমে তোমাদের সূক্ষ্ম শক্তি, যা তোমাদের বিশেষ কার্যকর্তা, সেই সঙ্কল্প শক্তির (মন) ওপর, তোমাদের বুদ্ধি এবং সংস্কারের ওপর তোমাদের পূর্ণ অধিকারের প্রয়োজন । এই বিশেষ তিন শক্তি রাজ্যের কাজ-কারবার পরিচালনায় মুখ্য সহযোগী কার্যকর্তা । যদি এই তিন কার্যকর্তা তুমি আত্মার অর্থাৎ রাজ্য অধিকারী রাজার ইশারায় চলে, তবে তোমার রাজ্য সদা যথার্থ নিয়মে চলবে । ঠিক যেমন রাজা স্বয়ং কাজ করেন না, অন্যদের দিয়ে করান । রাজ্য কারবারে যারা কাজ করে, তারা রাজার অনুচর । যদি রাজার অনুচরেরা ঠিক না হয় তাহলে তো রাজ্যই নড়বড়ে হয়ে যাবে । আত্মাই করাবনহার, করনহার এই তিন বিশেষ ত্রিমূর্তি শক্তি । সর্বাগ্রে, তাদের ওপর তোমার রুলিং পাওয়ার থাকলে, তবে এই সাকার সব কর্মেন্দ্রিয় তখন নিজে থেকেই সঠিক পথ অনুযায়ী চলবে । সত্যযুগীয় রাজত্বের ক্ষেত্রে যেমন বলা হয়ে থাকে, এক রাজ্য, এক ধর্ম । একইভাবে এখন তোমাদের স্বরাজ্যেও এক রাজা হতে হবে অর্থাৎ তোমার ইশারা অনুযায়ী সমস্ত কর্মকাণ্ড চলতে দাও । মন নিজের মতে যেন কাজকর্ম না করে, তোমাদের বুদ্ধির নির্ণয় শক্তি দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া উচিৎ নয় । তোমার সংস্কার আত্মাকে যেন নাচাতে না পারে, তবেই বলা হবে এক ধর্ম, এক রাজ্য । সুতরাং এইরকম কন্ট্রোলিং পাওয়ার ধারণ করো ।

'পাস উইথ অনার' হওয়ার জন্য অথবা রাজ্য অধিকারী হওয়ার জন্য, তোমাদের সূক্ষ্ম শক্তি মনকে, পুরোপুরি কন্ট্রোল করা প্রয়োজন অর্থাৎ তোমাদের অর্ডার অনুযায়ী মন কাজ করবে । তোমরা যা ভাবছো, সেটা তোমাদের অর্ডার হতে হবে । স্টপ যদি বলো তো স্টপ হয়ে যাবে, যদি বলো সেবা বিষয়ে ভাবো তো সেবাতেই নিয়োজিত হয়ে যাবে । যদি বলো পরমধাম সম্পর্কে ভাবতে তো মন পরমধামে পৌঁছাবে । এইরকম কন্ট্রোলিং পাওয়ার এখন বাড়ান । ছোট ছোট তুচ্ছ ব্যাপারে (সংস্কারে), যুদ্ধে সময় নষ্ট কোরোনা । কন্ট্রোলিং পাওয়ার ধারণ করে নিলে তবে তোমরা কর্মাক্রান্ত অবস্থার কাছাকাছি পৌঁছে যাবে । যখন সব সঙ্কল্প শান্ত হয়ে যায়, তখন শুধু বাবা আর তুমি - শুধুমাত্র এক বাবার সাথে তোমাদের মিলনের অনুভূতির সঙ্কল্প থাকে, একেই বলা হয় পাওয়ারফুল যোগ । এইজন্য তোমাদের প্রয়োজন অন্তরীণ করার শক্তি এবং গুটিয়ে ফেলার শক্তি । স্টপ বলা মাত্রই তোমাদের সঙ্কল্প অবশ্যই স্টপ হয়ে যেতে হবে । জোরালো ব্রেক লাগাতে হবে, দুর্বল নয় । তোমাদের পাওয়ারফুল ব্রেক এবং পাওয়ারফুল কন্ট্রোল থাকা উচিৎ । যদি এক সেকেন্ডের বদলে বেশি সময় লেগে যায় তবে গুটিয়ে ফেলার শক্তি কমজোর হয় । লাস্টে ফাইনাল পেপারের কোশ্চেন হবে- সেকেন্ডে ফুলস্টপ দাও, এরই ভিত্তিতে তোমাদের নম্বর দেওয়া হবে । সেকেন্ডের বেশি সময় লাগলে তখন তুমি ফেল হয়ে যাবে । এক বাবা আর তুমি, তৃতীয় কোনও বিষয় যেন না আসে । এইরকম নয়, এটা করতে হবে, এটা দেখতে হবে, এটা হয়েছে, হয়নি ; এইরকম কেন হয়েছে, কি হয়েছে - এইরকম কোনও ভাবনা যদি আসে তো তুমি ফেল । কোনও বিষয়ে কেন, কি'র কিউ লাগিয়ে দিলে তো সেই কিউ সমাপ্ত করতে বহু সময় পার হয়ে যাবে । একবার রচনা রচন হলে তোমাকে সেটার পালন করতেই হবে, পালন করা থেকে রেহাই পাবেনা । সময়, এনার্জি দিতেই হবে, এইজন্য ব্যর্থ রচনার বার্থ কন্ট্রোল (রচন নিয়ন্ত্রণ) করো ।

যারা তাদের সূক্ষ্ম শক্তিকে হ্যান্ডেল (পরিচালনা করা) করতে পারে, তারা অন্যদেরও হ্যান্ডেল করতে পারে । সুতরাং নিজের ওপর কন্ট্রোলিং পাওয়ার, রুলিং পাওয়ার সবার ক্ষেত্রে যথার্থ হ্যান্ডলিং পাওয়ার হয়ে যায় । অজ্ঞানী আত্মাদের সেবা করার মাধ্যমে হ্যান্ডলিং করতে পারো অথবা ব্রাহ্মণ পরিবারে স্নেহ সম্পন্ন, সন্তুষ্টতা সম্পন্ন ব্যবহার করো, উভয়তঃই তোমরা সফল হয়ে যাবে ।

বরদান:- *বরদানঃ - তোমাদের মন্সা এবং বাচা'র মেলবন্ধনের নবীনত্ব এবং বিশেষত্ব দ্বারা মন্ত্রবৎ কার্য সম্পাদন করে সম্পন্ন ভব*

মন্সা এবং বাচা, এই দুইয়ের মিলন জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করে, এতে সংগঠনের ছোট ছোট বিষয়গুলো এমনভাবে সমাপ্ত হয়ে যাবে, তোমাদের মনে হবে - এতো ম্যাজিক হয়ে গেছে । যখন তোমাদের মন সবাইকে শুভ ভাবনা বা শুভ আশিস দেওয়ায় বিজি থাকবে তখন মনের চঞ্চলতা সমাপ্ত হয়ে যাবে, পুরুষার্থে কখনো নিরাশ হবেনা । সংগঠনে কখনও শঙ্কিত হবেনা । মন্সা-বাচা'র সম্মিলিত সেবায় বিহঙ্গ মার্গের সেবার প্রভাব দেখবে তোমরা । এখন সেবাতে এই নবীনত্ব আর বিশেষত্বের সাথে সম্পন্ন হও, তবে ন'লাখ প্রজা সহজে তৈরি হয়ে যাবে ।

স্লোগান:- *স্লোগানঃ - বুদ্ধি যথার্থ নির্ণয় তখনই দিতে পারবে যখন তোমরা সম্পূর্ণ ভাইসলেস হবে* ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সার্ভিস বৃদ্ধির জন্যে নতুন উপায় বের করো, গ্রামে-গ্রামে গিয়ে সার্ভিস করো, সার্ভিস করার জন্যে জ্ঞানের পরাকার্ষী প্রয়োজন!"

প্রশ্ন:- বুদ্ধি থেকে পুরানো দুনিয়ার কথা বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার সহজ যুক্তি কি?

উত্তর:- ঘর-কে অর্থাৎ পরমধামকে ক্ষণে-ক্ষণে স্মরণ করো। বুদ্ধিতে যেন থাকে - এখন মৃত্যুলোকের হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে অমরলোকে যেতে হবে। দেহ থেকে বেগার, এই দেহটি নিজের নয় - এমন অভ্যাস থাকলে পুরানো দুনিয়া বিস্মৃত হবে। এই পুরানো দুনিয়ায় থেকে নিজের পরিপক্ক অবস্থা বানাতে হবে। একরস অবস্থার জন্যে পরিশ্রম করতে হবে।

গীত:- মাতা ও মাতা, তুমি সকলের ভাগ্য বিধাতা

ওম্ শান্তি। ভারতে জগৎ অশ্বার মহিমা অনেক। জগৎ-অশ্বাকে ভারতবাসীরা ছাড়া আর কেউ জানে না। নাম শুনেছে যাকে ইভ অথবা বিবি বলা হয়। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে বিবি ও মালিক ব্যতীত রচনা হবে না। নিশ্চয়ই জগৎ অশ্বাকে প্রকট হতে হবে। তিনি অবশ্যই ছিলেন তবেই তো গায়ন করা হয়। ভারতের মহিমা অনেক। স্বর্গও বলা হয় এবং এও জানেনা যে ভারত-ই প্রাচীন ছিল তাই হেভেন হওয়া উচিত। এইসব কথা তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তানরা ছাড়া কেউ বুঝবে না। যারা কল্প পূর্বেও বুঝেছিল তারা-ই আসতে থাকবে। প্রদর্শনী চলতে থাকে। ভাবে যে কল্প পূর্বেও করা হয়েছিল। সবাইকে বোঝানোর জন্যে শব্দগুলি খুব ভালো। পবিত্র আত্মা, পবিত্রতা দ্বারা তোমরা লাইটের মুকুট প্রাপ্ত কর। দ্বিতীয়তঃ পুণ্য আত্মা তাদের বলা হয় যারা দান পুণ্য ইত্যাদি করে। তাদেরকে ইংরেজিতে ফিল্যানথ্রোফিস্ট (লোকহিতৈষী) বলা হয়। পবিত্রকে ভাইস লেস বলা হবে। শব্দ গুলি আলাদা। ভারতে দান পুণ্য হয় অনেক কিন্তু প্রায় দান করা হয় গুরুদের। এবারে তাদের পবিত্র আত্মা যদিও বলা যাবে পুণ্য আত্মা বলা যাবে না। তারা দান পুণ্য করেন না বরং দান পুণ্য গ্রহণ করেন। সুতরাং এই সব কিছু থেকে বুদ্ধি যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে বাবার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাক, তার জন্যে বাবাকে বোঝাতে হয় এইসব ঠিক নয়। এই সব থেকে উদ্ধার করতে আমি আসি। তোমরা হলে জ্ঞান সাগর থেকে বেরিয়ে আসা জ্ঞান গঙ্গা। বাস্তবে গঙ্গা শব্দটি ঠিক নয় কিন্তু গায়ন হয়ে চলেছে তাই নাম প্রদান করা হয়। বাবা এসে পুরানো দুনিয়ার পুরানো সব বস্তু কে নতুন করে দেন। স্বর্গ হল নতুন। নতুন বস্তুর খবর বাবা-ই জানেন, দুনিয়া সব জানেনা।

ভগবানুবাচ আছে কিন্তু গীতায় কৃষ্ণের নাম লিখে সবার বুদ্ধি যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে তাইজন্যে সর্বব্যাপী বলেছে। কৃষ্ণের সঙ্গে অনেকের বুদ্ধি যোগ আছে, যেখানে গীতা-র মান আছে সেখানে কৃষ্ণেরও মান আছে। বাস্তবে বাবার মহিমার মুকুট বা টুপি বাচ্চার মাথায় রাখা হয়েছে। এসবও ড্রামায় ফিক্স আছে। সে কথা বাবা এসে বোঝান।

বাবা বার-বার বোঝাচ্ছেন - যখন কেউ আসে তখন প্রত্যেকের অক্যুপেশান জিজ্ঞাসা করো এর সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক আছে ? বাবা প্রশ্নাবলি ভালো তৈরি করেছেন। সার্ভিস তো খুব ভালো হতে পারে। সার্ভিস তো জগৎ অশ্বার মন্দিরে ভালো হতে পারে, সেখানে গিয়ে বোঝাও যে ইনি হলেন মাতা জগৎ অশ্বা সৃষ্টির রচনা করেন। কোন্ দুনিয়া রচনা করেন ? নিশ্চয়ই নতুন দুনিয়া রচনা করবেন। আচ্ছা, ইনি মাতা এনার পিতা কে ? এনাকে কে জন্ম দিয়েছেন ? মানুষ তো মুখবংশী কথার অর্থ বোঝেনা। তোমরা জানো এনাকে পরম পিতা পরমাত্মা জন্ম দিয়েছেন। বাচ্চারা তোমাদেরই বোঝাতে হবে। জগৎ অশ্বা হলেন মুখ বংশী কিন্তু কিভাবে ? পরম পিতা পরমাত্মা তো হলেন নিরাকার, বোঝানো হয় ব্রহ্মা তন দ্বারা। পরম পিতা পরমাত্মা এসে যেমন ব্রহ্মাকে অ্যাডপ্ট করেছেন, তেমন ভাবে কন্যাকেও করেছেন। এইসব কথা সবার বুদ্ধিতে স্থায়ী রূপে টিকে থাকবে না। ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যায়। বাচ্চারা সার্ভিস তো অনেক করতে পারে। জগৎ অশ্বার মন্দিরে পরিচয় দেওয়া উচিত। যাতে তাদেরও বুদ্ধি যোগ বাবার সঙ্গে যুক্ত হয়। জগৎ অশ্বাও তাঁর সঙ্গে যোগ যুক্ত হন অতএব আমরাও যোগ যুক্ত হব। নীচে জগৎ অশ্বা তপস্যায় বসে আছেন, তাঁর মন্দির আছে উপরে। নীচে রাজযোগের তপস্যা করছেন তারপরে রাজ-রাজেশ্বরী স্বর্গের মালিক হয়েছেন সত্যযুগে। এখন হল কলিযুগ। পুনরায় যখন তপস্যায় বসবেন তখনই তো স্বর্গের মালিক হবেন তাইনা। তোমাদের বুদ্ধিতে এই সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা উচিত। এই সত্য পরামর্শ মানুষদের প্রদান করা হয়। তোমরা প্রত্যেকের পরিচয় দাও। কিন্তু এই জ্ঞান সবার বুদ্ধিতে শীঘ্রই ঢুকবে না। ঢুকবে তখন যখন সার্ভিস করবে। চিত্রও খুব সুন্দর আছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে বোঝাতে পারো। বাবা বলেন - আমার ভক্তদের

শোনাও। ভক্তদের নিশ্চয়ই মন্দিরে দেখা যাবে। তাদের স্নেহ সহকারে বোঝাও এই যে লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র আছে, এঁদের জন্যে সবাই বলবে এঁরা ছিলেন স্বর্গের মালিক। আচ্ছা, বর্তমানে কি ? অবশ্যই বলা হবে কলিযুগ। কলিযুগে দুঃখময় দুনিয়া তাহলে এঁরা বাদশাহী প্রাপ্ত করে কিভাবে ? তোমার জানলে সবাইকে বলতে পারো। একজনকেও যদি বোঝাবে তবে সংসঙ্গ একত্রিত হয়ে যাবে। তখন সবাই বলবে আমার কাছে এসো। মন্দিরে বিশাল মেলা আয়োজিত হয়। রাম মন্দিরে গিয়ে রামের অক্যুপেশান বলতে পারো। ধীরে ধীরে যুক্তি দিয়ে বোঝানো উচিত। অনেক বাচ্চারা লেখে - বাবা, আমরা এমন ভাবে বুঝিয়েছি। একজনকে বোঝালে অন্যরা নিমন্ত্রণ দেবে। আমাদের ঘরেও সাত দিন ভাষণ চললে ভালো হয় তখন সেখান থেকেও আরও কেউ জ্ঞানে আসবে। যে নিমন্ত্রণ দেবে তাদের এমন বোঝানো উচিত যাতে তারা যেন না ছাড়ে। ভাষণ করলে আশেপাশের মিত্র আত্মীয় সবাই একত্রিত হবে। এইভাবেই বৃদ্ধি হয়। সেন্টারে এতজন তো আসতে পারেনা। এই যুক্তিটি ভালো। এমন পরিশ্রম করা উচিত। পরিশ্রম করার কায়দা খুব কম জনই জানে। জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা চাই। বাবা কত দূর থেকে এসেছেন আমাদের বোঝাতে। যদি সার্ভিস করবে না তবে উঁচু পদের অধিকারী হবে কিভাবে ? স্কুলের বাচ্চারা খুব চালাক চতুর হয়, প্রচুর উদ্দীপনা থাকে। এটাও হল পড়াশোনা, এ হল ওয়ান্ডারফুল পড়াশোনা - এখানে বৃদ্ধ, যুবক, বাচ্চা সবাই পড়ে। গরিবদের চাক্স বেশি। বাস্তুবে সন্ন্যাসীরাও হলেন গরিব। কত ধনী মানুষজন নিজের কাছে ডাকে। সন্ন্যাসীরা ঘর সংসার ত্যাগ করে বেগার হয়েছেন। তাদের কাছে কিছুই থাকে না। তোমরাও হলে এখন বেগার পরে প্রিন্স হবে। তারাও হল বেগার। এখানে তো হল পবিত্রতার ব্যাপার। তোমাদের কাছে আর কিছু নেই। তোমরা তোমাদের দেহটিকেও ভুলে যাও। দেহ সহ সবকিছু ত্যাগ করে এক বাবার আপন হও। যত একমাত্র বাবাকে স্মরণ করবে ততই ধারণা হবে। একরস ধারণা হোক তার জন্যে পরিশ্রম চাই। আমাদের বাবার কাছে যেতে হবে তাই এই পুরানো দুনিয়ার খেয়াল রাখব কেন। যতক্ষণ পরিপক্ক অবস্থা হোক ততক্ষণ থাকতে হবে এই পুরানো দুনিয়ায়, পুরানো শরীরে।

এখন তোমাদের গৃহস্থ থেকে পবিত্র হতে হবে। এই মৃত্যুলোকের হিসেব নিকেশ মিটে যায়। এখন অমরলোক যেতে হবে। ঘর অর্থাৎ পরমধামকে ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করলে পুরানো দুনিয়া ভুলে যাবে। বলা, গীতায় বাবা কি বলেছেন ? ভগবানকে বাবা বলা হয়। নিরাকার বাবা বলেন - মামেকম স্মরণ করো। যোগ অগ্নি দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। কৃষ্ণ এমন বলতে পারেন না। এই হল ভগবানের মহাবাক্য যে এই পুরানো দুনিয়া এবং পুরানো দেহকেও ত্যাগ করো। দেহী-অভিমানী হয়ে নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করো। ভগবান হলেন নিরাকার। আত্মা শরীর ধারণ করে টকি হয়। বাবা তো গর্ভে জন্ম নেন না। ওঁনার একটি নাম শিব। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের আত্মা আছে, তাঁদের নিজস্ব সূক্ষ্ম শরীর আছে। ইনি হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। তারপরে ওঁনার নাম হল শিব। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে রচয়িতা বলা যাবে না। রচয়িতা একমাত্র নিরাকারকেই বলা হয়। তিনি সাকারী রচনা করবেন কিভাবে ? অতএব ব্রহ্মা দ্বারা এসে বোঝান। কৃষ্ণ তো হতে পারেন না। ব্রহ্মার হাতেই বেদ-শাস্ত্র দেখানো হয়। গায়নও আছে ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, ব্রহ্মা দ্বারা সব শাস্ত্রের সার বলে দেন। নিরাকার বলে দেন সাকার দ্বারা। এইসব কথা ভালো রীতি ধারণ করতে হয়। ভগবানুবাচ - আমি রাজ যোগ শেখাই। বিনাশের পূর্বে স্থাপনাও নিশ্চয়ই চাই। প্রথমে হল স্থাপনা। খুবই ক্লিয়ার লেখা আছে। ব্রহ্মা দ্বারা সূর্যবংশী ঘরানা র স্থাপনা। লিখিত আছে তাই এই কথার খুব গুরুত্ব আছে কিন্তু তোমাদের পরিশ্রম করে সার্ভিসে ব্যস্ত হতে হবে। সার্ভিসে নিযুক্ত হলে তোমরা মজা অনুভব করবে। মাস্টা - বাবারও সার্ভিসে আনন্দ অনুভব হয়। বাচ্চাদেরই সার্ভিস করতে হবে, মাস্টাকে তো মন্দিরে নিয়ে যাবে না। মাস্টার অনেক মহিমা, বাচ্চাদের তো যেতেই হয়। বাবা বলেন বাণপ্রস্থে যারা আছে তাদের গিয়ে প্রশ্ন করো তারপরে বোঝাও তারা কি কখনও গীতা অধ্যয়ন করেছে ? গীতার ভগবান কে ? ভগবান তো হলেন একমাত্র নিরাকার। সাকারকে ভগবান বলা হবে না। ভগবান এক। সার্ভিস করার জন্যে তোমাদের বিচার সাগর মন্থন করা উচিত। প্র্যাক্টিস করতে হলে বাইরে গিয়ে ট্রায়াল করা উচিত। জগৎ অস্বাভাবিক দর্শন করতে প্রতিদিন আসে। ত্রিবেণী তে মানুষ যায় অনেক। সেখানে গিয়েও সার্ভিস করলে, ভাষণ দিলে অনেক মানুষ একত্রিত হবে। নিমন্ত্রণ পত্র দেবে - আমাদের কাছে এসে সংসঙ্গ করো। বাবা-মাস্টা তো কোথাও যেতে পারবেন না, বাচ্চারা যেতে পারে। বেঙ্গলে কালী মন্দির আছে সেখানে গিয়েও অনেক সার্ভিস করতে পারো। কালী কে ? এই বিষয়ে ভাষণ করো। কিন্তু খুব সাহস চাই। বাবা জানেন কে বোঝাতে পারে ! যাদের দেহ-অভিমান আছে তারা কি সার্ভিস করতে পারবে ? সার্ভিস করে প্রমাণ দেয় না। সার্ভিস যদি পুরোপুরি না করে তাহলে নাম বদনাম করবে। একজন যোগী খুব শক্তিশালী হয়। বোঝানোর জন্যে ভালো পয়েন্ট দিতে থাকেন। কিন্তু ভালো ভালো মহারথীও ভুলে যায়। সার্ভিস তো অনেক, একেই বলা হয় বেহদের সার্ভিস ফলে তারা অনেক সম্মানও প্রাপ্ত করে। মুখ্য হল পবিত্রতার কথা। চলতে চলতে ভেঙে পড়ে। লৌকিক পিতার প্রতি কারো কখনও নিশ্চয় কম হয় না। এখানে বাবার কাছে জন্ম গ্রহণ করে এমন বাবাকে বার বার ভুলে যায় কারণ তিনি হলেন বিচিত্র এমন বাবার কোনো চিত্র নেই। বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো এবং তোমরা পবিত্র হও তাহলে আমার কাছে আসবে। আত্মা বোঝে - আমরা ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করেছি। আত্মায় পার্ট নির্দিষ্ট আছে। শরীরে কোনো পার্ট নেই। এত

সূক্ষ্ম আত্মাতে কত বিশাল পার্ট ভরা আছে ! বুদ্ধিতে কত নেশা থাকা উচিত, ব্যবহারের সাথে এই সার্ভিস ও করতে পারো। মা বাবা তো কোথাও যাবেন না। বাচ্চারা সর্বত্র গিয়ে সার্ভিস করতে পারে। বাচ্চাদেরই লাকি স্টার বলা হয়। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি জ্ঞান লাকি স্টারদের মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) দেহ-অভিমান ত্যাগ করে সার্ভিস করতে হবে। বিচার সাগর মন্বন করে বেহদের সার্ভিসের প্রমাণ দিতে হবে।

২) এই মৃত্যু লোকের পুরানো সব হিসেব নিকেশ মেটাতে হবে। পুরানো দেহ ও পুরানো দুনিয়াকে বুদ্ধি দ্বারা ভুলে যেতে হবে।

বরদান:- কর্ম করার সময় শক্তিশালী স্টেজে স্থিত হয়ে রুহানী পার্সোনালিটির (ব্যক্তিস্বের) অনুভব করাতে পারা কর্মযোগী ভব*

ব্যাখা: তোমরা বাচ্চারা শুধুই কর্মকর্তা নও বরং তোমরা হলে যোগযুক্ত হয়ে কর্ম সম্পন্নকারী কর্মযোগী। তাই তোমাদের দ্বারা প্রত্যেক কে এই অনুভব হওয়া উচিত যে এরা কর্ম তো করছে হাত দিয়ে কিন্তু কর্ম করা কালীন নিজের শক্তিশালী স্টেজে স্থিত আছে। যদিও তারা সাধারণ ভাবে চলছে, দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু রুহানী পার্সোনালিটির দূর থেকেই অনুভব হয়। যেমন দুনিয়ার পার্সোনালিটি আকৃষ্ট করে, তেমনই তোমাদের রুহানী পার্সোনালিটি, পিউরিটির পার্সোনালিটি, জ্ঞানী বা যোগী তুমি আত্মার পার্সোনালিটি স্বতঃতই আকৃষ্ট করবে।

স্লোগান:- যে সত্য পথে চলে এবং সবাইকে সত্য পথ বলে দেয় সে-ই হল সত্যিকারের লাইট হাউস।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা প্রতিটি বিষয়েই কল্যাণকারী, তাই যে নির্দেশই পাও না কেন, তাতে অজুহাত না দিয়ে সদা শ্রীমতে চলতে থাকো"

প্রশ্ন:- ঐকান্তিক(প্রগাঢ়) ভক্তি আর ঐকান্তিক পঠনপাঠন - এই দুই থেকে যে প্রাপ্তি হয়, তাতে প্রভেদ কোথায়?

*উত্তর:- নৌধা ভক্তিতে অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তিতে কেবল সাক্ষাৎকার হয়, যেমন শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হলে, শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হবে, রাস ইত্যাদি করবে, কিন্তু তারা কেউই বৈকুণ্ঠপুরী বা শ্রীকৃষ্ণপুরীতে যায় না। বাচ্চারা, তোমরা নৌধা পাঠ পড়, যাতে তোমাদের সমস্ত মনোকামনা পূরণ হয়ে যায়। এই পড়াতেই তোমরা বৈকুণ্ঠপুরীতে চলে যাও।

গীত:- আজ নয় তো কাল মেঘ তো কাটবেই, ও রাতের পথিক, সকাল হল বলে, চলো এবার ঘরে ফিরে

ওম্ শান্তি। এ কথা কে বলেছেন যে, ঘরে ফিরে চলো? কারোর সন্তান যদি রাগ করে চলে যায়, তখন মিত্র - সম্বন্ধী আদি তার পিছনে - পিছনে যায়, তারা বলে, রাগ কেন করেছে? এখন ঘরে চলো। বেহদের বাবা এসে এ কথাই সকল বাচ্চাদের বলেন। বাবাও আছেন আবার দাদাও আছেন। শরীরেরও আছেন আবার আত্মারও আছেন। তিনি বলেন - হে বাচ্চারা, রাত সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন ঘরে ফিরে চলো, এরপর দিন আসবে। এ হয়ে গেলো জ্ঞানের কথা। ব্রহ্মার রাত আর ব্রহ্মার দিন - এ কথা কে বুঝিয়েছেন? বাবা বসে ব্রহ্মা আর ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের বোঝান। অর্ধেক কল্প হলো রাত, অর্থাৎ পতিত রাবণ রাজ্য অথবা ব্রহ্মাচারী রাজ্য কেননা সবাই আসুরী মতে চলে। এখন তোমরা শ্রীমতে চলছো। এই শ্রীমতেও অজুহাত। আমরা জানি যে বাবা নিজেই আসেন। তাঁর রূপই আলাদা। রাবণের রূপ আলাদা। তাকে পাঁচ বিকার রূপী রাবণ বলা হয়। এখন রাবণ রাজ্য শেষ হবে, তারপর ঈশ্বরীয় রাজ্য হবে। রাম রাজ্য বলা হয়, তাই না। সীতার রামকে তো জপ করে না। মালাতে মানুষ রাম - রাম জপ করে, তাই না। তারা পরমাত্মাকে স্মরণ করে। যিনি সকলের সঙ্গতিদাতা, মানুষ তাঁর নামই জপ করতে থাকে। রাম অর্থ ভগবান। যখন মালা জপ করে তখন কোনো ব্যক্তিকে স্মরণ করে না, তাদের বুদ্ধিতে অন্য কেউই আর আসবে না। তাই বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, রাত সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। এ হলো কর্মক্ষেত্র, স্টেজ, যেখানে আমরা আত্মারা শরীর ধারণ করে অভিনয় করি। ৮৪ জন্মের অভিনয় করতে হবে। এরপর এতে বর্ণও দেখানো হয়, কেননা ৮৪ জন্মের হিসাব তো চাই। কোন্ কোন্ জন্মে, কোন্ কোন্ কুলে, কোন্ বর্ণে আসে, এই কারণে বিরাট রূপও দেখানো হয়েছে। প্রথমে হয় ব্রাহ্মণ। কেবল সত্যযুগী সূর্যবংশীতে ৮৪ জন্ম হতে পারে না। ব্রাহ্মণ কুলেও ৮৪ জন্ম হতে পারে না। ৮৪ জন্ম তো ভিন্ন - ভিন্ন নাম, রূপ, দেশ এবং কালে হয়। সত্যযুগ হলো সত্যপ্রধান এরপর কলিযুগে তমোপ্রধান অবস্থায় অবশ্যই আসতে হয়। তারও সময় দেওয়া হয়। মানুষ কিভাবে ৮৪ জন্ম নেয় - এও বোঝার কথা। মানুষ তো বুঝতে পারে না, তাই তো বাবা বলেন, তোমরা নিজেদের জন্মকে জানো না, আমি তোমাদের বলছি। বাবা বোঝান যে, নাটকের নিয়ম অনুসারে অবশ্যই সবকিছু ভুলতে হবে।

এখন এ হলো সঙ্গম যুগ। দুনিয়া তো বলে, কলিযুগ এখন ছোটো বাচ্চা। একে বলা হয় অজ্ঞান, ঘোর অন্ধকার। ডামার অভিনেতারো যেমন জানতে পারে যে এই ড্রামা শেষ হতে আর দশ মিনিট সময় আছে, তেমনই এও হলো চৈতন্য ড্রামা। এ কখন সম্পূর্ণ হয় মানুষ জানেই না। মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে আছে। বাবা বলেন যে, গুরু - গোঁসাই, জপ - তপ আদি করেও আমাকে পাওয়া যায় না। এসব হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী। আমি তো নিজের সময়েই আসি, যখন রাত থেকে দিন বানানোর সময় হয় অথবা অনেক ধর্মের বিনাশ করে এক ধর্মের স্থাপন করতে হয়। সৃষ্টিচক্র যখন সম্পূর্ণ হবে, তখনই তো আমি স্বর্গের স্থাপনা করবো। ঝট করে বাদশাহী শুরু হয়ে যায়। তোমরা জানো যে, আমরা আবার কোনো রাজার ঘরে জন্ম নিই তারপর ধীরে ধীরে নতুন দুনিয়া শুরু হয়ে যায়। সবকিছুই নতুন করে বানাতে হয়। বাবা বুঝিয়েছেন যে, আত্মার মধ্যে এই পড়ার সংস্কার বা কর্ম করার সংস্কার থেকে যায়। বাচ্চারা, তোমাদের এখন আত্মা - অভিমানী হতে হবে। সব মানুষই হলো দেহ - অভিমানী, যখন আত্মা - অভিমানী হবে তখনই পরমাত্মাকে স্মরণ করতে পারবে। প্রথমেই হলো আত্মা - অভিমানী হওয়ার কথা। সকলে বলেও থাকে যে আমরা জীবাত্মা। এও বলে যে, আত্মা হলো অবিনাশী আর এই শরীর বিনাশী। আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে। এতোটাও বলে কিন্তু এই মতে চলে না। এখন তোমরা জানো যে, আত্মা নিরাকারী দুনিয়া থেকে আসে, তার মধ্যে অবিনাশী পার্ট ভরা থাকে। একথা বাবা বসে বুঝিয়ে বলেন। মানুষ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। এই ড্রামা তো হুবহু রিপিট হয়। এরপর ক্রাইস্ট আদি সকলকেই আসতে হবে, তাঁরা নিজের

নিজের সময়ে এসে ধর্ম স্থাপন করবেন। তোমাদের এখন এ হলো সপ্তম যুগী ব্রাহ্মণদের ধর্ম। ওরা হলো পূজারী ব্রাহ্মণ আর তোমরা হলে পূজ্য। তোমরা কখনোই পূজো করবে না। মানুষ তো পূজো করবে। তাই বাবা বলেন যে, এ কতো বড় পড়া। এতে কতো ধারণা করতে হয়। বিস্তারের সঙ্গে ধারণা করতে নব্বরের ক্রমানুসার আছে। সংক্ষেপে তো তোমরা বুঝতে পারো যে, বাবা হলেন রচয়িতা আর এইসব হলো তাঁর রচনা। আচ্ছা, এ তো তোমরা বুঝতে পারো যে, ইনি হলেন বাবা। বাবাকে সমস্ত ভক্ত স্মরণ করে। ভক্তও যেমন আছে, বাচ্চাও তেমন আছে। ভক্তরা বাবা বলে ডাকে। ভক্তই যদি ভগবান হয় তাহলে তারা বাবা বলে কাকে ডাকে। এও কেউ বোঝে না। নিজেদের ভগবান মনে করে বসে যায়। বাবা বলেন যে, ড্রামা অনুসারে যখন এমন অবস্থা হয়ে যায়, ভারত যখন সম্পূর্ণ লাস্ট খাতায় চলে যায়, তখনই বাবা আসেন। ভারত যখন পুরানো হয়ে যায়, তখনই আবার নতুন করতে হয়। ভারত যখন নতুন ছিলো তখন আর কোনো ধর্ম ছিলো না। তাকে স্বর্গ বলা হতো। এখন ভারত পুরানো, একে নরক বলা হবে। ওখানে পূজ্য ছিলো, এখন পূজারী। পূজ্য আর পূজারীর তফাত তো বলেই দিয়েছি। আমি আত্মাই পূজ্য আবারও আমি আত্মাই পূজারী। আমি সেই জ্ঞানী আত্মা, আবারও আমি আত্মাই পূজারী আত্মা। আপনিই পূজ্য আবার আপনিই পূজারী, একথা ভগবানকে বলা হবে না, লক্ষ্মী - নারায়ণকে বলা হবে। তাই এই কথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে, তাঁরা কিভাবে পূজ্য এবং পূজারী হলেন?

বাবা বলেন যে, আগের কল্পেও আমি এই জ্ঞান দিয়েছিলাম, কল্প - কল্পই আমি জ্ঞান দিই। আমি আসিই কল্পের সপ্তম যুগে। আমার নামই হলো পতিত পাবন। সম্পূর্ণ দুনিয়া যখন পতিত হয়ে যায়, তখনই আমি আসি। দেখো, এ হলো ঝাড়, এতে ব্রহ্মা উপরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে আদিতে দেখানো হয়। এখন সব পিছনের দিকে। ব্রহ্মা যখন পরের দিকে প্রত্যক্ষ হয়েছেন, তেমনই তারাও পরের দিকে আসবে। যেমন ক্রাইস্ট ছিলেন, তিনি আবারও পরের দিকে আসবেন কিন্তু আমরা পরের দিকে অর্থাৎ ডালের অন্তে তাঁর চিত্র দেখতে পাই না, বোঝাতে পারি। *ইনি যেমন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনকারী প্রজাপিতা ব্রহ্মা, এখন কল্পবৃক্ষের (ঝাড়ের) অন্তে দাঁড়িয়ে আছেন -- ক্রাইস্টও খৃষ্টান ধর্মের প্রজাপিতা। ইনি যেমন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, তেমনই প্রজাপিতা ক্রাইস্ট, প্রজাপিতা বুদ্ধ --- এনারা সকলেই ধর্ম স্থাপন করেন। সন্ন্যাসীদের শংকরাচার্য, তাঁকেও পিতা বলা হবে। ওরা গুরু বলে থাকেন। ওরা বলবে, আমাদের গুরু ছিলেন শংকরাচার্য, তো ইনি ডালের আদিতে আছেন, ইনি জন্ম নিতে নিতে আবার অন্তে আসেন। এখন সবাই তমোপ্রধান অবস্থায় আছে*। এরাও এসে বুঝবে। পরের দিকে অবশ্যই সেলাম করতে আসবে। তাদেরও বলা হবে যে, বেহদের বাবাকে স্মরণ করো। বেহদের বাবা সবার জন্য বলেন, দেহ সহিত দেহের সব সম্বন্ধকে ত্যাগ করো। এই জ্ঞান প্রত্যেক ধর্মের মানুষের জন্যই। সকলেই দেহের ধর্ম ত্যাগ করে নিজেকে অশরীরী মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। যতো স্মরণ করবে, যতো জ্ঞানের ধারণা করবে, ততই উঁচু পদ পাবে। আগের কল্পে যে যতো জ্ঞান নিয়েছিলো, ততটাই এসে নেবে।

বাচ্চারা, তোমাদের কতো নিশ্চিন্ত এবং আনন্দে থাকা উচিত - আমরা বিশ্বের রচয়িতা বাবার সন্তান, বাবা আমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান, তিনিই আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এ কতো সহজ কথা কিন্তু চলতে - চলতে অল্প কথায়ই সংশয় এসে যায়, একেই মায়ার ঝড় বা পরীক্ষা বলা হয়। এ কথা তো বাবা বলেন যে, গৃহস্থ জীবনে থাকতে হবে। সবাইকেই যদি গৃহত্যাগ করাই তাহলে তো সবাই এখানে এসে বসে যাবে। গৃহস্থ জীবনেও পাস করতে হবে তারপর সময় অনুযায়ী সেবাতে লেগে যেতেও হবে। যারা কাজ - কারবার ছেড়ে দিয়েছে, তাদের সেবাতে লাগানো হয়। এর মধ্যে কেউ কেউ বিগড়ে যায়। কেউ তো মনে করে শ্রীমতেই কল্যাণ। এই শ্রীমতে অবশ্যই চলতে হবে। নির্দেশ পেয়েছো, এতে আর অজুহাত দেখানো চলবে না। বাবা হলেন প্রতি বিষয়েই কল্যাণকারী। মায়া খুবই চঞ্চল। অনেকেই আছে যারা মনে করে এমন থাকার থেকে কাজ - কারবার করা ভালো, কেউ আবার মনে করে বিবাহ করে ফেলি। বুদ্ধি ঘুরতে থাকে। এরপর পড়া ছেড়ে দেয়। কেউ তো বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে, আমরা অবশ্যই শ্রীমতে চলবো। ও হলো আসুরী মত আর এ হলো ঈশ্বরীয় মত। আসুরী মতে চললে অনেক বড় কড়া সাজা ভোগ করতে হয়। ওরা আবার গরুড় পুরাণে ভয়ের মুখরোচক ব্যাপার স্যাপার লিখে দিয়েছে, যাতে কেউ বেশী পাপ না করে। তবুও মানুষ খোড়াই শুধরায়। এ সবই বাবা বুঝিয়ে বলেন। কোনো মানুষই জ্ঞানের সাগর হতে পারে না। জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল বাবা এই কথা বোঝাচ্ছেন। যারা বোঝে, তারা আবার বোঝায়, বলে এ সম্পূর্ণ ঠিক কথা, আমরা আবার আসবো। ব্যস, প্রদর্শনী থেকে বাইরে বেরোলেই সব শেষ। হ্যাঁ, যদি দু - তিনজনও এর থেকে আসে তাও ভালো, প্রজা তো অনেকই হয়। আশীর্বাদী বর্সার উপযুক্ত কেউ খুব মুশকিলের সঙ্গেই পাওয়া যায়। রাজা - রানীদের এক - দুইজন বাচ্চা থাকবে। তাদের রাজকুলের বলা হবে। প্রজা তো অনেক হয়। প্রজা তো চট করে হয়ে যায়। রাজা অল্পই হয়। ১৬ হাজার ১০৮ ত্রেতার অন্তে গিয়ে তৈরী হয়। প্রজা তো প্রায় কোটি সমান হবে। এ কথা বোঝার জন্য বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। আমরা পারলৌকিক বাবার থেকে অবিনাশী অবিনাশী বর্সা নিচ্ছি। বাবার নির্দেশ হলো, আমাকে স্মরণ করো আর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করো। মনমনাভব আর মধ্যাজী ভব।

স্বর্গ হলো বিষ্ণুপুরী আর এ হলো রাবণ পুরী । শান্তিধাম, সুখধাম আর দুঃখধাম - এ কথা বাবাই বোঝান আমাদের ।
*বাবাকে স্মরণ করলে অন্ত মতি তেমন গতি হয়ে যাবে । মনে করো ভক্তিমাৰ্গে মানুষ কৃষ্ণকে স্মরণ করে কিন্তু এমন নয়
যে কৃষ্ণকে স্মরণ করলেই কৃষ্ণপুরীতে চলে যাবে । খুব বেশী হলে ধ্যানে কৃষ্ণপুরীতে গিয়ে রাস আদি করে ফিরে আসবে ।
সে হলো নৌধা ভক্তির (নয় রকম ভক্তি) প্রভাব, যাতে তাদের সাক্ষাৎকার হয়ে যায়, মনোকামনাও পূরণ হয় । বাকি
সত্যযুগ হলো সত্যযুগই । সেখানে যাওয়ার জন্য ঐকান্তিক পঠনপাঠন (নৌধা) চাই, নৌধা ভক্তি নয়* । তোমরা পড়তে
থাকো, মুরলী অবশ্যই পড়া প্রয়োজন । সেন্টারে অবশ্যই যেতে হবে । না হলে মুরলী এনে ঘরে অবশ্যই পড়ো । আবার
কাউকে বলা হয় সেন্টারে যাও, প্রত্যেকের জন্যই আলাদা । সকলের জন্য একরকম হতে পারে না । এমন নয় যে বাবা
বলবেন ব্যস যাই পাও দৃষ্টি দিয়ে থাও, কিন্তু বাবা বলেন, কোনো উপায় নেই এমন পরিস্থিতিতে, যখন কোনো কিছুই করা
সম্ভব নয় তখন দৃষ্টি দিয়ে থাও । বাকি সবার জন্য বাবা থোড়াই এমন বলবেন । যেমন বাবা কাউকে বলেন, আচ্ছা না
সম্ভব হলে বায়োস্কোপে যাও, কিন্তু এ কথা সকলের জন্য নয় । কারোর সঙ্গে যদি যেতেও হয় তো তাকে এই জ্ঞান দিতে হবে
। এ হলো হৃদের নাটক আর ও হলো বেহৃদের নাটক । তাই সেবা করতেই হবে । এমন নয় যে কেবল দেখার জন্যই যেতে
হবে । শ্মশানে গিয়েও তোমাদের সার্ভিস করতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী
বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার প্রতি কথায়ই কল্যাণ আছে, এই মনে করে নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে চলতে হবে, কখনোই সংশয়ে আসবে না ।
শ্রীমতকে যথার্থ রীতিতে বুঝতে হবে ।

২) আত্ম - অভিমानी থাকার অভ্যাস করতে হবে । ড্রামাতে প্রতি অভিনেতারই অনাদি পার্ট, তাই সাক্ষী হয়ে দেখার
অভ্যাস করতে হবে ।

বরদান:- প্রত্যেকের বিশেষত্বকে দেখে, তাদের সেবায় নিয়োগ করে আশীর্বাদের পাত্র ভব*
বাপদাদার যেমন প্রতি বাচ্চার বিশেষত্বের সঙ্গে প্রেম আছে, আর প্রত্যেকের মধ্যেই কোনো না কোনো
বিশেষত্ব আছে, তাই বাপদাদার সবার প্রতিই প্রেম আছে । তাই তোমরাও প্রত্যেকের বিশেষত্বকে দেখো ।
হংস যেমন পাথর নয়, মোতি চয়ন করে, তেমনি তোমরাও হলে হোলি হংস, তোমাদের কাজই হলো
প্রত্যেকের বিশেষত্বকে দেখা আর তাদের সেই বিশেষত্বকে সেবাতে লাগানো । তাদের বিশেষত্বের উৎসাহে
এনে, তাদের দ্বারা সেই বিশেষত্বকে সেবাতে লাগাও, তাহলে তাদের শুভেচ্ছা তোমরা প্রাপ্ত করবে । আর
তারা যে সেবা করবে, সেই সেবার ভাগও তোমরা পাবে ।

স্লোগান:- বাপদাদার সঙ্গে এমন কন্সাইন্ড থাকো যে, তোমাদের দেখে তাদের বাবা স্মরণে আসে* ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই দুনিয়ায় একমাত্র শিববাবা ছাড়া আর কেহ বা কিছুই নেই তোমার। তাই দেহ-ভাব থেকে মনকে দূরে রেখে নিজেকে 'বেগার'-এর (ভিখারীর) মত নিঃস্ব করে দাও। কারণ বর্তমানের 'বেগার' আগামীর 'প্রিন্স'"

প্রশ্ন :- কোন্ চিন্তায় মগ্ন থাকলে ড্রামার প্রকৃত জ্ঞানকে জানা যায় না ?

উত্তর :- আমার কেন এই অসুখ-বিসুখ হলো, তেমনটা না করলে হয়ত এমনটা হতো না, এত বিদ্বৎ কেন আসছে, বন্ধন এলো কেন, মনে এসব চিন্তা এলে ড্রামার সেই যথার্থ জ্ঞানের সমাপ্তি ঘটে। যেহেতু ড্রামা অনুসারে যা হওয়ার আছে তা তো হবেই, পূর্ব কল্পেও যে এমনটাই হয়েছিল। বর্তমানের এই শরীর তো একেবারে জরাজীর্ণ পুরাতন অবস্থা, তাই এতে তালি-তাপ্পি তো লাগবেই। অতএব এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত নয়।

গীত :- মোরা তার দিশাতেই চলবো - যদিও বা হোচট খাই, তবুও সামলাতে তো পারবো

ওঁ শান্তি! ওঁনার নির্দেশিত পথেই চলতে হবে- কোন্ পথে? সে পথ কার নির্দেশিত? বাচ্চারা, তোমরা তো তা জানোই, কার নির্দেশিত পথে চলছো তোমরা। তা অবশ্য আদেশ বলতে পারো, দিশা বলতে পারো অথবা শ্রীমৎ-ও বলতে পারো - ব্যাপারটা একই। এখন কিন্তু কেবল শ্রীমৎ অনুসারেই চলতে হবে। কিন্তু সেই শ্রীমৎ কার? যা জেনেছি - শ্রীমৎ হচ্ছে ভগবত গীতার। তবে তো অবশ্যই শ্রীমতের দিকেই যাবে আমাদের বুদ্ধির যোগ। বাচ্চারা, এখন তোমরা কার স্মরণে বসে আছো? যদি তা শ্রীকৃষ্ণ বলো, তবে তো তাকেই স্মরণ করতে হয়। তোমরা কি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করো নাকি অন্যকে? নাকি তোমরা স্মরণ করো তাকে, যিনি তোমাদের অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা দিয়ে থাকেন-তাকে? একথাও জেনেছো, তোমরাই আগামীর প্রিন্স। এমনটা মোটেই নয় যে, জন্মালেই লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে। চিরকালই তোমরা একমাত্র শিববাবাকেই স্মরণ করে আসছো, যেহেতু শ্রীমৎ একমাত্র ওনারই। আর যারা বলে শ্রীমৎ কৃষ্ণ ভগবান উবাচ, তারা তো কৃষ্ণকেই স্মরণ করবে। কৃষ্ণকে স্মরণ করতে হলে, কোন দুনিয়ায় বসে তাকে স্মরণ করবে? একমাত্র বৈকুণ্ঠই তাকে স্মরণ করা যায়। 'মনমনাভব' এই কথা তো আর কৃষ্ণ বলতে পারে না। তবে 'মধ্যাজী ভব' (বিষ্ণুরূপে) বলতে পারে। আমাকে স্মরণ করো - একথাও বলতে পারে না, যেহেতু সে বৈকুণ্ঠবাসী। দুনিয়ার লোকেরা এসবের কিছুই জানে না। তাই বাবা বলছেন-বাচ্চারা, যাবতীয় শাস্ত্রাদি ভক্তি-মার্গের। গীতাও ধর্ম-শাস্ত্রের অন্তর্গত। চিরকালই এই গীতা শাস্ত্র ভারতের ধর্ম-শাস্ত্র। বাস্তবে এই গীতাই সর্ব শাস্ত্রের মূল শাস্ত্র। কথিতও আছে, এই শ্রীমৎ সর্ব-শাস্ত্রের মাতা স্বরূপ, শিরোমণি গীতা, অর্থাৎ সর্বোত্তম। আবার সবার থেকে উত্তম শিববাবা শ্রী শ্রী, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠতম। কৃষ্ণকে তো আর শ্রী শ্রী বলা যায় না। শ্রী শ্রী কৃষ্ণ বা শ্রী শ্রী রাম - বলা যায় না। তাদেরকে কেবল শ্রী বলা চলে। শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠতম যিনি, তিনি স্বয়ং এসে তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ করে গড়ে তোলেন। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠতম তিনি- যিনি ভগবান। শ্রী শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠতম। একমাত্র তিনিই অন্যকে শ্রেষ্ঠ করে গড়ে তুলতে পারেন। তাই তো দেবী-দেবতাদের শ্রেষ্ঠ বলা হয়, যদিও বর্তমানে তাদের অস্তিত্বই নেই। তবে কাদের আজকাল শ্রেষ্ঠ ভাবা হয়? এখনকার নেতাদের কত সম্মান করা হয়। কিন্তু তাদের তো আর শ্রী বলা যাবে না। এমন কি মহাত্মা গান্ধীজিকেও শ্রী অক্ষরে ভূষিত করা যায় না। তোমরা বি কে রা

এখন উচ্চ থেকেও উচ্চতর পরমাত্মার কাছ থেকে সেই জ্ঞান পাচ্ছে। যিনি সর্বোচ্চ পরমপিতা পরমাত্মা। এছাড়া সবকিছুই ওনারই রচনা। ওনার সেই রচনার মধ্যে আবার সর্বোচ্চে আছে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর। এখানেও অবশ্য ক্রমিক অনুসারেই আছে। যেমন - সর্বোচ্চে প্রেসিডেন্ট, তারপরে প্রাইম-মিনিস্টার, এরপরে ইউনিয়ন মিনিস্টারেরা...!

বাবা স্বয়ং বাচ্চাদের সামনে বসে সৃষ্টি-চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যগুলিকে বোঝাচ্ছেন। এসবেরই রচয়িতা স্বয়ং ভগবান। কিন্তু রচয়িতা শব্দটি শুনলেই লোকেরা জানতে চায়, সৃষ্টি-চক্রের রচনা হয়েছিলো কিভাবে? তাই সাথে একথা বলাও আবশ্যিক যে, ত্রিমূর্তি শিব এসবের রচয়িতা। যদিও বাস্তবে রচয়িতার পরিবর্তে রচনা করান বলাটাই যুক্তিসঙ্গত হবে। যেমন ব্রহ্মার দ্বারা দৈবী কুলের স্থাপনা করান। কিন্তু ব্রহ্মার দ্বারা কিসের স্থাপনা করান? -- দৈবী সম্প্রদায়ের। তাই শিববাবা বলছেন- তোমরা বি.কে.-রা এখন ব্রহ্মার (সন্তান) ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। বাকীরা সবাই আসুরী সম্প্রদায়ের। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের, আগামীতে হতে চলেছো দৈবী সম্প্রদায়ের। এই ব্রহ্মা বাবার দ্বারাই সকল বেদ শাস্ত্রের সার বোঝানো হয় তোমাদের। অজ্ঞানী মানুষেরা খুবই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে আছে, তারা কতই না মাথা ঠোকে জন্ম নিয়ন্ত্রনের জন্য। বাবা জানাচ্ছেন, উনি এসে ভারতে সেই সেবা শুরুও করিয়ে দিয়েছেন। যদিও বর্তমানের মানুষেরা খুবই তমোপ্রধান। তাই তো ১০/১২-টা করে সন্তানের জন্ম দেয় তারা। অবশ্য কল্প-বৃক্ষের ঝাড়েরও বৃদ্ধি তো হতে হবে। বৃক্ষের পাতা তো গজাতেই থাকবে। তাকে নিয়ন্ত্রণ করা কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। একমাত্র সত্যযুগে তা নিয়ন্ত্রণে থাকে। একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান, ব্যস! যা কেবল তোমরা বি.কে.-রাই বুঝতে পারো। ভবিষ্যতে এমন অনেক কিছুই আসতে থাকবে, যা ধীরে ধীরে বুঝতে থাকবে। তাই তো প্রবাদও আছে, অতীন্দ্রিয় সুখের কথা যদি জানতে চাও, গোপ-গোপীনিদের থেকে তা শোনো। কিন্তু সরাসরি বাবার থেকে শোনার মজাই আলাদা। তখন নিজের কাজকর্মও যাবারও তেমন আগ্রহ থাকে না।

এখানে তোমাদেরকে ত্রিকালদর্শী করে গড়ে তোলা হয়। ত্রিকালদর্শীকেই স্বদর্শনচক্রধারী বলা হয়। যেমন লোকেরা বলে থাকে, অমুক মহাত্মা ত্রিকালদর্শী ছিলেন। কিন্তু তোমরা বলো, বৈকুণ্ঠনাথ রাধা-কৃষ্ণও স্বদর্শনচক্রধারী ছিলেন না এবং বা তিন কালের ত্রিকালদর্শীর জ্ঞানও ছিল না। কৃষ্ণ তো ছিলেন সবার আদরের সত্যযুগের প্রথম প্রি়ম। কিন্তু অজ্ঞানী মানুষেরা তা না জানার কারণে বলে, যেহেতু তুমি শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান হিসাবে মানো না, অতএব তুমি নাস্তিক। এছাড়া কত প্রকার বিঘ্নের সৃষ্টিও করে। তাই এই অবিদ্যাকীর্ণ জ্ঞান-যন্ত্রে এত বিঘ্ন পড়ে। কন্যাদের-মাতাদের উপরেও কত প্রকারের বিঘ্ন আসে। বাল্কলি (যারা বন্ধনে রয়েছে) -দেরও কত কিছু সহ্য করতে হয়। অতএব বুঝতে হবে, ড্রামা অনুসারে এমনই পার্ট তাদের। বিঘ্ন পড়লেও এমন ভাবনা যেন না আসে, তেমনটা না করলে বোধহয় এমনটা হতো না। এমন না করলে হয়ত, স্বর আসতো না....., এখন আর এসব বলার উপায় নেই। যা কিছুই করছে তা ড্রামা অনুসারেই। যা কল্প-পূর্বেও করেছিলো। তখনও এমনই অসুবিধা হয়েছিলো। শরীর যখন এত পুরানো, তালি-তাল্পি তো লাগবেই তাতে। অন্তিম সময় পর্যন্ত এর মেরামতি হতে থাকবে। এই পুরোনো শরীরই যে তোমার আত্মার বর্তমান ঘর। আত্মা নিজেও তা বলে, আমিও অনেক পুরোনো হয়েছি। তাই আত্মাতে আর কোনও শক্তিই নেই। আর শক্তির অভাবে দুর্বল ব্যক্তি কেবলই দুঃখ-কষ্টে ভোগে। এই দুর্বলদেরই মায়া বেশী করে দুঃখ-কষ্টে ভোগায়। চিরকালই এই ভারতবাসীদেরই মায়া খুব কমজোর করে দেয়। একদা যেখানে এই

ভারতবাসীরাই এত শক্তিদর ছিল, কিন্তু মায়ার কারণে তারাই আজ এত দুর্বল। সেই দুর্বলতাগুলি থেকে মুক্তি ও জয় পেতে চাইলে, মায়াকেই শত্রু ভাবতে হবে। এই ভারতবাসীরাই সর্বাধিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। সবার কাছে ঋণগ্রস্তও হয়। যেহেতু এখন পুরানো জরাজীর্ণ অবস্থা। যে একদা সর্ব-খাজানায় সর্বাধিক ধন-সম্পদের অধিকারী ছিল, তারই আজ এমন ভিখারীর মতন দৈন্যদশা। অবশ্য আবার 'বেগার থেকে প্রিন্স' হতে চলেছে। তাই তো বাবা বাচ্চাদের বলছেন, এই শরীরের ভাব থেকে মনকে দূরে রেখে হাস্যা হয়ে যাও। এখানে তোমার নিজস্ব কিছুই নেই, একমাত্র এই অতি আপন একনও একমাত্র শিববাবা ছাড়া আর কেউই তোমার নয়। অতএব তোমাকে এখন সম্পূর্ণরূপে 'বেগার' হতে হবে। এসবের নানা যুক্তিও জানাতে থাকেন বাবা। যেমন জনক রাজার উদাহরণ। অর্থাৎ কর্ম-কর্তব্য করার সাথে সাথে ঘর-গৃহস্থ পরিবারের মধ্যে থেকেও পদ্মফুলের মতন পবিত্র থাকতে থাকতে হবে। যার জন্য দরকার শ্রীমৎ অনুসারে চলা। সবকিছুই সমর্পণ করে দিতে হবে। জনক রাজাও ওনার সবকিছুই সমর্পণ করেছিলেন, কিন্তু ওনাকে বলা হয়েছিল- "তোমার এইসব রাজ্যপাট তুমিই সামলাও কিন্তু ট্রাস্টি হয়ে। এমনই দৃষ্টান্ত রয়েছে রাজা হরিশ্চন্দ্রের।

এবার বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, বীজ বপন না করলে পদ যে অনেক কমে যাবে তোমাদের। অতএব ফলো ফাদার, অর্থাই যে দাদা (ব্রহ্মাবাবা) বসে আছে তোমাদের সামনে, উনিও শিববাবা আর শিবশক্তিদেবকেই ওনার ট্রাস্টি বানিয়েছেন। শিববাবা নিজে তো আর এসবের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন না বা সামলাবেন না। কেউ কি আর নিজের প্রতি নিজে সমর্পিত হতে পারে? তাই তিনি মাতাদেরই কাছেই সমর্পিত হন। উনি তাই মাতাদেরই এগিয়ে রাখেন। বাবাও এসে জ্ঞানের অমৃত কলস মাতাদেরকেই দেন, যাতে তারা মনুষ্যদের দেবতায় রূপান্তরিত করতে পারে। অথচ তা লক্ষ্মীকে দেওয়া হয় না কিন্তু। যেহেতু এই সময়কালটা জগৎ অস্থির। সত্যযুগ এলে তখন তা হবে লক্ষ্মীর। জগৎ অস্থির জন্য কত সুন্দর-সুন্দর গীতও রচিত হয়। লোকেরাও কত মান্য করে ওনাকে। কিভাবে তিনি এত সৌভাগ্যশালী হন? এত ধন-সম্পদ উনি পান কোথেকে? তা কি ব্রহ্মার থেকে? নাকি কৃষ্ণের থেকে? -না মোটেই তা নয়। ধন-রত্ন তো পায় জ্ঞান সাগরের থেকে। যদিও এসব খুবই গুপ্ত ব্যাপার। 'ভগবান উবাচ' তো সবার জন্যই। ভগবান তো সবারই। তাই তো সব ধর্মের লোকেদেরই বলা হয়, আমাকে স্মরণ করতে। যদিও এর মধ্যে শিবের পূজারিও অনেক থাকে, কিন্তু বাস্তবে তারা মর্মার্থ জানেই না কিছু। একেই বলে ভক্তি। আচ্ছা, তোমাদের এই জ্ঞানের পাঠ পড়ান কে? অবশ্যই মোস্ট বিলাভেড ফাদার (প্রিয় থেকেও প্রিয়তম যে বাবা) কৃষ্ণের বেলায় কিন্তু এমনটা বলা চলে না। ওনাকে তো সত্যযুগের প্রিন্স বলা হয়। লোকে যদিও কৃষ্ণকে পূজা-অর্চনা করে, কিন্তু তারা এটাই জানে না যে, কৃষ্ণ সত্যযুগের প্রিন্স হলো কিভাবে? যদিও পূর্বে তোমরাও তা জানতে না। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানতে পেরেছো যে, প্রতি কল্পে তোমরা বি.কে.-রাই প্রিন্স-প্রিন্সেস হও। তারপর বড় হলেই তো লক্ষ্মী-নারায়ণের যোগ্য-বরণ্য হতে পারবে। বর্তমানের এই জ্ঞান তো ভবিষ্যতের জন্যই। যে ফল পাওয়া যায় আগামী ২১-জন্ম ধরে। এমনটা কখনোই বলা যাবে না সেই অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা কৃষ্ণই দিয়ে থাকে। তোমরা তা পাও একমাত্র এই বাবার কাছ থেকেই। শিববাবাই তোমাদের সেই রাজযোগের শিক্ষা দেন। কত হাজার-হাজার ব্রাহ্মণের জন্ম দেন এই ব্রহ্মার মুখ দিয়ে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করে। কেবলমাত্র তাদেরকেই এই শিক্ষায় শিক্ষিত করা হয়। একমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই হলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, কল্পের এই সঙ্গমযুগের আর সৃষ্টির বাকী যা কিছু তা সবই কলিযুগের। লোকেরা নিজেরাও তাই বলে, তারা কলিযুগেই রয়েছে। তোমরা বি.কে.-রা কিন্তু বলে থাকো, সঙ্গমযুগে অবস্থান করছে তোমরা। যা এমনটা অন্য কোথাও বলে না। এই

ধরনের নতুন নতুন তথ্যগুলিকে মনে ধারণ করে রাখতে হবে। মুখ্য কথা হলো-বাবা আর ওনার অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সাকে স্মরণে রাখা। পবিত্র হতে না পারলে যোগযুক্ত হতে পারবে না আদৌ। নিয়মও তা নয়, অতএব তেমন ভাল পদের প্রাপ্তিও হয় না। অবশ্য অল্পও যদি যোগযুক্ত হতে পারো স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছবে নিশ্চিত। তাই তো বাবা জানাচ্ছেন, পবিত্র হতে না পারলে ওনার কাছে পৌঁছবে কি প্রকারে! এমন কি তোমরা ঘরে থেকেও তেমন হতে পারলেও স্বর্গ-রাজ্যেও পৌঁছাতে পারবে এবং ভাল পদও পেতে পারো - কিন্তু তখনই যখন তেমন যোগযুক্ত ও পবিত্র হতে পারবে। পবিত্রতা ছাড়া যোগযুক্ত হওয়া যায় না। মায়া যোগযুক্ত হতে দেয় না। অবশ্য "সম্মে দিল পর সাহেব রাজী" হবে। (শুদ্ধ ও স্বচ্ছ মন থাকলে, ভগবান তার সহায় হয়) আর যারা বিকারে যায়, যদিও তারা বলে যে শিববাবাকে স্মরণ করে -তা কিন্তু কেবল নিজেকে খুশী করার জন্যই বলে। যেহেতু এর প্রথম এবং প্রধান শর্তই হলো পবিত্রতা।

লোকেরা যে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য এতকিছু করছে, বলছে সন্তানের জন্ম দেওয়া বন্ধ করো, কিন্তু বর্তমানের এই দুনিয়াটাই যে তমোপ্রধান দুনিয়া। বাবাই এখন সেই বার্থ-কন্ট্রোল করাচ্ছেন। তাই তো তোমরা বি.কে.-রা সবাই কুমার-কুমারী, অর্থাৎ যেখানে বিকারের প্রশ্নই নেই। বিষ বিকারের কারণে কন্যাদের কতো অত্যাচার সহ্য করতে হয় এখানে। তাই এসব থেকে সাবধান হয়ে থাকতে বলেন বাবা। বাবা জানতে চান -এখানে এমন তো কেউ নেই যে মদ্যপান করে? কেউ যদি মিথ্যা বলে তবে কিন্তু ধর্মরাজের কঠিন সাজার সম্মুখীন হতে হবে তার। সত্য ভগবানের সামনে কেবল সত্যই বলা উচিত। যে কোনও কারণেই অথবা ঔষধ সেবনের কারণে কেউ কি অল্প-স্বল্প মদ্যপান করো ? (ক্লাসে কেউ হাত ওঠায় না) এখানে অবশ্যই সত্য বলা উচিত। কোনও প্রকারের ভুল হয়ে গেলেও তা লিখে দেওয়া উচিত-বাবা, আমার দ্বারা এই ভুল হয়ে গেছে, তাই মায়ার চপেটাঘাত খেতে হয়েছে আমাকে। বাবাকে অনেকেই লেখে -আজ আমার মধ্যে ক্রোধের ভূত ভর করেছিল, তাই অমুককে চড় মেরে দিয়েছি। অথচ শ্রীমতে তো আছে কারওকে চড় মারা চলবে না। এই কারণেই দেখানো হয়, কৃষ্ণকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয় গাছের গোড়ায়। যদিও তা বাস্তব নয়। বাচ্চাদের শিক্ষা দিতে হয় ভালবেসে স্নেহের সাথে, তাদের মারধোর করা উচিত নয় মোটেই। বরঞ্চ একবেলা তাদের খাবার না দেওয়া, মিষ্টি না দেওয়া - এভাবেই তাদের সংশোধন করাতে হয়। চড় মারা তো ক্রোধের লক্ষণ, তাও আবার বাচ্চাদের মতন মহাত্মাদের উপর ক্রোধ করা। ছোট বাচ্চারা তো মহাত্মাদের মতনই হয়ে থাকে, তাই চড়-থাপ্পড় মারাটা উচিত নয় মোটেই। এমন কি গালিগালাজও করতে পারো না। এমন কাজ করা মোটেই উচিত নয় যাতে মনে হয় কোনও বিকর্ম হচ্ছে। তবুও যদি এমন কিছু করে ফেল, তখনই তা লিখে বাবাকে জানাও - বাবা আমার দ্বারা এই এই ভুল হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করে দাও। ভবিষ্যতে এমন কাজ আর করবো না। সাথে সাথে নিজেও যেন অনুতপ্ত হও। সেখানে ধর্মরাজ যখন সাজা দেয় তখনও তো অনুতাপ হয় - ভাবো ভবিষ্যতে আর করবো না। বাবা স্নেহভরেই বলেন-আমার আদরের বাচ্চারা, সুবোধ বাচ্চারা কখনও মিথ্যা বলে না।

প্রতি পদক্ষেপেই বাবার থেকে পরামর্শ নিয়ে চলা উচিত। ভারতকে স্বর্গ-রাজ্য বানাতে গেলে, তোমাদেরও তাতে পয়সা লাগানো উচিত। তোমাদের এক এক পয়সার মূল্য এক এক টুকরো হীরের সমান। এর অর্থ এই নয় যে, কোনও সাধু-সন্ন্যাসীদের তা দান করে পুণ্য করছো। লোকেরা হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি যে বানায়, তাতে কি পায় তারা? -যদি কেউ কলেজ বানিয়ে দেয়, তবে পরবর্তী জন্মে সে খুব বিদ্বান হতে পারে। ধর্মশালা বানিয়ে দিলে বদলে সে মহল পায়। কিন্তু

এখানে তো জন্মজন্মান্তরের জন্য বাবার থেকে অসীম বেহদের অপার সুখ পাও তোমরা। পরমায়ুও লাভ করো তোমরা। এত লম্বা আয়ু আর অন্য কোনও ধর্মাবলম্বীরা পায় না। আর এখন তো সবারই আয়ুষ্কাল খুবই অল্প। অতএব এখন থেকে চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে এই অসীম বেহদের বাবাকে লাগাতার স্মরণ করতে থাকলে তবেই খুব খুশীতে থাকতে পারবে। কারও তেমন কোনও অসুবিধা থাকলে বাবাকে জানাও। কিন্তু এমন যেন না হয় গরীবতার কারণে বাবা বাবা বলবে আবার এমনও বলবে বাবা আমি তো তোমারই, তাই এখন থেকে আমি তোমার এখানেই থাকবো। তা হলে তো দুনিয়ায় কতই গরীব আছে, তখন তো সবাই বলবে- আমাকেও মধুবনে রাখো, এভাবে তখন তো লাখ-লাখ সংখ্যায় একত্রিত হয়ে যাবে। এ নিয়ম তো আর হতে পারে না। তোমাদেরকে গৃহস্থ ব্যবহারেই থাকতে হবে। সবাইকে তো আর এখানে রাখা যায় না।

কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বানিজ্য যে যাই করো না কেন, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে রোজগারের থেকে সামান্য পয়সা রোজ আলাদা করে রেখে দেবে। আর যে নিতান্তই গরীব, তার উদ্দেশ্যে বাবা বলেন-আচ্ছা তুমি যেখানে এত গরীব, সেক্ষেত্রে তোমাকে কিছু আলাদা করে রাখতে হবে না, জ্ঞানের পাঠকে ভালভাবে বোঝো আর নিজে 'মনমনাভব' হয়ে থাকো। তোমাদের মাশ্বা-ও তো কিছু দিতে পারেনি, কিন্তু জ্ঞানের পাঠে খুবই তীক্ষ্ণ তিনি। সেবাও করেন সম্পূর্ণরূপে তন-মন দিয়ে। পয়সা-কড়ি এক্ষেত্রে বড় কথা নয়। যখন পারবে তখন ১-টাকা অর্থাৎ ১৬-আনা করেই দেবে। তাতেই তোমার এমন প্রাপ্তি হবে, যেমনটা প্রাপ্তি হবে ধনী ব্যক্তিদের। সর্বাগ্রে নিজের গৃহস্থ-পরিবারের দিকটা সামলাতে হবে যে। দেখতে হবে বাচ্চারা যেন দুঃখ-কষ্টে না থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। 'বন্দে মাতরম্' (মাতাদের জানাই বন্দনা), 'সালাম মালেকম্' (প্রভুকে জানাই প্রণাম), জয় জয় জয় হোক তোমার! ওঁম্ শান্তি!

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এমন কোনও কর্ম করবে না যাতে পরে তার জন্য অনুতাপ বা অনুশোচনা করতে হয়। মিথ্যা বলবে না। সত্য বাবার সাথে সত্যতার সাথে থাকতে হবে।

২) ভারতকে স্বর্গ-রাজ্য করে গড়ে তোলার জন্য এক-একটি (প্রতিটি) পয়সাকে সফল করতে হবে। ব্রহ্মাবাবার মতন সবকিছু সমর্পণ করে নিজে ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে।

বরদান :- নিমিত্ত আত্মাদের নির্দেশের গুরুত্বকে উপলব্ধি করে, পাপ-মুক্ত হয়ে সচেতন আত্মা হও

বিস্তার :- যে সচেতন বাচ্চা হয়, সে কখনও এমনটা ভাববে না যে, নিমিত্ত আত্মারা যা নির্দেশ দিচ্ছেন, তা বোধহয় কেউ কিছু বলার কারণে ওনারা এমনটা করছেন। নিমিত্ত আত্মাদের প্রতি কখনোই এমন ব্যর্থ সংকল্প আসা উচিত নয়। যদিও বা কেউ তেমন কোনও সিদ্ধান্ত নেয়, যা তোমার কাছে সঠিক মনে হচ্ছে না, তবুও তুমি নিজে তার দ্বায়িত্ব নেবে না, তবেই তুমি নিজে কোনও পাপের ভাগীদার হবে না। যেহেতু বাবা স্বয়ং তাকে নিমিত্ত করেছেন। তার পাপকে তিনি বদলে নেবেন। এসব হল গুপ্ত রহস্য, গুপ্ত মেশিনারীও (কারিগরি) বটে।

স্লোগান :- প্রকৃত সৎ ব্যক্তি সে, যে প্রভুকে পছন্দ করবে এবং বিশ্বকেও পছন্দ করবে,
কিন্তু আরামকে নয় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ এবং দেহের সকল সম্বন্ধের থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন হলে তবেই কেবল বাবার সাথে তোমাদের অব্যভিচারী ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হওয়া সম্ভব"

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা কিসের রেস (প্রতিযোগিতা) করছ? কিসের ভিত্তিতে সেই প্রতিযোগিতায় আগে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব?

উত্তর :- তোমাদের এই রেস হল 'পাশ উইথ অনার' হওয়ার। এই প্রতিযোগিতার মূল ভিত্তি হল বুদ্ধিযোগ। যত বেশি বাবার সাথে বুদ্ধি যুক্ত থাকবে, তত পাপ কাটবে এবং ২১ জন্মের জন্য অটল, অখন্ড সুখ-শান্তিময় রাজ্য প্রাপ্ত হবে। এর জন্য বাবা রায় দিচ্ছেন - বাচ্চারা, তোমরা নিদ্রাজিৎ হও। এক ঘন্টা - আধ ঘন্টা স্মরণ করতে করতে অভ্যাস বাড়তে থাকো। কতক্ষণ স্মরণ করছ সেটা রেকর্ড করে রাখো।

গীত:- না তিনি আমাদের থেকে আলাদা হবেন, না আমরা আলাদা হব তাঁর থেকে
(ন ওহ হমসে জুদা হোঙ্গে) ...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গীত শুনল। 'উল্ফত' হল ভালোবাসার আরেক নাম (উল্ফত হল সেই মনোবৃত্তি, যা কাউকে খুব ভালো মনে করে তার সাথে বা তার পাশে থাকার প্রেরণা দেয়)। বাচ্চারা, এখন তোমাদের ভালোবাসা বাঁধা পড়েছে বেহদের বাবা শিববাবার সাথে। তোমরা বি.কে.-রা তাঁকে ঠাকুরদাদা বলবে। এমন কোনো মানুষ নেই যে তার বাবা এবং ঠাকুরদাদার অক্যুপেশনকে জানে না। এমন কোনো সংস্থা নেই যেখানে এতজন বলে যে আমরা সবাই ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী। মাতা-রা তো কুমারী নয়। তাহলে কুমারী বলা হয় কেন? এরা সবাই আসলে ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী। এতজন ব্রহ্মাকুমার-কুমারী আসলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী। সবাই এক পিতার সন্তান। ব্রহ্মার অক্যুপেশনকেও জানতে হবে। ব্রহ্মা কার সন্তান? শিববাবার। শিববাবার তিন সন্তান ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকর হল সূক্ষ্মবতনবাসী। কিন্তু প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো অবশ্যই স্থূলবতনবাসী হতে হবে। এতজন সবাই বলে যে আমরা হলাম প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী। গর্ভজাত বংশাবলী হওয়া অসম্ভব। এরা কেউ গর্ভজাত নয়। তোমাদেরকে কেউ জিজ্ঞাসাও করে না যে এতজন কিভাবে নিজেকে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বলছে? মাতা-রাও হল ব্রহ্মাকুমারী। সুতরাং ব্রহ্মার সন্তান মানে নিশ্চয়ই ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী। এরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর কে? ঈশ্বর হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, তিনিই হলেন রচয়িতা। তিনি কিসের রচনা করেন? স্বর্গের। তাহলে তিনি তাঁর নাতি-নাতনীদেবকে অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকার দেবেন। রাজযোগ শেখানোর জন্য তো তাঁর একটা শরীর প্রয়োজন। এমনি এমনি তিনি কিভাবে জ্ঞান দেবেন? শিববাবা স্বর্গ স্থাপন করেন। তাই তিনি স্বয়ং বসে থেকে ব্রহ্মা-মুখ-বংশাবলীদেরকে রাজযোগ শেখান। নাহলে এত ব্রহ্মাকুমার-কুমারী এল কোথা থেকে? সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়! কেউ সাহস করে জিজ্ঞাসাও করে না। কত সেন্টার রয়েছে। জিজ্ঞাসা করা উচিত যে আপনি কে? আপনার পরিচয় কি? এটা তো পরিষ্কার যে এরা হল প্রজাপিতা ব্রহ্মার কুমার-কুমারী অর্থাৎ শিববাবার নাতি-নাতনি। আমরা তাঁর সন্তান হয়েছি। তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা রয়েছে। শিববাবাও বলছেন- সবকিছু থেকে ভালোবাসা বা বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে কেবল আমার সাথে যুক্ত কর। আমি তোমাদেরকে ব্রহ্মার দ্বারা রাজযোগ শেখাচ্ছি আর

তোমরা অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা সেটা শুনছ। কত সহজ সরল কথা। অন্তত জিজ্ঞাসা তো করো! সুতরাং এটা হল গোয়াল। শাস্ত্রেও ব্রহ্মার গোয়ালের উল্লেখ আছে। বাস্তবে এটা হল শিববাবার গোয়াল। শিববাবা এই নন্দীর মধ্যে আসেন। কিন্তু গোয়াল শব্দটার উল্লেখ থাকার জন্য শাস্ত্রে গরু দেখিয়ে দিয়েছে। শিবজয়ন্তী শব্দটা যখন রয়েছে, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আসেন, তাই না? নিশ্চয়ই তিনি কারোর শরীরে প্রবেশ করেন। তোমরা জানো যে এটা হল গড ফাদারের স্কুল। শিব ভগবান উবাচ। তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন। কৃষ্ণ তো নিজে পবিত্র। তার কি দায় পড়েছে যে সে পতিত শরীরে আসবে? একটা গান রয়েছে - দূর দেশ কা রহনে বালা, আয়া দেশ পরায়ে...(দূর দেশের নিবাসী, এসেছে পরের দেশে) । শরীরটাও অন্যের। সুতরাং শিববাবা নিশ্চয়ই এনাকে রচনা করেছেন। তাহলেই তো মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করা সম্ভব। সুতরাং প্রমাণিত হল যে ইনি হলেন বাপদাদা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন আদিদেব, মহাবীর। কারণ তিনি মাঝাকে পরাজিত করেন। জগদম্ভারও গায়ন আছে। শ্রী লক্ষ্মী অতি প্রসিদ্ধ। দুনিয়ার মানুষ তো জানেই না যে জগদম্ভা আসলে ব্রহ্মার কন্যা। তিনিও একজন ব্রহ্মাকুমারী। শিববাবা এনাকে ব্রহ্মার মুখ দ্বারা নিজ সন্তান বানিয়েছেন। এখন তাঁর সাথেই এদের সকলের বুদ্ধি যুক্ত রয়েছে। বলা হয় যে পরমাত্মার সাথেই ভালোবাসা রাখো। সকলের সঙ্গ ত্যাগ করে কেবল তাঁর সঙ্গ করো। তিনিই হলেন ভগবান। কিন্তু কেউই এটা জানে না। কিভাবেই বা জানবে? যখন বাবা এসে নিজের পরিচয় দেবেন, তখনই নিশ্চিত হবে। আজকাল শেখানো হয় যে আত্মাই হল পরমাত্মা। এর ফলে সব সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেছে। তোমরা বাচ্চারা এখন বাস্তবে সত্যিকারের সত্য নারায়ণের কথা শুনছ। তিনি হলেন শুকদেব আর তোমরা হলে ব্যাস। গীতাতেও ব্যাসের নাম আছে। সে তো একজন মানুষ ছিল। তোমরাই হলে সত্যিকারের ব্যাস। তোমরা যে গীতা বানাচ্ছ, সেটাও বিনষ্ট হয়ে যাবে। সত্য এবং মিথ্যা গীতা এই সময়েই রয়েছে। সত্যের ভূমিতে মিথ্যার কোনো চিহ্নই থাকে না। তোমরা ঠাকুরদাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছ। এটা এই বাবার সম্পত্তি নয়। শিববাবাই হলেন স্বর্গের রচয়িতা, ব্রহ্মা নন। ব্রহ্মা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা। ব্রহ্মার মুখ কমলের দ্বারা ব্রাহ্মণ বর্ণ রচিত হয়েছে। তোমরা হলে শিববাবার নাতি অর্থাৎ ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়। তোমরা তাঁকে আপন করে নিয়েছ। কথায় কথায় বলা হয় - গুরু আর নাতি। তোমরাই হলে সেই সদগুরুর নাতি-নাতনি। ওখানে তো কেবল নাতি অর্থাৎ পুরুষরা রয়েছে। নাতনি নেই। শিববাবা-ই হলেন সদগুরু। গায়ন রয়েছে - সদগুরুকে ছাড়া ঘোর অন্ধকার। তোমাদের এই ব্রহ্মাকুমার-কুমারী নামটা খুব ওয়ান্ডারফুল। বাবা কত ভালো করে বোঝান। কিন্তু কয়েকজন বাচ্চা তো বুঝতেই পারে না। বাবা বলছেন - আমাকে অর্থাৎ বেহদের বাবাকে জানলেই তোমরা সবকিছু জেনে যাবে। সত্য এবং ত্রেতাযুগে সূর্য এবং চন্দ্রবংশীদের রাজত্ব ছিল। তারপর রাবণের রাজত্বে ব্রহ্মার রাত শুরু হয়। বাস্তবে তোমরাই হলে ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী। সত্যযুগকেই স্বর্গ বলা হয় যেখানে দুধ-ঘিয়ের নদী বহিত। এখানে তো ঘি পাওয়াই যায় না। বাবা বলছেন- বাচ্চারা, এই দুনিয়া এখন বিনষ্ট হয়ে যাবে। একদিন এই খড়ের গাদায় অবশ্যই আগুন লাগবে, সবকিছুর বিনাশ হয়ে যাবে। তখন আর আমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাবে না।

আমি এখানে আসলে তো আমাকে অবশ্যই একটা শরীর লোন নিতে হবে। ঘর তো একটা প্রয়োজন, তাই না? বাবা কত সুন্দর এবং মনোরঞ্জনক ভাবে বোঝান। তোমরা এখন আমার কাছ থেকে সবকিছু জেনে গেছ। কেউই জানে না যে এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে আবর্তিত হয়। কারা ৮৪ জন্ম নেয়? সবাই তো নেবে না। নিশ্চয়ই যেসব দেবী-দেবতা আগে আগে আসবে, তারাই ৮৪ জন্ম নেয়। এখন তাদেরকেই আমি পুনরায় রাজযোগ শেখাচ্ছি। ভারতকে পুনরায় নরক থেকে স্বর্গ বানানোর

জন্য এসেছি। আমিই একে মুক্ত করি। তারপর গাইড হয়ে ফেরত নিয়ে যাই। আমাকে জ্যোতি স্বরূপ বলা হয়। জ্যোতি স্বরূপকে তো আসতেই হবে। তিনি স্বয়ং বলছেন - বাম্ভারা, আমি তোমাদের পিতা। আমার জ্যোতি কখনো নিভে যায় না। আত্মা হল স্টার, যেটা দুই ভ্রম মাঝে থাকে। বাকি সকল আত্মাই একটা শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। সুতরাং আত্মা রূপী স্টারের মধ্যে ৮৪ জন্মের অবিনাশী পার্ট নিহিত রয়েছে। ৮৪ জন্ম ভোগ করার পর পুনরায় প্রথম থেকে শুরু করে। যেমন রাজা রানী, সেইরকম তাদের প্রজা। নাহলে তোমরাই বলা, আত্মার মধ্যে এত পার্ট কোথা থেকে এল? এটা হল খুব গুহ্য এবং ওয়ান্ডারফুল বিষয়। গোটা মনুষ্য সৃষ্টির সকল আত্মার মধ্যেই পার্ট ভরা রয়েছে। বাবা বলছেন, আমার মধ্যে এইরকম পার্ট ভরা আছে। এক্ষেত্রে কোনো অদল-বদল হওয়া সম্ভব নয়। আমার পার্টকে কেবল ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরাই জানতে পারে। পার্টকেই বায়োগ্রাফি বলা হয়। যেহেতু প্রজাপিতা ব্রহ্মা রয়েছেন, সুতরাং জগদম্বাও অবশ্যই থাকবেন। তিনিও শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছেন। তোমরা বাম্ভারা জেনেছ যে আমাদের এখন কেবল বাবার সাথেই ভালোবাসা রয়েছে। এইরকম অব্যভিচারী ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হতে বেশি সময় লাগে না। তবে মায়া রূপী বিড়ালও কম নয়। অনেকজন স্ত্রী থাকলে নিজেদের মধ্যে ঈর্ষা ভাব চলে আসে। সেইরকম আমাদের শিববাবার সাথে ভালোবাসা আছে বলে মায়ার ঈর্ষা হয় এবং বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তোমরা দুই ছয় ফেলতে চাও, কিন্তু মায়া রূপী বিড়াল বাধা দিয়ে দেয়। বাবা বলছেন, তোমরা ঘর-গৃহস্থেই থাকো, কেবল দেহ এবং দেহের সকল সন্মিলন থেকে বুদ্ধির যোগ ছিন্ন করে আমাকে স্মরণ করো। আমি হলম তোমাদের মোস্ট বিলাভেড বাবা। আমার শ্রীমং অনুসারে চললে আমি তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেব। ব্রহ্মার রায়ও প্রসিদ্ধ। তাই ব্রহ্মার বাম্ভাদের রায়ও প্রসিদ্ধ। তারাও নিশ্চয়ই একইরকম রায় দেবে। বাবা এসেই সমগ্র সৃষ্টিচক্রের খবরাখবর দেন। সন্তানদেরকেও সামলাও, কিন্তু বুদ্ধি যেন বাবার সাথেই যুক্ত থাকে। বুঝতে হবে যে এটা হল কবরস্থান। আমরা এখন পরীস্থানে যাচ্ছি। কত সহজ বিষয়।

বাবা বোঝাচ্ছেন, কোনো সাকারী কিংবা আকারী দেবতার সাথে বুদ্ধি যুক্ত করো না। বাবা দালাল রূপে এইসব কথা বলছেন। একটা গীত আছে - আত্মা পরমাত্মা বহুকাল ধরে ছিল দূরে, সুন্দর মিলন মেলা হল যখন মিলে গেল সঙ্গুর দালাল রূপে) অলগ রহে বহুকাল, সুন্দর মেলা কর দিয়া জব সদগুরু মিলা দালাল) ...। দেবী-দেবতারাই অনেক দিন আলাদা থেকেছে। ওরাই সবার আগে অভিনয় করতে আসে। সুন্দর মেলা কর দিয়া জব সদগুরু মিলা দালাল...। তিনি দালাল রূপে বলছেন - একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো এবং প্রতিজ্ঞা করো যে আমি কাম চিতা থেকে নেমে জ্ঞান চিতায় বসব। তাহলেই তোমরা রাজ্য ভাগ্য পেয়ে যাবে। নিজের কাছে রেকর্ড রাখো যে আমি কতক্ষণ এইরকম মোস্ট বিলাভেড বাবাকে স্মরণ করি। কন্যা তো দিন-রাত তার পতিকে স্মরণ করে। বাবা বলছেন - হে আমার নিদ্রাজিৎ সন্তানেরা, তোমরা এখন পুরুষার্থ করো। প্রথমে এক ঘন্টা, আধ ঘন্টা শুরু করো। তারপর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকো। আমার সাথে যোগ লাগলে তোমরা 'পাস উইথ অনার' হয়ে যাবে। এটা হল বুদ্ধির রেস। একটু সময় লাগে। কিন্তু এই বুদ্ধিযোগের দ্বারা-ই পাপ কাটবে। তারপর তোমরা ২১ জন্ম ধরে অটল, অখন্ড এবং সুখ-শান্তিময় রাজত্ব করবে। আগের কল্পেও করেছিলে। এখন পুনরায় রাজ্য-ভাগ্য নাও। প্রতি কল্পে আমরাই স্বর্গ বানাই আর রাজত্ব করি। তারপর আমাদেরকেই মায়া নরকবাসী বানিয়ে দেয়। আমরা এখন রাম সম্প্রদায়। তাঁর সাথেই এখন আমাদের প্রেমের সম্পর্ক। আমাদেরকে বাবা তাঁর পরিচয় দিয়েছেন। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তাঁর সন্তান হয়ে আমরা নরকে কেন পড়ে আছি? আমরা নিশ্চয়ই

কখনো স্বর্গে ছিলাম। বাবা তো স্বর্গ রচনা করেন। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা সবাইকে জীবন দান করে। কাল কখনো ওদের প্রাণকে অকালে কিংবা বেকায়দায় নিয়ে যাবে না। ওখানে অকালে মৃত্যু হওয়া অসম্ভব। ওখানে তো কাল্লাকাটিও হয় না। তোমরা সাক্ষাৎকারেও দেখেছ যে শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে জন্ম নেয়। চারিদিক ঝলমল করে ওঠে। সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার বলে কথা! কৃষ্ণ হল নাস্বার ওয়ান সতোপ্রধান। তারপর আবার সতো, রজো, তমো অবস্থায় আসবে। যখন একেবারে তমো, পুরাতন হয়ে যায়, তখন এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর নেওয়া হয়। এখানেই এইরকম অভ্যাস করা হয়। বাবা, আমরা এখন তোমার কাছে আসছি। এরপর ওখান থেকে আমরা স্বর্গে গিয়ে নুতন শরীর নেব। এখন তো বাবার কাছে ফেরত যেতেই হবে। তাই না? আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অকালে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সবাইকে প্রাণ দান করার সেবা করতে হবে। রাবণ সম্প্রদায়কে রাম সম্প্রদায় বানাতে হবে।

২) কেবল বাবার সাথেই আন্তরিক প্রেমের সম্পর্ক রাখতে হবে। বুদ্ধিকে বিচলিত করা উচিত নয়। নিদ্রাকে জয় করে স্মরণের সময়কে ক্রমশ বাড়াতে হবে।

বরদান :- সময় অনুসারে রূপ-বসন্ত বা জ্ঞানী এবং যোগী আত্মা হয়ে স্ব-শাসক হও।

যে স্ব-শাসক আত্মা, সে যখন ইচ্ছে 'রূপ' (যোগী) হয়ে যায়, আবার যখন ইচ্ছে 'বসন্ত' (জ্ঞানী) হয়ে যায়। সে এই দুটো অবস্থা এক সেকেন্ডের মধ্যে বানাতে পারে। এমন যেন না হয় যে, হতে চাই রূপ, অথচ জ্ঞানের পয়েন্ট মনে আসছে। সেকেন্ডের থেকেও কম সময়ে ফুল স্টপ লেগে যাওয়া উচিত। পাওয়ারফুল ব্রেকের কাজ হল- যেখানে ব্রেক কষা হয়, সেখানেই থেমে যায়। এর জন্য প্র্যাকটিস করো- যেকোনো সময়ে, যেখানে, যেভাবে মন-বুদ্ধিকে একাগ্র করতে চাও, সেখানেই যেন একাগ্র হয়ে যায়। এইরকম কন্ট্রোলিং বা রুলিং পাওয়ার থাকতে হবে।

স্লোগান :- শান্তিদূত হল সে, যে উপপ্লব (তুফান) সৃষ্টিকারীকেও শান্তির উপহার দেয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের পদবী (সারনেম) সর্বদা স্মরণে রেখো, তোমরা হলে গডলী চিল্ড্রেন(ঈশ্বরীয় সন্তান), তোমাদের হল ঈশ্বরীয় কুল, তোমরা হলে দেবতাদের থেকেও উচ্চ, তোমাদের ম্যানার্স অতি অভিজাত(রয়্যাল) হওয়া উচিৎ"

প্রশ্ন :- বাবা বাচ্চাদের নিজের সমান প্রেমের সাগর বানিয়েছেন, তার নিদর্শন কি ?

উত্তর :- তোমরা বাচ্চারা বাবার সমান প্রেমময় হয়েছো তাই তো তোমাদের স্মরণ-চিহ্ন রূপের চিত্রকে সবাই ভালবাসে। প্রেমময় দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণ হল সদা হর্ষিতমুখী, রমণীয়। এখন তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের জ্ঞান-যোগের দ্বারা অতি মধুর(মিঠা) তৈরী করছেন। তোমাদের মুখ দ্বারা যেন সদা জ্ঞান-রস্নাই নির্গত হয়।

গীত :- তুমি প্রেমের সাগর, আর আমরা তার একটি ফোঁটাই পেতে পিয়াসী

ওম্ শান্তি। এ কার মহিমা গাওয়া হয় যে তুমি প্রেমের সাগর। এই মহিমা কোনো মানুষের উদ্দেশ্যে করা হয় না। বলাও হয় যে, তুমি প্রেম, শান্তি ও পবিত্রতার সাগর। এখন তোমরা পবিত্র হয়েছো। এমন অনেকে আছে যারা বিবাহ করে না, অনেকে আছে যারা সন্ধ্যাস না নিয়েও পবিত্র থাকে। গায়নও রয়েছে যে - গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও জনকের মতো জ্ঞান। এর হিস্তিও আছে। তারা বলে যে আমাদের কেউ ব্রহ্মজ্ঞান শোনাও। বাস্তবে বলা উচিৎ ব্রহ্মা-জ্ঞান। পরমপিতা পরমাত্মা এসে ব্রহ্মার দ্বারা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের জ্ঞান দেন।

তোমরা জানো যে, এই সময় আমাদের পদবী হলো ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, আমরা হলাম গডলী চিল্ড্রেন(ঈশ্বরীয় সন্তান)। এমন তো সবাই বলে যে আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। তাহলে অবশ্যই ভাই-ভাই হবে, তখন আবার নিজেদের পিতা বলতে পারবে না। ফাদারহুড নয় তখন তাকে ব্রাদারহুড বলা হয়। এক তো তোমরা নিজেদের ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বলা, দ্বিতীয়তঃ, তোমরা যাঁদের কুমার-কুমারী তাঁদেরকে মাম্মা-বাবা বলা। বাচ্চারা জানে, আমরা হলাম শিববাবার পৌত্র-পৌত্রী ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। ভারতেই অনেক শাস্ত্র, বেদ, পুরাণ ইত্যাদি তো সবাই পড়ে। কিন্তু সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি হলো শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা। গীতার দ্বারাই সত্যযুগ স্থাপিত হয়। গীতার জ্ঞান দিয়েছেন জ্ঞান সাগর পরমাত্মা। এই সমস্ত জ্ঞান নদীরা জ্ঞান-সাগর থেকেই বেরোয়। গঙ্গার জল থেকে খোড়াই জ্ঞান পাওয়া যায় যে পবিত্র হবে। সন্নতি অর্থাৎ পবিত্র হওয়া। এ তো হলোই তমোপ্রধাণ পতিত দুনিয়া। যদি পবিত্র হয়ে যায় তখন কোথায় থাকবে! ফিরে তো যেতে পারবে না। নিয়ম নেই। সবাই-কে পুনর্জন্ম নিয়ে তমোপ্রধাণ হতেই হবে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তোমরা প্রাক্টিক্যাল-রূপে (প্রত্যক্ষ ভাবে) একথা শুনছো। এই জ্ঞান কেউ কপি(নকল) করতে পারবে না। যদিও এমনও অনেকে আছে যারা বলে যে আমরাও ওই জ্ঞান দিই। কিন্তু না। এখানে যারা জ্ঞান পায় তাদেরকে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বলা হয় আর কোনো এমন সংস্থা নেই যেখানে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বলা হয়। যদি এরকম পোশাকও(ড্রেস) পরে কিন্তু বলবে কিভাবে যে আমরা হলাম ব্রহ্মার সন্তান। এঁনাকে আমি নাম দিয়েছি ব্রহ্মা। এঁনাকেই বসে বোঝাই। তোমাদেরও বলি যে, তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা নিজেদের জন্ম-কে জানো না, আমি জানি। এখন এই সঙ্গমযুগেই পা(শূদ্র) আর শিখা বা

টিকি(ব্রাহ্মণ) একত্রিত রয়েছে, এদের দ্বারাই পুরোনো দুনিয়া পরিবর্তিত হয়ে নতুন হয়। সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ..... সৃষ্টি বৃদ্ধি পেতেই থাকে। এখন অন্তিম সময়, দুনিয়াকে পরিবর্তিত হয়ে নতুন হতে হবে। বাবা এসে ত্রিকালদর্শী বানান। তিনি হলেন প্রেমের সাগর, তাই অবশ্যই এমন(বাবার মতো) প্রেমময় বানাবেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রতি দ্যাখো কত আকর্ষণ রয়েছে। যত লক্ষ্মী-নারায়ণের রমণীয়, হর্ষিতমুখী চিত্র দেখবে ততটা রাম-সীতার দেখবে না। লক্ষ্মী-নারায়ণকে দেখলেই খুশি এসে যায়। রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরে গেলে এতো খুশি অনুভূত হয় না। লক্ষ্মী-নারায়ণের তো রাজ্য-ভাগ্য রয়েছে। এখন একথা তো দুনিয়া জানে না। তোমরা জানো যে বাবা আমাদের অতি মিষ্ট করে তৈরী করছেন। লক্ষ্মী-নারায়ণকে জ্ঞানের সাগর বলা যাবে না। তাঁরা এই জ্ঞান-যোগের দ্বারা এরকম হয়েছেন। এখন তোমরাও হচ্ছে। মানুষ তো চায় যে দুনিয়া এক হয়ে যাক, এক রাজ্য হোক। স্মরণও করায় যে কখনো তো এক রাজ্য অবশ্যই ছিল। কিন্তু এরকম নয় যে সকলে মিলে এক হয়ে যাবে। না, ওখানে তো অনেক কম সংখ্যক মানুষ ছিল। তোমরাই বোঝো যে আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। তারা বলে যে ঈশ্বর হাজিরা হজুর(সর্বত্র)। কিন্তু আত্মার উদ্দেশ্যে বলা হয় যে, আত্মা সর্বত্রই বিরাজ করছে। আত্মা সর্বব্যাপী, সবার মধ্যেই আত্মা রয়েছে। কিন্তু এমন নয় যে সবার মধ্যেই পরমাত্মা রয়েছে। তাহলে প্রতিজ্ঞা করার কি প্রয়োজন? যদি আমাদের মধ্যেও পরমাত্মা থাকে তাহলে কার প্রতিজ্ঞা করা হয়? আমরা যদি ভুল কর্ম করি তবে পরমাত্মা সাজা দেবে। যদি পরমাত্মা সকলের মধ্যেই থাকে তবে প্রতিজ্ঞা ইত্যাদির কোনো কথাই হয় না। এখন তোমরা সাকার শরীরে রয়েছে, যেমন আত্মাকে এই(শূল) নয়ন দ্বারা দেখা যায় না তাহলে পরমাত্মাকে কেমন করে দেখবে? শুধু অনুভব করে যে আমাদের মধ্যে আত্মা রয়েছে। বলে যে, তারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করতে চায় কিন্তু যখন আত্মাকেই দেখতে পারে না তখন পরমাত্মাকে কিভাবে দেখবে? আত্মাই পুণ্যাত্মা, পাপাত্মা হয়। এই সময় রয়েছে পাপাত্মারা। তোমরা অনেক পুণ্য করেছিলে, বাবার কাছে তন-মন-ধন সমর্পণ করেছিলে। এখন আবার পাপাত্মা থেকে পুণ্যাত্মা হতে যাচ্ছে। শিববাবার কাছে তন-মন-ধন বলি(অর্পণ) দাও। ইনিও(ব্রহ্মা) অর্পণ করেছেন, তাই না। শরীরকেও সত্যিকারের সেবায় অর্পণ করেছেন। মাতাদের কাছে অর্পণ করে তাদের ট্রাস্টী বানিয়ে দিয়েছেন। মাতাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মাতারাই এসে শরণ নিয়েছে তাই তাদের যত্ন কিভাবে হবে? মাতাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। বাবা বলেন, বন্দে মাতরম্। হাজির-নাজিরের রহস্যও বোঝান। আত্মারা ডাকতে থাকে, ও! গড ফাদার। কোন্ পিতাকে ডাকে? একথা বোঝে না। তোমরাই লক্ষ্মী-নারায়ণ হও। মানুষ কত ভালোবাসে। হার হোলীনেস এবং হিজ হোলীনেস ওঁনাদের উদ্দেশ্যেই বলা হয়ে থাকে। এখন তোমরা বলবে যে আমরা হলাম ঈশ্বরীয় কুলের, প্রথমে আসুরী কুলের ছিলাম। ব্রাহ্মণদের পদবীই হলো ঈশ্বরীয় সন্তান। বাপু গান্ধীও চেয়েছিলেন যে রামরাজ্য হোক। নতুন ভারতে নতুন রাজ্য হোক। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি গভর্নমেন্ট হোক যা কিনা একমাত্র বেহদের পিতাই বানাতে পারেন। বাবা বলেন যে, আমি হলাম ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি(বিশ্বের সর্বশক্তিমান শাসক)। আমি হলাম উচ্চ থেকেও উচ্চতম নিরাকার। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর হলো আমারই রচনা। ভারত শিবালয়, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল, এখন সম্পূর্ণ বিকারী। তারা এও জানে না যে সম্পূর্ণ নির্বিকারী এখানে অর্থাৎ স্বর্গে হয়। তারা চায় যে ওয়ান ওয়ার্ল্ড(এক বিশ্ব) হোক, ওয়ান অলমাইটি অথরিটির রাজ্য হোক। তাই তো পরমাত্মা, ওয়ান ওয়ার্ল্ড অলমাইটি(সর্বশক্তিমান) অথরিটি দৈবী(ডিটি), লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য স্থাপন করছেন, এছাড়া আর সকলেই বিনাশের সন্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এতোটাই নেশা থাকা উচিত। এখান থেকে ঘরে ফিরেই মুর্ছিত(অজ্ঞান) হয়ে যায়। সঞ্জীবনী বুটের কাহিনীও আছে, তাই না। কিন্তু এ হলো জ্ঞানের বুটি, মন্মথানুব-রা। দেহ-অভিমান আসার

কারণে মায়ার থাপ্পড় লাগে। দেহী-অভিমানী হলে থাপ্পড় খেতে হবে না। আমরা শিববাবার আশীর্বাদ(বর্ষা) প্রাপ্ত করি। ব্রহ্মারও এটি অন্তিম জন্ম, তিনিও আশীর্বাদ নিচ্ছেন। ডিটি ওয়ার্ল্ড সন্তরেন্টি ইজ ইয়োর গড ফাদারলী বার্থ রাইট(দৈবী দুনিয়ার সার্বভৌম ক্ষমতা হলো তোমাদের গড ফাদারের থেকে পাওয়া জন্মসিদ্ধ অধিকার)। তোমাদের বাচ্চাদের মধ্যে দিব্যতার ম্যানার্স থাকা উচিৎ। তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে দেবতাদের থেকেও উচ্চ। তোমাদের বানী অতি মধুর হওয়া উচিৎ। ভাষণ ইত্যাদিতেও বলতে হয়, এছাড়া ব্যর্থ কথায় যাওয়া উচিৎ নয়। মুখ দ্বারা যেন সর্বদা রক্ত নির্গত হয়। এই(স্থূল) নয়ন থাকা সত্ত্বেও তোমরা এর দ্বারা শুধু স্বর্গ আর মূলবতন-কেই দেখো। আত্মা জ্ঞান-নেত্র প্রাপ্ত করেছে। আত্মা অরগ্যান্স (ইন্দ্রিয়) দ্বারা পড়ে। তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছো, যেমন আক্কেল দাঁত বেরোয়। বাবা বর্ষা ব্রাহ্মণদের দেবে, শূদ্রদের খোড়াই দেবে। তৃতীয় নেত্র আত্মাই পায়। জ্ঞান-নেত্র ছাড়া আত্মা ঠিক-ভুল বুঝতে পারে না। রাবণ সদা ভুল পথেই চালিত করবে, বাবা সঠিক পথে চালনা করেন। সর্বদাই পরম্পরের থেকে গুণ গ্রহণ করা উচিৎ। গুণের পরিবর্তে অবগুণ গ্রহণ করা উচিৎ নয়।

দেখো, ডা. নির্মলা আসে, তার স্বভাব অত্যন্ত মিষ্টি। শান্তচিত্ত, কিভাবে কম কথা বলা যায়, তা তার থেকে শেখা উচিৎ। অত্যন্ত সচেতন ও মিষ্টি বাচ্চা। শান্ত হয়ে বসে থাকারও আভিজাত্য (রয়্যালিটি) চাই। এমনও নয় যে কিছু সময় স্মরণ করলে আর বাকী সারাদিনে ভুলে রইলে। এটাও অভ্যাস করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে শক্তিশালী হওয়া যায়। আর বাবাও খুশি হন। এরকম অবস্থাপ্রাপ্ত আত্মা যাকেই দেখবে, তাকেই অতি শীঘ্র অশরীরী বানিয়ে দেবে। যখন অশরীরী হয়ে যায় তখন শান্তও হয়ে যায়। শুধু শান্তিতে বসে থাকাই কোনো সুখ নয়, সেটা হলো অল্পকালের সুখ। শান্ত হয়ে বসে থাকলে কর্ম করবে কিভাবে? যোগের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। সত্যিকারের সুখ-শান্তি তো এখানে হতে পারে না। এখানকার সবকিছুই অল্পকালের। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস 9-4-68(৯-৪-৬৮)

আজকাল অধিক মাত্রায় এইরকম কনফারেন্সই করা হয় যে বিশ্বে শান্তি কিভাবে স্থাপিত হবে! তাদেরকে বলা উচিৎ যে দেখো এক ধর্ম, এক রাজ্য, অদ্বৈত ধর্ম ছিল। দ্বিতীয় কোনো ধর্মই ছিল না যে তালি(কলহ) বাজবে। ছিলই রাম-রাজ্য, তখনই বিশ্বে শান্তি ছিল। তোমরা চাও যে বিশ্বে শান্তি হোক। সেটাতো সত্যযুগে ছিল। পরে অনেক ধর্ম হয়ে যাওয়ায় অশান্তি শুরু হয়। কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ তা বোঝে ততক্ষণ মাথা কুটতেই থাকে। তোমরা যত এগিয়ে যাবে, সবাই তা সংবাদপত্রের মাধ্যমে পড়বে, তখন এই সল্যাসী ইত্যাদিদেরও কান খুলবে। তোমাদের বাচ্চাদেরও এই নিশ্চয় রয়েছে যে আমাদেরই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এই নেশা রয়েছে। মিউজিয়ামের জাঁকজমক দেখে অনেকে আসবে। ভিতরে প্রবেশ করে আশ্চর্য(ওয়ান্ডার) হয়ে যাবে। নতুন নতুন চিত্রের দ্বারা নতুন নতুন বর্ণনা শুনবে।

একথা তো বাচ্চারা জানে - যোগ হলো মুক্তি-জীবনমুক্তির জন্য। সেতো কোনো মানুষই শেখাতে পারবে না। একথাও লিখতে হবে যে পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই মুক্তি-জীবনমুক্তির যোগ

শেখাতে পারে না। সকলের সঙ্গতি দাতা হলেন একজনই। একথা পরিষ্কার (ক্লিয়ার) করে লিখে দেওয়া উচিত, যাতে মানুষ পড়ে। সল্লাসীরা কি শেখায়। যোগ-যোগ যে বলা হয়, বাস্তবে সেই যোগ তো কেউই শেখাতে পারে না। মহিমা হলোই সেই একজনের। বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা বা মুক্তি-জীবনমুক্তি দেওয়া একমাত্র বাবার-ই কাজ। এমন- এমনভাবে বিচার সাগর মন্বন করে পয়েন্টস্ বোঝাতে হবে। এমনভাবে লিখতে হবে যে, মানুষের যেন একথা যুক্তি-যুক্ত মনে হয়। এই দুনিয়াকে তো বদলাতেই হবে। এ হলো মৃত্যুলোক। নতুন দুনিয়াকে বলা হয় অমরলোক। অমরলোকে মানুষ কিভাবে অমর থাকে এও আশ্চর্যের, তাই না। ওখানে আয়ু-ও বেশী হয় আর সময় এলে নিজের থেকেই শরীর ত্যাগ করে, ঠিক যেমন বস্ত্র পরিবর্তন করা হয়। এ সবকিছুই বোঝাবার মতো বিষয়। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি বাপ ও দাদার স্নেহ-স্মরণ, শুভ রাত্রি আর নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) নিজের স্বভাব অতি মিষ্টি, শান্তচিত্ত বানাতে হবে। অনেক কম এবং আভিজাত্যের (রয়্যালিটি) সঙ্গে কথা বলতে হবে।

২) তন-মন-ধন দ্বারা ব্রহ্মা বাবার মতো ট্রাস্টী হয়ে থাকতে হবে।

বরদান :- নিজের আদি অনাদি স্বরূপের স্মৃতি দ্বারা সর্ববন্ধনকে সমাপ্ত করা বন্ধনমুক্ত স্বতন্ত্র ভব

ব্যাখা:- আত্মার আদি অনাদি স্বরূপ হলো, সে স্বতন্ত্র ও মালিক। আত্মা তো পরে পরাধীন হয়েছে, তাই নিজের আদি আর অনাদি স্বরূপকে স্মৃতিতে রেখে বন্ধনমুক্ত হও। মনেরও যেন কোনো বন্ধন না থাকে। যদি মনের কোনো বন্ধন থাকে তবে সেই বন্ধন আরও অনেক বন্ধন নিয়ে আসবে। বন্ধনমুক্ত অর্থাৎ রাজা, স্বরাজ্য অধিকারী। এমন বন্ধনমুক্ত স্বতন্ত্র আত্মারাই পাস উইথ অনার হবে অর্থাৎ ফার্স্ট ডিভিশনে আসবে।

স্লোগান:- মাস্টার দুঃখ-হতা(হরণকারী) হয়ে দুঃখকে রুহানী সুখে পরিবর্তন করাই হল সত্যিকারের সেবা।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজের রয়্যাল চলন দ্বারা সেবা করতে হবে, শ্রীমৎ অনুসারে বুদ্ধিকে রিফাইন করতে হবে, মাতাদের সম্মান রাখতে হবে"

প্রশ্ন:- কোন্ কর্তব্যটি হল একমাত্র বাবার, কোনো মানুষের নয় ?

উত্তর :- সম্পূর্ণ বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা, এই কর্তব্য হল বাবার। মানুষ যতই কনফারেন্স ইত্যাদি করুক শান্তি হতে পারে না। শান্তির সাগর বাবা যখন বাচ্চাদেরকে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করান তখন শান্তি স্থাপন হয়। পবিত্র দুনিয়ায় শান্তি আছে। তোমরা বাচ্চারা এই কথা খুব যুক্তি দিয়ে এবং খুব আড়ম্বর করে বোঝাও তবে বাবার নাম মহিমান্বিত হবে ।

গীত :- আমি একটি ছোট্ট শিশু, আর তুমি হল বলবান, হে প্রভু, আমার মান রাখো

ওম্ শান্তি। এই গীত ভক্তি মার্গে গায়ন হয়েছে কারণ একদিকে আছে ভক্তির প্রভাব অন্য দিকে আছে এখন জ্ঞানের প্রভাব। ভক্তি ও জ্ঞানে রাত-দিনের তফাৎ আছে। কোন্ তফাৎ ? এতো খুব সহজ। ভক্তি হল রাত, জ্ঞান হল দিন। ভক্তিতে আছে দুঃখ, যখন ভক্ত দুঃখী হয় তখন ভগবানকে আহবান করে। তখন ভগবানকে আসতে হয় দুঃখীদের দুঃখ দূর করতে। তারপরে বাবাকে জিজ্ঞাসা করা হয় - ড্রামাতে কি কিছু ভুল আছে ? বাবা বলেন - হ্যাঁ, খুব বড় ভুল আছে, তোমরা যে আমায় ভুলে যাও। কে ভুলিয়ে দেয় ? মায়া রাবণ। বাবা বসে বোঝান - বাচ্চারা, এই খেলাটি তৈরি। স্বর্গ ও নরক হয়-ই ভারতে। ভারতেই কারো মৃত্যু হলে বলা হয় বৈকুণ্ঠবাসী হয়েছে। এই কথা তো জানেনা যে স্বর্গ অথবা বৈকুণ্ঠ কখন হয় ? যখন স্বর্গ হয় তখন মানুষ পুনর্জন্ম স্বর্গেই নেবে। এখন তো হল নরক তাই পুনর্জন্ম অবশ্যই নরকে হবে, যতক্ষণ স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। মানুষ এই কথা জানেনা। এক হল ঈশ্বরীয় অথবা রাম সম্প্রদায়, দ্বিতীয় হল রাবণ সম্প্রদায়। সত্যযুগ - ত্রেতায় আছে রাম সম্প্রদায়, তাদের কোনো দুঃখ থাকেনা। অশোক বাটিকায় থাকে। তার অর্ধকল্প পরে রাবণ রাজ্য আরম্ভ হয়। এখন বাবা পুনরায় আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করছেন। সেই ধর্মটি হল সবচেয়ে সর্বোত্তম ধর্ম। সবই তো হল ধর্ম তাই না ! ধর্ম গুলির কনফারেন্স হয়। ভারতে অনেক ধর্মের লোক আসে, কনফারেন্স করে। এখন যে ভারতবাসী ধর্মে বিশ্বাস করে না, তারা কনফারেন্স কি করবে ? বাস্তবে ভারতের প্রাচীন ধর্ম তো হলই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। হিন্দু ধর্ম তো নেই। সবচেয়ে উঁচু হল দেবী-দেবতা ধর্ম। এখন নিয়ম বলে সবচেয়ে উঁচু ধর্মের মানুষকে সিংহাসনে বসানো উচিত। সবথেকে প্রথমে কাকে বসানো হবে ? এই বিষয়েও তাদের কখনও ঝগড়া লেগে যায়। যেমন একবার কুস্ত্র মেলায় ঝগড়া লেগেছিল। একজন বলে আমাদের শোভা যাত্রা আগে যাবে, আরেকজন বলে আমাদের। লড়াই লেগেছিল। তাই এখন এই কনফারেন্সে বাচ্চাদের এই কথা বোঝাতে হবে যে উঁচু থেকে উঁচু ধর্ম হল কোন্ টি ? তারা তো জানেনা। বাবা বলেন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। যে ধর্মটি এখন প্রায় লুপ্ত হয়েছে এবং নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিয়েছে। এবারে চীনের বাসিন্দা নিজের ধর্ম চীন তো বলবেনা, তারা তো যাকে বিখ্যাত দেখে তাকেই মুখ্য পদে বসিয়ে দেয়। নিয়ম অনুযায়ী কনফারেন্সে অনেকে আসতে পারে না। শুধুমাত্র ধর্মের হেড দের নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হয়। অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। তাদের পরামর্শ দাতা তো কেউ নেই। তোমরা হলে উঁচু থেকে উঁচু দেবী-দেবতা ধর্মের মানুষ। এখন দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছ।

তোমরাই বলতে পারো ভারতের যে মুখ্য ধর্ম আছে, যে ধর্মটি হল সব ধর্মের মাতা-পিতা তাদের হেড কে এই কনফারেন্সে মুখ্য করা উচিত। সিংহাসনে তাকে বসানো উচিত। বাকিরা তো সবাই হল তার নীচে। সুতরাং মুখ্য বাচ্চাদের বুদ্ধি চলা উচিত।

ভগবান অর্জুনকে বসে বুঝিয়ে ছিলেন। ইনি হলেন সঞ্জয়। তাতে রথবান হলেন বাবা, তারা ভাবে রূপ পরিণত করে কৃষ্ণের দেহে এসে জ্ঞান প্রদান করেছেন। কিন্তু এমন তো হয়না। এখন প্রজাপিতাও আছেন, ত্রিমূর্তির উপরে খুব ভালো রীতি বোঝানো যেতে পারে। ত্রিমূর্তির উপরে শিববাবার চিত্র অবশ্যই থাকা উচিত। তিনি হলেন সূক্ষ্ম বতনের রচনা। বাচ্চারা বুঝতে পারে বিষ্ণু হলেন পালনকর্তা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন স্থাপন কর্তা। তাই ওনারও চিত্র চাই। এইসব হল খুবই বুদ্ধি দিয়ে বোঝার বিষয়। বুদ্ধিতে থাকে প্রজাপিতা ব্রহ্মা নিশ্চয়ই আছেন। বিষ্ণুও তো চাই। যাঁর দ্বারা স্থাপনা করানো হবে তাঁর দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণও করানো হবে। স্থাপনা করানো হয় ব্রহ্মা দ্বারা। ব্রহ্মার সঙ্গে সরস্বতী ইত্যাদি অনেক সন্তান আছে। বাস্তবে ইনি ও পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছেন। সুতরাং কনফারেন্স ইত্যাদিতে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের হেড জগদম্বা হওয়া উচিত কারণ মাতাদের অনেক সম্মান আছে। জগৎ অম্বার বিশাল মেলা হয়। তিনি হলেন জগৎ পিতার কন্যা সন্তান। এখন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। গীতা এপিসোড রিপোর্ট হচ্ছে। এই হল সেই মহাভারত লড়াই সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাবাও বলেন আমি কল্প-কল্প, কল্পের সঙ্গম যুগে আসি, ব্রষ্টাচারী দুনিয়াকে শ্রেষ্ঠাচারী করতে। জগৎ অম্বা গডেজ অফ নলেজ রূপে গায়ন আছে। ওনার সঙ্গে জ্ঞান গঙ্গাও আছে। তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে তাঁরা এই নলেজ কোথা থেকে পেয়েছে ! নলেজফুল গড ফাদার তো হলেন একজনই, তিনি নলেজ কিভাবে দেবেন ? নিশ্চয়ই দেহ ধারণ করতে হবে। তাই ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা জ্ঞান প্রদান করেন। এইসব কথা মাতারা বসে বোঝাবেন। কনফারেন্সে সবার এই কথা জানা দরকার যে কোন্ ধর্ম টি বড় ? এই কথা তো কেউ বুঝতে পারেনা যে আমরা হলাম আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের মানুষ। বাবা বলেন এই ধর্মটি যখন প্রায় লুপ্ত হয়ে যায় তখন আমি এসে পুনরায় স্থাপনা করি। এখন দেবতা ধর্ম নেই। বাকি অন্য তিনটি ধর্মের বৃদ্ধি হচ্ছে। সুতরাং তাহলে নিশ্চয়ই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপন করতে হয়। তখন এইসব ধর্ম থাকবে না। বাবা আসেনই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করতে। তোমরা বাচ্চারা বলতে পারো শান্তি কিভাবে স্থাপনা হতে পারে ? শান্তির সাগর তো আছেন পরমপিতা পরমাত্মা। সুতরাং শান্তি নিশ্চয়ই তিনি-ই স্থাপন করবেন। জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর হলেন তিনি। গায়নও আছে পতিত-পাবন আসুন, এসে ভারতকে পবিত্র রামরাজ্যে পরিণত করুন। শান্তিপূর্ণ তো তিনি-ই করবেন। এইটি হল বাবার-ই কর্তব্য। তোমরা ওঁনার মতে চলে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত কর। বাবা বলেন যারা আমার আপন হবে, রাজ যোগ শিখবে এবং পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করবে যে বাবা আমরা পবিত্র হয়ে ২১ জন্মের বর্ষা প্রাপ্ত করব আমরাই মালিক হব, পতিত থেকে পবিত্র হব। পবিত্র হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ সর্বোচ্চ। এখন আবার পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। তোমরা শান্তির জন্যে কনফারেন্স করছ কিন্তু মানুষ কি শান্তি স্থাপনা করতে পারবে। এইটি তো হল শান্তির সাগর বাবার কাজ। কনফারেন্সে বিশিষ্ট ব্যক্তির আসে, অনেক মেম্বার তৈরি হয় তখন তাদের পরামর্শ দিতে হয়। ফাদার শো'জ সান। শিববাবার নাতি ব্রহ্মার সন্তান হল গডেজ অফ নলেজ। তাদেরকে গড নলেজ দিয়েছে। মানুষ তো শাস্ত্রের নলেজ পড়ে। এমন প্রদর্শনী আয়োজন করে বোঝাও তাহলে মজা হবে। যুক্তি অবশ্যই রচনা করতে হবে। একদিকে তাদের কনফারেন্স হবে, অন্য দিকে তোমাদের খুব সাজসজ্জা সহ কনফারেন্স হবে। চিত্র তো ক্লিয়ার আছে, যার ফলে চট করে বুঝতে পারবে। দুই এরই

অক্যুপেশান আলাদা । এমন তো নয় যে সবই এক। না। সব ধর্মের আলাদা পার্ট আছে। শান্তির জন্যে একত্রে কাজ করে, বলে রিলিজেন ইজ মাইট (ধর্ম-ই শক্তি)। কিন্তু সবথেকে বেশি শক্তিশালী কে ? তিনিই এসে প্রথম নম্বরের দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন। এই কথা তোমরা বাচ্চারা জানো। দিন-প্রতিদিন বাচ্চারা তোমাদের পয়েন্টস প্রাপ্ত হতে থাকে। বোঝাবার শক্তিও আছে। যোগীর শক্তি বেশি হবে। বাবা বলেন জ্ঞানী আত্মা-ই আমার প্রিয়। এমন নয় যোগী আত্মা প্রিয় নয়। যে জ্ঞানী হবে সে যোগীও অবশ্যই হবে। পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে যোগ যুক্ত হয়। যোগ ব্যতীত ধারণা হবে না। যাদের যোগ নেই তাদের ধারণাও নেই কারণ দেহ-অভিমান অনেক আছে। বাবা তো বোঝান - অসুরী বুদ্ধিকে দৈবী বুদ্ধি করতে হবে। পাথর বুদ্ধিকে পারস বুদ্ধি করেন পিতা, ঈশ্বর। রাবণ এসে পাথর বুদ্ধি করে। তার নামই হল অসুরী সম্প্রদায়। দেবতাদের কাছে গিয়ে বলে আমাদের কোনো গুণ নেই, আমরা কামুক স্বভাবের, আমরা ছল কপট করি। তোমরা মাতারা ভালো করে বোঝাতে পারো। মুরলি চালানোর সাহস চাই। বড় বড় সভায় এমন কথা বলতে হবে। মাঝা হলে গড়েজ অফ নলেজ। ব্রহ্মাকেও গড অফ নলেজ বলা হয় না। সরস্বতীর নামই গায়ন আছে। যে নাম যার সেটাই রাখা হয়। মাতাদের নাম উচ্চল করতে হবে। অনেক গোপ দেহ অভিমানে থাকে। তারা ভাবে আমরা ব্রহ্মাকুমার-রা কি গড অফ নলেজ নই ! আরে, স্বয়ং ব্রহ্মা নিজেকে গড অফ নলেজ বলেন না। মাতাদের সম্মান রাখতে হয়। এই মাতা-রাই জীবন পাল্টে দেবে। মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করবে। মাতারাও, কন্যারাও। অধর কুমারীদের রহস্য তো কেউ বুঝতে পারেনা। যদিও বিবাহিত তবু ব্রহ্মাকুমারী। এই হল খুব ওয়ান্ডার ফুল কথা। যাদেরকে বাবার কাছে বর্ষা নিতে হবে তারা বুঝতে পারে। বাকি যাদের ভাগ্যে নেই তারা বোঝেনা, অবশ্যই নম্বর অনুযায়ী পদ মর্যাদা অনুসারে আছে। সেখানেও কেউ দাস-দাসী হবে, কেউ প্রজা হবে। প্রজাও তো চাই। মনুষ্য সৃষ্টি বৃদ্ধি পাবে তো প্রজাও বৃদ্ধি হতে থাকবে। অতএব এমন এমন কনফারেন্স যে হয় তার জন্যে যারা নিজেদের মূখ্য ভাবে তাদের তৈরি থাকা উচিত। যাদের জ্ঞান নেই তারা তো হল শিশু। এত বুদ্ধি নেই। যদিও দেখতে বড় হয় কিন্তু বুদ্ধি নেই, তারা হল ছোট। কারো বুদ্ধি খুব ভালো হয়। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে বুদ্ধির উপরে। ছোটরাও তীক্ষ্ণ হয়। চলন দ্বারা-ও শো হয় তাইনা। বাচ্চাদের চলন খুব রয়্যাল হওয়া উচিত। কোনো আন-রয়্যাল কাজ করা উচিত করা নয়। নাম যারা খারাপ করে তারা উঁচু পদের অধিকারী হয় না। শিববাবার নাম খারাপ করলে বাবার অধিকার আছে বোঝানোর। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস

এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ যে আমরা হলাম জীব আত্মা আমরা পরম পিতা পরমাত্মার সামনে বসে আছি। একেই মঙ্গল মিলন বলা হয়। গায়ন আছে কিনা - 'মঙ্গলম্ ভগবান্ বিষ্ণু'। এখন মঙ্গল আছে কিনা, মিলনের। ভগবান বর্ষা দেন বিষ্ণু কুলের, তাই তাঁকেই 'মঙ্গলম্ ভগবান্ বিষ্ণু' বলা হয়। যখন বাবা জীব আত্মাদের সঙ্গে মিলিত হন, সেই মিলন হল খুবই সুন্দর। তোমরাও বুঝতে পারো এখন আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছি, ঈশ্বরের কাছে নিজের আশীর্বাদী বর্ষা প্রাপ্তির জন্যে। বাচ্চারা জানে ঈশ্বরের বর্ষা-র পরে দৈবী বর্ষা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ স্বর্গে পুনর্জন্ম হয়। তাই বাচ্চারা তোমাদের

খুশীর পারদ উর্ধ্বে থাকা উচিত। তোমাদের মতন ভাগ্যশালী বা সৌভাগ্যশালী তো আর কেউ নেই। দুনিয়ায় ব্রাহ্মণ কুল ব্যতীত ভাগ্যশালী আর কেউ হতে পারে না। বিষ্ণু কুল হল দ্বিতীয় নম্বরে। সেটা তো হল দৈবী কোল। এখন হল ঈশ্বরীয় কোল। এইটি তো সর্বোচ্চ হল তাই না ! দিলবাডা মন্দির হল ঈশ্বরীয় কোলের মন্দির। যেমন অম্বা দেবীর মন্দির আছে, সেই মন্দিরটি সঙ্গম যুগের সাক্ষাৎকার তত্থানি করায় না, এই দিলওয়ারা মন্দিরটি সঙ্গমযুগের সাক্ষাৎকার করায়। বাচ্চাদের যত বুদ্ধি আছে তত বুদ্ধি আর কোনো মানুষ মাত্রের হতে পারে না। তোমরা ব্রাহ্মণ তোমাদের যত বুদ্ধি আছে , তত বুদ্ধি তো দেবতাদেরও নেই। তোমরা হলে সঙ্গম যুগী ব্রাহ্মণ। তারা সঙ্গম যুগী ব্রাহ্মণদের মহিমা করে। বলে ব্রাহ্মণ-ই দেবতা। এমন ব্রাহ্মণদের নমঃ। ব্রাহ্মণ-রাই নরককে স্বর্গে পরিণত করার সেবা করে, এমন বাচ্চাদের (ব্রাহ্মণদের) নমস্কার করি। আচ্ছা ! গুডনাইট।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার প্রিয় হতে জ্ঞানী ও যোগী হতে হবে। দেহ অভিমানে আসবে না।

২) মুরলি সেবা করার সাহস রাখতে হবে। নিজের আচার আচরণ দ্বারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে। খুব মিষ্টি করে কথা বলতে হবে।

বরদান :- মন ও বচনের শক্তিকে যথার্থ এবং সমর্থ রূপে কাজে লাগাতে পারা তীর পুরুষার্থী ভব

ব্যাখা: তীর পুরুষার্থী অর্থাৎ ফার্স্ট ডিভিশনে আসে যে বাচ্চারা, তারা সঙ্কল্প শক্তি এবং বাণী-র শক্তিকে যথার্থ ও সমর্থ রূপে কাজে লাগায়। তারা এই বিষয়ে টিলে হয় না। তাদের এই স্লোগান সদা স্মরণে থাকে যে "কথা কম বলো, ধীরে বলো এবং মধুর বলো" । তাদের প্রতিটি বক্তব্য হয় যোগ যুক্ত, যুক্তি যুক্ত। তারা আবশ্যিক কথা-ই বলে, ব্যর্থ কথা, বিস্তারিত কথা বলে নিজের এনার্জি নষ্ট করে না। তারা সর্বদা একান্তপ্রিয় হয়।

স্লোগান - সম্পূর্ণ নষ্ট মোহ হল তারা, যারা আমার-ভাবের অধিকারও ত্যাগ করে দেয় ।

পরিবর্তনকে অবিনাশী বানাও

বাপদাদা সব চাতক বাচ্চাদের দেখছেন। প্রত্যেকেরই প্রবল আগ্রহ থাকে শোনার, মিলনের এবং স্বরূপ হওয়ার জন্য। শোনায় তোমরা সকলেই নান্দার ওয়ান চাতক। মিলনের ক্ষেত্রে নন্দার অনুযায়ী এবং হওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা তোমাদের যোগ্যতা অনুযায়ী সমান হও। কিন্তু সব শ্রেষ্ঠ আত্মারা, ব্রাহ্মণ আত্মারা অবশ্য তিনেই চাতক। নান্দার ওয়ান চাতক সদা সহজে বাবা সমান মাস্টার মুরলিধর, মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়ে যায়। শোনা অর্থাৎ মুরলিধর হওয়া। মিলন অর্থাৎ সঙ্গের রঙে, তাঁরই সমান সকল শক্তিতে সকল গুণে রঙিন হয়ে যাওয়া। হওয়া অর্থাৎ তোমাদের সঙ্কল্পে, উচ্চারিত বোলে এবং কর্মে বাবার প্রতিটা পদক্ষেপ অনুসরণ করে সাফাৎ বাবাসম হওয়া। বাচ্চারা, তোমাদের সঙ্কল্পে বাবার অনুরূপ সঙ্কল্প অনুভব হতে হবে। তোমার উচ্চারিত বোল এবং কর্ম দিয়ে সবাইকে এই অনুভব করাও, যেমন বাবা, তেমন বাচ্চা। একেই বলা হয়ে থাকে সমান হওয়া, নান্দার ওয়ান চাতক হওয়া। চেক করো, তিনের মধ্যে থেকে তুমি কে! সব বাচ্চাদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরা সঙ্কল্প বাপদাদার কাছে পৌঁছায়। সাহস আর দৃঢ়তার সাথে করা তোমাদের সঙ্কল্প খুব ভালো। সঙ্কল্পরূপী বীজ শক্তিশালী, কিন্তু গুণ ধারণের ধরনী (বুদ্ধিরূপী পাত্র), জ্ঞানের গঙ্গাজল, স্মরণের রোদ বা তাপ এবং নিজের প্রতি প্রতিনিয়ত অ্যাটেনশন দেওয়ার বিষয় যখন এসে যায়, তাতে কখনো কখনো তোমরা অসতর্ক হয়ে যাও। যখন একটা বিষয়তেও কোনকিছু অভাব থেকে যায় সঙ্কল্পরূপী বীজ সবসময়ের ফলদায়ী হয় না। অল্প সময়ের জন্য এক সীজন বা দুসীজনের জন্য ফল দেবে। সদাসর্বদার ফল দেবে না। তখন তোমরা ভাবো, বীজ তো শক্তিশালী ছিল, দৃঢ় সঙ্কল্প করেছিলে, সবকিছু স্পষ্ট ছিলো, তবুও জানিনা কি হয়ে গেল! ছ'মাস তো তোমাদের প্রবল উৎসাহ ছিলো, তারপর চলতে চলতে কি হলো তোমরা জানলে না! সুতরাং, পূর্বে যে বিষয়ে তোমাদের শোনানো হয়েছিলো, সেই বিষয়ে সদা অ্যাটেনশন দাও।

দ্বিতীয়তঃ, খুব তুচ্ছ ব্যাপারে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ো। বিভ্রান্তির কারণে তোমরা ছোট বিষয়কে অনেক বড়ো করে ফেল। থাকে পিঁপড়ে আর তোমরা সেটাকে হাতী বানাও। এই কারণে কোনো ব্যালেন্স থাকে না। ব্যালেন্স না থাকার জন্য তোমরা তোমাদের জীবনে ভারী হয়ে যাও। হয় তোমরা নেশায় একেবারে উঁচুতে উঠে যাও, অথবা তুচ্ছ একটা ছোট কাঁকড় তোমাদের নিচে নামিয়ে আনে। নলেজফুল হয়ে সেটা সেকেন্ডে সরানোর পরিবর্তে কিভাবে মাঝখানে কাঁকড় চলে এলো, তোমরা রুদ্ধগতি হয়ে গেলে, নিচে এসে গেছ, এটা ঘটে গেল... এইসব ভাবতে শুরু করে দাও! তুমি অসুস্থ হয়েছো, তোমার জ্বর হয়েছে, ব্যাথা করছে! যদি এটাই ভাবতে থাকো বা বলতে থাকো তো তোমার দশা (হাল) কি হবে? সুতরাং তুচ্ছ ঘটনা বা ব্যাপারগুলো এখন শেষ করো, সরিয়ে দাও আর ওড়ো। ঘটে গেল, এসে গেল, এই ধরনের সঙ্কল্পে দুর্বল হয়ও না। ওষুধ নাও আর স্বাস্থ্যবান হও। কখনো কখনো বাচ্চাদের মুখ দেখে বাপদাদা ভাবেন, একটু আগেই তোমরা কি ছিলে, আর এখন কি হয়েছো! এরা কি তোমরাই নাকি অন্য কিছু হয়ে গেছ! তাড়াতাড়ি তোমাদের নীচে-ওপরে হওয়ায় কি হয়? মাথা ভারী হয়ে যায়। স্থূলভাবেও যদি ওপর-নিচ করতে থাকো তো মাথা ঘুরছে এমন বোধ হয়, তাই না! সুতরাং, এই সংস্কার পরিবর্তন করো। এমন ভেবো না, তোমাদের অভ্যাসই এইরকম। দেশের কারণে বা বায়ুমন্ডলের কারণে, তোমাদের জন্মের সংস্কার বা তোমাদের

নেচারের কারণেই এইরকম ঘটে, এই ধরণের বিশ্বাস তোমাদের কমজোর বানায় । তোমাদের জন্ম পরিবর্তিত হয়েছে, সুতরাং সংস্কারেরও পরিবর্তন করো । যেহেতু তোমরা বিশ্ব পরিবর্তক, তাহলে তো স্ব-পরিবর্তক আগে থেকেই হয়েছে, তাই না ! নিজেদের আদি-অনাদি স্বভাব-সংস্কারকে জানো, সেগুলোই তোমাদের প্রকৃত সংস্কার । অন্য সবই নকল । "আমার সংস্কার, আমার নেচার" ইত্যাদি মায়ার বশীভূত হওয়ার নেচার, তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মাদের আদি-অনাদি নেচার এগুলো নয় । সেইজন্য আবারও একবার বাবা তোমাদের এই সব বিষয়ে অ্যাটেনশন আকর্ষণ করছেন । রিভাইস করছেন । এই পরিবর্তনকে অবিনাশী বানাও ।

তোমাদের অনেক বিশেষত্ব আছে । স্নেহে তোমরা নম্বর ওয়ান, সেবার উদ্যমে নম্বর ওয়ান । স্থূলভাবে দূরে থেকেও তোমরা কাছের হয়েছে । তোমাদের ক্যাচিং পাওয়ার, সেটাও খুব ভালো । উপলব্ধির শক্তিও অতি তীব্র । খুশির দোলাতেও তোমরা দুলছো । "বাহ বাবা, বাহ পরিবার, বাহ ড্রামা" - এই গীতও তোমরা ভালো গাও । দৃঢ়তার বিশেষত্ব, সেটাও খুব ভালো । চেনাজানার ক্ষেত্রে তোমাদের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ । তোমরা হারানিধি সকলে বাবার এবং পরিবারের খুব স্নেহভাজন । মধুবনের শোভা তোমরা, তোমাদের উজ্জ্বল দীপ্তি এখানে নিয়ে এসেছো । ভ্যারাইটি শাখা মিলে তোমাদের এক চন্দন বৃক্ষ হওয়ার একজাম্পেলও খুব ভালো । কতো বিশেষত্ব তোমাদের ! বিশেষত্ব অনেক, আর কমজোরি একটা । সুতরাং, একটা জিনিসকে শেষ করে দেওয়া তো অনেক সহজ, তাই না ! তোমাদের সব সমস্যা এখন সমাপ্ত হয়ে গেছে, তাই না ! বুঝেছো তোমরা !

যেমন আন্তরিকতার সাথে, স্বচ্ছ হৃদয়ে তোমরা বলো, তেমনই, সততা আর স্বচ্ছতার সাথে হৃদয়ের সবকিছু বার করে ফেলতেও তোমাদের এক নম্বর হওয়া উচিত । বাবা যদি বিশেষত্বের মালা বানান তো অনেক বড়ো হয়ে যাবে । সে যাই হোক, বাপদাদা তোমাদের অভিনন্দন জানান । শতকরা নিরানব্বই ভাগ তোমরা পরিবর্তন তো করেই নিয়েছো, শতকরা এক ভাগ বাকি আছে । সেটাও পরিবর্তন হয়েই আছে । বুঝেছো তোমরা ! তোমরা এত ভালো যে 'না' শব্দকে 'হ্যাঁ'-তে পরিবর্তন করেছে । এটাও একটা বিশেষত্ব, তাই না ! তোমরা খুব ভালো উত্তরও দাও । বাবা যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি শক্তিশালী, বিজয়ী ? তোমরা বলো, আগে থেকেই ! এটাও তো পরিবর্তনের তীব্র শক্তি, তাই না ! শুধু পিঁপড়ে আর ইঁদুরের থেকে ভীত হওয়ার সংস্কার থাকে । মহাবীর হয়ে পিঁপড়েকে পায়ের তলায় দমন করো আর ইঁদুরের ওপরে সওয়ার হও । গণেশ হও । এখন থেকে বিঘ্ন-বিনাশক হয়ে অর্থাৎ গণেশ হয়ে ইঁদুরের ওপর সওয়ারি করা শুরু করে দাও । ইঁদুরকে ভয় পেয়ো না । ইঁদুর তোমাদের শক্তি খন্ডন করে । সহন শক্তি আর তোমাদের সরল প্রকৃতি নাশ করে । স্নেহের বিনাশ ঘটায় । কাটে তোমাদের, তাই না ! আর পিপীলিকা সোজা মাথায় চলে যায় । টেনশনে তোমাদের বেইঁশ করে দেয় । সেই সময় তোমরা বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ো, তাই না ! আচ্ছা !

যারা সদা মহাবীর হয়ে শক্তিশালী স্থিতিতে স্থিত, যারা প্রতি পদে বাবার সাথে চলে, প্রকৃত জীবনসার্থী, যারা তাদের সঙ্কল্পে, উচ্চারিত বোলে এবং কর্মে তাঁর প্রতি পদক্ষেপে পা মিলিয়ে চলে, যারা তাদের বিশেষত্বকে সামনে রেখে সমস্ত রকম দুর্বলতাকে সদাকালের জন্য বিদায় জানায়, যারা সঙ্কল্পরূপী বীজকে নিরন্তর ফলদায়ী বানায়, প্রতি মুহূর্তে বেহদের প্রত্যক্ষ ফল খায় এবং যারা সর্বপ্রাপ্তির দোলায় দোলে, এইরকম সদা সমর্থ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

ক্রান্ত গ্রুপের সাথে :-

সবাই তোমরা বহুবার বাবার সাথে মিলিত হয়েছো, আর আবারও একবার তাঁর সাথে মিলিত হচ্ছে, কারণ কল্পপূর্বে তোমরা বাবার সাথে মিলিত হয়েছিলে, আর তাই এখন মিলিত হচ্ছে। যে আত্মারা কল্পপূর্বে বাবার হয়েছিলো, তারাই আবারও একবার তাদের অধিকার নিতে এখানে এসেছে। কিছুই নতুন মনে হয় না, তাই না ! মনে মনে তোমাদের বিগত পরিচিতি অনুভব হচ্ছে, তোমরা বাবার সাথে বহুবার মিলিত হয়েছো ! খুব চেনাজানা ঘর মনে হচ্ছে ! যখন অন্তরঙ্গ কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তো সেই আপনজনকে দেখে তোমরা খুশি হও। তোমরা এখন বুঝেছো তোমাদের আগের যে সম্বন্ধ ছিলো, সেটা স্বার্থের ছিলো, আসল ছিল না। কিন্তু তোমরা এখন তোমাদের পরিবারে, সুইট হোমে পৌঁছে গেছ। বাপদাদাও তোমাদের এই বলে স্বাগত জানান, "ভালো হয়েছে, তোমরা এসেছো"।

দূঢ়তা সাফল্য নিয়ে আসে। যখন তোমরা বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে ভাবো যে 'কিছু হবে, কি হবে না' সেখানে সাফল্য নেই। যেখানে দূঢ়তা সেখানে সফলতা আগে থেকেই হয়ে আছে। সেবায় তোমরা নিরুৎসাহ হয়ে না, অবিনাশী বাবার অবিনাশী কার্য, সুতরাং সফলতাও অবিনাশী হবে। সেবার ফল হবে না, এমন হতেই পারে না। কিছু সেই সময়েই হয়, আর কিছু অল্প সময় পরে। সুতরাং, কখনও ওইরকম সঙ্কল্প কোরোনা। সদা এইরকম ভাবো, সেবা হতেই হবে।

জাপান গ্রুপের সাথে :- বাবার থেকে তোমাদের সর্ব-খাজানার প্রাপ্তিলাভ হচ্ছে ? ভরপুর আত্মা হওয়ার অনুভব করো ? এক জন্ম নয়, বরং ২১ জন্ম এই ঐশ্বর্য-ভান্ডার চলতে থাকবে। আজকের দুনিয়ায় যতোই কেউ ধনবান হোক না কেন, যে সম্পদের ভান্ডার তোমাদের কাছে আছে তা' কারও কাছে নেই। তাহলে, প্রকৃত ভি.আই. পি. কে ? তোমরাই তো, তাই না ? তাদের পোজিশন আজ আছে, কাল নেই, কিন্তু তোমাদের এই ঐশ্বর্যীয় পোজিশন কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। তোমরা বাচ্চারা বাবার ঘরের শোভা। ফুল দিয়ে যেমন ঘর সাজানো হয়ে থাকে, ঠিক তেমনই তোমরা বাবার ঘরের অলঙ্করণ। সুতরাং, 'আমি বাবার ঘরের শোভা' এইরকম ভেবে সদা শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে স্থিত থাকো। দুর্বলতার বিষয়গুলো কখনো মনে কোরো না। অতীত বিষয়ের ভাবনা আরও অনেক বেশি দুর্বল করে দেবে। পাস্ট ভাবলে শেষে কান্নাই আসবে, সেইজন্য পাস্ট অর্থাৎ ফিনিশ। বাবার স্মরণ শক্তিশালী বানিয়ে দেয়। শক্তিশালী আত্মাদের মেহনতও ভালোবাসায় পরিবর্তিত হয়। জ্ঞানের খাজানা তোমরা অন্যদের যতো দেবে ততোই বৃদ্ধি পাবে। সাহস আর প্রবল উৎসাহের সাথে সদা উল্লসিত করে অগ্রসর হও। আচ্ছা !

অব্যক্ত মহাবাক্যঃ - "ইচ্ছামাত্রম্ অবিদ্যা হও

ব্রাহ্মণের অন্তিম সম্পূর্ণ স্বরূপ বা স্থিতির বর্ণনা - ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা অর্থাৎ সবরকম ইচ্ছা সম্বন্ধে অজ্ঞানতা। যখন তোমাদের এইরকম স্থিতি তৈরি হবে তখন জয়জয়কার ধ্বনি আর হাহাকারের কান্না শোনা যাবে। এইজন্য তোমাদের তৃপ্ত আত্মা হতে হবে। তোমরা যতো তৃপ্ত হবে ততোই ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হবে। যেমন, বাপদাদা তাঁর কোনও রকম কর্মের ফলের ইচ্ছা রাখেন না। তোমাদের প্রতিটা বোলে এবং কর্মে সদাসর্বদা পিতার স্মৃতি থাকার কারণে ফলের ইচ্ছার সঙ্কল্প মাত্র থাকে না, এইরকমভাবে ফলো ফাদার করো। বাচ্চারা, কখনো কাঁচা ফলের ইচ্ছা রেখোনা। ফলের জন্য সূক্ষ্ম ইচ্ছাও যদি থাকে, তাহলে যেমন করবে তার তেমন ফল থাকবে, তখন ফলস্বরূপ কিভাবে দেখা যাবে ! এইজন্য ফলের ইচ্ছা ছেড়ে ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হও।

যেমন, অশেষ (অপার) দুঃখের লিস্ট আছে, তেমনই বিভিন্নরকমের ইচ্ছা বা রেসপন্সের জন্য কিছু সূক্ষ্ম সঙ্কল্প আছে, যে কারণে তোমাদের নিষ্কাম বৃত্তি থাকেনা। এমনকি, পুরুষার্থের প্রালঙ্কার নলেজ জানার পরেও এটার প্রতি তোমাদের অ্যাটাচমেন্ট থাকা উচিত নয়। যখন কেউ তোমাদের মহিমা করে আর তার প্রতি তোমরা বিশেষ মনোযোগ দাও, সেটাও সূক্ষ্মভাবে ফল স্বীকার করা হয়। একটা শ্রেষ্ঠ কর্ম করার পরিপ্রেক্ষিতে তোমরা শতগুণ সম্পন্ন ফল লাভ করতে পারবে, কিন্তু তোমাদেরকে অল্পকালের সীমিত 'ইচ্ছা মাত্র' অবিদ্যা হতে হবে। ইচ্ছা সমস্ত ভালো কর্ম সমাপ্ত করে দেয়, ইচ্ছা স্বচ্ছতাকে ধ্বংস করে এবং স্বচ্ছ থাকার পরিবর্তে চিন্তাপ্রবণ করে তোলে। অতএব, তোমাদের এই ইচ্ছার বোধ থেকে অবিদ্যা হতে হবে।

তোমরা বাবাকে দেখেছো, বাবা কিভাবে সেবার জন্য তাঁর নিজের সময় দিয়েছেন। নিজে নির্মাণ হয়ে বাচ্চাদের মান দিয়েছেন। তিনি সবসময় বাচ্চাদের সামনে রেখেছেন। সবকিছু নিজে করা সত্ত্বেও তিনি বাচ্চাদের নামে মহিমা করতেন। তিনি যে কাজ করতেন সেটার জন্য তাঁর নাম মহিমাম্বিত হওয়ার যেকোনো প্রাপ্তি তিনি ত্যাগ করেছিলেন। বাচ্চাদের মালিক হিসেবে রেখেছেন আর নিজেকে তাদের সেবাধারী। মালিক হিসেবে মান - উচ্চ সম্মান, নাম সব তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। কখনো নিজের নাম মহিমাম্বিত করেননি, বরং সবসময়ই বলেছেন, 'আমার বাচ্চারা'! সুতরাং, বাবা যেমন নিজের নামের গৌরব, প্রতিপত্তি, উচ্চ সম্মান সব ত্যাগ করেছেন, সেইরকমভাবে তোমরা ফলো ফাদার করো। যদি তোমরা এখন কিছু সেবা করলে আর তখনই তার ফল নিয়ে নিলে তো জমা কিছুই হলোনা, এটা যেন যত্র আয়, তত্র ব্যয় অর্থাৎ উপার্জন হওয়া মাত্র খেয়ে ফেলা। তা'তে কোনও উইল পাওয়ার থাকেনা। ভিতর থেকে তারা কমজোর হয়, শক্তিশালী হয়না, বরং অভ্যন্তরে খালিভাবের বোধ হয়। যখন এই ব্যাপারটা সমাপ্ত হয়ে যাবে, তখন তোমাদের নিরাকার, নিরহঙ্কার, নির্বিকার স্থিতি নিজে থেকেই তৈরি হয়ে যাবে। তোমরা বাচ্চারা সকল কামনা থেকে যতো আলাদা থাকবে, ততই তোমাদের সব কামনা সহজে পূরণ হবে। ফেসিলিটি চেয়ো না, বরং দাতা হয়ে তোমাদের যা আছে দাও। যেকোনো সেবার জন্য বা তোমাদের স্যালভেশনের আধারে স্ব-উন্নতি বা সেবার অল্পকালের সফলতা তোমাদের অবশ্যই প্রাপ্ত হবে, আজ হয়তো তোমরা মহান হলে, কিন্তু কাল মহিমাম্বিত হওয়ার পিপাসু আত্মা হয়ে যাবে এবং সদা কোনো না কোনো প্রাপ্তির ইচ্ছা হবে।

কখনো ন্যায্য বিচারের প্রত্যাশী হয়োনা। কোনকিছুর অভিলাষী, নিজেকে তৃপ্ত আত্মা অনুভব করতে পারে না। মহাদানীর, কখনোই ভিক্ষুর মতো এক নয়া পয়সাও নেওয়ার ইচ্ছা থাকতে পারে না। 'এর পরিবর্তন হওয়া উচিত বা এর কিছু করা উচিত, সহযোগিতা করা উচিত, বা আরও এগিয়ে যাওয়া উচিত' - এইরকম সহযোগের আকাঙ্ক্ষায় পরবশ, শক্তিহীন হওয়া অর্থাৎ ভিখারী আত্মার মতো চাওয়া-পাওয়ার ইচ্ছা থাকতে পারে না! যদি তোমার পরিবারের কোনো সহযোগী ভাই বা বোন অবুঝ অথবা শিশুসুলভ জিদের কারণে স্বল্পকালীন বস্তুকে সদাকালের প্রাপ্তি মনে করে অথবা অল্পকালের প্রাপ্তি নাম, যশ, প্রতিপত্তি চায়, তবে তাদেরকে সম্মান দিয়ে নিজে নির্মাণ হও, এই দেওয়াই সদাকালের নেওয়া। অন্যদের সুবিধা-সুযোগ (স্যালভেশন) দেওয়ার আগে, তাদের থেকে সুবিধা-সুযোগ নেবে এমন যেন কখনো সঙ্কল্পেও না আসে। এই অল্পকালের চাওয়া-পাওয়া থেকে ভিখারী (বেগার) হয়ে যাও। যতক্ষণ পর্যন্ত পুরানো দুনিয়ায় তোমাদের সামান্যতমও আগ্রহ বা প্রত্যাশা আছে, ততক্ষণ জগৎ-সংসার অসার (মিথ্যা) এটা তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমাদের বুদ্ধি এটা অনুভব করতে পারে না যে এরা আগে থেকেই সবাই মৃত, ততক্ষণ এই মিথ্যা জগৎ-

সংসার থেকে কিছু প্রাপ্তির ইচ্ছা হতে পারে ! কিন্তু যারা একের রসে হারিয়ে যায়, তারা একরস স্থিতিতে স্থিত হয়ে যায় । মৃতদেহের থেকে তারা কোনকিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশা রাখে না।

বিভিন্নরকম কামনা কোনকিছুর সম্মুখীন হওয়ার ক্ষেত্রে বিঘ্ন উৎপন্ন করে । যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের এই কামনা থাকে যে তোমার নাম মহিমায়ুক্ত হোক, তুমি অমুক, তোমার রায় কেন নেওয়া হয়নি, কেন তোমার মতামতের মূল্য দেওয়া হয়নি, ততক্ষণ সেবায় বিঘ্ন উৎপন্ন হবে । সেইজন্য মানের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে তোমার স্বমানে স্থিত হলে তখন মান ছায়ার মতো তোমায় অনুসরণ করবে ।

অনেক বাচ্চা খুব ভালো পুরুষার্থী, কিন্তু কেউ কেউ ভালো পুরুষার্থ করার পরে তারা তাদের প্রালঙ্ক এখন এখানে ভোগ করার ইচ্ছা রাখে । তোমাদের এখনই ফলভোগ করার এই ইচ্ছা জমা করা থেকে তোমাদের নিরস্ত করে, সেইজন্য প্রালঙ্কের ইচ্ছা সমাপ্ত করে শুধু ভালোভাবে পুরুষার্থ করো । 'ইচ্ছা'র পরিবর্তে 'ভালো' স্মরণে রাখো ।

তোমাদের 'ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা' হওয়ার স্থিতির আধার হলো, সমস্ত ভক্ত আত্মাদের সর্বপ্রাপ্তি করানো । তোমরা যখন নিজেরা 'ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা' হয়ে যাও, শুধুমাত্র তখনই তোমরা অন্য আত্মাদের সকল ইচ্ছা পূরণ করতে পারো । নিজের জন্য কোনও ইচ্ছা রেখোনা, কিন্তু অন্য আত্মাদের ইচ্ছা পূরণ করার বিষয়ে ভাবো তবে নিজেই সম্পন্ন হয়ে যাবে । এখন বিশ্বের আত্মাদের অনেক রকমের ইচ্ছা অর্থাৎ কামনা পূরণ করার দূঢ় সঙ্কল্প ধারণ করো । অন্যের ইচ্ছা পূরণ করা অর্থাৎ নিজেকে 'ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা' বানানো । যেমন দেওয়ার অর্থ নেওয়া হয়, সেইরকমই অন্যের ইচ্ছা পূরণ করা অর্থাৎ নিজেকে সম্পন্ন বানানো । সদা এই লক্ষ্য রাখো, আমাদের, সবার কামনা পূর্ণকারী মূর্তি হতে হবে । আচ্ছা !

বরদানঃ - বিপরীত পরিস্থিতিকে সাইড সীন মনে করে স্মৃতিস্বরূপ সমর্থ আত্মা ভব

স্মৃতিস্বরূপ আত্মা সমর্থ হওয়ার কারণে প্রতিকূল পরিস্থিতিকে খেলা মনে করে । যতো বড়ই পরিস্থিতি হোক, সমর্থ আত্মাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর রাস্তায় সেই সব সাইড সীন । লোকে অর্থ খরচ করেও সাইড সীন দেখতে যায় । সুতরাং স্মৃতিস্বরূপ সমর্থ আত্মাদের জন্য বিপরীত পরিস্থিতিই বলো, পেপার বা বিঘ্ন বলো, সেই সবই সাইড সীন । আর স্মৃতিতে আছে, তোমরা তোমাদের লক্ষ্য-পথের সেই সাইড সীন অগণিত বার পার করেছো, নাথিং নিউ ।

স্লোগানঃ - অন্যকে কারেকশন করার পরিবর্তে বাবার সাথে কানেকশন জুড়ে নাও, তাহলে বরদানের অনুভূতি হতে থাকবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এ হল মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পড়া, এই পড়াশোনায় একটুও গাফিলতি করবে না, কেবল খেলে আর ঘুমালে, পড়া না করলে খুব অনুতাপ হবে "

প্রশ্ন:- কোন কথায় ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করো তাহলে উল্লিতি হতে থাকবে ?

উত্তর :- যেমন ব্রহ্মা বাবা নিজেকে পূর্ণ আছতি দিয়েছিলেন অর্থাৎ সব কিছু সমর্পিত করেছিলেন, তেমনই ফলো ফাদার। উল্লিতির সাধন হল - বাবার রচিত এই রুদ্র যন্ত্রে নিজের আছতি দেওয়া অর্থাৎ বাবার সহযোগী হওয়া। কিন্তু এমন চিন্তা কখনো করবে না যে আমি এতখানি সহযোগিতা করেছি, এত দিয়েছি। বাবা তো হলেন দাতা, তাঁর কাছ থেকে তোমরা নাও, দাও না ।

গীত :- রাত কাটালে ঘুমিয়ে, দিন কাটালে খেয়ে

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গীত শুনল। এই বিষয়েও বাচ্চাদের বোঝাতে হয়, বাবা বলেন বাচ্চাদের সঙ্গে আমি কথা বলি আর কেউ এমন কথা বলতে পারবে না। সাধু সন্ন্যাসী মহাত্মা তো অনেক আছে। কেউ বলে এনার মধ্যে শক্তি আছে। ইনি তো হলেন সকলের পিতা, উনি বসে বোঝাচ্ছেন। অনেক বাচ্চা আছে যারা সারা দিন শুধু খায়-দায় আর ঘুমায়, খুব ঘুমায়। এর ফল কি হবে ? হীরেসম জন্ম হারাবে। মায়া খুব গাফিলতি করায়। কুস্কর্কের নিদ্রায় মায়া-ই তো নিয়ে যায়। উনি এখন ঘুম ভাঙতে এসেছেন, অজ্ঞান নিদ্রা থেকে জাগো। সম্পূর্ণ সৃষ্টি, তার মধ্যে বিশেষ করে ভারতে অজ্ঞানীর আধিক্য । তাই বাবা বলেন এখন গাফিলতি করলে খুব অনুতাপ করতে হবে। তখন অনুতাপ করেও লাভ হবে না। এখানে আছে মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পঠনপাঠন । এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। এমন নয় এখানেও সেই জ্ঞান-ই আছে। এই পড়াশোনাটাই যে হল নতুন। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। যদিও এখানে দেবী তো অনেককেই বলা হয়। স্ত্রী দেবী এবং পুরুষ হয় দেবতা। কিন্তু আমরা তো সত্যযুগে দেবী-দেবতা পদ মর্যাদা প্রাপ্তির পুরুষার্থ করছি, সে তো নিশ্চয়ই সত্যযুগ স্থাপনা যে করেন তিনিই প্রাপ্ত করাবেন। সব সংসঙ্গ থেকে এই কথাটি পৃথক। যারা ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে এবং বহু অবতার বলে, তাদের জিজ্ঞাসা করো - যদি ঈশ্বর সর্বব্যাপী হন, তাহলে যারা অবতার বলছে তারাও ঈশ্বরের অবতার হবেন। আচ্ছা, তাহলে রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বলো। তখন কিছুই উত্তর দিতে পারবে না। অনেক রকমের আছে। রিক্সি-সিদ্ধি যুক্তও আছে। নতুন আত্মা এসে সেও শক্তি প্রদর্শন করে। ধর্ম স্থাপন করতে নতুন আত্মা প্রবেশ করে তখন তার নাম হয়ে যায়। এখানে শক্তির কোনো কথা নেই। তোমরা বলবে শিববাবা আমরা আপনার কাছে স্বর্গের বর্সা নিতে এসেছি। একেই ঈশ্বরীয় জন্মগত অধিকার বলা হয়। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। কোনো সাধু, সন্ন্যাসী, মহাত্মা এমন কথা বলবে না যে আমরা হলাম বাপদাদার সন্তান।

তোমরা তো জানো আমরা স্বর্গের বর্সা নিচ্ছি। বাবা বলেন বর্সা পুরোপুরি নেওয়ার থাকলে বাবার স্মরণে থাকো। বাবা এখানেই পড়ান। রাজস্ব স্থাপন হয়ে গেলে এই পড়াশোনা ও শিক্ষক যিনি পড়াচ্ছেন সব লুপ্ত হয়ে যাবে। এই ব্রাহ্মণ কুল এখন আছে। বলে আমরা হলাম ব্রহ্মার সন্তান। তাহলে ব্রহ্মা কবে এসেছিলেন ? ব্রহ্মা তো সঙ্গমেই আসবেন তাইনা ! প্রজাপিতা ব্রহ্মা যে ব্রাহ্মণদের

রচনা করেন তারা দেবী-দেবতায় পরিণত হয় তখন তারা আর ব্রাহ্মণ থাকে না। তখন আমরা দেবতা কূলে চলে যাব। জাগতিক কর্মকাণ্ডের জন্যে যে পূজারী ব্রাহ্মণরা রয়েছে, তাদের প্রচলন হয়তো কোনো ঋষি-মুনি ইত্যাদি দ্বারা হয়েছে। দ্বাপরে যখন শিব ইত্যাদির মন্দির তৈরি করে পূজা আরম্ভ হয়েছিল, যারা পূজ্য দেবী-দেবতা ছিল তারাই পূজারী হয়েছিল। সেই সময় মন্দিরে ব্রাহ্মণ প্রয়োজন ছিল। তখন সেই সময়েই ব্রাহ্মণও শুরু হয়ে থাকবে। যারা পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছিল, তাদের ব্রাহ্মণ বলা হবে না। মন্দিরে মূর্তির সামনে ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই থাকবে। সুতরাং সেই সময় ব্রাহ্মণ প্রচলিত হয়ে থাকবে। এই হল বিস্তারিত সংবাদ। বাস্তবে এর সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ নেই। জ্ঞান শুধু বলে "মন্মনাভব"। বাচ্চারা, তোমাদের যদি বলা হয়, শিববাবা ও বর্সাকে স্মরণ করো তাহলে কি শুধু স্মরণ করলে সবাই লক্ষ্মী নারায়ণ স্বরূপে পরিণত হবে? না। পড়াশোনাও তো আছে। যত বেশি সার্ভিস করবে তত উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে, ততই গোল্ডেন স্প্রিং ইন মাউথ (সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মাবে) হবে। নতুন দুনিয়া স্থাপন হতে, অদল-বদল হতে একটু সময় তো লাগেই তাই না! বিনাশের পরে স্থাপনা হবে। কলিযুগের পরে সত্যযুগ হবে। ভূমিকম্প ইত্যাদি হতে থাকে, অনেক ধর্মের বিনাশ তো হবেই। ড্রামা সম্পূর্ণ হয়। এখন আমরা বাবার কাছে গিয়ে তারপরে নতুন দুনিয়ায় আসব। এই সময় আমরা হলাম এই যশোর ব্রাহ্মণ। শিববাবা ৫ হাজার বছর পূর্বের মতন যশুর রচনা করেন। কোনো বিপদ আপদ আসার সম্ভাবনা থাকলে যশুর ইত্যাদি রচনা করা হয়। সত্যযুগে গুরু ইত্যাদির প্রয়োজন ছিল না। গুরু থাকবেন সেখানে, যেখানে সদগতির প্রয়োজন থাকে। এখানে তো এখন অসংখ্য গুরু আছেন। এত বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও ভারতের এমন গতি হয়েছে কেন?

তোমরা লিখতে পারো ৫ হাজার বছর পূর্বের অনুরূপ, সব মানুষ কুস্কর্গের ঘোর নিদ্রায় ঘুমিয়ে রয়েছে। যদিও ঘুমায় তো সবাই, কিন্তু এ হল অজ্ঞান নিদ্রা। এমন কোনো গুরু নেই যিনি সদগতি প্রদান করতে পারেন। এবারে অন্ধকার মিটিয়ে আলোকিত করবে কে? বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানো হয়েছে পরমাত্মা পরমপিতা ছাড়া আলোকিত হতে পারবে না। এখন তো অনেক গুরু আছেন। তবুও অন্ধকার রাত্রি, দুঃখ কেন? সত্যযুগে তো অসীম সুখ ছিল। যখন ভগবানের শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয় তখন সুখ স্থাপন হবে। রাবণ ভারতকে পতিত দুঃখী করেছে। বাবা বলেন এই কাম মহা শত্রুকে পরাজিত করো। পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা করো তবেই নতুন দুনিয়ার মালিক হবে। গুরু কখনো এমন বলবেন না যে পবিত্র হও। এখন তোমরা উজ্জ্বল আলায় এসেছ, তো তোমরা গিয়ে জিজ্ঞাসা করো - ভারত যে এত সুখী ছিল, এখন এত দুঃখী হয়েছে কেন? তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা-ই সেই দেবতা রূপে পরিণত হই। সন্ন্যাসী গণ চট করে ঘর সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ে। তাদের সম্বন্ধে বলা হয় সন্ন্যাসী হল পবিত্র। তারা এমন বলবেন না যে আমরা পবিত্র হওয়ার জন্যে পুরুষার্থ করছি। তোমাদের কথা হল পৃথক। এমন ভেবো না সব সন্ন্যাসী পবিত্র থাকেন। বুদ্ধি-যোগ বন্ধু আত্মীয় স্বজনদের দিকে যায়, যত দিন অবস্থা পাকা না হচ্ছে। তোমাদের বলা হয় দেহ সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধ ভুলে যাও তাতে কত পরিশ্রম লাগে। তাদের যখন জিজ্ঞাসা করা হয় সন্ন্যাস কবে নিয়েছেন? লৌকিক নাম কি? তখন তারা বলবেন যে এ কথা জিজ্ঞাসা কোরোনা। কেন স্মরণ করাছো। কেউ আবার বলেও দেয় তখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় যে তোমরা কি সবকিছু ভুলে গেছ নাকি সবার কথা মনে পড়ে? জানা তো যাবে তোমরা কে, কিভাবে সবকিছু ত্যাগ করলে, একা ছিলে নাকি সন্তান ছিল? তাদের কথা মনে পড়ে তোমাদের? তারা বলে - হ্যাঁ, বহু বার মনে পড়ত, খুব মুশকিল ভুলে যাওয়া। নিজের জীবন তো স্মরণে থাকে। আমরাও শিববাবাকে স্মরণ করি তবুও

এমন তো নয় যে আমরা নিজের জীবন বা শাস্ত্র ইত্যাদি যা কিছু পড়েছি, সেসব ভুলে যাই। এখানে বলা হয় জীবিত অবস্থায় ভুলে যাও, এইরূপ ধারণ করো। স্মরণ করলে ঝুলে পড়বে (সব ভুলে গিয়ে, কেবল বাবা-ই মনে থাকবে)। প্রথমে সব কথা শোনো তারপরে নির্ণয় করো। জীবিত অবস্থায় মরজীবা হও আর কারো কথা শুনো না। আমরা নিজেদের সম্পূর্ণ জীবনের কথা বলতে পারি। হ্যাঁ, যদিও জানি যে এখন এই দুনিয়া শেষ হতে চলেছে। সেন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু বাবা-মাম্মা বলেন তো তারা ব্রাহ্মণ হয়ে যায়। এখন বাবা বলেন - হে আত্মারা, আত্মা-ই বলে। তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে তোমরা কে ? তো চট করে বলবে আমি আত্মা পড়াশোনা করি। এই জ্ঞান এখন তোমরা পেয়েছ। তোমাদের আত্মা এই ইন্দ্রিয় দ্বারা পড়া করে। আত্মা ও শরীর হল আলাদা। এখন তোমরা জানো যে আত্মা-ই শরীর ধারণ ক'রে এবং ত্যাগ ক'রে। সংস্কার ধারণ করে। আমরা আত্মারা সত্যযুগে পুণ্য আত্মা ছিলাম, এখন পাপ আত্মা হয়েছি। এই হল শেষ জন্ম। পরমাত্মায় যে জ্ঞান আছে তিনি এখন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের সেই সব পড়াচ্ছেন। বাকি সব মানুষ ঘোর অন্ধকারে আছে। শাস্ত্র ইত্যাদি সবই হল ভক্তিমার্গের। সেই সবকে জ্ঞান বলা যাবে না। জ্ঞান হল দিন এবং ভক্তি হল রাত। তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো - গীতার রচয়িতা কে এবং কবে এসেছিলেন ? গীতা কখন লেখা হয়েছে ? বাবাও অনেক লিখতে থাকেন, সে সবার দিকেও খেয়াল করতে হয়। এমন ভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করলে তোমাদের উন্নতি হতে থাকবে। বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো। বাচ্চাদের মালা-র রহস্য বোঝানো হয়েছে। পরম পিতা পরমাত্মা হলেন বেহদের ফুল, তারপরে দুটি দানা হলেন ব্রহ্মা সরস্বতী। প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা রচনা করা হয়েছে। এঁরা হলেন আদি দেব ও আদি দেবী। ইনি হলেন ব্রাহ্মণ যিনি স্বর্গ রচনা করেছেন তাই এঁনার পূজা হয়। মাক্ষথানে ৮ টি দানা আছে, যারা সূর্যবংশী হয়েছিলেন। অনেক সাহায্য করেছেন তারা। নলেজ বুদ্ধিতে থাকা উচিত। এই কথাও জানো যে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়। মাতাদের উন্নতির জন্যে বাবা যুক্তি রচনা করেছেন। বাবা নিজে বলি চড়েছেন, তাইনা ! তাই ফলো ফাদার। গান্ধীকে যারা সাহায্য করেছিল তারাও অল্প কালের সুখ পেয়েছে। উনি ছিলেন হদের পিতা, ইনি হলেন বেহদের পিতা।

এখানে বাবা সবকিছু মাতাদের চরণে রেখে দিয়েছেন তাই ইনি হলেন নম্বর ওয়ান। বাচ্চারা তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে, যারা সাহায্য করবে তারা স্বর্গের মালিক হবে। কেউ এমন ভাববে না যে আমরা শিববাবাকে সাহায্য করি। না। শিববাবা তোমাদের সাহায্য করেন। আরে, তিনি তো হলেন দাতা, তোমরা নিজেদের জন্যে কর। তোমরা স্মরণে থাকবে তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। স্বর্গকে স্মরণ করো তাহলে স্বর্গে চলে যাবে। বাবা নিজে বলেন - মন্মনাভব। তা নাহলে উঁচু পদের অধিকারী হবে কিভাবে ? হিসেব করা তোমাদের কাজ। কেউ যেন না ভাবে আমি দিয়েছি। এটা হল শিববাবার যজ্ঞ, চলছে, চলবে।

তোমরা প্রকৃত সত্য ব্রাহ্মণ, তোমাদের হৃদয়ে আছে যে আমরা শুধুমাত্র ভারতেই নয় বরং সম্পূর্ণ বিশ্বে বাবার সাহায্যে নিজের রাজত্ব স্থাপন করছি। আমরা পুনরায় পবিত্র হয়ে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করে রাজত্ব করব। শিববাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী চললে ভারত স্বর্গে পরিণত হয়। তাই এই কথাটি স্মরণে রাখো যে শিববাবা পড়ান। বাবা বলেন যখন ব্রাহ্মণ হবে তখনই দেবতা সম্প্রদায়ে আসবে। বিকার গ্রস্ত হলে একেবারে সর্বনাশ হয়ে যায়। নিজেই নিজের উপরে কৃপা না করে অকৃপা

করে, ফলে অভিশপ্ত হয়ে যায়। আমি বরদান দিতে এসেছি। কিন্তু শ্রীমৎ অনুযায়ী না চলে নিজেকে অভিশপ্ত করে, পদ ত্রুটি করে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বুদ্ধি থেকে সবকিছু ভুলে যেতে হলে জীবিত থেকেই মরতে হবে। একমাত্র বাবাকে শুনতে হবে। নিজের উন্নতির জন্য সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে হবে।

২) শ্রীমৎ অনুসারে চলে নিজের উপরে কৃপা করতে হবে। প্রকৃত সত্য ব্রাহ্মণ হয়ে যজ্ঞের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। ভালো ভাবে পড়াশোনা করে উঁচু পদের অধিকারী হতে হবে।

বরদান :- স্মৃতি স্বরূপ হয়ে বিস্মৃতদের স্মৃতি প্রদানকারী প্রকৃত সত্য সেবাধারী ভব

ব্যাখা: নিজের স্মৃতি স্বরূপ ফিচার্স দ্বারা অন্যদের স্মৃতি স্বরূপ করা হল সত্য সেবা। তোমাদের ফিচার্স অন্যদের স্মৃতি জাগ্রত করবে যে আমি আত্মা, ললাটে জ্বলজ্বলে আত্মা বা মণিকে দেখবে। যেমন সাঁপের মণি দেখলে কারো নজর সাঁপের দিকে যায় না, তেমনি অবিনাশী জ্বলজ্বলে মণি দেখে দেহভান ভুলে, সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন যেন আত্মার দিকেই যায়। বিস্মৃতদের যেন স্মৃতি জাগ্রত হয় - তবেই বলা হবে প্রকৃত সেবাধারী।

স্লোগান - অবগুণধারী বুদ্ধির নাশ করে সতোপ্রধান দিব্য বুদ্ধি ধারণ করো।

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেবতাদের থেকেও উত্তম কল্যাণকারী জন্ম হলো তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের,
কেননা তোমরা ব্রাহ্মণরাই বাবার সাহায্যকারী হও"

প্রশ্ন : - বাচ্চারা, এখন তোমরা বাবাকে কোন্ ধরনের সাহায্য করো ? এই সাহায্যকারী বাচ্চাদের বাবা কি প্রাইজ দেন ?

উত্তর :-- বাবা পবিত্রতা এবং শান্তির রাজ্য স্থাপন করেছেন, আমরা তাঁকে পবিত্র থেকে পবিত্রতার সাহায্য করি । বাবা যে যশস্ত রচনা করেছেন, আমরা তা রক্ষা করি, তাই বাবা অবশ্যই আমাদের প্রাইজ দেবেন । এই সঙ্গমে আমরা অনেক বড় প্রাইজ পাই, আমরা এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জেনে ত্রিকালদর্শী হয়ে যাই আর ভবিষ্যতে সিংহাসনের অধিকারী হই, এই হলো প্রাইজ ।

গীত :-- পিতা, মাতা, সহায়ক, স্বামী, সখা - এক তুমিই হলে আমার নাথ.....

ওম শান্তি । এ কার মহিমা ? পরমপ্রিয়, পরমপিতা, পরমাত্মা শিব, এ হলো তাঁরই মহিমা । তাঁর নাম যেমন উঁচুর থেকেও উঁচু তাঁর ধামও তেমন উঁচুর থেকেও উঁচু । পরমপিতা পরমাত্মার অর্থও হলো -- সবার থেকে উঁচু আত্মা । আর কাউকেই পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় না । তাঁর মহিমা অপরমপার । এমনও বলা হয় যে, তাঁর এমনই মহিমা যে তার পার বা সীমানা পাওয়া যায় না । ঋষি - মুনিরাও এমন বলতেন যে, তাঁর পার পাওয়া যায় না । তাঁরাও নেতি - নেতি (এটাও নয়, ওটাও নয়) বলে আসছেন । নইলে বাবা স্বয়ং এখন এসে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন । কেন ? বাবার পরিচয় তো পাওয়া উচিত, তাই না ? বাচ্চারা এই পরিচয় পাবে কিভাবে ? যতক্ষণ না তিনি এই ভূমিতে আসছেন, ততক্ষণ আর কেউই তাঁর পরিচয় দিতে পারেন না । যখন বাবা সন্তানদের দেখায় তখন সন্তানরাও বাবাকে প্রদর্শন করায় । বাবা বোঝান যে, আমারও নাটকে পার্ট নিহিত আছে । আমাকে এসেই পতিতদের পবিত্র বানাতে হয় । সাধু - সন্তরাও গাইতে থাকে - পতিত - পাবন, সীতারাম এসো কেননা এ হলো রাবণ রাজ্য, রাবণ কম কিছু নয় । সম্পূর্ণ দুনিয়াকে তমোপ্রধান পতিত কে বানিয়েছে ? রাবণ বানিয়েছে । আবার এদেরই পবিত্র বানান সামর্থ্য রাম । অর্ধেক কল্প রাম রাজ্য চলে আবার অর্ধেক কল্প রাবণ রাজ্য চলতে থাকে । রাবণ কে, এ কথা কেউই জানে না । বছর - বছর তারা রাবণকে জ্বালাতে থাকে । তাও রাবণের রাজ্য চলতে থাকে । রাবণ খোড়াই জ্বলে । মানুষ বলে যে, পরমাত্মা সমর্থ, তাহলে রাবণের রাজ্য কেন করতে দেয় । বাবা বোঝান যে, এই নাটক হলো হার - জিতের, স্বর্গ আর নরকের । এই ভারতের উপরই সম্পূর্ণ খেলা বানানো হয়েছে । এ হলো এক বানানো ড্রামা । এমন নয় যে, পরমপিতা যেহেতু সর্বশক্তিমান তাই খেলা সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই আসবেন অথবা তিনি অর্ধেক অবস্থায় খেলা বন্ধ করতে পারেন । বাবা বলেন যে, সম্পূর্ণ দুনিয়া যখন পতিত হয়ে যায়, আমি তখনই আসি । এই কারণেই শিবরাত্রি পালন করা হয় । শিবায় নমঃও বলা হয় । ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করকে দেবতা নমঃ বলা হবে । শিবকে পরমাত্মায়ে নমঃ বলা হবে । বাবুলনাথ বা সোমনাথের মন্দিরে যেমন আছে, শিব কি তেমন ? পরমপিতা পরমাত্মার রূপ কি এতো বড় হতে পারে ? অথবা আত্মাদের ছোটো আর বাবার বড়, এমন কি হতে পারে ? প্রশ্ন তো আসবেই ? এখানে যেমন ছোটোদের বাচ্চা আর বড়কে বাবা বলা হয়, তেমনই পরমপিতা পরমাত্মা অন্য আত্মাদের থেকে বড়, আর আমরা আত্মারা কি ছোটো ? তা নয় । বাবা বলেন যে -

-- বাচ্চারা, তোমরা আমার মহিমা গাও, তোমরা বোলো, পরমাত্মার মহিমা অপরমপার । তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ, পিতাকে তো বীজই বলা হবে, তাই না । তিনি হলেন সৃষ্টিকর্তা । বাকি যে সব বেদ, উপনিষদ, গীতা, যজ্ঞ, তপ, দান, পুণ্য ---- এ সবই হলো ভক্তির সামগ্রী । এদেরও নিজেদের সময় আছে । অর্ধেক কল্প হলো ভক্তির আর অর্ধেক কল্প হলো জ্ঞানের । ভক্তি হলো ব্রহ্মার রাত আর জ্ঞান হলো ব্রহ্মার দিন । এই শিববাবা তোমাদের বোঝান, এনার তো নিজের শরীর নেই । তিনি বলেন, আমি তোমাদের আবার করে রাজযোগ শেখাই, রাজ্য - ভাগ্যের অধিকার দেওয়ার জন্য । এখন ব্রহ্মার রাত সম্পূর্ণ হয়েছে, এখনই ধর্মের গ্লানির সময় এসে উপস্থিত হয়েছে । মানুষ সবথেকে বেশী গ্লানি কার করে ? পরমপিতা পরমাত্মা শিবের । লেখা আছে না -- "যদা যদা হি ধর্মস্য ---- এমন নয় যে আমি আগের কল্পে সংস্কৃতে জ্ঞান দিয়েছিলাম । ভাষা তো এই । ভারতে যখন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপনের জন্য অতিমাত্রায় গ্লানি হয়, আমাকে মানুষ নুড়ি পাথরে বলে দেয়, আমি তখন আসি । যে ভারতকে স্বর্গ বানায়, পতিতকে পবিত্র বানায়, তাঁর কত গ্লানি করেছে ।

বাচ্চারা, তোমরা জানো, ভারত হলো সবথেকে পুরানো খণ্ড, যা কখনোই বিনাশ হয় না । সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্যও এখানেই হয় । এই রাজ্যও স্বর্গের রচয়িতাই দিয়েছেন । এখন তো সেই ভারতই পতিত, তখন আমি আসি, সেই সময় তাঁর মহিমা গাওয়া হয় শিবায় নমঃ । এই বেহদের ড্রামায় আমাদের সকল আত্মার পার্ট নিহিত আছে, যা রিপ্টিট হয় । যার থেকে কোনো টুকরো বের করে হদের ড্রামা বানান । এখন আমরা ব্রাহ্মণ এরপর দেবতা হবো । এ হলো ঈশ্বরীয় বর্ণ । এ হলো তোমাদের ৮৪ জন্মের অন্ত । এতে তোমাদের চার বর্ণের জ্ঞান আছে তাই ব্রাহ্মণ বর্ণ সবথেকে উঁচু কিন্তু মহিমা বা পূজা দেবতাদের হয় । ব্রহ্মার মন্দিরও আছে কিন্তু কেউই জানে না যে এখানে পরমাত্মা এসে ভারতকে স্বর্গ বানান । স্থাপনা যখন হয় তখন বিনাশেরও প্রয়োজন, তাই বলা হয় রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয় ।

সেই বাবাই এখন বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন - মিষ্টি বাচ্চারা, এ হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম, আমি তোমাদের আবার স্বর্গের আশীর্বাদী বর্ষা দিতে এসেছি । এ তোমাদের অধিকার, কিন্তু যে আমার শ্রীমতে চলবে আমি তাকে স্বর্গের উপহার দেবো । ওরাও শান্তির উপহার পায় । বাবা কিন্তু তোমাদের স্বর্গের উপহার দেন । বাবা বলেন, আমি কিন্তু নেবো না । আমি তোমাদের দ্বারা স্থাপনা করাই তাই তোমাদেরই এই উপহার দিই । তোমরা তো শিববাবার পৌত্র এবং ব্রহ্মার সন্তান । এতো বচ্চা তো প্রজাপিতা ব্রহ্মাই দওক নেবেন, তাই না । এই ব্রাহ্মণ জন্ম হলো তোমাদের সবথেকে উত্তম জন্ম । এ হলো কল্যাণকারী জন্ম । দেবতাদের জন্ম অথবা শূদ্রদের জন্ম কল্যাণকারী নয় । তোমাদের এই জন্ম হলো খুবই কল্যাণকারী, কেননা তোমরা বাবার সাহায্যকারী হয়ে এই সৃষ্টিতে পবিত্রতা এবং শান্তি স্থাপন করো । ওই পুরস্কার দাতারা সেকথা কী জানেন ! ওরা তো কোনো আমেরিকান আদিদের দিয়ে দেয় । বাবা তবুও বলেন, যারা আমার সাহায্যকারী হবে, আমি তাদের প্রাইজ দেবো । পবিত্রতা থাকলে সৃষ্টিতে শান্তি এবং সমৃদ্ধিও থাকবে । এ তো বেশ্যালয় । সত্যযুগ হলো শিবালয় । শিববাবা সেই যুগ স্থাপন করেছেন । সাধু - সন্ন্যাসীরা হলেন হঠযোগী, তারা গৃহস্থ ধর্মের মানুষদের সহজ রাজযোগ শেখাতে পারেন না যতই হাজার বার গীতা - মহাভারত পড়ুক না কেন । ইনি তো সবার বাবা । তিনি সকল ধর্মের মানুষদের বলেন, তোমাদের বুদ্ধিযোগ এক আমার সঙ্গে লাগাও । আমিও এক ছোটো বিন্দু এতো বড় নই । আত্মা যেমন, আমিও ঠিক তেমনই পরমাত্মা । আত্মাও এই ব্রুকুটির মধ্যে থাকে । এতো বড় হলে এখানে কি করে বসতে পারতো । আমিও ঠিক আত্মারই মতো । আমি

কেবল জন্ম - মরণ রহিত, সদা পবিত্র, আর আত্মারা জনম - মরণে আসে । আত্মা পবিত্র থেকে পতিত আবার পতিত থেকে পবিত্র হয় । বাবা এখন আবার সবাইকে পতিত থেকে পবিত্র বানানোর জন্য এই রুদ্র জ্ঞান যন্ত্র রচনা করেছেন । এর পরে সত্যযুগে কোনো যন্ত্র হয় না । আবার দ্বাপর যুগ থেকে অনেক প্রকারের যন্ত্র রচনা করা হয় । সম্পূর্ণ কল্পে এই রুদ্র জ্ঞান যন্ত্র একবারই রচনা করা হয়, এতেই সকলের আত্মা হয় । এরপর আর কোনো যন্ত্রের রচনা করা হয় না । কোনো বিপর্যয় এলেই যন্ত্রের রচনা করা হয় । বর্ষা না হলে বা অন্য কোনো বিপর্যয় এলে যন্ত্র রচনা করা হয় । সত্যযুগ আর ত্রেতায় কোনো বিপর্যয় হয় না । এই সময় অনেক প্রকারের বিপর্যয় আসে, তাই সবথেকে বড় শেঠ শিববাবা যন্ত্র রচনা করিয়েছেন, তাই তিনি প্রথম থেকে সাক্ষাত্কার করান কেমন ভাবে আত্মা পড়ে, কেমনভাবে বিনাশ হবে, কেমন করে পুরানো দুনিয়া কবরখানা হয়ে যায় । এই পুরানো দুনিয়াতে তোমরা কেন মন লাগাবে, তাই তোমরা বাচ্চারা এই পুরানো দুনিয়ার সন্ধ্যাস করো । ওই সন্ধ্যাসীরা তো কেবল গৃহের সন্ধ্যাস করে । তোমাদের তো গৃহত্যাগ করতে হবে না । এখানে গৃহস্থ জীবন দেখভাল করেও তোমাদের কেবল এর থেকে মমত্ব দূর করতে হবে । এ সবই মৃত, এতে কেন মন আটকে রাখবে । এ তো মৃতের দুনিয়া, তাই বলা হয় পরীক্ষানকে স্মরণ করো, কবরস্থানকে কেন স্মরণ করছো ।

বাবাও দালাল হয়ে তোমাদের বুদ্ধির যোগ তাঁর সাথে যুক্ত করেন । এ কথা তো বলা হয় - আত্মা পরমাত্মা আলাদা আছে বহুকাল -- এ মহিমাও তাঁরই । কলিযুগী গুরুকে পতিত - পাবন বলা যাবে না । তারা তো সঙ্গতি করাতে পারেন না । হ্যাঁ, তারা শাস্ত্র শোনান, ক্রিয়া - কর্ম করান । শিববাবার কোনো টিচার বা গুরু নেই । বাবা তো বলেন, আমি তোমাদের স্বর্গের বর্ষা দিতে এসেছি সে তোমরা সূর্যবংশীই হও বা চন্দ্রবংশী । তোমরা তা কিভাবে হও, লড়াই করে ? তা নয় । না লক্ষ্মী - নারায়ণ লড়াই করে রাজ্য নিয়েছে আর না রাম - সীতা । তাঁরা এই সময় মায়ার সঙ্গে লড়াই করেছে । তোমরা হলে গুপ্ত যোদ্ধা, তাই তোমাদের শক্তিসেনাদের কেউ জানে না । তোমরা যোগবলের দ্বারা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হও । তোমরাই এই বিশ্বের রাজ্য হারিয়েছিলে আবার তোমরাই তা এখন পাচ্ছে । তোমাদের এই উপহার বাবা দেন । এখন যারা বাবার সাহায্যকারী হবে, তারাই অর্ধেক কল্পের জন্য শান্তি আর সমৃদ্ধির উপহার পাবে । বাবা তাদেরই সাহায্যকারী বলেন যারা অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করে, স্বদর্শন চক্র ঘোরায়ে, শান্তিধাম, সুইট হোম আর সুইট রাজধানীকে স্মরণ করে পবিত্র থাকে । এ কতো সহজ । আমরা আত্মারাও স্টার । আমাদের বাবা পরমাত্মাও স্টার । সে এতো বড় নয় কিন্তু স্টারের পূজা কিভাবে হবে তাই পূজা করার জন্য এতো বড় বানানো হয়েছে । পূজা তো প্রথমে বাবার হয়, তারপর অন্যদের হয় । লক্ষ্মী - নারায়ণের কতো পূজা হয় কিন্তু তাঁদের এমন কে বানান ? সবার সঙ্গতিদাতা হলেন বাবা । বলিহারি তো ওই একজনের । তাঁর জয়ন্তী হলো হীরেতুল্য । বাকি সকলেরই জন্ম কড়িতুল্য । শিবায় নমঃ - এ হলো তাঁরই যন্ত্র, যা তোমাদের ব্রাহ্মণদের দ্বারা তিনি রচনা করিয়েছেন । তিনি বলেন, যে আমাকে পবিত্রতা এবং শান্তি স্থাপন করতে সাহায্য করবে, তাকে আমি এমন ফল দেবো । ব্রাহ্মণদের দ্বারা যখন যন্ত্র রচনা করিয়েছেন, তখন দক্ষিণা তো তিনিই দেবেন, তাই না । তিনি এতো বড় যন্ত্রের রচনা করিয়েছেন । আর কোনো যন্ত্রই এতো বড় সময় ধরে চলে না । তিনি বলেন, যে আমাকে যতো বেশী সাহায্য করবে, আমি তাকে ততই প্রাইজ দেবো । আমিই সকলকে প্রাইজ দিই । আমি কিছুই নিই না । সবই তোমাদের দিয়ে দিই । এখন তোমরা যা করবে, তাই পাবে । অল্প করলে প্রজাতে চলে যাবে । গান্ধীকেও যে সাহায্য করেছিলো, সেও তো প্রেসিডেন্ট, মিনিস্টার ইত্যাদি হয়েছিলো । এ তো হলো অল্পকালের সুখ । বাবা তো তোমাদের

সম্পূর্ণ আদি - মধ্য - অন্তের জ্ঞান দিয়ে নিজের সমান ত্রিকালদর্শী বানান। তিনি বলেন আমার বায়োগ্রাফি জানলে তোমরা সবকিছু জেনে যাবে। সন্ন্যাসী খোড়াই এই জ্ঞান দিতে পারে। তাঁদের থেকে আশীর্বাদী বর্ষা কি পাবে? তাঁরা তো তাঁদের জায়গা একজনকেই দেবে। বাকিরা কি পায়? বাবা তো তোমাদের সবাইকেই আসনের অধিকারী করেন। আমি কতো নিষ্কাম সেবা করি আর তোমরা তো আমাকে নুড়ি - পাথরে দিয়ে কতো গ্লানি করেছে। ড্রামাতে এও বানানো আছে। যখন তোমরা কড়ির মতো হয়ে যাও, আমি তখন এসে তোমাদের হীরের মতো বানাই। আমি তো অগুণতি বার ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছি, মায়া আবার তাকে নরক বানিয়ে দিয়েছে। এখন যদি প্রাপ্তি করতে হয় তাহলে বাবার সাহায্যকারী হয়ে প্রকৃত প্রাইজ নিয়ে নাও। এর মধ্যে পবিত্রতা হলো এক নম্বর।

বাবা সন্ন্যাসীদেরও মহিমা করেন - ওরাও তো ভালো, ওরা পবিত্র থাকে। এরাও তো ভারতকে অবনমন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেন। না হলে কি জানি কি হয়ে যেতো। এখন কিন্তু ভারতকে স্বর্গ বানাতে হবে তাহলে অবশ্যই ঘর - গৃহস্থীতে থেকে পবিত্র থাকতে হবে। বাপদাদা দুজনেই বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন। শিববাবাও এই পুরানো জুতো রূপী শরীরের দ্বারা বাচ্চাদের রায় দেন। তিনি নতুন কাউকে নিতে পারেন না। তিনি তো মাতৃগর্ভে আসেন না। তিনি পতিত দুনিয়া, পতিত শরীরেই আসেন, এই কলিমুগে হলো ঘোর অন্ধকার। এই ঘোর অন্ধকারকেই সকাল বানাতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) মন থেকে এই বেহদের দুনিয়ার সন্ন্যাস করে নিজের মমত্ব দূর করতে হবে, এতে মন লাগাবে না।

২) বাবার সাহায্যকারী হয়ে প্রাইজ নেওয়ার জন্য --- ১) অশরীরী হতে হবে ২) পবিত্র থাকতে হবে ৩) স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে ৪) সুইট হোম আর সুইট রাজধানীকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান :-- জীবনে দিব্যগুণের ফুলের বাগানের দ্বারা খুশীর অনুভব করে চিরসুখী ভব

সদা খুশী অর্থাৎ পরিপূর্ণ, সম্পন্ন। প্রথমে তোমাদের জীবন ছিল কাঁটার জঙ্গল, এখন ফুলের খুশীর বাগানে এসেছ তোমরা। তোমাদের জীবনে এখন সর্বদা দিব্যগুণের ফুলের বাগান, তাই যেই তোমাদের সম্পর্কে আসুক না কেন, তার সেই দিব্যগুণের ফুলের সুগন্ধ আসতে থাকবে আর খুশীর বাগান দেখে খুশী হবে, শক্তির অনুভব করবে। খুশীর ফুলের বাগান অন্যদেরও শক্তিশালী করে আর খুশী এনে দেয়। তাই তোমরা বলো, আমরা চিরসুখী।

স্লোগান :-- মাস্টার সর্বশক্তিমান সে-ই যে মায়ার বুদ্ধবুদ্ধকে ভয় পাওয়ার পরিবর্তে তা নিয়ে খেলা করে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সদা উপযুক্ত যোগ্য পাত্রকেই দান দেবে। অথথা সময়ের অপচয় করবে না। প্রত্যেকের নাড়ীর হাবভাবের সন্ধেতেই বুঝতে পারবে, জ্ঞানের পাঠ শোনার সময় তার মনোবৃত্তি কোন্ দিকে"

প্রশ্ন: - বাচ্চারা, পবিত্র দুনিয়ায় পৌঁছবার জন্য তোমাদের খুব কঠিন সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, কি সেই কঠিন সতর্কতা?

উত্তর: - গৃহস্থ ব্যবহারে, কর্ম-কর্তব্যের মধ্যে থেকেও সতর্কতার সাথে পবিত্র থাকা- যা খুবই কঠিন কাজ। বি.কে.-দের এই ত্যাগ যা বেহদের পুরোনো দুনিয়ার সবকিছুকেই ত্যাগ করা। তোমাদের এক চোখে 'সুইট-হোম', দ্বিতীয়ে 'সুইট-রাজধানী' - অর্থাৎ এই পুরোনো দুনিয়াকে দেখেও তা নজরে স্থান না দেওয়া - এটাই সবচেয়ে বড় সতর্কতা। এই সতর্কতা থাকলেই পবিত্র দুনিয়ায় পৌঁছতে পারবে।

 *গীত :- ধৈর্য ধর রে মন আমার - সুখের দিন এবার এলো বলে।*

ওম্ শান্তি! এমন গীত শুনলেই আনন্দে বাচ্চাদের খুশীর পারদ অবশ্যই চড়তে থাকবে, দুনিয়াটা যে কেবল দুঃখে ভরা। মনুষ্য মাত্রই নাস্তিক, তারা তো প্রকৃত বাবাকেই জানে না। তোমরা এখন সেই নাস্তিক অবস্থা থেকে আস্তিক হচ্ছে। বাচ্চারা, তাই তোমরা এখন জানতে পারছো, তোমাদের সুখের দিন এই এলো বলে। যেখানেই যাও না কেন, নিজের পরিচয় জানিয়ে, একথাও ব্যাখ্যা করবে - কেন তোমাদেরকে ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী বলা হয়। ব্রহ্মা প্রজাপিতা, যিনি শিবের সন্তান। নিরাকার শিব- যিনি উচ্চতমেরও উচ্ছে -ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর-ও যার সন্তান। বিষ্ণু আর শংকরকে কিন্তু প্রজাপিতা বলা হয় না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা এই (শূল) দুনিয়ার। এই পয়েন্ট-এর ধারণাকে কিন্তু মনে গেঁথে রাখতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণকেও প্রজাপিতা বলা হয় না। প্রজাপিতা হিসাবে জগৎ-বিখ্যাত একমাত্র ব্রহ্মা, যা প্রজাপিতার সাকার রূপ। স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা পরমপিতা পরমাত্মা শিব স্বয়ং। ব্রহ্মা স্বর্গের রচয়িতা নন। নিরাকার পরমাত্মা স্বয়ং এসে ব্রহ্মার দ্বারা সেই স্বর্গের রচনা করান। তোমরা সবাই এত সংখ্যায় বি.কে.-রা সবাই ওনারই সন্তান। আত্মারা সবাই (নিরাকার, পরমাত্মা) পরমপিতা শিবেরই সন্তান। এভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝানোটা খুব সহজ পদ্ধতি। তার সাথে এটাও জানাতে হবে উনি স্বয়ং আমাদেরকে রাজযোগের শিক্ষা দেন। ব্রহ্মার দ্বারাই তিনি সৃষ্টি-জগতের আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যগুলিকে বোঝান। তাই সেসব কথা ব্রহ্মাই আগে শোনেন। তারপরেই শোনেন জগদম্বা। এরপর শোনো তোমরা বি.কে.-রা। একথাও তো প্রচলিত আছে, একজন কুমারী কন্যা তার কর্মের দ্বারা ২১-কুলকে উদ্ধার করতে পারে এবং ২১-জন্ম তাদের সুখ দিতে পারে। তেমনি বি.কে.-রাও পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকেও আগামী ২১-জন্ম, অর্থাৎ সত্যযুগ ও ত্রেতাতে সুখের আশীর্বাদী-বর্ষা পেতে পারে। চিরকালই সত্যযুগ ও ত্রেতাতে ভারতবাসীরা সুখী থাকে, যেহেতু তখন ভারত থাকে সম্পূর্ণ পবিত্র। উনি হলেন বাবা এবং ইনি হলেন দাদা। অথচ যার অধীনে এত অনেক সংখ্যায় বাচ্চা, তার কিন্তু কোনও চিন্তাই নেই। যেহেতু শিববাবাই যে বি.কে.-দেরকে রাজযোগের শিক্ষা দেন, যদিও তা ব্রহ্মাবাবার দ্বারা, অর্থাৎ যে অসীম-বেহদের বাবার থেকে আমরা অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা পেয়ে থাকি। বর্তমান সময়ে সমগ্র দুনিয়াই পতিত হয়ে আছে। আর তা পবিত্র করতে পারেন একমাত্র এই বাবা-ই। একমাত্র সদগুরু-ই পারেন পুরোনো দুনিয়ার পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বর্গ-রাজ্যের রচনা রচাতে। একমাত্র উনিই যে সবার সদগতিদাতা।

নতুন দুনিয়া হলো লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য। এই ভারত ভূ-খণ্ডেই একদা দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। কল্পের শুরুতে যারা জন্ম নেয় অর্থাৎ এই দেবী-দেবতারাই ৮৪-জন্ম নিতে পারে, এরপরেই জানাতে হবে বর্ণ-প্রথার বিষয়ে। তাই আগেই তাদের কাছ থেকে কিছু সময় চেয়ে নেবে। বলবে- এইসব কথাগুলোকে খুব ভালভাবে মন দিয়ে শ্রবণ করতে। বুদ্ধিকে বিপথে চালিত যেন না করে। দাদা বা ভাই (ভাই-জী) হোক বা দিদি বা বোন(বহিন-জী), বাস্তবে তোমরা সবাই সেই একই শিববাবার সন্তান। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন সর্ব-কুলের সর্বজ্যেষ্ঠ। তোমরা বি.কে.-রা ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণরা, ওনার থেকেই অধিকারীর আশীর্বাদী-বর্ষা পাও। যোগবলের দ্বারাই সমগ্র বিশ্বের রাজ্য-ভাগ্য লাভ কর, বাহুবলের দ্বারা নয় মোটেই। বি.কে.-রা তাদের নিজের ঘর-পরিবার ছাড়ে না, নিজেদের ঘরেই থাকে। এই ঈশ্বরীয় বিদ্যালয় মনুষ্য থেকে দেবতায় পরিবর্তন করার স্কুল। যা কোনও মনুষ্যের দ্বারা সম্ভব নয়। যেহেতু বর্তমানের দুনিয়াটা এখন পতিত হয়ে আছে। জলের গঙ্গা নদী তো আর পতিত-পাবনী নয়। তবুও লোকেরা বার-বার সেখানেই স্নান করে, অথচ পবিত্র হয় না কেউ। রাবণের উদাহরণটাও ঠিক তেমনই। বার-বার তাকে জ্বালানো সত্ত্বেও, সে কিন্তু মরে না। এই রাবণের পোস্টারও

সাথে করে নিয়ে যাওয়া উচিত। কোনও বড় জায়গায় যাবার সময় সাথে করে ফটোগুলির এলবামও নিয়ে যাবে। তাদের বোঝাবে- দেখো, সবাই তার সন্তান। সবাই একই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ - পবিত্র থাকার। এই বি.কে.-রা সবাই বাস্তবে ব্রহ্মাবাবার সন্তান। প্রজাপিতা ব্রহ্মা যে কুলের সর্ব-জ্যেষ্ঠ। বাস্তবে এখন আমরা সবাই ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারী। যদিও তোমরাও তাই, কিন্তু তোমরা এখনও নিজেদের প্রকৃত পরিচয়টাই তো জানতে পারোনি। বর্তমান দুনিয়ায় এখন কেউই আর প্রকৃত ব্রাহ্মণ নয়। প্রকৃত ব্রাহ্মণ একমাত্র আমরা বি.কে.-রা। তাই আগামীতে রাজ্য-ভাগ্যও আমরাই লাভ করবো। তারপরে এই ব্রাহ্মণ-কুলই বংশানুক্রমিক চলতে থাকবে। ব্রাহ্মণেরাই শীর্ষে অবস্থান করে। একথা তো তোমাদের বোঝানোই হয়েছে, কৃষ্ণ আদৌ ভগবান নয়। উনিও পুরো ৮৪-জন্মের চক্রে আসেন। ৮৪-জন্ম পুরো হলেই দেবতা হবার যোগ্য বিবেচিত হয়। কিন্তু দেবতা বানাবে কে? -তা অবশ্যই এই (শিব)বাবাই তা বানান। তোমরা বি.কে.-রাও তার থেকে সেই রাজযোগেরই শিক্ষা নিচ্ছো। ওনারই মহিমা 'এক ঔঁকার'! উনিই আবার সেই 'নিরাকার', 'নিরহংকারী'! সেই ঔঁকারেই এসে ঔঁকার কর্ম-কর্তব্যের সেবা করতে হয়, এই পতিত দুনিয়াতেই, পতিত শরীরেই আসেন তিনি। (পূর্বের মতন) গীতার কাহিনী আবারও পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। তখনও মহাতারী যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। মশার ঝাঁকের মতন সবারই মৃত্যু হয়েছিল। এখন আবার সেই সময় উপস্থিত -একথা জানাচ্ছেন স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা। তিনিই আবার (নতুন দুনিয়ার) রচয়িতাও বটে। সেই স্বর্গ-রাজ্য ছিল লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য।

এই সৃষ্টি-জগৎ-কে সতোপ্রধান বানানো, যা একমাত্র এই বাবার কর্ম-কর্তব্য। আমরা তাকেই বাবা-বাবা বলে ডাকতে থাকি। আর তাই ওনাকে আসতেই হয়। যার স্মরণে এই 'শিবরাত্রি'! এর মর্মার্থকেও যথার্থ রূপে বুঝিয়ে বলতে হবে। তাই এসব পয়েন্ট নোট করে তা ধারণও করতে হবে তোমাদের। পয়েন্টগুলি বুদ্ধিতে যেন থাকে। কন্যাদের বুদ্ধি খুব ভাল। তাই তো কুমারীদের পা-ধোয়ানো হয়। যদিও কুমার-কুমারী উভয়েরাই পবিত্র। তবুও কুমারীদের নাম কেন নেওয়া হয়? কন্যারা ২১-কুল উদ্ধার করে বলে, তোমাদের মানসম্মান বজায় থাকে। বি.কে.-রা ভারতবাসীদের জন্যই এই ঈশ্বরীয় সেবায় ব্যস্ত। এদের গুরু ও সাহায্যকারী যে স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা। যোগবলের দ্বারা ওনার থেকেই এরা সেই শক্তি সঞ্চয় করে। যার ফল স্বরূপ গ্যারান্টিসহ আগামী ২১-জন্ম বি.কে.-রা 'এভারহেল্দি' হতে পারে। কলিযুগে তো সবাই রুগী, আয়ুও সবার কম। (বোঝার বিষয়) কিভাবে সত্যযুগে তাদের আয়ু এত বেড়ে যায়? --রাজযোগের দ্বারাই এত লম্বা আয়ুর অধিকারী হওয়া যায়। সেখানে অকালে কারও মৃত্যুও ঘটে না। এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। বর্তমানের এই মনুষ্য শরীর তো অতি পুরোনো। অতএব কেবলমাত্র শিববাবার স্মরণে থেকে, এই দেহ সহিত দেহের সর্ব সম্বন্ধকে ভুলে যেতে হবে। বুদ্ধিকে কেবল অসীম-বেহদের সাথে যুক্ত রাখতে হবে, বাকী সবকিছুই ত্যাগ করতে হবে। বুদ্ধির যোগ রাখতে হবে ঈশ্বরীয় তীর্থ-যাত্রায়। লোকেরা তো কায়িক- জাগতিক তীর্থ-যাত্রাই শেখায়। কিন্তু বুদ্ধির তীর্থ-যাত্রা একমাত্র এই বাবা ছাড়া আর কেউ নেই শেখানোর। এই রাজযোগ যারা শিখতে পারবে, একমাত্র তারাই স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছাতে পারবে। এখন আবার সবকিছুরই উপর-নীচ, ওলট-পালট করা হচ্ছে। আমরা বি.কে.-রা শিববাবার সন্তান, তাই শিববাবার আশীর্বাদী-বর্সা আমরাই পেয়ে থাকি। এই দাদা-ও (ব্রহ্মাবাবা) সেই শিববাবার কাছ থেকেই আশীর্বাদী-বর্সা নেন। তোমরাও সেই অসীম-বেহদের বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্সা নেবে তো এসো। আমাদের এই ঈশ্বরীয় পাঠশালা এক বিশাল হাসপাতালও বটে, যার ফলে ২১-জন্মে কখনই আমরা রুগী হই না। ভারতের প্রকৃত সেবা তো আমরাই করি, তাই তো আমাদের শিব-শক্তি সেনা বলা হয়।

বাবা এবার বলছেন- বাচ্চারা, স্মরণের যোগবল দ্বারা নিজেদের বিকর্মগুলিকে বিনাশ করতে পারলেই আত্মা শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং জ্ঞানকেও সহজেই ধারণ করে তোমরা চক্রবর্তী রাজাও হতে পারবে। পবিত্র হতে পারলেই তো লক্ষ্মী বা নারায়ণের সাথে বিবাহের উপযুক্ত হতে পারবে। এখানেই সর্ব-গুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী না হতে পারলে লক্ষ্মী বা নারায়ণের সাথে বিয়ে হবে কি প্রকারে? তাই তো বলা হয়, নিজের মন-আয়নায় নিজেকে দেখো, লক্ষ্মী-নারায়ণের উপযুক্ত হয়েছে কি না? সম্পূর্ণ রূপে নষ্টমোহ না হতে পারলে লক্ষ্মীর উপযুক্ত তো হতেই পারবে না, তখন তো কেবল প্রজাই হতে হবে। শিববাবাকেও পরমধাম থেকে আসতে হয়, কর্ম-কর্তব্যের জন্য। এই পতিত দুনিয়ায় আসেন তোমাদের পবিত্র বানিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। এখানে অনেক প্রকারের সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। বি.কে.-দের এক দৃষ্টিতে থাকে 'সুইট-হোম' এবং অপর দৃষ্টিতে থাকে 'সুইট-রাজধানী'! আমাদের এই ত্যাগ-ব্রত সমগ্র দুনিয়ার জন্য। ঘর-সংসারে থেকেও পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র থাকতে হয়। যেমন বুড়ো লোকেরা ভাবে-এখন তাদের বানপ্রস্থ অবস্থা, তাই মুক্তিধামে যাবার উদ্দেশ্যে তারা পুরুষার্থ করে। কিন্তু আসলে তো এখন সবারই সেই বাণপ্রস্থ অবস্থা। সবারই অধিকার আছে বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে এই দুঃখধামকে ভুলে যাওয়ার। এটাই হলো বুদ্ধির প্রকৃত ত্যাগ। আমাদের উচিত এই পুরোনো দুনিয়াকে বুদ্ধি থেকে ঝেড়ে ফেলে নতুন দুনিয়ার কথা চিন্তা করা। অন্তিম সময়কালে মনে যেমন ভাব আসবে, তেমনই

গতি হবে তোমার। তোমাদের এই ঈশ্বরীয় পাঠশালা হলো দুনিয়ার সবচেয়ে বড় 'গড-ফাদারলী ইউনিভার্সিটি'! ভগবান উবাচ- আমি রাজযোগ শিখিয়ে মনুষ্য থেকে দেবতায় পরিবর্তন করি-এমন ভাবেই লোকেদের বোঝাতে হবে। তাদেরকে বলবে, বি.কে.-রা যা যা বলছে, একটু শান্ত হয়ে বসে মন দিয়ে তা যেন শোনে। মাঝখানে প্রশ্ন করলে সেই ধারার প্রবাহ অন্যদিকে চলে যায়। সমগ্র সৃষ্টি চক্রের রহস্যই আপনাদেরকে জানানো হবে। যেমন- বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই অবিনাশী ড্রামায় শিববাবার কি পার্ট আছে, লক্ষ্মী-নারায়ণই বা কে, -সবারই (গুণ-কর্তব্য) জীবন কাহিনী শোনাবো তোমাদের। অবশ্য প্রত্যেকেরই নাড়ীর অবস্থাটা আন্দাজ করে নিতে হবে আগে। সেই সময় তার মনোবৃত্তির অবস্থাটাও বুঝে নিতে হবে, বুঝতে হবে তাদের মন অন্যদিকে নেই তো, এদিক-ওদিকে দেখছে না তো, আগ্রহভরে তা শুনছে তো? যেমন এখানে বাবাও তা লক্ষ্য করেন, সরসরি সামনা-সামনি শুনতে শুনতে বি.কে.রা আবেগে ঝুমতে থাকে। যেহেতু এই পাঠ হলো জ্ঞান-ড্যান্স। জাগতিক স্কুলের ক্লাস তো অনেক ছোট আকারের হয়, তাই টিচার ছাত্রদের প্রতি ভালভাবে লক্ষ্য রাখতে পারে, ক্রমিক অনুসারে বসাতেও পারে। কিন্তু এখানে তোমরা বি.কে.-রা এত অধিক সংখ্যায় হওয়াতে ক্রমিক অনুসারে বসানো যায় না। আর তাই লক্ষ্য রাখতে হয় কারও বুদ্ধি এদিক ওদিক যাচ্ছে না তো? কেউ হাস্যহাসি করছে না তো? সবারই খুশীর পারদ চড়ছে তো? মনোযোগ দিয়ে শুনছে তো? কেন না দান সর্বদা সৎ-পাত্রেই করা উচিত। বেকার সময়ের অপচয় করা উচিত নয়। অবশ্য নাড়ীর আভাস বোঝার ক্ষমতা থাকা দরকার। বাইরের লোকেরা তো ভয়ই পায় - এমন কি এখানকার সিন্ধী লোকেরাও মনে করে, না জানি বি.কে.-রা এমন কি জাদু-টোনা করে দেবে, তাই তারা সামনা-সামনি তাকায়ও না।

শিববাবা এবার বোঝাচ্ছেন - একমাত্র তোমরা বি.কে. ব্রাহ্মণেরাই ত্রিকালদর্শী। তাই বর্ণের রহস্যটাও বুঝতে পারো। 'হাম সো'-এর অর্থকেও বোঝাতে হবে। আমি আত্মা, আবার আমিই পরমাত্মা এমন কথা বলাটা খুব বড় ভুল। কেউ বা আবার ব্রহ্ম তত্ত্বকেই মানে। তারা বলে "অহম্ ব্রহ্মস্মি!" মায়া আসলে ৫-বিকার। আমরাও ব্রহ্মতত্ত্বকে মানি। কিন্তু ব্রহ্ম তো মহা-তত্ত্ব, যা আত্মাদের নিবাস স্থান। যেমন হিন্দুস্থানে বসবাসকারীরা নিজেদের ধর্মকে হিন্দু বলে থাকে। তেমনি ব্রহ্মতত্ত্ব-এ বাস করে বলেই নিজেদেরকে ব্রহ্ম বলে। আর বাবার মহিমা- সে তো আলাদা। উনি সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬-কলা সম্পূর্ণ..... যে মহিমা দেবতাদের ক্ষেত্রেও করা হয়। আত্মার মহিমাও তখন হয়, যতক্ষণ সে শরীরে অবস্থান করে। এই আত্মাই পতিত বা পবিত্র হয়। অতএব আত্মাকে নির্লেপ বলা চলে না। (কর্মফল অনুযায়ী) এত ক্ষুদ্র এই আত্মাতেই ৮৪-জন্মের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট খোঁদিত থাকে। তবে আর কি প্রকারেই বা তাকে নির্লেপ বলবো?

এই অশান্ত দুনিয়ায় বাবা এসেছেন শান্তি স্থাপন করতে। বাচ্চারা, তোমরা তবে বাবাকে কোন পুরুস্কারে পুরস্কৃত করবে? উনি তো তোমাদের পুরস্কৃত করছেন আগামী ২১-জন্মের জন্য স্বর্গ-রাজ্যের রাজধানী দিয়ে। কিন্তু তোমরা কি দিচ্ছে বাবাকে? যে যতটা পুরস্কার দাও, তা আবার তোমরা নিয়েও নাও। বাবাকে প্রথমে পুরস্কৃত করেছেন এই ব্রহ্মাবাবা। কিন্তু আসল দাতা তো শিববাবা। রাজারা কোনও উপহার স্বহস্তে গ্রহণ করেন না। যেহেতু রাজা মানে অন্নদাতা। আবার সাধারণ মনুষ্যকেও দাতা বলা চলে না। যদিও তোমরা সাধু-সন্ন্যাসীদের হাতে কিছু দিয়ে থাকো, কিন্তু তার পরিবর্তে ফল প্রদান করেন এই শিববাবাই। তাই তো প্রবাদও আছে- সবকিছুই ঈশ্বরের দেওয়া, আবার নেবার হলে ঈশ্বরই তা নিয়ে নেন। তাই যদি হয়, তবে যখন কোনও প্রিয় ব্যক্তি মারা যায়, তখন আবার কাঁদো কেন? প্রকৃত কথা হলো, উনি কিছুই নেন না আবার দেনও না। তা করেন লৌকিক মাতা-পিতা, যেমন জন্ম দেন। তাই তাদের কেউ মারা গেলে তার জন্যই দুঃখ হয়। আর যদি তা ঈশ্বরেরই দেওয়া, ঈশ্বর তা নিয়ে নিলে তবে আবার দুঃখ কেন হবে? তাই বাবা বলছেন- উনি তো সুখ-দুখের বাইরে। আর এই দাদা (ব্রহ্মা) তো নিজের সবকিছুই দিয়ে দিয়েছেন, তাই তিনি 'ফুল প্রাইজ' পান। কন্যাদের কাছে তো তেমন কিছুই থাকে না দেবার জন্য। যদি তাদের মা-বাবা কিছু দেয়, তবেই তো কিছু দিতে পারে শিববাবাকে। যেমন মাম্মা গরীব ছিল, কিন্তু জ্ঞানে কত এগিয়ে ছিল সে, কত তীক্ষ্ণ ছিল তার জ্ঞান। যেহেতু তন-মন-ধন দিয়ে সেবা তার। তোমরা একথাও জানো যে, তোমরা সুখধামে পৌঁছবে ভায়া শান্তিধাম হয়ে। যতক্ষণ না পর্যন্ত বাবার কাছে যেতে পারছো, ততক্ষণ প্রিয়'র ঘরে (শ্বশুরবাড়ি) যাবে কি করে? এখন তো তোমরা প্রিয়'র ঘরেই বসে আছো। এরপর প্রথমে যেতে হবে বাবার ঘরে, তারপর সেখান থেকে আসবে শ্বশুর বাড়িতে। বর্তমানের দুনিয়াটা একটা শোক বাটিকা, সত্যযুগ হলো অশোক বাটিকা। *আচ্ছা!*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বর্তমানের এই বাণপ্রস্থ অবস্থায় 'সুইট হোম' আর 'সুইট রাজধানী' ছাড়া বুদ্ধিতে যেন অন্য কিছুই আর স্মরণে না আসে। অন্যান্য সবকিছুই ভুলে যেতে হবে। সম্পূর্ণ রূপে নষ্টমোহ হতে হবে।*

২) বুদ্ধির যোগ দ্বারা বেহদের ত্যাগ করে রুহানী যাত্রা করতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে পবিত্র হয়ে ভারতের প্রকৃত সেবা করতে হবে।*

বরদান:- মনের খুশীর দ্বারা অসুস্থতাকে দূরে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে 'এভারহেল্‌দী' ভব*

বিস্তার :- প্রবাদ আছে যে- 'মনে আনন্দ তো জগৎ আনন্দময়'! মনে অসুখ থাকলে শরীর ফ্যাকাসে হয়ে যায়। আর মন ভাল থাকলে রোগের অনুভবই হয় না। শরীর যতই অসুস্থ হোক না কেন, তবুও মনে আনন্দ থাকে, যেহেতু তোমার কাছে যে খুব সুন্দর খুশীর খোরাক আছে। এই খোরাকে রোগ-ভোগও পালিয়ে যায়, রোগকেই ভুলে যায় লোকেরা। অতএব যার মনে খুশী, দুনিয়াটাও তার কাছে ততই আনন্দের। জীবনে খুশী থাকলে, এভারহেল্‌দীই থাকে সে।

শ্লোগান:- সময়ের মহত্বকে জানতে পারলে, সর্ব-খাজানা সম্পন্ন হতে পারবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- প্রশ্নের প্রতি সংশয় হওয়া ছেড়ে "মনমনাভব" স্মরণ কর, বাবা আর অবিনাশী বর্সাকে স্মরণ কর, পবিত্র হও আর পবিত্র করে তোলো"

প্রশ্ন:- শিববাবা তোমরা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের পূজা করাতে পারেন না কেন?

উত্তর:- বাবা বলেন আমি তোমরা বাচ্চাদের বিশ্বস্ত সার্ভেন্ট, তোমরা বাচ্চারা আমার মালিক, আমি তো তোমরা বাচ্চাদের নমস্কার জানাই। বাবা হলেন নিরহঙ্কারী, বাচ্চাদেরও বাবার মতো হতে হবে। আমি তোমরা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের পূজা কিভাবে করাব! আমার তো পা নেই যা তোমরা ধুয়ে দেবে। তোমাদের তো ইশ্বরের সহযোগী হয়ে বিশ্বের সেবা করতে হবে।

গীত:- নির্বলের সাথে বলবানের লড়াই

ওম্ শান্তি। নিরাকার শিব ভগবান উবাচ। শিববাবা নিরাকার আর আত্মারা যারা শিববাবা বলে, তারাও আসলে নিরাকার। নিরাকার দুনিয়ার বাসিন্দা। এখানে পার্ট বা ভূমিকা পালন করবার জন্য সাকার রূপে এসেছে। তোমাদের সবার পা আছে, কৃষ্ণের ও পা আছে, পা-কেই সবাই পূজা করে তাই না! শিববাবা বলেন আমি তো বিশ্বস্ত, আমার তো পা নেই যে তোমাদের দিয়ে পা ধোয়াব বা পূজা করাব, সন্ধ্যাসীরা পা ধোয়ায় না! গৃহস্থ মানুষ গিয়ে ওদের পা ধুয়ে দেয়। পা তো মানুষের হয়, শিববাবার তো পা নেই যে তোমাদের পা ধুয়ে পূজা করতে হবে। এ হলো পূজার সামগ্রী। বাবা বলেন আমি তো জ্ঞানের সাগর। আমি আমার বাচ্চাদের দিয়ে কি করে পা ধোয়াব! বাবা তো বলেন বন্দেমাতরম্। মায়েদের এরপর কি বলা উচিত! হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে বলবে শিববাবা নমস্কার, যেমন সালাম মালেকম্ বলে না! বাবাকেই সর্বপ্রথম নমস্কার করা উচিত, বাবা বলেন 'আই এম মোস্ট ওভিডিয়েন্ট', বেহদের সার্ভেন্ট। নিরাকার আর কত নিরহঙ্কারী। এখানে পূজার কোনও কথাই নেই। মোস্ট বিলভেড বাচ্চারা যারা বেহদ সম্পত্তির মালিকানা পেতে চলেছে, তাদের দিয়ে কিভাবে পূজা করাব? তবে হ্যাঁ, ছোট বাচ্চারা বাবার পায়ে নতজানু হয় কেননা বাবা বড়ো (গুরুজন)। কিন্তু বাস্তবে তো বাবা বাচ্চাদের সার্ভেন্ট। বাবা জানেন যে বাচ্চাদের মায়া অনেক ভাবে বিরক্ত করে। খুব কঠিন সময়। অপার দুঃখ এখনও অনেক আসবে। এসবই বেহদের কথা, তখনই বেহদের বাবা আসেন (দুঃখের সময়)। বাবা বলেন দাতা আমি একজনই, অন্য আর কেউ দাতা হতে পারে না। বাবার কাছে সবাই চায়, সাধু সন্তরাও মুক্তি প্রার্থনা করে। ভারতের গৃহস্থ মানুষেরা ভগবানের কাছে জীবনমুক্তি প্রার্থনা করে, সুতরাং দাতা একজনই। গায়নও আছে -- সবার সঙ্গতি দাতা একজনই। সাধুরাই যেখানে সাধনা করে, অন্যদের সঙ্গতি ওরা কিভাবে দেবে? মুক্তিধাম আর জীবনমুক্তি ধাম দুটোরই মালিক একজন - বাবা। উনি নিজের সময় অনুসারে একবারই আসেন। এছাড়া বাকি সবাই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসে। ইনি একবারই আসেন যখন রাবণ রাজ্য শেষ হতে যায়, তার আগে আসেন না। ড্রামায় পার্টই নেই। সুতরাং বাবা বলেন তোমরা আমার দ্বারাই আমাকে চিনতে পার। মানুষ জানে না, তাই সর্বব্যাপী বলে দেয়।

এখন তো রাবণ রাজ্য। ভারতবাসীরাই রাবণকে জ্বালায়। অতএব এটাই প্রমাণ হয় যে, ভারতেই রাবণ রাজ্য, রাম রাজ্যও ভারতেই। এসব কথা রাম রাজ্য স্থাপনকারীরাই বোঝাতে পারে, কিভাবে রাবণ রাজ্য হয়। এসব কথা কে এসে বোঝান? নিরাকার শিব ভগবানুবাচ। আত্মাকে শিব বলা হয় না। আত্মারা সব শালিগ্রাম। শিব একজনকেই বলা হয়। শালিগ্রাম তো অনেক আছে। এ হলো রুদ্র জ্ঞান যন্তু। *ওরা ব্রাহ্মণরা যন্তু রচনা করে, যেখানে একটা বড়ো শিবলিঙ্গ আর ছোট ছোট শালিগ্রাম বানিয়ে পূজা করে। দেবতাদের পূজা তো প্রতি বছর হয়। এখানে প্রতিদিন মাটির মূর্তি তৈরি করে তার পূজা করে। রুদ্রর অনেক মহিমা। শালিগ্রাম কারা, সে তো ওরা জানে না। তোমরা শিবশক্তি সেনা পতিতদের পবিত্র করে তোলো। শিবের পূজা তো হয়, শালিগ্রাম কোথায় যাবে? তাই অনেক মানুষ রুদ্র যন্তু রচনা করে শালিগ্রাম পূজা করে। শিববাবার সাথে বাচ্চারাও পরিশ্রম করেছে। শিববাবার সহযোগী। ওদেরই বলা হয় ইশ্বরের সহযোগী*। স্বয়ং নিরাকার নিশ্চয়ই কোনও শরীরেই আসবেন, তাই না! স্বর্গে তো সহযোগের প্রয়োজন নেই। শিববাবা বলেন, দেখো এরা আমার সহযোগী বাচ্চা। নম্বর অনুসারেই তো হবে না! সবার পূজা তো করা সম্ভব নয়। এই যন্তু ভারতেই রচিত হয়। এই রহস্য বাবাই বোঝান। ওরা ব্রাহ্মণরা বা শেঠরা খোড়াই এসব জানে। বাস্তবে এটাই হলো রুদ্র জ্ঞান যন্তু। বাচ্চারা পবিত্র হয়ে ভারতকে স্বর্গ করে তোলে। এটা একটা বড়ো হাসপিটাল, যেখানে যোগ দ্বারা আমরা এভারহেল্ডী হয়ে

উঠি। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। দেহ-অহঙ্কার হলো প্রথম বিকার, যা যোগ ছিন্ন করে দেয়।

দেহ-বোধ (বডি কনসাস) হলেই বাবাকে ভুলে যায় আর তখনই আরও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নিরন্তর যোগে থাকাই অনেক পরিশ্রমের। মানুষ কৃষ্ণকে ভগবান মনে করে তার পূজা করে। কিন্তু সে তো পতিত-পাবন নয়, যে তার চরণকে পূজা করতে হবে। শিব তো হলেন চরণ বিহীন। *উনি এসে তো মাতাদের সার্ভেন্ট হন আর বলেন বাবা আর স্বর্গকে স্মরণ করলে তোমরা ২১ জন্মের জন্য রাজস্ব করতে পারবে। ২১ কুল-এর গায়নও আছে। অন্য কোনও ধর্মে এই গায়ন নেই। অন্য কোনও ধর্মাবলম্বীরা ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের বাদশাহি প্রাপ্ত করে না। এটাও ড্রামায় নির্ধারিত*। দৈবী ধর্মের যারা অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে তারাই আবার বেড়িয়ে আসবে। স্বর্গে তো অপার সুখ। নতুন দুনিয়া, নতুন মহল অনেক সুখ প্রদান করবে। অল্প পুরানো হয়ে গেলে কিছু না কিছু দাগ লেগে যায়, তখন তাকে রিপেয়ার (মেরামত) করা হয়। যেমন বাবার অপরামপর মহিমা, ঠিক তেমনই মহিমা স্বর্গের। যার মালিক হওয়ার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছ, আর কেউ স্বর্গের মালিক বানাতে পারে না।

তোমরা বাচ্চারা জানো বিনাশের দৃশ্যাবলী (সিন) কতখানি বেদনাদায়ক। তার আগেই বাবার অবিনাশী বর্ষা গ্রহণ করা উচিত। বাবা বলেন এখন আমার হও, অর্থাৎ ঈশ্বরীয় কোল গ্রহণ করো। শিববাবা বড়ো, তাই না! সুতরাং তোমাদের প্রাপ্তিও অগাধ। স্বর্গের অপার সুখের নাম শুনলেই মুখে জল এসে যায়। বলাও হয় অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে। স্বর্গ ভালো লাগে তাই না! এখানে তো নরক-ই। যতক্ষণ সত্যযুগ না আসবে ততক্ষণ কেউ স্বর্গে যেতে পারবে না। বাবা বোঝান এই জগদম্বা গিয়ে স্বর্গের মহারানী লক্ষ্মী হন তারপর বাচ্চারা নম্বর অনুসারে পদ প্রাপ্ত করে। মাশ্বা বাবা (ব্রহ্মা) অনেক বেশী পুরুষার্থ করেন। রাজস্ব তো ওখানে বাচ্চারাও করবে, না! শুধুমাত্র লক্ষ্মী-নারায়ণ তো করবে না। বাবা এসেই মানুষ থেকে দেবতা করে তোলেন, শিক্ষা প্রদান করেন। যদিও বলে কৃষ্ণ দেবতা করে তোলে কিন্তু তাকেও তো দ্বাপরে নিয়ে গেছে। দ্বাপরে তো দেবতারা থাকে না। সন্ন্যাসীরা বলতে পারবেনা যে আমরা স্বর্গে যাওয়ার পথ বলে দিই। তার জন্য তো ভগবানকে প্রয়োজন। *বলাও হয় মুক্তি - জীবনমুক্তির দ্বার কলিযুগের শেষে গিয়ে খুলবে*। এ হলো রুদ্র জ্ঞান যন্তু। আমি হলাম শিব, রুদ্র আর এরা হলো শালিগ্রাম। এরা সবাই শরীরধারী। আমি শরীরকে লোন নিয়েছি। এরা সবাই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ছাড়া এই জ্ঞান কারও হয়না। শূদ্রদেরও হয় না। সত্য যুগে দেবতারা পারসবুদ্ধির (দিব্য বুদ্ধি) ছিল, যে কথা বাবা এখন এসে বলেন। সন্ন্যাসীরা কাউকে পারসবুদ্ধি করে তুলতে পারে না। যদিও নিজেরা পবিত্র থাকে কিন্তু রোগগ্রস্ত হয়। স্বর্গে কেউ রোগগ্রস্ত হয় না। ওখানে তো অপার সুখ। তাই বাবা বলেন সম্পূর্ণ পুরুষার্থ কর। রেস হয় না! এ হলো রুদ্র মালা গাঁথার রেস। আমি আত্মাকে যোগের দৌড় লাগাতে হবে। যত যোগযুক্ত হবে বোঝা যাবে এ দ্রুত দৌড়াচ্ছে। তার বিকর্মও বিনাশ হতে থাকবে। তোমরা উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতেও যাত্রা পথে আছ। বুদ্ধি যোগ দ্বারা এ হলো এক সুন্দর যাত্রা। তোমরা বল স্বর্গের এমন অপার সুখ প্রাপ্তির জন্য কেন পবিত্র থাকব না! মায়া আমাদের কোনও ভাবেই টলাতে পারবে না। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হয়। অন্তিম জন্ম, মরতে তো হবেই, তবে কেন বাবার কাছ থেকে অবিনাশী বর্ষা গ্রহণ করব না! অসংখ্য বাচ্চা বাবার। প্রজাপিতা তিনি, নিশ্চয়ই নতুন রচনা সৃষ্টি করবেন। নতুন রচনা হয় ব্রাহ্মণদের। ব্রাহ্মণরা হলো রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার। দেবতারা তো প্রালব্ধ ভোগ করে। তোমরা ভারতের জন্য সার্ভিস কর তাই তোমরাই স্বর্গের মালিক হও। ভারতের সার্ভিস করা মানেই সবার সার্ভিস করা। সুতরাং এ হলো রুদ্র জ্ঞান যন্তু। রুদ্র শিবকে বলা হয়, নাকি কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ তো সত্য যুগের প্রিন্স। ওখানে এই যন্তু ইত্যাদি হয় না। এখন হলো রাবণ রাজ্য। এ শেষ হয়ে যাবে। তারপর আর কখনও রাবণ তৈরি হবে না। বাবা এসেই এই শিকল থেকে মুক্ত করেন। এই ব্রহ্মাকেও শিকল থেকে মুক্ত করেছেন তাই না! শাস্ত্র পড়তে পড়তে কি অবস্থা হয়েছিল! তাই বাবা বলছেন এখন আমাকে স্মরণ কর। যাদের বাবাকে স্মরণ করার সাহস নেই, পবিত্র থাকে না, তারা অপয়োজনীয় প্রশ্ন করতে থাকে। বাবা বলেন মনমনাভব। যদি কোনও বিষয়ে নিজেকে দিশেহারা মনে হয়, তবে সেই বিষয় থেকে সরে এসো। মনমনাভব। এমন নয় যে প্রশ্নের রেসপন্স না পেয়ে এই পড়া-ই ছেড়ে দেবে। বলে - ভগবান আছে যখন, তখন রেসপন্স কেন করবে না? বাবা বলেন তোমাদের কাজ হলো বাবা আর বর্ষাকে স্মরণ করা। চক্রকেও স্মরণ করতে হবে। ওরাও (ভক্তি মার্গ) ত্রিমূর্তি আর চক্রকে দেখায়। লিখে থাকে - "সত্যমেব জয়তে" কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। তোমরা বোঝাতে পার -- শিববাবাকে স্মরণ করলে সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করও স্মরণে আসবে আর স্বদর্শন চক্র স্মরণ করলে বিজয়ী হতে পারবে। 'জয়তে' অর্থাৎ মায়াকে জয় করা। কত বোঝার ব্যাপার। এখানে নিয়ম আছে -- হংস সভায় বক বসতে পারে না। বি•কে• যারা স্বর্গের পরী তৈরি করে তাদের উপর অনেক দায়িত্ব থাকে। সর্বপ্রথম যখন কেউ আসে তাকে সবসময় জিজ্ঞাসা কর -- আত্মার বাবা কে জান? প্রশ্ন যে জিজ্ঞাসা করবে নিশ্চয়ই সে জানবে। সন্ন্যাসীরা এমনটা কখনও জিজ্ঞাসা করবে না। ওরা তো জানেই না। তোমরা তো জিজ্ঞাসা করবে -- বেহদের বাবাকে জান? প্রথমে তাঁর

সাথে যুক্ত হও । ব্রাহ্মণদের এটাই নেশা থাকা উচিত । বাবা বলেন -- হে আত্মারা, আমার সাথে যোগযুক্ত হও, কেননা আমার কাছেই আসতে হবে । সত্যযুগের দেবী -দেবতারা বহুকাল বিচ্ছিন্ন ছিল, তাই সর্বপ্রথম জ্ঞান তারাই পাবে । লক্ষ্মী-নারায়ণ ৪৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছে, সুতরাং প্রথম জ্ঞান তাদেরই পাওয়া উচিত ।

মনুষ্য সৃষ্টির যে বৃক্ষ (ঝাড়) আছে, তার পিতা হলেন ব্রহ্মা আর আত্মার পিতা হলেন শিব । অতএব বাবা আর দাদা হলেন না ! তোমরা হলে তাঁর পৌত্র । ওঁনার কাছ থেকেই তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত কর । বাবা বলেন আমি নরকে(বর্তমান পৃথিবী) গেলেই তো স্বর্গ রচনা করতে পারব। শিব ভগবানুবাচ -- লক্ষ্মী-নারায়ণ ত্রিকালদর্শী নয় । ওদের এই "রচয়িতা আর রচনার" জ্ঞান নেই। তাহলে তাদের পরম্পরা কিভাবে চলে ? কেউ কেউ ভাবে এরা তো শুধু বলে দেয় - এই মৃত্যু আসছে, কিন্তু কিছুই তো হয় না । এর উপর একটি দৃষ্টান্ত আছে না ! এক রাখাল বালক প্রায়ই বল, বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে, কিন্তু বাঘ আসে নি । শেষ পর্যন্ত সত্যিই একদিন বাঘ এল আর সবকটি ছাগলকে খেয়ে ফেলল । এসব কথা এখনকার জন্যই । একদিন কাল (মৃত্যু) এসে সবাইকে গ্রাস করবে তখন কি করবে ? ভগবানের এটা কত বড়ো যজ্ঞ । পরমাত্মা ছাড়া এতো বড়ো যজ্ঞ আর কেউ রচনা করতে পারবে না । ব্রহ্মা বংশী ব্রাহ্মণ বলেও পবিত্র না হলে এখানেই মরতে হবে । শিববাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হয় । মিষ্টি বাবা, স্বর্গের মালিকানা প্রদানকারী বাবা, আমি তো তোমারই, শেষ পর্যন্ত তোমার হয়েই থাকব। এমন বাবা বা সাজনকে পরিত্যাগ করলে মহারাজা-মহারানী হতে পারবে না । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ -স্মরণ আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সত্যিকারের ঈশ্বরের সহযোগী (খাদা-ই খিদমৎগার) হয়ে ভারতকে স্বর্গ তৈরি করার কার্যে পবিত্রতা রক্ষা করে, বাবার সহযোগী হয়ে উঠতে হবে । আধ্যাত্মিক (রুহানী) সোশ্যাল ওয়ার্কার হতে হবে ।

২) কোনও প্রকারের প্রশ্নে সংশয়ান্বিত হয়ে পড়া ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় । প্রশ্নকে ছেড়ে বাবা আর অবিনাশী বর্সাকে স্মরণ করতে হবে ।

বরদান:- স্ব পরিবর্তন আর বিশ্ব পরিবর্তনের দায়িত্বশীল রাজমুকুট ধারণকারী তথা বিশ্ব রাজ্যের রাজমুকুট ধারণকারী ভব*

যেমন বাবার প্রতি, তাঁর প্রাপ্তির প্রতি তোমরা প্রত্যেকে নিজের অধিকার আছে বলে মনে কর, তেমনই স্ব পরিবর্তন আর বিশ্ব পরিবর্তন দুইয়ের-ই যদি দায়িত্বের রাজমুকুটধারী হতে পার তবেই বিশ্ব রাজ্যের রাজমুকুটের অধিকারী হতে পারবে । বর্তমানই হল ভবিষ্যতের আধার । চেক কর এবং জ্ঞানের দর্পণ দিয়ে দেখ যে ব্রাহ্মণ জীবনের পবিত্রতা, অধ্যয়ন আর সেবার দ্বি মুকুট আছে কি ? যদি এখানে কোনও মুকুট অসম্পূর্ণ থাকে যায়, তবে ওখানেও (সত্য যুগে) ছোট মুকুটের অধিকারী হবে ।

শ্লোগান:- সবসময় বাপদাদার ছত্রছায়ায় ভিতরে থাকলে বিঘ্ন -বিনাশক হয়ে যাবে ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - শুভ কার্যে দেবী করা উচিৎ নয়, নিজের ভাই-বোনের হোঁচট(ঠোঁক) খাওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে, (জ্ঞানের) ভুঁ-ভুঁ করে নিজের সমান বানাতে হবে"

প্রশ্ন:- কোন বিষয়ে অনর্থ হওয়ায় ভারত কড়ি-তুল্য হয়ে গেছে ?

উত্তর :- সর্বাপেক্ষা বড় অনর্থ হয়েছে এই যে গীতার স্বামীকে(ভগবান) ভুলে গীতা জ্ঞানের দ্বারা জন্ম নেওয়া বাচ্চাকেই স্বামী বলে দিয়েছে। এই একটি অনর্থের কারণেই সবাই বাবার থেকে বিমুখ হয়ে গেছে। ভারত কড়ি-তুল্য হয়ে গেছে। এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার থেকে তাঁর সম্মুখে বসে সত্যিকারের গীতা শুনছো, যে গীতা জ্ঞানের দ্বারা দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপিত হয়, তোমরা শ্রীকৃষ্ণ-সম হয়ে যাও।

গীত :- কে এই সব খেলা রচনা করেছে

ওম্ শান্তি । ব্রাহ্মণ কুলভূষণ বাচ্চারা বুঝতে পেরে গেছে যে অবশ্যই আমাদেরই স্বর্গের প্রভূত অসীম সুখ ছিল, আমরা অত্যন্ত খুশীতে ছিলাম, আমরা জীব আত্মারা স্বর্গে অত্যন্ত মজায় ছিলাম তাহলে আবার কি হলো? রং-রূপের(রঙ্গীন) মায়া এসে আমাদের ছাড়িয়ে নিয়ে গেলো। বিকারের কারণেই একে নরক বলা হয়। সমগ্র দুনিয়াই নরক। এখন এই যে ভ্রমরীর উদাহরণ দেওয়া হয়, ভ্রমরী আর ব্রাহ্মণী দুজনেরই কাজ এক। ভ্রমরীর উদাহরণ তোমাদের উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়। ভ্রমরী কীট(পোকা) ধরে নিয়ে যায়। ঘর বানিয়ে তার মধ্যে পোকা রেখে দেয়। এও হলো নরক। এখানে সবাই কীট। কিন্তু সব কীট-ই দেবী-দেবতা ধর্মের নয়। যেকোনো ধর্মীয়-ই হোক সবাই হলো নরকবাসী কীট। এখন দেবী-দেবতা ধর্মের কীট কে? তা কি করে জানা যাবে। এরা ব্রহ্মা বংশীয় ব্রাহ্মণী যারা বসে ভুঁ-ভুঁ করে। যারা দেবতা ধর্মের হবে তারাই থাকতে পারবে। যারা হবে না, তারা থাকতে পারবে না। নরকবাসী কীট তো সকলেই। সন্ন্যাসীরাও এটাই বলে যে, নরকের এই সুখ হলো কাক-বিষ্ঠা সমান। তাদের এটা জানা নেই যে স্বর্গে অগাধ সুখ। এখানে ৫ শতাংশ সুখ আর ৯৫ শতাংশ দুঃখ। তাই একে কোনো স্বর্গ বলা যাবে না। স্বর্গে তো দুঃখের কোনো কথাই নেই। এখানে তো অনেক শাস্ত্র, অনেক ধর্ম তো অনেক মত হয়ে গেছে। স্বর্গে তো একটিই অদ্বৈত দেবতা মত। একটিই ধর্ম। তাহলে তোমরা হলে ব্রাহ্মণী। তোমরা যখন ভুঁ-ভুঁ কর তখন যারা এই ধর্মের তারা থেকে যায়। অনেক প্রকারের হয়। কেউ প্রকৃতিকে(নেচার) মানে, কেউ বিজ্ঞানকে, কেউ বলে এই সৃষ্টি কল্পনা মাত্র। এরকম কথা-বার্তা এখানেই বলা হয়ে থাকে, সত্যযুগে বলা হয় না। এই বেহদের পিতা ব্রহ্মার মুখ-কমলের দ্বারা নিজের বাচ্চাদের বসে বোঝান যে তোমরা আমার কাছে ছিলে, এখন আবার আমার কাছেই আসতে হবে। এর মধ্যে তো কোনো শাস্ত্রের কথা ওঠে না। ক্রাইস্ট তথা বুদ্ধ আসেন, তারাই এসে শোনায়, ওই সময় তো শাস্ত্রের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। ক্রাইস্ট বাইবেল পড়তো কি? বাইবেলের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা নিজের অবস্থা তো দ্যাখো! মায়া রাবণ তোমাদের কেমন হাল (অবস্থা) করে দিয়েছে। বুঝতেও পারে যে আমরা হলাম আসুরী রাবণ সম্প্রদায়ের। রাবণকে জ্বালানো হয়, কিন্তু জ্বলে না। রাবণের এই জ্বলা কবে বন্ধ হবে? একথা মানুষের জানা নেই। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় দৈবী সম্প্রদায়। তোমরা বাচ্চারা হলে আমার, এখন আমি পুনরায় এসেছি বাচ্চারা, তোমাদের রাজযোগ শেখাতে। অনেক ধর্ম রয়েছে। তার

মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে পরিশ্রম লাগে। গীতাও কোথা থেকে এসেছে? আদি সনাতন ধর্ম যে ছিল তার চিহ্ন কোথা থেকে বেরিয়েছে। যা আবার ঋষি-মুনিরা বসে তৈরী করেছেন, যা এখনো পর্যন্ত শুনে চলেছি। বেদের গীত গুলি কারা রচনা করেছে ? বেদ-শাস্ত্রের পিতা কে? বাবা বলেন - গীতার ভগবান হলাম আমি। গীতা মাতার রচনা করেছেন শিববাবা, আর তার থেকেই জন্ম হয়েছে কৃষ্ণের। ঔনার সাথেই রাধা ইত্যাদি সবাই এসে যায়। প্রথমেই হলো ব্রাহ্মণ।

বাচ্চারা, তোমাদের এই নিশ্চয় রয়েছে যে ইনি হলেন আমাদের মোস্ট বিলাভেড বাবা - যাঁকে সবাই বলে ও গড় ফাদার দয়া করো ! ভক্তরা ডাকে যে কি করে দুঃখ থেকে মুক্তি পাবো। যদি ভগবান সর্বব্যাপী হয় তাহলে তো ডাকার কোনো প্রশ্নই থাকে না। মূখ্য হলো গীতার কথা, কত যজ্ঞ ইত্যাদি রচনা করা হয়। এখন তোমরা এমন প্রচারপত্র (পরচা) ছাপাও। কত অনর্থ হয়ে গেছে। যেখানে-সেখানে দেখো গীতা লিখতে থাকে। গীতা কে রচনা করেছেন, কে গেয়েছেন, কখন গেয়েছেন, কে বানিয়েছেন, কিছুই জানে না। শ্রীকৃষ্ণেরও যথার্থ পরিচয় নেই। ব্যস, বলে দেয় যে, যেকোনো দেখো সর্বব্যাপী কৃষ্ণই কৃষ্ণ রয়েছে। রাধার ভক্তরা রাধার উদ্দেশ্যে বলে সর্বব্যাপী রাধাই রাধা রয়েছে। যদি একমাত্র নিরাকার পরমাত্মাকেই বলা হয় তবুও ঠিক। সবাইকে কেন সর্বব্যাপী করে দিয়েছে। গনেশের উদ্দেশ্যেও বলা হয় সর্বব্যাপী। এক মথুরা শহরেই কেউ বলবে শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপী, কেউ বলবে রাধা সর্বব্যাপী। কত জটিলতা সৃষ্টি করেছে। একজনের মত অন্যজনের সাথে মেলে না। একই ঘরে বাবার গুরু আলাদা তো বাচ্চাদের গুরু আলাদা। বাস্তবে গুরু করা হয় বাণপ্রস্থ অবস্থায়। বাবা বলেন, আমি ঔনার(ব্রহ্মা) বাণপ্রস্থ অবস্থাতেই আছি। দুনিয়ায় তো যারা যত বড় গুরু হয় তাদের ততই নেশা থাকে। আদি দেবকেই মহাবীর নাম দেওয়া হয়েছে। হনুমানকেও মহাবীর বলা হয়। মহাবীর তো হলে তোমরা, শক্তির। দিলবাড়া মন্দিরে শক্তিসেনারা বাঘের উপর অধিষ্ঠিত আর পান্ডবরা হাতীর উপর। মন্দির বড় যুক্তি-যুক্তভাবে তৈরী করা হয়েছে। অবিকল তোমাদের স্মরণ-চিহ্ন। তোমরা তো ওই সময় থাকবে না যে তোমরা তোমাদের চিত্র দেবে। মন্দির তো দ্বাপরে তৈরী হয়েছে তাহলে তোমাদের চিত্র কোথা থেকে আসবে। সেবা(সার্ভিস) তো তোমরা এখন করছো। সব কথাই তো এখনকার। তারা পরে শাস্ত্র বানিয়েছে। আমরা যদি গীতার নাম না নিই তবে মানুষ মনে করবে - জানি না যে এ কোন্ নতুন ধর্ম ? কত পরিশ্রম করতে হয়। তারা তো শুধু এই দুনিয়ায় ধর্ম স্থাপন করে। তোমাদেরকে বাবা নতুন দুনিয়ার জন্য তৈরী করেন।

বাবা বলেন, আমার মতো কর্তব্য কেউ করতে পারে না। সব পতিতকেই পবিত্র বানাতে হয়। এখন বাচ্চারা, তোমাদের, সবাইকে সাবধান করতে হবে। ভারতে কত অনর্থ হয়ে গেছে। সেই কারণেই ভারত কড়ি-তুল্য হয়ে গেছে। বাবা, গীতা মাতার দ্বারা কৃষ্ণকে জন্ম দিয়েছেন, ওরা আবার কৃষ্ণকে গীতার স্বামী(ভগবান) বানিয়ে দিয়েছে। গীতার স্বামী তো শিব, উনি গীতার দ্বারা কৃষ্ণের জন্ম দিয়েছেন। তোমরা সবাই হলে সঞ্জয়, শোনান একমাত্র শিববাবা। প্রাচীন দেবী-দেবতা ধর্মের রচয়িতা কে? এইসব লেখার জন্য বুদ্ধি চাই। গীতার দ্বারাই আমরা জন্ম নিচ্ছি। মাশ্বা রাধা হবেন, ইনি(ব্রহ্মা) আবার হবেন কৃষ্ণ। এ হলো গুপ্ত কথা, তাই না ! ব্রাহ্মণদের জন্মকে কেউ বুঝতে পারে না। বিষয়টি হলো কৃষ্ণ আর পরমাত্মার। ব্রহ্মা, কৃষ্ণ আর শিববাবা - এইসব কথা অতি গুঢ় (রহস্যময়), তাই না ! এই সমস্ত কথাকে যে বুঝবে তাকে অনেক বড় বুদ্ধিমান হতে হবে। যারা সম্পূর্ণ যোগে থাকবে, তাদের বুদ্ধি পারশ(স্বচ্ছ/ দিব্য) হতে থাকবে। যাদের বুদ্ধি সদা ব্যর্থভাবে এদিকে-ওদিকে ঘুরতে থাকে, সেই বুদ্ধিতে একথা বসতে পারে না। বাবা তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের

কত উচ্চ নলেজ দিচ্ছেন। বিদ্যার্থীরাও নিজেদের বুদ্ধি চালায়, তাই না ! তাই এখন বসে লেখো যে, শুভ কার্যে দেবী করা উচিত নয়। আমরা সাগরের সন্তান তাই আমরা নিজেদের ভাই-বোনের রক্ষা করব। বেচার-রা হোঁচট খেতেই থাকে। ওরা বলবে যে, বি. কে. -রা এতো চিংকার করছে, কিছু ব্যাপার তো আছেই। লক্ষ লক্ষ প্রচারপত্র (পরচা) ছাপিয়ে গীতা-পাঠশালাগুলিতে বিলি কর। ভারত অবিনাশী খন্ড আর সর্বোত্তম তীর্থ। যে বাবা সকলকে সঙ্গতি দেন তাঁর তীর্থস্থানকেই গুপ্ত করে দিয়েছে, আবার তাঁর নাম প্রকাশিত করতে হয়। ফুল অর্পণ করার মতো তো একমাত্র শিবই রয়েছেন। বাকী সবই তো ব্যর্থ। গীতাপাঠশালা তো অনেক রয়েছে। তোমরা বেশ(বস্ত্র) বদল করে সেখানে যাও। পরে যদিও বুঝতে পারবে যে এরা অবশ্যই বি. কে.। এই ধরনের প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে না। আচ্ছা!

তোমরা বোঝো যে শিববাবা ব্রহ্মার শরীরে বসে এই কথা বোঝান। যে বাবা স্বর্গের মালিক বানান, এখন তিনি এসেছেন। তোমরা নতুন দুনিয়ায় পুনর্জন্ম নেবো। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস ১২-০১-৬৯(12-01-69)

তোমরা, বাচ্চারা এক পিতার স্মরণ বসেছো, একের স্মরণে থাকা - একে বলা হয় অব্যভিচারী স্মরণ। যদি এখানে বসেও অন্য কেউ স্মরণে আসে তাহলে তাকে ব্যভিচারী স্মরণ বলা হবে। থাওয়া-দাওয়া, থাকা এক ঘরে, আর স্মরণ অন্যকে, এ তো ঠকানো হয়ে গেলো। ভক্তিও যতক্ষণ এক শিববাবাকে করে ততক্ষণ পর্যন্ত তা অব্যভিচারী ভক্তি আর অন্যান্যদের স্মরণ করা, সে তো ব্যভিচারী ভক্তি হয়ে যায়। এখন তোমরা বাচ্চারা জ্ঞান পেয়েছো, এক বাবাই কত কামাল করেন। আমাদের বিশ্বের মালিক বানান। তাই সেই এক-কেই স্মরণ করা উচিত। আমার তো একজনই। কিন্তু বাচ্চারা বলে যে শিববাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যায়। বাহ! ভক্তিমার্গে তো তোমরা বলেছিলে যে আমরা একের-ই ভক্তি করব। একমাত্র সেই পতিত-পাবন, আর তো কাউকে পতিত-পাবন বলা হয় না। একজনকেই বলা যায়। সেই উচ্চ থেকে উচ্চতম। এখন তো ভক্তির কোনো কথাই নেই। বাচ্চাদের জ্ঞান রয়েছে। জ্ঞান-সাগরকে স্মরণ করতে হবে। ভক্তিমার্গে বলে যে আপনি এলে শুধুমাত্র আপনাকেই আমরা স্মরণ করব। তাহলে সে কথা তো স্মরণ করা উচিত। প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমরা কি একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করি ? না অনেক মিত্র-সম্বন্ধী ইত্যাদিদের-ও স্মরণ করি ? এক বাবার সাথেই হৃদয়ের যোগ যেন থাকে। যদি হৃদয় অন্যদিকে যায় তবে স্মরণ ব্যভিচারী হয়ে যায়। বাবা বলেন, মামেকম্ স্মরণ কর। ওখানে (স্বর্গ) আবার তোমরা দৈবী সম্বন্ধ পাবে। নতুন দুনিয়ায় সবকিছুই নতুন পাবে। তাই নিজেকে পরীক্ষা করতে হবে যে আমরা কাকে স্মরণ করি। বাবা বলেন, তোমরা পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ কর। আমিই পতিত-পাবন, চেষ্টা করে অন্যদিক থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যত স্মরণ করবে ততই পাপ দূর হবে। এমন নয় যে আমরা যতটা স্মরণ করব বাবাও ততটাই স্মরণ করবে। বাবাকে কী কোনো পাপ দূর করতে হয় ! এখন তোমরা এখানে বসে রয়েছো পবিত্র হওয়ার জন্য। শিববাবাও এখানে রয়েছেন। তাঁর তো নিজের শরীর নেই, লোন নিয়েছেন। তোমরা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছো - বাবা আপনি এলে আমরা আপনার কাছে সমর্পিত হয়ে নতুন দুনিয়ার মালিক হয়ে যাব। নিজের

মনকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। এ তো জানো যে বুদ্ধিযোগের সংযোগ (লিংক) প্রতি মুহূর্তে বাবার থেকে ছিন্ন হয়ে যায়। বাবা জানেন যে যোগাযোগ(লিংক) ছিন্ন হবে, আবার স্মরণ করবে, পুনরায় ছিন্ন হবে। বাচ্চারা নশ্বরের ক্রমানুসারে পুরুষার্থ তো করতেই থাকে। ভাল মতন স্মরণে থাকলে, তবেই এই ডিনায়েস্টিতে (রাজত্ব) আসবে। নিজের পরীক্ষা করতে থাকো, ডায়েরী লেখো। সারাদিনে আমাদের বুদ্ধিযোগ কোথায় কোথায় গেছে ? তখন বাবা পুনরায় বোঝাবে। আশ্বাস যে মন, বুদ্ধি রয়েছে তা সদা পালিয়ে বেড়ায়। বাবা বলেন পালিয়ে গেলে ক্ষতি হয়ে যাবে। আমাদের স্মরণ করলে অনেক লাভ হয়, বাকী সবেতেই তো ক্ষতির পর ক্ষতি হয়। স্মরণ করতে হবে প্রধানতঃ একজনকেই। নিজেকে সাবধানে রাখতে হবে। প্রতিটি পদক্ষেপেই(কদমে) লাভও হয়, আবার প্রতি পদে ক্ষতিও হয়। ৮৪ জন্ম দেহধারীদের স্মরণ করে ক্ষতিই হয়েছে। এক এক দিন করে ৫ হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, ক্ষতিই হয়েছে, এখন বাবার স্মরণে থেকে লাভ(ফায়দা) করতে হবে।

এমনভাবে বিচার সাগর মন্বন করে জ্ঞান-রত্ন বের করতে হবে, একাগ্রচিত হয়ে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। অনেক বাচ্চাদের কড়ি(টাকা-পয়সা) উপার্জনের চিন্তাই বেশী থাকে। মায়াই রোজগার ইত্যাদির বিচার নিয়ে আসে। ধনীদেব তো অনেক বিচার আসে। বাবা কি করবে। বাবার(ব্রহ্মা) তো কত ভাল ব্যবসা ছিল। এদিক ওদিক ধাক্কা(ঠোকা) খাওয়ার কোনো দরকারই ছিল না। কোনো ব্যবসায়ী এলে আমি জিজ্ঞাসা করতাম, প্রথমে একথা বলো তো যে তুমি ব্যবসায়ী না এজেন্ট?(হিস্ট্রি) ব্যবসা ইত্যাদি করেও তোমাদের বুদ্ধির যোগ বাবার সাথে রাখতে হবে। এখন কলিযুগ সম্পূর্ণ হয়ে সত্যযুগ আসছে। পতিতরা তো সত্যযুগে যাবে না। যত স্মরণ করবে ততই পবিত্র হবে। পবিত্রতার দ্বারা ধারণা ভাল হবে। পতিত না স্মরণ করতে পারবে, না ধারণা করতে পারবে। কেউ ভাগ্য(তকদীর) অনুসারে সময় পায়, পুরুষার্থ করে, কেউ আবার সময় পায় না, তাই স্মরণই করে না। যে যতটা চেষ্টা কল্প-পূর্বে করেছিল ততটাই করে, প্রত্যেককে নিজের থেকেই পরিশ্রম করতে হবে। পূর্বে উপার্জনে ক্ষতি হলে বলা হতো ঈশ্বরের ইচ্ছা। এখন বলা হয় ড্রামা। যা কল্প-পূর্বে হয়েছিল তাই হবে। এমন নয় যে এখন ৪ ঘন্টা স্মরণ করো আর অন্য কল্পে আরও বেশী করবে। না, শিক্ষা দেওয়া হয়। এখন পুরুষার্থ করবে তবেই প্রতি কল্পে ভাল পুরুষার্থ হবে। তাহলে পরীক্ষা কর যে বুদ্ধি কোথায় কোথায় যাচ্ছে। মল্লযুদ্ধে অনেক সাবধানে থাকতে হয়। আচ্ছা-রুহানী বাচ্চাদের রুহানী বাবার স্মরণ-স্নেহ, গুডনাইট ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) বুদ্ধিমান হওয়ার জন্য স্মরণের দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে দিব্য (স্বচ্ছ/পারশ) বানাতে হবে। বুদ্ধি এদিকে-ওদিকে বিভ্রান্ত যেন না হয়। বাবা যা শোনায় তার উপরেই বিচার করতে হবে।

২) ভ্রমরী হয়ে (জ্ঞানের) ভুঁ-ভুঁ করে নরকবাসী হয়ে পড়ে থাকা কীটদের(পোকা) দেবী-দেবতা বানানোর সেবা করতে হবে। শুভ কার্যে দেবী করবে না। নিজের ভাই-বোনের বাঁচাতে হবে।

বরদান :- অবিনাশী সুহাগ(বিবাহের সৌভাগ্য চিহ্ন) এবং ভাগ্যের তিলকধারী তথা ভবিষ্যতের রাজ্য তিলকধারী ভব

ব্যাখ্যা :- সঙ্গমযুগেই দেবাদিদেবের সৌভাগ্য-তিলক(সুহাগ) এবং পরমাত্ম বা ঈশ্বরীয় সন্তানের ভাগ্যের তিলক প্রাপ্ত হয়। যদি এই সৌভাগ্য (সুহাগ) আর ভাগ্যের তিলক অবিনাশী হয়, তখন মায়া সেই তিলককে মুছতে পারে না, তখন এখানকার সৌভাগ্য আর ভাগ্যের তিলকধারী-ই ভবিষ্যতের রাজ্য তিলকধারী হয়। প্রতি জন্মে রাজ্য-তিলকের উৎসব হয়। রাজার সাথে রয়্যাল ফ্যামিলিরও তিলক দিবস পালন করা হয়।

স্লোগান :- সদা একের স্নেহে লীন হয়ে থাক, তবেই এই প্রেম(মহব্বত) পরিশ্রম(মেহনত)-কে সমাপ্ত করে দেবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই পাঠশালায় এলে তোমাদের প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হয়, এক একটি জ্ঞান রত্ন লক্ষ লক্ষ মূল্যের সম্পত্তি, যা বাবা প্রদান করেন"

প্রশ্ন:- বাবা যে নেশাটি চড়িয়ে দেন, সেই নেশার প্রভাব হালকা হয়ে যায় কেন ? সদা নেশা চড়ে থাকার রহস্য কি ?

উত্তর :- নেশা তখন হালকা হয় যখন বাইরে গিয়ে পরিবারের আত্মীয় স্বজনদের মুখ দর্শন কর। নষ্ট মোহ হওনি। সদা নেশায় থাকার জন্যে বাবার সঙ্গে কথোপকথন (রুহরিহান) করতে শেখো। বাবা, আমরা আপনার ছিলাম, আপনি স্বর্গে পাঠিয়েছিলেন, আমরা ২১ জন্মের সুখ ভোগ করে তারপরে দুঃখী হয়েছি। এখন আমরা আবার সুখের বর্ষা নিতে এসেছি। নষ্ট মোহ হও তাহলে নেশা চড়বে।

গীত :- মরণ তোমার গলিতে, জীবন তোমার গলিতে

ওম্ শান্তি। এই কথা গুলি কার শুনলে ? গোপ গোপীকাদের। কার উদ্দেশ্যে বলছে ? পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবার উদ্দেশ্যে। নাম তো নিশ্চয়ই চাই তাইনা। বলে - বাবা, আপনার গলার হার বা মালা হতে আমরা জীবিত থেকেই আপনার আপন হই। আপনাকেই স্মরণ করলে আমরা আপনার গলার মালা হব। রুদ্র মালা তো বিখ্যাত। বাবা বুঝিয়েছেন সব আত্মারা হল রুদ্রের মালা। এ হল রুহানী বৃক্ষ (ঝাড়)। আর ওটা হল জিনিয়লজিক্যাল মানুষের বৃক্ষ, এ হল আত্মার ঝাড়। ঝাড় বা বৃক্ষের সেকশনও আছে। দেবী-দেবতাদের সেকশন, ইসলামীদের সেকশন, বৌদ্ধদের সেকশন। এইসব কথা অন্য কেউ বোঝাতে পারে না। গীতার ভগবান-ই বলেন। তিনি হলেন জন্ম-মরণ হীন। তাঁকে অজন্মা বলা যাবে না। কেবল জন্ম-মরণেই আসেন না, না, তাঁর কোনো স্কুল বা সূক্ষ্ম দেহও নেই। মন্দিরেও শিব লিঙ্গেরই পূজা হয়, তাঁকেই পরমাত্মা বলা হয়। দেবতাদের সামনে গিয়ে মহিমা করে। ব্রহ্মা পরমাত্মা নমঃ কখনও বলা হয় না। শিবকেই সদা পরমাত্মা রূপে স্বীকার করে। শিব পরমাত্মা নমঃ বলা হবে। ওটা হল মূল বতন, ওটি সূক্ষ্ম বতন আর এই হল স্কুল বতন।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে এখানে কেউ সেই জ্ঞান তোমাদের দেবে না যে পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী। যদি এনার মধ্যেও পরমাত্মা উপস্থিত থাকেন তাহলে এনাকেও পরমাত্মা নমঃ বলা হবে। শরীরে থাকাকালীন পরমাত্মা নমঃ বলা হয় না। বাস্তবে শব্দ গুলি হল মহান আত্মা, পুণ্য আত্মা, পাপ আত্মা। মহান পরমাত্মা বলা হয় না। পুণ্য পরমাত্মা বা পাপ পরমাত্মা শব্দও নেই। এইসবই তো বোঝার বিষয়, তাইনা ! শুধু তোমরা বাচ্চারাই জানো যে এই পাঠশালায় এলে প্রত্যক্ষফলদায়ী প্রাপ্তি হয়। এই পড়া করলে আমরা ভবিষ্যতে দেবী-দেবতা হব অন্য কেউ এমন বলতে পারে না। মানুষ থেকে দেবতা তোমরা হও। দেবতাদের মধ্যে সুখ্যাত হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ তাই সত্য নারায়ণের কথা বলা হয়। নারায়ণের সঙ্গে লক্ষ্মী তো অবশ্যই থাকবেন। সত্য রামের কথা বলা হয় না। সত্য নারায়ণের কথা বলা হয়। আচ্ছা, তাতে কি হবে ? নর থেকে নারায়ণ হবে। ব্যারিস্টার দ্বারা ব্যারিস্টারের কথা শুনে ব্যারিস্টার হবে। এখানে তোমরা আসো ভবিষ্যতের ২১ জন্মের প্রাপ্তির জন্যে। ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের প্রাপ্তি তখন হয় যখন সঙ্গমযুগ হয়। তোমরা জানো আমরা এসেছি বাবার কাছে সত্যযুগী রাজধানীর অবিনাশী বর্ষা নিতে। কিন্তু প্রথমে তো এই কথা পাকা নিশ্চয়

থাকা চাই যে শিববাবা হলেন আমাদের বাবা। তিনি এই ব্রহ্মারও বাবা। সুতরাং বী. কে. দেব দাদু তিনি, তাইনা ! এই বাবা (ব্রহ্মা বাবা) বলেন এই প্রপাটি আমার নয়। দাদুর (শিববাবার) প্রপাটি তোমরা প্রাপ্ত কর। শিববাবার কাছে জ্ঞান রত্নের ধন আছে। এক একটি রত্ন হল লক্ষ লক্ষ মূল্যের সম্পত্তি। এসব এতই মূল্যবান যে ২১ জন্মের জন্যে রাজ্য ভাগ্য কারো স্বপ্নেও থাকবে না। লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদির পূজা তো যদিও করা হয় কিন্তু এই কথা কারো জানা নেই যে এঁরা এই পদ প্রাপ্ত করেন কিভাবে ? সত্যযুগের আয়ু লক্ষ বছর বলে দিয়েছে তাই কিছু বুঝতে পারে না। এখন তোমরা জানো তাঁদের রাজত্ব করেছে ৫ হাজার বছর হয়ে গেছে। তারপরে প্রথম সম্রাট থেকে শুরু হয়েছে এমন কাহিনী বলা হয়। লং লং এগো (বহুদিন আগে) এই ভারতেই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। ভারতকে বহিস্ত, স্বর্গ বলা হয়। এইসব কারো বুদ্ধিতে নেই। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো কল্পের আয়ু-ই হল ৫ হাজার বছর। এই শাস্ত্রে যা কিছু লেখা আছে সবই ড্রামায় ফিট্রাড আছে। সেসব শুনে কিছুই রেজাল্ট আসবে না। কত আড়ম্বর করে। জগৎ অশ্বা হলেন একজন কিন্তু তাঁর কত রকমের মূর্তি তৈরি করে। জগৎ অশ্বা হলেন সরস্বতী, ব্রহ্মার কন্যা । ৮-১০ ভূজা কখনোই হয় না। বাবা বলেন এইসব হল ভক্তিমাগের সামগ্রী। জ্ঞানে এইসব কিছুই নেই, জ্ঞানে হল সাইলেন্সে থাকা । বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এমন অনেক কন্যারা আছে যারা কখনও দেখাও করেনি। চিঠিতে লেখে বাবা আপনি আমাদের চেনেন না কিন্তু আমি আপনাকে চিনেছি। আপনি হলেন সেই পিতা, আমরা আপনার কাছে বর্সা নেবো-ই। ঘরে বসে অনেকের সাক্ষাৎকার হয়। যদি সাক্ষাৎকার না হয় তাও লেখে। স্মরণে একদম লাভলীন হয়ে যায়, মগ্ন হয়ে যায়। বাবা হলেন সদগতি দাতা, তাঁকে কত ভালোবাসা উচিত। মা-বাবাকে বাচ্চারা জড়িয়ে ধরে, কারণ মা বাবা বাচ্চাদের সুখ দেন। কিন্তু আজকাল মা বাবা কোনো সুখ দেন না , উপরন্তু বিকার গ্রস্ত করে দেয়। বাবা বলেন - পাস্ট ইজ পাস্ট। এখন তোমরা শিক্ষা প্রাপ্ত করেছ - বাচ্চারা, কাম কাটারীর বিষয় ছেড়ে পবিত্র হও, কারণ এখন তোমাদের কৃষ্ণপূরী যেতে হবে। কৃষ্ণের রাজ্য হল সত্যযুগে। মানুষ কৃষ্ণকে দ্বাপরে দেখিয়েছে। সত্যযুগের প্রিন্স দ্বাপরে এসে গীতা শোনাবেন কিভাবে। তাঁকে তো শ্রী নারায়ণ হয়ে সত্যযুগে রাজত্ব করতে হবে।

ভগবানুবাচ - এই সময় সব মানুষ মাত্রই হল অসুরী স্বভাব যুক্ত। তাদের দৈবী স্বভাব যুক্ত করতে গীতার ভগবান আসেন। সেই পিতার নামের পরিবর্তে সন্তানের(কৃষ্ণের) নাম লিখে দিয়েছে, সেই সন্তানকে আবার দ্বাপরে নিয়ে গেছে। এও হল সবচেয়ে বড় ভুল। এতেই যাদব ও পাণ্ডবদের উপস্থিতি প্রমাণিত হয় না। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা তো ছিলে উঁচু দৈবী কুলের, তারপরেও তোমাদের এমন অবস্থা কেন হয়েছে ? এখন আবার তোমাদের দেবতায় পরিণত করি। মানুষ, মানুষকে স্বর্গের রাজা করতে পারে না। মানুষ কি স্বর্গের স্থাপনা করতে পারে নাকি ! আত্মাকে পরমাত্মা বলা কত বড় ভুল। সন্ন্যাসী তো মানুষ থেকে দেবতা করতে পারে না। এই কর্তব্য তো একমাত্র বাবার। আর্ষ সমাজী, আর্ষ সমাজী-ই তৈরি করবে। খ্রিষ্টান, খ্রিষ্টান-ই তৈরি করবে। যার কাছে তোমরা যাবে তারা তেমনই তৈরি করবে। দেবতা ধর্ম হল সত্যযুগে, তাই বাবাকে সঙ্গমে আসতে হয়। এ হল মহাভারতের যুদ্ধ, এই যুদ্ধের দ্বারাই তোমাদের বিজয় হয়। বিনাশের পরে জয় জয়কার হবে। তোমরা তো জানো যে বিনাশ-ও হবেই। আজ কেউ পদাসীন থাকলে তাকে পদচ্যুত করতে দেরি লাগে না। তাহলে কি একেই স্বর্গ বলা হবে ? এতো সম্পূর্ণ নরক। একে স্বর্গ বলা তো ভুল। মানুষ আজ কত দুঃখী। আজ কেউ জন্ম নিলে খুশী - সুখ এবং মরলে দুঃখ। এখানে তো

নষ্ট মোহ হতে হবে। নাহলে বাবা কখনোই সার্ভিসে যেতে বলবেন না। বাবা বলেন আমি তো নষ্ট মোহ । কোনো কিছুতে মোহ কেন রাখব । আমি তো গৃহস্থী নই।

তোমরা বাচ্চারা জানো ঠিক সময়ে এই পুরানো দুনিয়ায় আগুন লাগবে, বিনাশ হতে দেরি লাগে না। তোমরা যখন কোথাও ভাষণ দাও তখন বোঝাও যে এসে বেহদের বাবার কাছে বর্সা নাও। হদের পিতার (দৈহিক পিতা) কাছে হদের বর্সা প্রাপ্ত হয়। তোমরা ৬৩ বার নরকে জন্ম নিয়েছ। আমি তোমাদের ২১ জন্মের অবিনাশী উত্তরাধিকার (বর্সা) দিতে এসেছি। এবারে রাবণের বিনাশী উত্তরাধিকার (বর্সা) ভালো নাকি রামের বর্সা ? যদি রাবণের বর্সা ভালো তবে রাবণ দহন কর কেন ? শিববাবাকে কখনো আগুনে পোড়ান হয় কি ? কৃষ্ণকেও পোড়ানো হয় না। এটা তো হল রাবণ সম্প্রদায়। বিকার থেকে জন্ম হয়। এটা হল বেশ্যালয়, বিষয় সাগর। ওটা হল ভাইস লেস, শিবালয়, অমৃত সাগর। ক্ষীর সাগরে বিষ্ণুকে দেখানো হয় না ! এবারে ক্ষীরের সাগর সত্যি হয় নাকি। গরু দুধ দেয়। এখন দেখো বলা হয় ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী, তারপরে নিজেকে শিবোহম্ বলে দেয় কারণ নিজেরা পবিত্র থাকে, অন্যদের এমন বলে না যে - তোমার মধ্যে ঈশ্বর আছে, তোমার মধ্যে নেই কারণ তোমরা হলে পতিত। আত্মা বলে আমি এখন পরম পিতা পরমাত্মা দ্বারা পবিত্র হচ্ছি, পরে পবিত্র হয়ে রাজত্ব করব। তোমরা বহু বার বর্সা নিয়েছ এবং হারিয়েছ। ড্রামার এই চক্র বুদ্ধিতে সেট আছে। বাবা বোঝাচ্ছেন তোমরা সবাই হলে পার্বতী, আমি শিব। এ সব কাহিনী গল্প গাথা সব এখানকার কথা, সূক্ষ্ম বতনে তো কাহিনী ইত্যাদি হয় না। অমরকথা তোমাদের শোনানো হয় অমরপুরীর মালিক হওয়ার জন্যে। ওটা হল অমর লোক, সেখানে তো সর্বদাই সুখ থাকে, মৃত্যুলোকে আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ হয়। কত ভালো করে বোঝানো হয়। যারা কল্প পূর্বে বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করেছে, তাদেরই এখন পুরুষার্থ চলছে। এই সময় যা মিশনারী চলছে, আগেও এতই চলে ছিল। যদিও বাবা বলেন তোমরা যদি মন্ডর বা শিথিল সার্ভিস কর, সেক্ষেত্রে বাবা এই কথাও বলেন যে কল্প পূর্বে তোমরা যেরকম সার্ভিস করেছিলে সেরকমই কর। পুরুষার্থ তবুও করতে হবে। ছোট প্রদীপ গুলি ঝড় এলে দপদপ করবে । কান্ডারি হলেন সবারই একমাত্র বাবা । কথায়ও আছে - নৌকা আমার পার কর ড্রামার এমনই ভবিতব্য আছে। সব পুরানো দুনিয়ার দিকে যাচ্ছে। এখানে আছে কম। তোমরা সংখ্যায় কত কম । যদিও পরের দিকে সংখ্যা বাড়বে তবুও রাত-দিনের তফাৎ আছে। তারা হল সম্পূর্ণ রাবণ সম্প্রদায়। বাবা নেশা চড়িয়ে দেন, তবু বাইরে গিয়ে পরিবারের আত্মীয় স্বজনদের মুখ দর্শন করলেই নেশা হালকা হয়ে যায়। এমন তো হওয়া উচিত নয়। আত্মাদের বলা হয় তোমরা বাবার সঙ্গে কথোপকথন বা চিটচাট করো - বাবা, আমরা আপনার ছিলাম, আপনি স্বর্গে পাঠিয়েছিলেন। ২১ জন্ম রাজত্ব করে তারপরে ৬৩ জন্ম দুঃখ হয়। এখন আমরা আপনার কাছে বর্সা নিয়েই নেব। বাবা, আপনি খুব ভালো। আমরা আপনাকে অর্ধকল্প ভুলে থাকি। বাবা বলেন এ হল অনাদি তৈরি করা ড্রামা। আমারও এটা ডিউটি। বাচ্চারা, আমি কল্প-কল্প এসে তোমাদের মায়ার হাত থেকে রক্ষা করে ব্রাহ্মণ বানিয়ে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বলি। আমি তখনই আসি যখন স্বর্গ তৈরি করার প্রয়োজন হয়। তোমরা এখন ফরিস্তা হও। পবিত্রতার সাক্ষাৎকার করানো হয় । তোমাদের নষ্ট মোহও হতে হবে। বাবাকে যদি কেউ বলে - বাবা, আমরা সার্ভিসে যেতে পারি ? তখন বাবা বলবেন - যদি তোমরা নষ্ট মোহ হও তবে তোমরা হলে মালিক, যেখানে ইচ্ছা যাও। বিভ্রান্ত কেন হও। তোমরা হলে মালিক, অন্ধদের পথ বলে দিতে হবে। নষ্টমোহ না হলেই জিজ্ঞাসা করে। নষ্ট মোহ হলে থামতে পারবে না, দৌঁড়াবে। তোমাদের লক্ষ্য

হল অনেক উঁচু । বাবা সার্ভিসেবল বাচ্চাদের কাছে সমর্পিত থাকেন। প্রথম নম্বরে এই বাবা ছিলেন তাই না ! ত্যাগ তো সবাই করে কিন্তু তবুও এনার(ব্রহ্মা বাবা) নাম এক নম্বরে আছে।

বাবা বলেন দেহী-অভিমানী হও অর্থাৎ নিজেকে অশরীরী ভাবো। বেহদের বাবা তোমাদের ২১ জন্মের জন্যে বর্সা প্রদান করেন। আচ্ছা - উনি কিভাবে আসেন ? লেখাও আছে - ব্রহ্মা মুখ দ্বারা রচনা করেন তো নিশ্চয়ই ব্রহ্মার মধ্যেই আসবেন। ব্রহ্মাকেই প্রজাপিতা বলা হয় তাই বেহদের বাবার কাছে এসে বর্সা নাও। এই কথা বোঝাতে লজ্জার কোনো ব্যাপার নেই। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) ব্রহ্মা বাবার মতন ত্যাগের বিষয়ে নম্বর নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। রুদ্রের গলার হার হওয়ার জন্যে জীবিত থেকে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে।

২) সার্ভিসেবল হওয়ার জন্যে নষ্ট মোহ হতে হবে। নেত্রহীনদের পথ দেখাতে হবে।

বরদান : - আশীর্বাদ এবং ওষুধ (দুয়া ও দাওয়া) দ্বারা দেহ ও মনের রোগ মুক্ত হয়ে সদা সন্তুষ্ট আত্মা ভব

ব্যাখা: কখনও যদি দেহটি রোগে আক্রান্ত থাকে তবুও দেহের রোগের প্রভাবে মনে যেন শান্তি ভঙ্গ (ডিস্টার্ব) না হয়। সর্বদা খুশীতে নাচতে থাকো তাহলে শরীরও সুস্থ হয়ে যাবে। মনের খুশী দিয়ে শরীরটা চালাও তাহলে দুইয়ের এক্সসারসাইজ হয়ে যাবে। খুশী হল দুয়া বা আশীর্বাদ এবং এক্সসারসাইজ হল ওষুধ। ফলে আশীর্বাদ ও ওষুধ এই দুইয়ের প্রভাবে দেহ ও মনের রোগ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। খুশীতে কষ্ট ভুলে যাবে। সর্বদা দেহ ও মনে সন্তুষ্ট থাকতে হবে তাই বেশি চিন্তা করবেনা। বেশি চিন্তা করলে সময় নষ্ট হয় এবং খুশী হারিয়ে যায়।

স্লোগান : - বিস্তারে সার দেখার অভ্যাস করো তাহলে স্থিতি একরস থাকবে ।

রুহানিয়তের সহজ বিধি - সন্তুষ্টতা

আজ বাপদাদা, দূরে হয়েও যে বাচ্চারা কাছে থাকে, চতুর্দিকের সেই সব বাচ্চাদের সন্তুষ্টি, রুহানিয়ত এবং প্রসন্নতার স্মিতহাসি লক্ষ্য করেছেন। রুহানিয়ত অনুভব করতে সন্তুষ্টতা হলো সহজ বিধি, আর প্রসন্নতা সহজ প্রাপ্তি। যাদের সন্তুষ্টি থাকে, সবসময় স্পষ্টতঃ তাদের প্রসন্নস্বরূপ হতে দেখা যায়। সন্তুষ্টি থাকা অর্থাৎ সর্বপ্রাপ্তির প্রতিমূর্তি হওয়া। সন্তুষ্টতা সদা সকল বিশেষত্ব ধারণ করার সহজ বিধি। সন্তুষ্টির ঐশ্বর্য ভান্ডার অন্য সব ঐশ্বর্য ভান্ডারকে স্বতঃই নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। সন্তুষ্টতা জ্ঞানের সাবজেক্টের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সন্তুষ্টতা তোমাদের বেকির বাদশাহ বানায়। সন্তুষ্টতা সবসময় স্বামনের সীটে সেট থাকার সহজ সাধন। সন্তুষ্টতা প্রতিনিয়ত সহজভাবে তোমাদের মহাদানী, বিশ্ব কল্যাণী, বরদানী বানায়। সন্তুষ্টতা হদের 'আমার তোমার' ভাব থেকে মুক্ত করে স্বদর্শন চক্রধারী বানায়। সন্তুষ্টতা সবসময় নির্বিকল্প, একরসের বিজয়ী আসনের অধিকারী বানায়। বিশ্ব পরিবর্তনের সেবার মুকুটধারী এবং সহজ স্মৃতির তিলকধারী সদা বাবার হৃদয় সিংহাসনাসীন হওয়ায় অধিকারী হতে সম্পন্ন স্বরূপে স্থিত করায়। সন্তুষ্টতা ব্রাহ্মণ জীবনে জীবন দান, ব্রাহ্মণ জীবনের উন্নতির সহজ সাধন। তোমরা যখন নিজের প্রতি এবং পরিবারের প্রতি সন্তুষ্ট হও, তখন পরিবার তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়। যেকোনো পরিস্থিতির মধ্যে থেকে, অনিশ্চয়তার বায়ুমন্ডল এবং ভাইরেশনেও তোমরা সন্তুষ্ট থাকো। এইরকম সন্তুষ্টস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ আত্মা, বিজয়ী রত্ন হওয়ার সার্টিফিকেটের অধিকারী হয়। তোমাদের তিনটে সার্টিফিকেট নিতে হবে:-

১) নিজের প্রতি নিজের সন্তুষ্টতা ২) নিজের প্রতি বাবার অবিরত সন্তুষ্টতা ৩) নিজের প্রতি ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তুষ্টতা।

এসবের মাধ্যমে তুমি তোমার বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে শ্রেষ্ঠ বানাতে পারো। এখনও সার্টিফিকেট নেওয়ার সময় আছে। তোমরা সেগুলো নিতে পারো, কিন্তু তোমাদের কাছে বেশি সময় নেই। লেট (দেরি) হয়ে গেছে, তবে টু লেট (অনেক দেরি) হয়নি। সন্তুষ্টতার বিশেষত্ব দিয়ে এখনও সামনে যেতে পারো। এখনও লাস্টে এসেও ফাস্ট তথা ফাস্ট হওয়ার মার্জিন আছে। পরে, লাস্টের যারা, তারা লাস্টেই থেকে যাবে। তাইতো আজ বাপদাদা এই সব সার্টিফিকেট চেক করছিলেন। তুমি নিজেও তোমার চেক করতে পারো। তোমরা প্রসন্নচিত্ত নাকি প্রশ্নচিত্ত? তোমরা বিদেশিরা প্রসন্নচিত্ত, সন্তুষ্ট? যদি তোমাদের সব প্রশ্ন শেষ হয়ে যায় তো তোমরা প্রসন্নচিত্ত হয়েই গেলে। সন্তুষ্টতার সময়ই হলো সঙ্গমযুগ। সন্তুষ্টতার জ্ঞান এই সময়েই তোমাদের থাকে। সেখানে তোমরা সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হওয়ার জ্ঞানের উর্ধ্বে থাকবে। এখন সঙ্গমযুগেরই এই ধনভান্ডার। সকল সন্তুষ্ট আত্মারা অন্য সবাইকে সন্তুষ্টির ধনসম্পদ দাও। দাতার বাচ্চা তোমরা মাস্টার দাতা। তোমরা এতটা তো জমা করেছো, তাই না! তোমরা ফুল স্টক জমা করেছো নাকি কম বেশি মার্জিন রয়ে গেছে? যদি তোমাদের স্টক কম হয়, তবে বিশ্ব কল্যাণকারী হতে পারবে না, শুধু কল্যাণকারীই হতে পারো। বাবাসমান তো হতে হবে, তাই না! আচ্ছা!

দেশ বিদেশ থেকে তোমরা সবাই যারা এসেছো, সর্ব খাজানায় পরিপূর্ণ মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়ে ফিরে যাচ্ছ, তাই না! যেহেতু, এখানে তোমরা এসেছো, ফিরতেও হবে। বাবাও এখানে আসেন, তাইতো তাঁকে ফিরেও যেতে হয়, তাই না! তোমরা বাচ্চারাও এখানে আসো, আর সম্পন্ন হয়ে ফিরেও যাও।

তোমরা অন্যদের বাবা সমান বানানোর জন্য ফিরে যাও । নিজেদের ব্রাহ্মণ পরিবারের বৃদ্ধি করার জন্য ফিরে যাও । পিপাসু আত্মাদের পিপাসা মেটাতে ফিরে যাও । এইসব কারণেই তো ফিরে যাচ্ছ, তাই না ! তোমাদের হৃদয়ের ইচ্ছায় বা কোনরকম বন্ধনের কারণে তোমরা ফিরে যাচ্ছ না, বরং কিছু সময়ের জন্য বাবার ডিরেকশন অনুযায়ী সেবার্থে ফিরে যাচ্ছ । এইরকম ভেবেই তো যাচ্ছ, তাই না ! এমন ভেবো না যে তোমরা আমেরিকাবাসী বা অস্ট্রেলিয়ার, না ! বাপদাদা সেবার জন্য তোমাদের নিমিত্ত বানিয়ে সেখানে কিছু সময়ের জন্য পাঠান । বাপদাদা তোমাদের সেখানে পাঠাচ্ছেন, মন থেকে তোমরা সেখানে যাও না । এইরকম কখনো বোলোনা যে "আমার ঘর, আমার দেশ" । না ! বাপদাদা সেবাস্থানে তোমাদের পাঠাচ্ছেন । সবাই তোমরা সদা নির্লিপ্ত (ন্যারে), অথচ বাবার ঘনিষ্ঠ (প্যারে) ! কোনো বন্ধন নেই, এমনকি সেবারও কোনো বন্ধন নেই । বাবা পাঠিয়েছেন, সুতরাং বাবাই জানেন । তোমরা নিমিত্ত হয়েছো, যতক্ষণ যেখানে তিনি নিমিত্ত বানাবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিমিত্ত । এইরকম ডবল লাইট তো হয়েছো, তাই না ! পান্ডবরাও নির্লিপ্ত আর খুব কাছের, তাই না ! কোনও বন্ধন নেই এখানে । নির্লিপ্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণ পৃথক হওয়াই ঘনিষ্ঠ হওয়া । আচ্ছা -

যারা সদা সন্তুষ্টতার আত্মিকতায় (রুহানিয়তে) থেকে, প্রসন্ন থেকে সদা প্রতিটা সঙ্কল্পে, বোলে, কর্মে সকলকে সন্তুষ্টতার শক্তি যোগায়, হতোদ্যম আত্মাদের ভান্ডারের সম্পদে শক্তিশালী বানায়, সদা বিশ্ব কল্যাণকারী বেহদের বেফিকর সেই বাদশাহদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

অব্যক্ত বাপদাদার সাথে দাদীজী তথা দাদী জানকীর সাক্ষাৎকারঃ

তোমাদের হোলি-হংস হওয়ার রূপ-বসন্তের জুটি ভালো । ইনি (জানকী দাদী) শান্তি দ্বারা অর্থাৎ নৈঃশব্দের প্রতিমূর্তি হয়ে সেবা করা বেশি পছন্দ করেন, সেক্ষেত্রে, এনাকে (দাদীজীকে) তো বলতেই হয় । ইনি যখন ইচ্ছে একান্তে চলে যান । এনার পছন্দ রূপ দ্বারা অর্থাৎ আকারী অবস্থায় সেবা করা । কার্যতঃ, তোমরা সকলেই অল্ রাউন্ড, কিন্তু রূপ-বসন্তের জুড়ি এটাই । বাস্তবে, এই দুই সংস্কারেরই প্রয়োজন, যেখানে তোমাদের উচ্চারিত বোল কাজ করবে না সেখানে রূপ কাজ করবে আর যেখানে রূপ কাজ করতে পারবে না, সেখানে বাণী (বসন্ত হল জ্ঞান) কাজ করবে । সুতরাং এই জুড়িই ভালো । যে জুড়ি বাঁধা হোক, সব ভালো । সেই জুটিও ভালো ছিলো, এই জুটিও ভালো । (দাদীর জন্য) ড্রামাতে তিনি গুপ্ত নদী হয়েছেন । ডবল বিদেশিদেরও তাঁর প্রতি অগাধ ভালোবাসা । এটা কোনো ব্যাপার নয় । তোমরা দিদির অন্য রূপ দেখেছো । সবাই কত খুশি হয়েছে দেখে ! মহারথী সকলেই একসাথে । দূরের হয়েও বৃজইন্দ্রা, নির্মলশান্তা সবাই সাথী । শক্তিসকলের সহযোগ খুব ভালো । একে অপরকে সামনে রাখার কারণে তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ এবং নিমিত্ত শক্তিসকলকে এগিয়ে রাখার কারণে তোমরা সবাই সামনে এগিয়ে চলেছো । সেবার বৃদ্ধির এটাই কারণ, তোমাদের পরস্পরের পরস্পরকে সামনে এগিয়ে দেওয়া । পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা আছে, ইউনিটি আছে । সবসময় অন্যের বিশেষত্ব বলা, সেবার বৃদ্ধি করা । এই বিধিতেই সর্বদা বৃদ্ধি হয়েছে আর হতে থাকবে । প্রতিনিয়ত বিশেষত্বের দিকে নজর দাও আর বিশেষত্ব কিভাবে দেখতে হয় তা অন্যদের শেখানো- এটাই সংগঠনের মালার যোগসূত্র । মুক্তো সবই একসঙ্গে সুতোয় গাঁথা হয় । সংগঠনের সূত্র এটাই - বিশেষত্ব ব্যতীত অন্য কোনকিছু সম্বন্ধে না বলা, কারণ মধুবন মহান ভূমি । মহা ভাগ্যও আছে, মহাপাপও আছে । মধুবন থেকে গিয়ে যদি কেউ ব্যর্থ শব্দ বলে তো তার অনেক পাপ জমা হয়ে যায় । সুতরাং, সবসময় বিশেষত্ব দেখার চশমা পরে থাকতে হবে । তখন আর ব্যর্থ কোনকিছু দেখতে পারবে না ।

উদাহরণস্বরূপ, লাল চশমা দিয়ে লাল ছাড়া আর অন্য কিছু তোমরা দেখতে পাও না ! অতএব, বিশেষত্ব দেখার চশমা সবসময় পরে থাকতে হবে । এমনকি, তোমরা কখনও কিছু দেখলেও সেই ব্যাপারে আলোচনা করবে না । এই ব্যাপারে আলোচনা করা অর্থাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া তথা নিজেদের ভাগ্য খোয়ানো । কোনরকম দুর্বলতা ইত্যাদি থাকলে সেইসবের দায়ভার বাবার, নিমিত্ত তোমাদের কে বানিয়েছেন ! বাবা ! সুতরাং, যারা নিমিত্ত তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে কিছু বলার অর্থ বাবার ন্যূনতা বলা, সেইজন্য এঁদের জন্য শুভ ভাবনা ছাড়া কখনও আর কিছু বর্ণন করতে পারো না ।

বাপদাদা তো তোমরা সব রক্তকে তাঁর নিজের থেকেও শ্রেষ্ঠ দেখেন । তোমরা বাবার অলঙ্কার, তাই না ! সুতরাং, বাবাকে যারা অলঙ্কৃত করে সেই বাচ্চারা তো শ্রেষ্ঠই, তাই না ? বাপদাদা তো বাচ্চাদের মহিমা করে খুশি হন । "বাহ আমার অমুক রক্ত ! বাহ আমার অমুক রক্ত !" - তিনি অনবরত এই মহিমা করতে থাকেন । বাবা কখনও কারও ভুল-ভ্রান্তি দেখেন না । এমনকি, যখন তিনি ইঙ্গিত দেন, তিনি বিশেষত্ব পূর্বক রিগার্ডের সাথে সেই ইঙ্গিত দেন । তাঁর তো বাবার অথরিটি আছে, তবুও তিনি রিগার্ড দিয়ে তারপরই ইঙ্গিত দেন । বাবার এই বিশেষত্ব সদা বাচ্চাদের থেকে ইমার্জ হতে হবে । ফলো ফাদার করতে হবে তোমাদের, তাই না ?

বাপদাদার সামনে মুখ্য বোনেরা (দাদীগণ) বসে আছেন: -

জীবনমুক্ত জনকের মহিমাই তোমাদের স্মরণিক, তাই না ! জীবনমুক্ত আর বিদেশী দুটো টাইটেল । (দাদীর জন্য) যাই হোক, ইনি তো মণি ! সন্তুষ্টমণি, মস্তকমণি, সফলতার মণি - কতো মণি ! মণিই মণি ! মণি যতোই লুকিয়ে রাখো, তার চমক কিন্তু কখনোই লুকিয়ে থাকেনা, পঙ্কের মধ্যেও মণি চমকাবে, লাইটের মতো কাজ করবে । অতএব, সেটাই তোমার নাম, সেটাই তোমার কাজ । এনারও (দাদী জানকী) সেই সকল গুণ আছে - দেহ মুক্ত এবং জীবন মুক্ত । তুমি সদাসর্বদা জীবনের খুশির অনুভবের গভীরে থাকো । একেই বলা হয় জীবনমুক্ত । আচ্ছা ।

অব্যক্ত মহাবাক্য - নিরহঙ্কারী (নির্মান) হয়ে বিশ্বের নব-নির্মাণ করো

সেবায় সহজ আর সদা সাফল্যপ্রাপ্তির মূল আধার হলো - নম্র চিত্ত (নির্মান চিত্ত) হওয়া । নিরহঙ্কারী হওয়াই স্বমান বজায় রাখা আর সবার থেকে মান প্রাপ্ত করার এটাই সহজ সাধন । নম্র হওয়ার অর্থ নতি স্বীকার করা নয়, বরং তোমার নিজের বিশেষত্ব আর ভালোবাসার প্রতি সবাইকে নম্রমুখী করা । উদারতার লক্ষণ নম্রতা । তোমরা যতো নিরহঙ্কারী হবে, ততোই সকলের হৃদয়ে স্বতঃই মহান হবে । নম্রতা তোমাদের সহজে নিরহঙ্কারী বানায় । নম্রতার বীজ আপনা থেকেই মহত্বের ফল প্রাপ্ত করায় । নম্রতা সকলের হৃদয়ের আশীর্বাদ লাভ করার সহজ সাধন । নিরহঙ্কারী হওয়ার বিশেষ লক্ষণ হলো, নম্রতা । বৃত্তি, দৃষ্টি, বাণী, সম্বন্ধ-সম্পর্কে যখন নম্রতার গুণ ধারণ করো, তোমরা তখন মহান হয়ে ওঠো।বৃক্ষের নত হওয়া যেমন অন্যের সেবা করে, সেইরকমই নিরহঙ্কারী হওয়ার অর্থ নতি স্বীকার করাই হলো সেবাধারী হয়ে ওঠা । এই কারণে মহত্ব এবং নম্রতা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে । যারা নিরহঙ্কারী থাকে, তারা সকলের থেকে মান প্রাপ্ত করে । তোমরা নিরহঙ্কারী হলে অন্যেরা তোমাদের মান দেবে । যারা দাস্তিক তাদের কেউ মান দেয় না, সবাই তাদের থেকে দূরে সরে যায় । যারা নিরহঙ্কারী হয় তারা সবাইকে সুখ দেয় । যেখানেই তারা যাবে, যা-ই করবে সেইসব সুখদায়ী হবে । তাদের সম্পর্ক-সম্বন্ধে যে-ই আসবে সুখানুভূতি করবে ।

সেবাধারীর বিশেষত্ব হলো একদিকে অতি বিনয়ী ওয়ার্ল্ড সার্ভেন্ট, আরেকদিকে জ্ঞানের অথরিটি । তোমরা যতো বিনীত থাকবে, সেই অনুসারে বেপরোয়া বাদশাহ হবে । নিরহঙ্কার আর অথরিটি দুইয়ের ব্যালেন্স বজায় রাখো । বিনয়-নম্র ভাব, নিমিত্ত ভাব, বেহদের ভাব -

এই সবই সফল সেবার বিশেষ আধার । যতখানি স্বমান ততখানিই নম্রতা প্রয়োজন । তোমাদের স্বমানে অভিমান হতে দিও না । এমন মনে কোনো না অন্যেরা ছোট, আর তাদের থেকে তোমরা শ্রেষ্ঠ, তাদের প্রতি কোনরকম বিরূপ মনোভাব পোষণ করা উচিত নয় । যেমন আল্লাই হোক, তাদের দয়ার দৃষ্টিতে দেখ, অহমিকার দৃষ্টিতে নয় । অন্যের প্রতি না কোন অভিমান থাকবে, না কোন অমর্যাদা করার বোধ থাকবে । তোমাদের ব্রাহ্মণ জীবনে এখন সেই ধরনের আচার-আচরণ কখনও হতে দিও না । যদি অহমিকা না থাকে, তবে অপমান হলেও অপমানের বোধ হবে না । এমন আল্লাহ সदा নির্মান(নম্র), এবং নির্মাণকার্যে বিজি থাকে । যারা নিরহঙ্কারী হয় তারা বিশ্বের নব-নির্মাণ (নবী-করণ) করতে পারে । শুভ ভাবনা বা শুভ কামনার বীজই হলো নিমিত্ত ভাব আর নির্মান ভাব । সীমিত পরিসরের(হদের) মান আশা করার পরিবর্তে বরং নিরহঙ্কারী হও । একগুঁয়েমির লক্ষণ অভব্য আচরণ আর নম্রতার লক্ষণ সভ্যতা । নিরহঙ্কারী হয়ে সকলের প্রতি সভ্য আচরণ তোমাদের সৌজন্য বোধ এবং সত্যবাদিতার ইঙ্গিত দেয় । সাফল্যের নক্ষত্র তোমরা তখনই হবে যখন নিজের সাফল্যের অহমিকা হবে না, এমনকি বর্ণনাও করবে না । তোমরা নিজের গীত গাইবে না, বরং যতোটা তোমরা সফল, ততোটাই নম্রচিত্ত, নির্মাণকারী, নির্মল স্বভাবের হও । অন্যেরা তোমাদের গীত গাইতে পারে, কিন্তু তোমরা শুধুমাত্র সदा বাবার গুণ গাও । এমন নম্রতা নির্মাণকার্য করতে সহজে তোমাদের সমর্থ বানায় । যতোক্ষণ নির্মান অর্থাৎ নিরহঙ্কারী না হবে ততোক্ষণ নির্মাণ করতে পারবে না । ভুল বোঝাবুঝির (মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং) কারণে লোকে মনে করে, যে আল্লাহ নম্রচিত্ত থাকার পাঠাভ্যাস করে বা সবাইকে 'হাঁ জী' বলে, মনে হতে পারে তারা পরাজিত, কিন্তু বাস্তবে এমন আল্লাহ বিজয়ী । সেই সময় শুধুমাত্র অন্যদের বলার জন্য বা বায়ুমন্ডলের কারণে নিজেদের নিশ্চয়বুদ্ধি বদলে সন্দ্বিগ্নচিত্ত হয়ে না । দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভেবো না, তোমাদের বিজয় হবে নাকি পরাজয় ! সন্দেহের পরিবর্তে নিজেদের বিশ্বাসে অটল থাকো । তাহলে, আজ যারা তোমাদের পরাভূত বলছে, তারাই কাল 'বাহ বাহ'র (মহিমার) পুষ্প বর্ষণ করবে । সংস্কারে নম্রতা থাকা অর্থাৎ নির্মান হওয়া এবং নির্মাণক্ষম হওয়া উভয়ই মালিক ভাবের লক্ষণ । এর সাথে সাথে যারা এমন আল্লাহদের সম্পর্কে আসে, তারা তাদের স্নেহীরূপের সাক্ষাৎ করে এবং তাদের সকলের হৃদয়ের স্নেহভরা আশীর্বাদ অর্থাৎ শুভ ভাবনা সকলের অন্তর থেকে সেই স্নেহী আল্লাহ প্রতি ধাবিত হয়। অন্যেরা তোমাকে জানুক বা না জানুক, তাদের সাথে তোমার দূরের সম্বন্ধ হোক বা না হোক, কিন্তু যারা দেখবে, তোমার স্নেহ দিয়ে তাদের অনুভূত হতে দাও যে, তুমি তাদেরই । সমস্ত গুণ ধারণে তোমরা যতো সম্পন্ন হও, ততোই তোমরা গুণ রূপী ফলের প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠো, ততোটাই নিরহঙ্কারীও হও । বিনয়-নম্র স্থিতিতে থেকে সকল গুণ প্রত্যক্ষ করো, তখনই বলা হবে নীতিনিষ্ঠ মহান আল্লাহ । সেবাধারী অর্থাৎ নির্মাণকারী এবং নির্মান (নিরহঙ্কারী) হওয়া । নম্রতাই সেবার সাফল্যের সাধন । নম্রচিত্ত হলে তোমরা সदा সেবায় হালকা থাকবে । যখন তোমরা নির্মান হও না, মানের ইচ্ছা থাকে, তখন সেটা বোঝা হয়ে যায়। যারা ভাগ্যবান তারা সदा খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অগ্রসর হয়, তীব্রগতিতে যেতে পারে না । সেইজন্য কোনও ভার অনুভব হলে বুঝবে তোমরা নিরহঙ্কারী হওনি । যেখানে নম্রতা আছে, সেখানে কোনরকম কর্তৃত্ব থাকে না, আত্মিকতা (কহানিয়ত) থাকবে । বাবা যেমন কতো নম্রচিত্ত হয়ে এখানে আসেন, সেইরকম ফলো ফাদার করো । যদি সেবাতে সামান্যতম কর্তৃত্ব থাকে, সেই সেবা সফল হবে না । ব্রহ্মাবাবা নিজেকে কতো বিনয়াবনত করেছেন, এত বিনীত সেবাধারী হয়েছেন যে বাচ্চাদের পদসেবা করতেও তিনি

প্রস্তুত । "বাচ্চারা আমার থেকে এগিয়ে, তারা আমার থেকে ভালো ভাষণ দেয়", তিনি নিজেকে কখনো প্রথমে রাখেননি । সবসময় বাচ্চাদের সামনে রেখেছেন, তাদের প্রথমে যেতে দিয়েছেন এবং তাদের বড় মনে করেছেন । এভাবে তিনি নিজেকে নীচে করেননি বরং বাস্তবে তিনি আরও শ্রেষ্ঠ হয়েছেন । একেই বলা হয় প্রকৃত নম্রর ওয়ান যোগ্য সেবাধারী হওয়া । অন্যদের মান দিয়ে নিজে বিনম্র থাকাই পরোপকার করা । প্রতিনিয়ত দিতে থাকাই সদাকালের জন্য নেওয়া । অল্পকালের বিনাশী মান ত্যাগ করে স্বমানে স্থিত থেকে বিনয়নম্র হয়ে অন্যদের অবিরত সম্মান দিতে থাকো । এই দেওয়াই নেওয়া হয় । অন্যদের সম্মান দেওয়া অর্থাৎ সেই আত্মাদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় এনে এগিয়ে দেওয়া । যখন তোমরা তাদের সবসময় উৎসাহ-উদ্দীপনা অর্থাৎ খুশির এবং সহযোগের ভান্ডার দাও, তোমরা সদাকালের জন্য পুণ্যাত্মা হয়ে ওঠো ।

বরদানঃ - সমস্ত ব্যর্থ সঙ্কল্পকে সমর্থ সঙ্কল্পে পরিবর্তিত করে সহজ যোগী হওয়া সমর্থ আত্মা ভব কোনো কোনো বাচ্চা ভাবে যে তাদের পার্ট তেমন দৃষ্টিগোচর হয় না, তারা যোগ লাগাতে এবং অশরীরী হতে অপারগ ; এগুলো ব্যর্থ সঙ্কল্প । এই সব সঙ্কল্প পরিবর্তিত করে সমর্থ সঙ্কল্প করো যে স্মরণ তোমাদের স্বধর্ম । "আমিই প্রতি কল্পের সহজযোগী । আমি যোগী হবো না তো কে হবে" ! কখনো এমন ভেবোনা, 'কি করবো আমার শরীর ঠিকমতো চলছে না, পুরানো এই শরীর অকেজো' । না ! বাহ্ বাহ্'র সঙ্কল্প করো, এই অস্তিম শরীরের অলৌকিকতার গীত গাও, তোমরা যোগ্য হয়ে উঠবে ।

স্লোগানঃ - শুভ ভাবনার শক্তি অন্যদের ব্যর্থ অনুভূতিকেও পরিবর্তন করতে পারে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সদগুরুর সহজ বশীকরণ মন্ত্র তোমরা পেয়েছ যে চুপ করে থেকে মামেকম্ স্মরণ করো, এ হল মায়াকে অধীন করার মহামন্ত্র"

প্রশ্ন:- শিববাবা হলেন সবচেয়ে ভোলা গ্রাহক - কিভাবে ?

উত্তর :- বাবা বলেন - বাচ্চারা ,তোমাদের কাছে দেহ সহ যা কিছু পুরানো আবর্জনা আছে সেসব আমি নিয়ে নিই, তাও তখন, যখন তোমরা মৃত্যুর মুখে । তোমাদের শ্বেত বস্ত্র ধারণ করাও হল মৃত্যুর চিহ্ন। তোমরা এখন বাবার কাছে সমর্পিত হও। বাবা তারপরে ২১ জন্মের জন্যে তোমাদের মালামাল করে দেন। ভক্তি মার্গেও বাবা সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করেন, জ্ঞান মার্গেও সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান প্রদান করে ত্রিকালদর্শী করেন ।

গীত :- ভোলানাথের চেয়ে অনুপম আর কেউ নেই

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা ভোলানাথের সম্মুখে বসে আছে। ব্যবসায়ীরা বলে - এমন কোনো কম বুদ্ধিমান ভোলা মানুষ এসে হাজার, দুই হাজারের মাল নিয়ে যাক, আর আমাদের অনেক আমদানি হোক। হে ভগবান, আমাদের এমন ক্রেতা পাঠাও। এখন ভোলানাথ বাবা এসে বাচ্চাদের আদি, মধ্য, অন্তের রহস্য বুঝিয়ে ত্রিকালদর্শী করছেন। আমার মতন ক্রেতা তোমরা কখনও পাবে ? তোমরা ওঁনার কাছে অর্পণ কর । ভক্তি মার্গে অনেক মহিমা কর। ভোলানাথের মহিমা হল - তুমি মাতা-পিতা। তিনি এসে রাজযোগ শেখান, রাজস্ব প্রদান করেন। বাবাকে বলে এইসব যে পুরানো আবর্জনা আছে সেসব আমরা আপনাকে সমর্পিত করি। আপনি আমাদের ২১ জন্মের জন্যে মালামাল করেন । দালাল যে মাঝখানে থেকে ডীল করিয়ে কমিশন নেয়। ইনিও বলেন আবর্জনা যা কিছু আছে দেহ সহ, সেসব তোমাদের কাছ থেকে নিই, যখন তোমরা মৃত্যুর খুব কাছে দাঁড়িয়ে থাকো। এখানে ব্রহ্মাকুমারীরা, তোমাদের পোশাকও সাদা রঙের হয়। এমন যেন তোমরা মারা গেছ। যারা মারা যায় তাদের সাদা কাপড়ে ঢাকা দেওয়া হয়। কোনো রকম দাগ থাকে না। এই সময় সবার মায়ার কালো দাগ লেগেছে, একেই রাহু গ্রাস বলা হয়। চাঁদে গ্রহণ লাগলে কালো হয় যায় না! সুতরাং এই মায়ার গ্রহণ সম্পূর্ণ বিশ্বকে কালো করে দেয়। এতে ত্ব ইত্যাদি সব এসে যায়।

বাবা বসে বোঝান এই হল তোমাদের রাজযোগ। রাজযোগের দ্বারা স্বর্গের রাজস্ব প্রাপ্ত করতে হবে। তোমরা রাজার রাজা হও, নারায়ণী নেশা থাকে। নর থেকে নারায়ণ হও। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজস্ব থাকে সত্যযুগে। তাই নিশ্চয়ই আমায় শেষ সময়েই আসতে হবে । এই সময় হল ভক্তি মার্গের, ভক্তি মার্গে দ্বারে দ্বারে মাথা নোয়াতে গিয়ে ধাক্কা খেতে থাকে। ভক্তদের রক্ষক হলেন ভগবান, এসে ভক্তির ফল দেন। সবাই তো ভক্ত কিন্তু সবাই একরকম ফল প্রাপ্ত করেনা। কারো সাক্ষাৎকার হয়, কারো পুত্র লাভ হয়, সবই অল্পকালের জন্যে। আমি বিভিন্ন রকমের মনস্কামনা পূর্ণ করি। দুনিয়ায় এই কথা কারো জানা নেই যে ভগবান এসেছেন রাজ যোগ শেখাতে। তারা ভাবে তিনি দ্বাপরে এসে রাজ যোগের শিক্ষা দিয়েছেন। তাহলে নর থেকে নারায়ণ হবে কিভাবে ? বর্তমানে বাবা তোমাদের রাজ যোগ শিখিয়ে রাজার রাজা করছেন। এখানে তো তোমাদের শুধু চুপ থাকতে(নৈঃশব্দে) হবে। মন্মথানাভব, এ হল সদগুরুর সহজ বশীকরণ মন্ত্র। এই মন্ত্রের দ্বারা আমদানী হয় প্রচুর। এ হল

মায়াকে নিজের অধীন করার মন্ত্র। মায়াজিত-ই জগৎ জিত। ভক্তি মার্গের মানুষের মন হল মনকে জিতলেই জগৎ জিত, এর জন্যে তারা হঠ যোগ ইত্যাদি করে। তাও জগৎ জিত হওয়ার জন্যে করে না। তারা তো সেসব করে মুক্তির জন্যে। বাবা এসে বলেন - বাচ্চারা, দেহ সহ, সর্ব ধর্ম্মানি পরিত্যাজ্য মামেকম্ শরণং ব্রজ আমি হলাম্ অমুক ধর্ম্মের ইত্যাদি। এই সব কথা ছেড়ে নিজেকে আত্মা ভেবে মামেকম্ স্মরণ করো। ব্যস, আমি যে মত দিচ্ছি সেই অনুযায়ী চলো। বাকি এখনও পর্যন্ত যেসব বহু মতানুযায়ী চলেছে সেইসব মত ত্যাগ করতে হবে। সুতরাং তোমাদের জ্ঞান একেবারে নতুন হয়ে গেল। তারা ভাবে এদের কথা তো একেবারেই নতুন।

তোমরা বাচ্চারা যখন কাউকে বোঝাও তখন প্রথমে নাড়ি দেখতে হয়। সবার সামনে একরকম কথা বললে চলবে না। মানুষের হল অনেক মতামত। তোমাদের হল একটি মত। কিন্তু নশ্বর অনুসারে আছে। যারা ভালো রকম যোগে থাকে, ধারণা করে, তারা নিশ্চয়ই ভালো বোঝাবে। যারা কম ধারণা করে তারা কম বোঝাবে। একটি সিম্পল কথা ভালো ভাবে বোঝাও - গৃহস্থে থাকো কিন্তু থাকো পদ্ম ফুলের মতন। তোমাদের জানা আছে পদ্ম ফুলের সন্তান অনেক হয় এবং দৃষ্টান্ত তারই দেওয়া হয়। বাবারও সন্তান অনেক। পদ্ম ফুল নিজে জলের উপরে অবস্থান করে, বাকি সন্তানরা নীচে থাকে। এটা ভালো দৃষ্টান্ত। বাবা বলেন গৃহস্থে থাকো কিন্তু পবিত্র থাকো। এই কথাটি হল পবিত্রতা নিয়ে। তাও এই শেষ জন্মে পবিত্র থেকে মামেকম্ স্মরণ করো। রচনার রক্ষণাবেক্ষণও অবশ্যই করতে হবে। তা নাহলে হঠ যোগ হয়ে যাবে। দুনিয়ায় পবিত্র তো অনেকেই থাকে। বাল ব্রহ্মচারী তো ভীষ্ম পিতামহের মতন হয়ে গেল। আচ্ছা বাল ব্রহ্মচারী হল তারা যারা স্ত্রী-পুরুষ একত্রে থেকে পবিত্র থাকে। গন্ধর্ব্ব বিবাহের চর্চা তো শাস্ত্রেও আছে, কিন্তু কেউ জানে না। এই কথা তো বাবা-ই বোঝান। বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখন কাম চিতার পরিবর্তে দুইজনেই জ্ঞান চিতার বন্ধনে আবদ্ধ হও। কত ভালো কাজ করছে তোমরা ব্রাহ্মণরা। প্রতিষ্ঠা করতে হবে পবিত্র থাকার। একে অপরকে সাবধান করে তোমরা দুইজনে স্বর্গে চলে যাবে। এখানে তোমরা একত্রে পবিত্র থেকে দেখাও তাই তোমরা উঁচু পদের অধিকারী হতে পারো। দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় না ! জ্ঞান চিতায় বসে স্বর্গে গিয়ে তোমরা উঁচু পদ প্রাপ্ত কর। এর জন্যে খুব সাহস চাই, যদি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে চলতে থাকবে তো উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হবে। তারপরে সার্ভিসের উপরেও নির্ভর করছে। যারা অনেক সার্ভিস করবে, প্রজা তৈরি করবে তারা পদও ভালো প্রাপ্ত করবে। বাবা-মাম্মা থেকেও উঁচুতে যাওয়া উচিত। কিন্তু যেমন বাবা বলেন তারা দুই খ্রিস্টান(রাশিয়া ও আমেরিকা) যদি নিজেদের মধ্যে মিলিত হয় তবে তারা তো বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে, এমন কোনো জোড়া বা যুগল যদি কেউ থাকে যারা মা-বাবার চেয়েও উঁচুতে যাবে, এমন কেউ নেই। জগৎ অশ্বা, জগৎ পিতা হলেন বিখ্যাত। এঁদের মতন সার্ভিস করতে পারবে না। এঁারা হলেন নিমিত্ত। তাই কখনো নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আচ্ছা, মাম্মা-বাবার মতন না হলেও সেকেন্ড নশ্বর তো হতেই পারো। সার্ভিসের উপর তা নির্ভর করছে। প্রজা এবং উত্তরাধিকারী তৈরি করতে হবে, সুতরাং আমাদের এ হল নতুন কথা। নতুন দুনিয়া রচনা করতে নিশ্চয়ই বাবাকেই আসতে হয়। তিনি-ই হলেন রচয়িতা। তারা তো বলে দেয় - পরমাত্মা হলেন নাম রূপ বিহীন। কিন্তু এমন তো নয়। তাদেরও কোনো দোষ নেই। ভাগ্যে থাকলে তো বুঝবে। অনেকে আসে যারা ভাবে এটা যথার্থ ভাবে ঠিক কথা। কেউ বলবে আত্মা নাম রূপ বিহীন হয়, তাহলে আত্মা নামটি কার ? আত্মা নাম তো আছে তাই না ! তোমরা সবাইকে বলো এ হল রাজযোগ। পরম পিতা পরমাত্মা সঙ্গমে আসেন, রাজযোগ নিশ্চয়ই সঙ্গম যুগেই শেখাবেন, তবেই তো পতিত থেকে পবিত্র করবেন। সুতরাং এখানকার কথা আলাদা। বাবা বলেন

শুধুমাত্র নিজেকে আত্মা ভাবো। বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে। এ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কোনো ব্যাপারই নেই। বলাও হয় আমার আত্মাকে দুঃখ দিও না। এ হল পাপ আত্মা, পুণ্য আত্মা। আত্মার বিষয়ে কেউ বলতে পারেনা যে আত্মার কোনো রূপ হয় না। বিবেকানন্দ যখন রাম কৃষ্ণের সামনে বসে ছিলেন তখন তার সাক্ষাৎকার হয়েছিল, তিনি দেখেছিলেন লাইট এসে তার ভিতরে প্রবেশ করল। এমন কিছু কথাই তিনি বলেছেন। তোমরা বোলো আমাদের হল রাজযোগ। এতে দেহ সহ দেহের সব মিত্র আত্মীয় স্বজনদের ভুলে যেতে হয়, আমরা আত্মা, আমরা ঔঁনার সন্তান, আত্মাদের নিজেদের মধ্যে আছে ব্রাদারহুড। যদি সবাই ফাদার হয়ে যায় তাহলে ফাদার-ই ফাদার এর কাছে প্রার্থনা করে। এখন আমরা রাজযোগ শিখছি। এ হল রাজার রাজা হওয়ার যোগ। এখন তো রাজত্ব নেই। অতএব বোঝাতে হবে আমরা শান্তিপূর্ণ ভাবে থেকে শুধু শিববাবাকে স্মরণ করি। নিজেকে শরীর থেকে আলাদা ভাবি। আত্মা বলে আমি এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করি। অর্থাৎ জ্ঞানের সংস্কার আত্মায় থাকেই তাই না ! ভালো খারাপ সংস্কার আত্মায় আছে। আত্মা নির্লিপ্ত নয়, এই কথা বোঝাতে হবে। আত্মা পুনর্জন্মে আসে। বারংবার অরগ্যান্স (শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ) ধারণ করতে হয়। আত্মা হল স্টার, ব্রু যুগলের মধ্যস্থানে অবস্থিত। আত্মার সাক্ষাৎকার হল, তো সে ভাবল এনার এত শক্তি আছে যে আমায় আত্মার সাক্ষাৎকার করালেন। এবারে আত্মা তো ব্রু যুগলের মধ্য স্থানে অবস্থিত। সাক্ষাৎকার করা না করা, তফাৎ কি থাকে ? আত্মা নিজেই বলে আমি স্টার। আমার ৮৪ জন্মের পার্ট আছে। যদি ৮৪ লক্ষ জন্ম হয় তাহলে এত সংস্কার থাকবে তখন যে কি হবে কেউ জানে না ! ৮৪ জন্ম মেনে নেওয়া যায়। এখন আমরা পবিত্র হই। বাবা আমাদের নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্যে পবিত্র করেন, এর জন্যে খুব ভালো নেশা থাকা চাই। তোমাদের কারো সঙ্গে ডিবেট করার দরকার নেই।

দেহ সহ দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা, অশরীরী ভাবতে হবে। যদিও আমরা অনেক শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করেছি, কিন্তু তাদের সাথে সে সব নিয়ে ডিস্কাস(আলোচনা) করবার কি প্রয়োজন ? যখন বাবা বলেছেন মামেকম্ স্মরণ করো এবং দ্বিতীয় আদেশ হল গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র থাকো। যোগ অগ্নি দ্বারা পাপ নষ্ট হবে। ভগবানুবাচ আছে, ভগবানও হলেন পরম আত্মা। ঔঁনাকেও স্টার বলা হবে। অনেক পয়েন্ট আছে একবারে সব বের হবে না।তোমার সামনে যে আছে, তাকে ভালো করে বুঝে নিয়ে তবেই দেখে যুক্তি সহকারে বলতে হবে। বলা, আমরাও শাস্ত্র পড়েছি, কিন্তু বাবার আদেশ হল যে সবাইকে ভুলে মামেকম্ স্মরণ করো। তিনি হলেন নিরাকার। আত্মাকে তো সবাই মানবে। বিবেকানন্দের অনুসরণকারীরাও তা মানবে। আত্মা তো সবার মধ্যেই আছে। নিশ্চয়ই আত্মার পিতা থাকবে তাই না ! যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। এইসব হল পয়েন্ট তাই না ! স্মরণ করতে থাকলে সর্বদা পয়েন্ট প্রাপ্ত হবে, স্টিমার ক্রমাগত ভরতি হতে থাকবে। এও যেন অবিনাশী জ্ঞান রত্নের সামগ্রী দিয়ে পূর্ণ করা । পয়েন্ট নোট করে রিভাইস করো। এ সব হল রত্ন, এইসব ধারণ করার ও লেখার শখ থাকা উচিত। ভালো করে সবাইকে বোঝাতে হবে, আত্মা তো সবেতেই আছে, তার কোনো নাম রূপ নেই। এমন তো বলা যাবে না। আত্মার রূপ আছে তো পরমাত্মার কেন নেই। ঔঁনাকে বলা-ই হয় পরম পিতা পরমাত্মা, পরমধাম নিবাসী। বাচ্চাদের কত বোঝানো হয়। অতএব এখন সার্ভিস করে দেখাও। বাবা তো সার্ভিসের আধারে পুরস্কার দেন। কত শৃঙ্গার করেন জ্ঞান রত্ন দ্বারা। আমরা এখানকার পদমপতি হতে চাইনা, আমাদের তো চাই বিশ্বের বাদশাহী। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) জ্ঞান রত্ন যা কিছু প্রাপ্ত হয় সেসব নিয়ে বিচার সাগর মন্বন করে নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে। জ্ঞান রত্নে সর্বদা পরিপূর্ণ হয়ে থাকতে হবে।

২) নিজের নারায়ণী নেশায় থাকতে হবে, কারোর সঙ্গে অনর্থক কথা বলবে না। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

বরদান :- মায়াকে শত্রু ভাবার পরিবর্তে পাঠ শেখাতে আসা সহযোগী ভেবে একরস থেকে মায়াজিত ভব

ব্যথা: মায়া আসে তোমাদের পাঠ শেখাতে, তাই ঘাবড়ে যেও না, পাঠ পড়ে নাও। কখনও সহন শীল হওয়ার পাঠ, কখনও শান্ত স্বরূপ হওয়ার পাঠ পাকা করাতে মায়া আসে, তাই মায়াকে শত্রু ভাবার বদলে নিজের সহযোগী ভাবো, তাহলে ভয় পেয়ে হেরে যাবে না, পাঠ পাকা করে অঙ্গদের মতন অচল হয়ে যাবে। কখনও দুর্বল হয়ে মায়াকে আহ্বান করবে না। তাহলেই মায়া বিদায় নেবে।

স্লোগান - যদি প্রতিটি সংকল্পে দূততার মহানতা থাকে তবে সফলতা প্রাপ্ত হবে।

মাতেশ্বরী দেবীর মধুর মহাবাক্য

"পরমাত্মার সদগতি করার মতি গতি পরমাত্মা-ই জানেন"

তোমার মতি গতি তুমি-ই জানো এখন এই মহিমা কাকে উদ্দেশ্য করে গাওয়া হয় ? কারণ পরমাত্মার সদগতি করার যে মত আছে সেটি তো পরমাত্মা-ই জানেন। মানুষ জানতে পারে না, মানুষের শুধু এইটুকু ইচ্ছা থাকে সে যেন সদাকালের সুখ প্রাপ্ত করে, কিন্তু সেই সুখ কিভাবে প্রাপ্ত হবে ? যতক্ষণ মানুষ নিজের ৫ বিকারকে ভস্ম করে কর্মকে অকর্ম না করছে ততক্ষণ সে সুখ লাভ করতে পারে না, কারণ কর্ম অকর্ম বিকর্মের গতি খুবই গভীর, যা পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো মনুষ্য আত্মা সেই গতিকে জানতে পারে না। এবার যতক্ষণ পরমাত্মা এসে সেই গতির কথা না বলছেন ততক্ষণ মানুষের জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয় না, তাই মানুষ বলে তোমার মতি গতি তুমিই জানো। মানুষের সদগতি করার মতি পরমাত্মার কাছেই আছে। কিভাবে কর্মকে অকর্ম করতে হয়, এই শিক্ষা প্রদান করা পরমাত্মার কর্তব্য। বাকি মানুষের তো এই জ্ঞান নেই, সেইজন্যে সে উল্টো কর্ম করতে থাকে, এখন মানুষের প্রথম কর্তব্য হল নিজের কর্মকে ঠিক করা, তাহলেই মানুষ জীবনের সম্পূর্ণ লাভ নিতে পারবে। আচ্ছা। ওম্ শান্তি ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সময়ে সময়ে জ্ঞান সাগরের কাছে এসো, জ্ঞান রত্নের সম্পদ ভরে বাইরে গিয়ে তা বিলি করো, বিচার সাগর মন্থন করে সেবাতে লেগে যাও"

প্রশ্ন :-- সবথেকে উত্তম পুরুষার্থ কোনটি ? বাবার কাছে কোন্ ধরনের বাচ্চারা প্রিয় হয় ?

উত্তর :-- কারোর জীবন তৈরী করে দেওয়া, এ হলো সবথেকে উত্তম পুরুষার্থ । বাচ্চাদের এই পুরুষার্থেই লেগে যাওয়া উচিত । কখনো যদি কোনো ভুল হয়েও যায়, তাহলে তার পরিবর্তে সার্ভিস করো । না হলে সেই ভুল মনে আঘাত করতে থাকবে । জ্ঞানী আর যোগী বাচ্চারাই বাবার কাছে খুব প্রিয় ।

গীত : - যে পিয়ার সাথে আছে, তার জন্যই বরিশণ আছে

ওম শান্তি । বাচ্চারা বুঝতেই পারে যে, সামনে বসে মুরলী শোনা বা টেপে মুরলী শোনা অথবা কাগজে মুরলী পড়ার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে । গানেও বলা হয়, যে পিয়ার সাথে আছে -- বর্ষণ তো সকলেরই জন্য কিন্তু সাথে থাকলে বাবার অভিব্যক্তি বুঝলে, বিভিন্ন নির্দেশ জানলে অনেক লাভ হয় । এমনও কিন্তু নয় যে কাউকে এখানে থেকে যেতে হবে । সম্পদ ভরপুর করলে আর গিয়ে সার্ভিস করলে । আবার এলে সম্পদ ভরতে । মানুষ কোনো জিনিস কিনতে যায় বিক্রি করার জন্য । বিক্রি করে আবার আসে জিনিস কিনতে । এও হলো জ্ঞান রত্নের সম্পদ । যারা সম্পদ নিতে আসবে, তারা তো এখানে আসবে, তাই না । কেউ আবার বিলিও করে না, পুরানো সম্পদেই থাকে, নতুন কিছু নিতে চায় না । এমনও অবুঝ আছে । মানুষ তীর্থে যায়, তীর্থ তো মানুষের কাছে আসে না কারণ সে তো জড় চিত্র । এইসব কথা বাচ্চারাই জানে । সাধারণ মানুষ তো এ সব কিছুই জানে না । অনেক বড় বড় গুরুরা, শ্রী শ্রী মহামন্ডলেশ্বর আদিরা জিজ্ঞাসুদের তীর্থে নিয়ে যায়, ত্রিবেণীতে কতো মানুষ যায় । নদীর তীরে গিয়ে দান করাকে পুণ্য বলে মনে করে । এখানে তো ভক্তির কোনো কথাই নেই । এখানে তো বাবার কাছে আসতে হবে, নিজে বুঝে অন্যদেরও আবার বোঝাতে হবে । প্রদর্শনীতেও মানুষকে বোঝাতে হবে । এই যে ৮৪ জন্মের চক্র লাগায়, বাচ্চারা তো জানে যে, সবাই এতো চক্র লাগায় না । এতে বোঝানোর মতো অনেক যুক্তি চাই । এই চক্রতেই মানুষ দ্বিধায় পড়ে যায় । ঝাড়ের কথা তো কেউই জানে না । শান্তিতেও চক্র দেখানো হয় । কল্পের আয়ু চক্র দেখে বের করা হয় । এই চক্রতেই যতো বিভ্রান্তি । আমরা তো সম্পূর্ণ চক্র লাগাই । আমরা ৮৪ জন্মগ্রহণ করি, বাকি ইসলামী, বৌদ্ধ আদিরা অনেক পরে আসে । আমরা কিভাবে এই চক্রে সতো, রজো আর তমো স্থিতি পার করি - তা গোলাতে দেখানো হয়েছে । বাকি আর যারা আসে যেমন ইসলামী, বৌদ্ধ ইত্যাদি, তাদের কিভাবে দেখাবে ? তারাও তো সতো, রজো, তমোতে আসে । আমি আমার বিরাট রূপও দেখাই - সত্যযুগ থেকে নিয়ে কলিযুগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ রাউন্ড নিয়ে আসি । শিখায় থাকে ব্রাহ্মণ, তার মুখ সত্যযুগে, বাহ ত্রেতাতে, পেট দ্বাপরে আর পাকে শেষে দেখানো হয়েছে । আমাদের তো বিরাট রূপ দেখানো হয়েছে । বাকি অন্য ধর্মের কি করে দেখাবে ? তাদেরও শুরু করলে প্রথমে সতোপ্রধান, তারপর সতো, রজো, তমো । তো এতেই সিদ্ধ হয়ে যাবে যে, কখনোই কেউ নির্বাণে যায়নি । তাদের তো এই চক্রে আসতেই হবে । প্রত্যেককে প্রত্যেককেই সতো, রজো, তমো স্টেজে আসতেই হবে । ইব্রাহিম, বুদ্ধ, ক্রাইস্ট এরাও তো মানুষই ছিলেন । রাতে বাবার অনেক চিন্তা চলে । এই মন্থনে ঘুমের

নেশা উড়ে যায়, নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে যায়। বোঝানোর জন্য খুব ভালো যুক্তির প্রয়োজন। এরও বিরাট রূপ বানাতে হবে। এরও পদ পিছনের দিকে নিয়ে যাবে ততপর লিখে বোঝাতে হবে। বাচ্চাদের বোঝাতে হবে যে, ক্রাইস্ট যখন আসে তাঁকেও সত্য, রজো, তমো স্থিতি পার করতে হয়। সত্যযুগে তো তিনি আসেন না। তাঁকে তো পরে আসতে হবে। বলবে, ক্রাইস্ট স্বর্গে আসবে না। এই খেলা তো সম্পূর্ণ বানানো। তোমরা জানো ক্রাইস্টের পূর্বেও ধর্ম ছিলো, এরপর তাও রিপিট করতে হবে। ড্রামার রহস্যকে বোঝাতে হয়। প্রথমে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে। কিভাবে বাবার থেকে এক সেকেন্ডে আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া যায়? এই গায়নও আছে যে, সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি। দেখো, বাবার কতো চিন্তা চলতে থাকে। বাবার পাটাই হলো বিচার সাগর মন্ডনের। গড ফাদারলি বার্থ রাইট, "এখন নয় তো কখনোই নয়" এই অক্ষর লেখা আছে। জীবনমুক্তি শব্দও লিখতে হবে। লেখা যদি সঠিক হয় তাহলে বোঝানো সহজ হবে। তোমরা জীবনমুক্তির আশীর্বাদের বর্ষা পেয়েছো। এই জীবনমুক্তিতে রাজা - রাণী - প্রজা সবাই আছে। তাই লেখাও সঠিক করতে হবে। চিত্র ছাড়াও বোঝানো যায়। কেবল ইশারার মাধ্যমেও বোঝানো যায়। ইনি বাবা আর এই হলো তাঁর আশীর্বাদী বর্ষা। যারা যোগযুক্ত থাকবে, তারা খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারবে। সবকিছুই এই যোগের উপর নির্ভর করে। যোগে বুদ্ধি পবিত্র হয়, তখনই ধারণা হতে পারে। এরজন্য দেহী - অভিমানী স্থিতির প্রয়োজন। তোমাদের সবকিছুই ভুলতে হবে। এই শরীরকেও ভুলতে হবে। ব্যস, আমাদের এখন ফিরে যেতে হবে, এই দুনিয়া তো শেষ হয়ে যাবে। এই বাবার জন্য এ হলো সহজ কেননা এনার কাজই এই। বুদ্ধি সারাদিন এতেই আটকে আছে। আচ্ছা, যে গৃহস্থ জীবনে আছে, তাকে তো কর্ম করতেই হবে। স্থূল কর্ম করলে এইসব কথা ভুলে যায়, বাবার কথাও ভুলে যায়। বাবা নিজেই নিজের অনুভব শোনান। বাবা বলেন, আমি বাবাকে স্মরণ করি, বাবা এই রথকে খাওয়াচ্ছেন, আবার আমি ভুলে যাই, তখন বাবা চিন্তা করেন, আমিই যখন ভুলে যাই তখন এই বেচারাদের কতো কষ্ট হবে। এই চার্টকে কিভাবে বাড়ানো যাবে? প্রবৃত্তি মার্গের মানুষদের জন্য এ মুশকিল। তাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়। যদিও বাবা তো সবাইকেই বোঝান। যারা পুরুষার্থ করে তারা রেজাল্ট লিখে পাঠাতে পারে। বাবা জানেন যে বরাবর এ খুবই শক্ত। বাবা বলেন, তোমরা রাতে পরিশ্রম করো। তোমরা যদি যোগযুক্ত হয় বিচার সাগর মন্ডন করো তাহলে তোমাদের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। বাবা নিজের অনুভব বলেন যে - কখনো যদি অন্য কোনো দিকে বুদ্ধি চলে যায় তাহলে মাথা গরম হয়ে যায়। তখন সেই তুফান থেকে বুদ্ধিকে সরিয়ে নিয়ে এই বিচার সাগর মন্ডন করতে লেগে যাই, তখন মাথা হাঙ্কা হয়ে যায়। মায়ার তুফান তো অনেক প্রকারেরই আসে। এইদিকে বুদ্ধি লাগালে ওইসব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়, বুদ্ধি রিফ্রেশ হয়ে যায়। বাবার সেবায় লেগে গেলে যোগ আর জ্ঞানের মাখন লাভ হয়। এই বাবা তাঁর নিজের অনুভব বলছেন। বাবা তো বাচ্চাদের বলবেনই -- এমন এমন হবে, মায়ার বিভ্রান্তি আসবে। তাই বুদ্ধিকে ওইদিকে লাগিয়ে দেওয়া চাই। চিত্র দেখে তার উপর চিন্তা করার প্রয়োজন তাহলেই মায়ার তুফান উড়ে যাবে। বাবা জানেন যে, মায়া এমনই, স্মরণে থাকতেই দেয় না। খুব অল্পই আছে যারা সম্পূর্ণ স্মরণে থাকে। বড় বড় কথা তো অনেকেই বলে। বাবার স্মরণে যদি থাকে তাহলে বুদ্ধি স্বচ্ছ থাকবে। স্মরণ করার মতো এমন মাখন আর কিছুই নেই কিন্তু স্থূল বোঝা থাকার কারণে স্মরণ কম হয়ে যায়।

বোম্বাইয়ে পোপ যখন এসেছিলেন, তার কতো মহিমা হয়েছিলো যেন সকলের ভগবান এসেছেন। খুবই ক্ষমতাসম্পন্ন, তাই না। ভারতবাসীরা তো নিজের ধর্মের কথা জানেই না। নিজেদের ধর্ম হিন্দু বলতে থাকে। হিন্দু তো কোনো ধর্মই নয়। এই ধর্ম কোথা থেকে এলো, কবে স্থাপন হলো, কেউই জানে না।

তোমাদের মধ্যে জ্ঞানের উচ্ছলতা আসা উচিত । শিবশক্তির জ্ঞানের উচ্ছলতায় লাফ দেওয়া উচিত । ওরা তো শক্তিকে সিংহ হিসেবে দেখিয়ে দিয়েছে । এ তো হলো সম্পূর্ণ জ্ঞানের কথা । পরের দিকে তোমাদের মধ্যে যখন আরো শক্তি আসবে, তখন সাধু - সন্ত আদিদেরও বোঝাতে পারবে । এতো জ্ঞান যখন বুদ্ধিতে থাকবে তখনই তার প্রকাশ আসতে পারে । চক্ৰাতা গ্রামে যেমন চাষীদের টিচার পড়ায়, তখন তারা পড়ে না । তাদের চাষবাসই ভালো লাগে । তেমনই আজকের মানুষদেরও এই জ্ঞান দিলে তারা বলবে, এ ভালো লাগে না, আমাদের তো শাস্ত্র পড়তে হবে । ভগবান কিন্তু পরিষ্কার বলে দেন যে, জপ, তপ, দান, পুণ্য ইত্যাদির দ্বারা অথবা শাস্ত্র পড়েও আমাকে কেউই পায় নি । তারা এই ড্রামাকে জানে না । তারা মনেও করে না যে, এই নাটকে অভিনেতা আছে, তারা অভিনয়ের জন্য এই শরীর ধারণ করেছে । এ হলো কাঁটার জঙ্গল । একে অপরকে কাঁটা লাগায়, লুটপাট - মারপিট করতে থাকে । চেহারা যতই মানুষের মতো হোক না কেন, আচরণ বাঁদরের মতো । বাবা বসে বাচ্চাদের এ সকল কথা বোঝান । নতুন কেউ শুনলে তারা গরম হয়ে যাবে । বাচ্চারা কেনই বা গরম হবে । বাবা বলেন যে, আমি বাচ্চাদেরই বুঝিয়ে বলি । বাচ্চাদের তো মাতা - পিতা যে কোনোকিছুই বলতে পারে । বাচ্চাদের যদি বাবা খান্নড়ও মারে তাহলে অন্য কি কিছু করতে পারে ? মাতাপিতার দায়িত্ব হলো বাচ্চাদের শুধরে দেওয়া । এখানে কিন্তু এমন কোনো নিয়ম নেই । আমি যেমন কর্ম করবো আমাকে দেখে অন্যও তেমনই করবে । তাই বাবা যা বিচার সাগর মন্থন করেছেন, তাও বলেছেন । ইনি প্রথম নম্বরে, এনাকে ৮৪ জন্ম নিতে হয় । তাহলে আরো যাঁরা ধর্মস্থাপক আছেন, তাঁরা কি করে নির্বাণে যাবেন । তাদেরও অবশ্যই সত্য, রজা, তমোতে আসতে হবে । প্রথম নম্বরে আছেন লক্ষ্মী - নারায়ণ, যাঁরা এই বিশ্বের মালিক । তাঁদেরও ৮৪ জন্ম নিতে হয় । মানুষ সৃষ্টি সর্বোচ্চ সর্বপ্রথম পুরুষ যিনি, তাঁর সাথে সর্বপ্রথম স্ত্রীও তো চাই । না হলে সন্তান ছাড়া জন্ম কিভাবে হবে ? সত্যযুগের নতুন মানুষ হলেন এই লক্ষ্মী - নারায়ণ । পুরানো থেকেই তাঁরা নতুন হন । তাঁরা অলরাউন্ড পার্ট করেন । বাকি সকলেই সত্য থেকে তমোতে আসে, পুরানো হয় তারপর পুরানো থেকে নতুন হয়ে যায় । ক্রাইস্ট যেমন প্রথমে নতুন এসেছিলেন আবার পুরানো হয়ে চলে গিয়েছিলেন আবার তিনি নিজের সময়ে নতুন হয়ে আসবেন । এ হলো খুব বোঝার মতো কথা । এতে খুব ভালো যোগের প্রয়োজন । সমর্পণও সম্পূর্ণ হওয়া চাই তবেই অবিনাশী বর্সার অধিকারী হতে পারবে । সমর্পণ হলেই বাবা নির্দেশ দিতে পারবেন যে --- এমন এমন করো । বাবা বলেন যে - কেউ সমর্পণ হলেই আমি বলি, ব্যবহারিক জীবনেই থাকো তাহলেই বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারবে । ব্যবহারিক জীবনে থেকেই এই জ্ঞান ধারণ করো, পাস হয়ে দেখাও । গৃহস্থ জীবনে যেও না । ব্রহ্মচারী হয়ে থাকা তো ভালো । বাবা প্রত্যেকেরই হিসাব জিঞ্জেস করেন । মাম্মা - বাবার পালনা নিয়েছো তাই সেই ধারণাও শোধ করো তাহলেই শক্তি পাবে । না হলে বাবাও বলবেন যে, আমি এতো পরিশ্রম করে পালনা দিলাম আর আমাকে ছেড়ে দিলো । প্রত্যেকেরই অবস্থা দেখতে হয় তারপর নির্দেশ দিতে হয় । মনে করবে ঐরও যদি কোনো ভুল হয় তো বাবা এনাকে নির্ভুল করিয়ে ঠিক করে দেবেন । ইনিও প্রতি পদে শ্রীমতে চলেন । কখনো যদি কোনো ভুল হয়ে যায় তো মনে করেন, ড্রামাতে এই ছিলো । এর পরে এমন আর হওয়া উচিত নয় । ভুল তো নিজের মনে অনুতাপ আনতে থাকে । ভুল করে ফেললে তার নিবারণে অনেক সেবা করা চাই, অনেক পুরুষার্থ করার প্রয়োজন । কারোর জীবন বানিয়ে দেওয়া, এই হলো পুরুষার্থ ।

বাবা বলেন যে, যোগী আর জ্ঞানী আমার সবথেকে প্রিয় । যোগে থেকে ভোজন বানালে বা খাওয়ালে, এতে অনেক উন্নতি হতে পারে । এ হলো শিববাবার ভাণ্ডার । তাই শিববাবার সন্তান এমনই যোগযুক্ত

হবে । ধীরে ধীরে উচ্চ হয় । সময় তো অবশ্যই লাগে । প্রত্যেকেরই কর্মবন্ধন তার নিজের নিজের আলাদা । ছোটো কন্যাদের উপর কোনো বোঝা থাকে না । হ্যাঁ, বড় বাচ্চাদের উপর থাকে । বাচ্চারা বড় হয়ে গেলে মাতা -পিতার দায়িত্ব পড়ে । বাবা এতো বুঝিয়েছেন, এতো সময় পালনা দিয়েছেন, তাই তাদেরও পালনা করতে হবে । হিসাব শোধ করতে হবে ফলে তাদেরও মনে খুশী হবে । সুপুত্র সন্তান যারা হয় তারা কোথাও তীর্থ করে ফিরলে সবকিছুই বাবাকে দিয়ে দেয় । ধার তো শোধ করে, তাই না । এ খুবই বোঝার কথা । যারা উঁচু পদ পাবে তারাই সিংহের মতো লক্ষ্য দিতে থাকবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) যোগে থেকে ভোজন বানাতে হবে । যোগে থেকেই ভোজন করা এবং করাতে হবে ।

২) বাবা যা বুঝিয়েছেন তার উপর খুব ভালো করে বিচার সাগর মন্থন করে যোগযুক্ত হয়ে অন্যদেরও বোঝাতে হবে ।

বরদান :-- বাবার সমান সমস্ত আত্মাদের কৃপা বা দয়া করে মাস্টার দয়ালু ভব

বাবা যেমন দয়ালু তেমনই তোমরা বাচ্চারাও সকলের উপর কৃপা বা দয়া করবে, কেননা তোমরা বাবার সমান নিমিত্ত হয়েছো । ব্রাহ্মণ আত্মাদের কখনোই অন্য আত্মার প্রতি ঘৃণা আসতে পারে না, সে কংসই হোক বা জরাসন্ধ অথবা রাবণই হোক - যে কেউই হোক না কেন, তবুও দয়ালু বাবার সন্তান কাউকে ঘৃণা করবে না । তারা পরিবর্তনের ভাবনা, কল্যাণের ভাবনা রাখবে কেননা এ হলো নিজের পরিবার, পরবশ হলেও তাদের প্রতি ঘৃণা আসে না ।

স্লোগান :-- মাস্টার জ্ঞান সূর্য হয়ে শক্তি রূপী কিরণে দুর্বলতা রূপী আবর্জনাকে ভস্ম করে দাও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - কল্যাণকারী বাবা এখনই তোমাদের এমন সুন্দর পদ্ধতিতে কল্যাণ করে দেন, যাতে আর কখনই কাঁদতে না হয়। ক্রন্দন করা তো অকল্যাণের চিহ্ন কিম্বা তা দেহ-অভিমানের লক্ষণ"

প্রশ্ন:- কি এমন নিশ্চিত ভবিষ্যৎকে জেনে নিজেকে সদা নিশ্চিন্ত রাখতে হয়?

উত্তর:- তোমরা অবগত আছো যে, অচিরেই এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। যদিও শান্তির লক্ষ্যে লেকেরা প্রয়াস করছে, কিন্তু মানুষ চায় এক আর হয় অন্য কিছু ...! যতই চেষ্টা করুক না কেন, ভবিষ্যৎকে কেউ আটকাতে পারে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি যা হওয়ার তা তো হবেই। কিন্তু বি.কে.-দের মধ্যে এই নেশা আছে যে, ঈশ্বর স্বয়ং তোমাকে তার কোলে স্থান দিয়েছেন, সাক্ষ্যাৎকারও করিয়েছেন, আর বিনাশ তো বাস্তবে হবেই হবে, অতএব নিজেকে সর্বদা নিশ্চিন্তে থাকতে হবে।

ওম্ শান্তি! বর্তমান বিশ্বে মানুষের মন-বুদ্ধি কেবলমাত্র ভক্তি-মার্গের মহিমাই করে, যেহেতু বর্তমান সময়কালটা ভক্তি-মার্গের। কিন্তু এখানে ভক্তি-মার্গের কোনও মহিমা হয় না। এখানে কেবলই এক বাবার মহিমা। এমন বাবার মহিমা যে করতেই হয়, যেহেতু এই বাবার থেকেই তো এত উচ্চ অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়া যায়। ভক্তি-মার্গে কিন্তু সে সুখ নাই। ভক্তি-মার্গে থেকেও তো স্মরণ করতে হয় সেই স্বর্গ-রাজ্যকেই। মানুষ মারা গেলে বলা হয় স্বর্গবাসী হয়েছে। তবে তো এতে তাদের খুশী হওয়াই উচিত, এরপর স্বর্গে জন্ম হলে তো আর রোদন করবার মতন অবস্থাই আসবে না। কিন্তু বাস্তবে তা মোটেই সত্য নয় মৃত্যুর পরে স্বর্গে যায়। আর তা যায় না বলেই তো পরিজনেরা রোদন করতে থাকে। কিন্তু এই রোদন যারা করে, তাদের কল্যাণ তবে কিভাবে হতে পারে? রোদন করা অর্থাৎ দুঃখের চিহ্ন। দুঃখ-কষ্টেই তো লোকেরা রোদন করে- তাই না? জন্ম নেবার সাথে সাথেই বাচ্চারা রোদন করতে থাকে, যেহেতু তারা কষ্ট অনুভব করে। দুঃখ-কষ্ট না থাকলে তারা তো হাসি-খুশীতেই থাকতো। রোদন আসার নেপথ্যের কারণ, কোনও না কোনও অকল্যাণ অবশ্যই তাতে আছে। সত্যযুগে কোনও অকল্যাণ হয় না, তাই সেখানে যেমন রোদনের কোনও ব্যাপারই নেই, তেমনি কারও কোনও অকল্যাণও হয় না। এখানে ব্যাবসা-বাণিজ্যে কখনও কখনও লোকসান হয়ে থাকে, কখনও বা অগ্নির সংস্থান হয় না, ফলে তারা খুবই দুঃখী হয়। দুঃখের কারণে কান্নাকাটিও করে। আর তখন ভগবানকে ডাকতে থাকে, উনি এসে যেন সবার কল্যাণ করেন। ভগবান যদি সর্বব্যাপীই হবেন, তবে তারা কাকে বলে-কল্যাণ করো? পরমপিতা পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী ভাবাটা খুবই বড় ভুল। বাবা তো সবার কল্যাণকারী। একমাত্র তিনিই কল্যাণকারী, একমাত্র তিনিই অবশ্যই সবার কল্যাণ করবেন। বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, কল্যাণকারী পরমপিতা পরমাত্মা সর্বদা সবার কল্যাণই করেন। এখন দেখার, পরমপিতা পরমাত্মা কবে আসবেন বিশ্বের কল্যাণ করতে? বিশ্বের কল্যাণের নিমিত্তে আর কেউই যে নেই। তবুও লোকেরা কি করে বলে যে বাবা সর্বব্যাপী? এ যে খুব বড় ভুল। সেই বাবা এখন স্বয়ং নিজের পরিচয় জানিয়ে বলছেন-"মনমনাভব",(*তোমার মনকে আমার ভাবনার সাথে যুক্ত করো) একমাত্র এতেই সব কল্যাণ নিহিত আছে। সত্যযুগ আর ত্রেতাতে কোনও পরিস্থিতিতেই কারও কোনও অকল্যাণ হয় না। ত্রেতাতে, রামরাজ্যে সেখানে বাঘ আর বাছুর একত্রে একই ঘাটে জলপান করে। যদিও রাম-সীতার সেই রাজ্যের তেমন স্তুতি করা যায় না, যেহেতু তখন তাদের কলা (শক্তি ও গুণাবলী) দুই ডিগ্রি কম হয়ে যাওয়াতে অল্প হলেও কিছু না কিছু সুখের মাত্রা কম হয়ে যায়। স্বর্গ-রাজ্য আমাদের সবারই পছন্দের, যেহেতু তা বাবা স্থাপন করেন। তাই তার থেকে পুরো আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়াটাই সবচেয়ে ভাল। উচ্চতমেরও উচ্চে যিনি অর্থাৎ বাবা, তার থেকে আশীর্বাদী-বর্ষা পেয়ে আমরাও বাবার অনুসারী হয়ে জগতের কল্যাণ করবো। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ কল্যাণ নিজেকেই করতে হয়, অবশ্য তা বাবার শ্রীমং অনুযায়ী।

এবার বাবা বোঝাচ্ছেন - একদিকে যেমন আসুরী সম্প্রদায়, অপরদিকে দৈবী সম্প্রদায়। বর্তমান দুনিয়াটা যেমন রাবণ-রাজ্য, অপরদিকে বাবা স্থাপন করে চলেছেন দৈবী-সম্প্রদায়কে। এর অর্থ একথা নয় যে, এখনই দৈবী-সম্প্রদায় আছে এখানে। আসুরী-সম্প্রদায়কেই দৈবী-সম্প্রদায়ে রূপান্তরিতের কাজ চলছে। দৈবী-সম্প্রদায় বলা হয়, যারা সত্যযুগের। এই আসুরী সম্প্রদায়কেই (যোগের বল ও গুণের শক্তি দ্বারা) ভবিষ্যতের দৈবী-সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করেন। যারা বর্তমানে প্রকৃত ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের, তারাই ধীরে ধীরে দৈবী-সম্প্রদায়ের হতে যাচ্ছে। গুরু নানাকও তা বলে গেছেন- "মনুষ্য থেকেই দেবত্বের প্রাপ্তি ঘটে", কিন্তু কোন্ ধরণের মনুষ্য, যারা দেবত্ব লাভ করে? লোকেরা তো অবিনাশী ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের কিছুই জানে না। সৃষ্টির আদিতে যারা লক্ষ্মী-নারায়ণ হয় তারা খুবই শ্রেষ্ঠাচারী। তারাও পর্যন্ত

আদি-মধ্য-অন্তকে জানে না। যেহেতু তখন তারা আর ত্রিকালদর্শী নয়। দেবতা হবার পূর্বে অবশ্যই তারা ত্রিকালদর্শী ছিলেন, এবং স্ব-দর্শন চক্রধারীও ছিলেন। তাই তো ওনাদের এমন উচ্চ রাজ্য-ভাগ্যের পদ প্রাপ্তি হয়েছে। কিন্তু লোকেরা বিষ্ণুর হাতে সেই স্ব-দর্শনচক্র দেখায়। যুক্তি দিয়ে একথা তাদেরকে বোঝাতে হবে, স্ব-দর্শন চক্রধারী কেবল প্রকৃত ব্রাহ্মণেরাই। লোকেরাও তাতে আশ্চর্য হয়ে যাবে। লোকেরা তো কৃষ্ণের হাতেও তা দেখায় আবার বিষ্ণুর হাতেও দেখায়। তারা তো এটাও জানে না যে, বিষ্ণুরই দুই রূপ লক্ষ্মী আর নারায়ণ। বাচ্চারা, বি.কে. হবার আগে তোমরাও অবশ্য তা জানতে না।

জগতে যা কিছুই ঘটুক না কেন, লোকেরা বলে- এমন তো হওয়ারই ছিল। যা ঘটবার তাকে কেউ আটকাতে পারে না। এটাই তো ড্রামার মূল কথা। অতএব তাদেরকে সর্বাগ্রে বাবার পরিচয় কিম্বা ড্রামার রহস্যকে বোঝাতে হবে। তা করতে হবে কিন্তু বাবাকে স্মরণ করতে করতে। বাবার পরিচয়ও সেভাবেই জানাতে হবে। বলতে হবে, ইনি হলেন অসীম-বেহদের বাবা, যিনি শিববাবা নামেই খ্যাত। যদিও তিনিই রুদ্র, কিন্তু শিববাবা নামেই পরিচিত তিনি। সেই বাবা স্বয়ং বোঝাচ্ছেন, যেখানে যেখানে ওঁনার ভক্তরা আছে, সেখানে গিয়ে তাদেরকে বোঝাতে। খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, হিমালয় পর্বতের বয়স লক্ষ লক্ষ বছর। কিন্তু হিমালয় পর্বতের আয়ু এভাবে কি নির্ণয় করা যায়? পর্বত তো সদাকালের। তা কখনও লুপ্তও হয় না। এই ভারত ভূ-খণ্ডও তেমনি অবিনাশী। তাই এরও রচনা কাল কেউ বলতে পারে না। ঠিক একই প্রকারে হিমালয়ের ক্ষেত্রেও কেউ বলতে পারে না, হিমালয় পর্বতের অস্তিত্ব কবে থেকে। হিমালয় পর্বতের আয়ুষ্কাল গননা করা আদৌ সম্ভব নয়। তেমনি এটাও বলা সম্ভব নয়, আকাশ বা সমুদ্রের বয়স কত। কেউ যদি হিমালয়ের বয়স নির্ণয় করতে পারে, তবে সে সমুদ্রের বয়সও বলে দিতে পারবে। কেউই তা জানে না। বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্ষা নেওয়ার জন্যই তো তোমাদের এখানে আসা। আর একমাত্র এটাই হলো ঈশ্বরীয় পরিবার।

বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, বাবার একান্ত আপন হতে পারলেই স্বর্গ-রাজ্যের মালিক হওয়া যায়। তা কেবল এক জনক রাজার কথাই নয়। জীবন-মুক্তিতে আর রাম-রাজ্যে তো অনেকেই যাবে। যদিও সবাই জীবন-মুক্তি হবে। কিন্তু তোমাদের পুরুষার্থ তো সেকেণ্ড মাত্র সময়ে মুক্তি ও জীবন-মুক্তি পাওয়ার জন্য। তোমরা যেমন বাবার বাচ্চা হয়েছে, তেমনি তোমরা আবার মাম্মা-বাবাও বলা। সুতরাং জীবন-মুক্তি তো তোমরা পাবেই পাবে-তাই না? কিন্তু একথা তোমাদের বুঝতে হবে, প্রজা তো সংখ্যাতে অনেক হবে। দিন-প্রতিদিন তোমাদের প্রভাবে অনেকেই প্রভাবিত হচ্ছে। এই প্রকৃত ধর্মের স্থাপনা করা খুবই কষ্টসাধ্য। তাছাড়াও ধর্ম-স্থাপকেরা তো উপর থেকে এসে তাদের নিজ ধর্মের স্থাপনা করেন। তাদের অনুসারীরাও তাদের পিছনে পিছনে উপর থেকে আসতে থাকে। কিন্তু এখানে তোমাদের প্রত্যেককেই রাজ্য-ভাগ্য পাবার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়। বাচ্চাদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই তো বাবার কর্তব্য। মায়া সবাইকে স্বর্গ-রাজ্যের অনুপযুক্ত করে দিয়েছে এখন। এমন কি যে বাচ্চারা একদা মুক্তি ও জীবন-মুক্তির উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠেছিল তাদেরকেও। ৫-তন্ত্রও এখন অনুপযুক্ত হয়ে গেছে। যদিও তা আবার উপযুক্ত করে গড়ে তুলবেন এই বাবা-ই। বর্তমানে তোমাদের এক এক সেকেন্ডের পুরুষার্থ এমন ভাবে চলছে, মনে করবে তার ঠিক তেমনি পুরুষার্থই চলছিল পূর্ব কল্পেও। যেমন কেউ আশ্চর্যবৎ ভাগিনী হয়ে যায়, বাবার সাথে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বাবাকে বিদায় জানায় ইত্যাদি। এসব তোমরা দেখতেই থাকবে। তোমরা একথা তো জানোই, বিনাশ এখন প্রায় দোরগোড়ায়। ড্রামা অনুসারে সবাইকেই নিজ নিজ অভিনয় করে যেতে হবে। মানুষ চায় একরকম - আর হয় অন্যরকম! মানুষ তো শান্তি চায়, কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে, তা কেবল তোমরাই জানো। তোমাদের অনেকেরই তার সাফ্যাংকারও হয়েছে। বিনাশ যাতে না হয় এরজন্য লোকেরা যতই মাথা ঠুকুক না কেন, কিন্তু যা হবার তা তো হবেই। ভূমিকম্প, প্রকৃতিক বিপর্যয় এসব তো হবেই, তাকে তারা আর কি করেই বা আটকাবে? তখন তারাই বলবে, এসব যা কিছু হচ্ছে তা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই। তোমাদের মধ্যেও খুব অল্প সংখ্যকই আছে, যাদের মধ্যে সেই ঘোর আছে, অর্থাৎ যারা সর্বক্ষণই বাবাকে স্মরণ করতে থাকে। সবাই তো আর পরিপূর্ণ হয় না। তোমরা জানো, যা হবার তাকে রোখা যায় না। এমন হবে- খাবার জন্য মানুষের অল্প নেই, থাকার জন্য বাসস্থান নেই, এমন কি তিন-পা (এক গজ) জমি পর্যন্ত নেই।

এটা তোমাদের ঈশ্বরীয় পরিবার-এখানে আছে মাতা, পিতা আর বাচ্চারা। বাবা বি.কে.-দের জানাচ্ছেন, একমাত্র বাচ্চাদের সামনেই উনি প্রত্যক্ষ হয়ে বাচ্চাদের শিক্ষা দেন। বি.কে. বাচ্চারাও তেমনি বলে-"আমরা বাবার মত অনুসারেই চলি।" তখন বাবা বলেন-"আমি স্বয়ং বাচ্চাদের সামনে হাজির হয়ে আমার মত দেই, যা কেবল বাচ্চারাই উপলব্ধি করে। আর যদি তা উপলব্ধিতে না আসে তবে ছাড়ো সেসব কথা। লড়াই-ঝগড়ার কোনও প্রয়োজন নাই। আমি যে বাবা, তা তো আমি স্বয়ং সে পরিচয় দেই। তাই তো জানাচ্ছি-আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্মগুলির বিনাশ হবে আর স্ব-দর্শন

চক্রকে স্মরণ করলে চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে। "মন্মনা ভবঃ, মধ্যাজী ভবঃ-এর অর্থই এটা।" বাবার পরিচয়ও এভাবে দাও, যাতে ক্রিয়েটর আর তার ক্রিয়েশনের রহস্যও সহজেই বুঝতে পারে। এটাই মূল ও মুখ্য কথা। গীতারও প্রধান ভুল এটাই। বাবা বলছেন-যেহেতু একমাত্র আমিই কল্যাণকারী, তাই আমাকেই এসে তোমাদের কল্যাণ করতে হয়। শাস্ত্রের মাধ্যমে তো আর কারও কল্যাণ হয় না। প্রথমে এটাই বোঝাতে হবে যে, ভগবান একমাত্র একজনই। যদিও তোমরা তাকেই স্মরণ করো, অথচ তাকে জানোই না। বাবাকে স্মরণ করতে হলে, প্রথমে তো তার পরিচয় জানতে হবে। উনি থাকেন কোথায়, এখানে আসেন কি না? বাবা যখন তিনি, তবে তো অধিকারের আশীর্বাদী-বর্ষাও তিনিই দেবেন। কিন্তু তা কি এখানকার জন্য, না কি সেখানকার জন্য? বাবা যখন, তবে তো তিনি বাচ্চাদের সামনা-সামনিও হবেন। লোকেরা তো তার উদ্দেশ্যেই শিবরাত্রি-ব্রত পালন করে। শিবের অর্থ সুপ্রিম ফাদার, (পরমাত্মা)। যিনি সব আত্মাদেরই (পরম) পিতা। উনিই ক্রিয়েটর (রচয়িতা)। উনিই আবার নতুন করে জ্ঞান দান করেন। সৃষ্টি-চক্রের আদি-মধ্য ও অন্তকে একমাত্র উনিই জানেন। উনিই উচ্চতমেরও উচ্চ অর্থাৎ সর্বোচ্চ টিচার, যিনি রাজযোগের শিক্ষা দ্বারা মনুষ্যকে দেবতা করে গড়ে তুলতে পারেন। কোনও মনুষ্য রাজযোগ শেখাতে পারে না। সেই বাবা স্বয়ং বি.কে.-দের এই রাজযোগ শেখান, যা পরে বি.কে.-রা অন্যদের শেখায়।

গীতার প্রারম্ভে এবং অন্তিমে 'মন্মনা ভবঃ' আর 'মধ্যাজী ভবঃ' -বলা আছে। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে কল্প-বৃক্ষের ঝাড় আর ডামার জ্ঞান তো আছে। এগুলিও সবিস্তারে বোঝাতে হবে। কিন্তু অন্তিম পরিনতির ফল সেই একই কথা- 'বাবা আর ওঁনার আশীর্বাদী-বর্ষাকে স্মরণ করতে হবে।' এখানেও সেই একই কথা। তবেই তোমরা বিশ্বের মালিক হতে পারবে। বিশ্বের কল্যাণকারী পরমাত্মাই বিশ্বের মালিক বানাতে পারে। উনি যখন বানাবেন, তখন তো স্বর্গ-রাজ্যের মালিকই বানাবেন, নরকের মালিক তো আর বানাবেন না। দুনিয়ার লোকেরা এটাও তো জানে না যে, নরকের রচয়িতা রাবণ আর স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা এই বাবা। তাই বাবা এখন জানাচ্ছেন, মৃত্যু তো তোমাদের দেহগোড়ায়। সবারই যে এখন বানপ্রস্থ অবস্থা। তাই উনি স্বয়ং এসেছেন ওনার সাথে বাচ্চাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তাই বাবা বলছেন, ওনাকে স্মরণ করতে, যাতে বিকর্মগুলির বিনাশ হয়ে যায়। তাতে আত্মার কালিমাগুলি ধুয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবেই উনি তোমাদেরকে সেই স্বর্গ-রাজ্যে পাঠাতে পারবেন। নিজে নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে তারপর সবাইকেই একথা বোঝাতে হবে, তোতার মতন বুলি আওড়ানোর ব্যাপার নয় এটা। যে শিষ্ণু-বুদ্ধির হতে পারে, তার আর দেহ-অভিমান আসে না, ফলে তার আর রোদনের প্রশ্নই নেই। এই দেহ-অভিমানই মানুষকে নোংরা বানায়। বাচ্চারা, অতএব তোমাদের দেহী-অভিমानी হতেই হবে। শরীর নির্বাহের জন্য অর্থ উপার্জনের জন্য কর্ম তো করতেই হবে। জাগতিক সন্ন্যাসীরা তো 'কর্ম-সন্ন্যাস' নিয়ে সন্ন্যাসী হয়। কিন্তু এখানে তোমাদের গৃহস্থ-পরিবারে থাকতে হয়, বাচ্চা-কাচ্চাও সামলাতে হয়। সঠিক ভাবে প্রকৃত বাবাকে আর চক্রকে জানতে পারলে, তা খুবই সহজ হয়ে যায়।

বাবার এত অনেক সন্তান। এদের মধ্যে যেমন সুপুত্রেরা আছে, তেমনি আছে কুপুত্রেরাও। এরাই বাবার নাম বদনাম করে। এদের কারণে বাবার মুখ ঢাকতেও হয়। তাই বাবা তাদের উদ্দেশ্য বলেন-আমার মুখ কালো করো না যেন। বাচ্চা যখন হয়েইছে, তবে আবার কেন আমার মুখ কালো করাও, কুলকে কলঙ্কিত কেন করো। পূর্বে কাম-চিঁতায় বসে বসে তোমরা নিজেরা তো কালো হয়েইছে, এখন কি আবার জ্বলে পুড়ে মরবে? তাই সামান্যতম ইচ্ছাও আসা উচিত নয়। জাগতিক সন্ন্যাসীরা তাদের অনুসারীদের এমন কথা কিন্তু বলে না। তারা তো আর সংসারের বাস্তব জগতের সাথে যুক্ত থাকে না। এই বাবা সকলকেই প্রকৃত সত্যটাকে জানান। তাই বাবা বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা অবশ্যই আমাকে সেভাবেই স্মরণ করবে, আর তোমরাও তো সেই গ্যারান্টি দাও, "বাবা আমরা তোমার মত অনুসারে চলেই স্বর্গ-রাজ্যে অধিকারী হবোই হবো।" তখন বাবা আবার বলেন- "বাচ্চারা, তবে কেন তোমরা বিষয়-সম্পত্তির পাপের গাড্ডায় পড়ায় কথা ভাবো? কন্যারা, তোমাদের এমন ভাবে মুরলী পাঠ করতে হবে, যাতে তা শুনে সবাই একবাক্যে বলে উঠবে-"বাঃ, এমন সুন্দর জ্ঞানের কথা পূর্বে কখনও শুনিনি আমরা।" সাথে চিত্র নিয়ে গিয়ে মন্দিরের প্রধানকেও বোঝাতে হবে। ত্রিমূর্তির ঝাড় (কল্পবৃক্ষ) যা প্রকৃত অর্থে দিলওয়ারা মন্দিরেরই চিত্র। একেবারে শীর্ষে যা আছে তা দৈবী ঝাড়। তারপরেই বোঝাতে হবে সেই ঝাড় যা পূর্বেও অনেকবার এমনটাই হয়েছে। এমন সেবা যে বাচ্চা করে দেখাতে পারবে, বাবাও তার মহিমা করবে। এমনই একজন কামাল করে দেখিয়েছে। (অর্থাৎ বাবা রমেশ ভাই-জীর মহিমা করছেন।) বিহঙ্গ-মার্গের সেবায়, যা খুবই সুন্দর পদ্ধতিতে, অনেক ভাল ভাল চিত্রের দ্বারা সে খুব সুন্দর সুন্দর প্রদর্শনী করে অনেককে নিমন্ত্রণও দিতো। এই বিহঙ্গ-মার্গের সেবা, যা অতি অল্প সময়ে খুব দ্রুত সেবা করা যায়। এখানেও এমন প্রদর্শনী করা উচিত।

এবার, দিল্লীতে যে ধর্মীয় সম্মেলন করা হয়, সেখানে একতার কথাই বলা হয়। অথচ যার কোনও মানেই হয় না। বাবা

তো কেবল একজনই আর বাকীরা সবাই তো ভাই-বোন। অতএব প্রশ্ন- আশীর্বাদী-বর্ষা তো সেই একমাত্র বাবার থেকেই নিতে হবে সবাইকে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে সবাই মিলেমিশে ঋণীরা হয়ে থাকবেই বা কিভাবে, -যা অবশ্যই সবারই বোঝার বিষয়। প্রদর্শনীর বৃদ্ধির ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে ভাবনা-চিন্তা করে তা স্থির করতে হবে। আর যে সেবা-কার্য করবে না, তার নিজেরই তো লজ্জা পাওয়া উচিত। যেমন ১০-জন নতুন এলো, কিন্তু পুরোনোদের ৮-১০ জন মরেই গেলো, তবে আর তাতে কি বা লাভ হলো? *আচ্ছা!*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ঔনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করার সাথে সাথে দেহী-অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। কোনও পরিস্থিতিতেই রোদন করা বা দেহ-অভিমানে আসা চলবে না।

২) শ্রীমৎ অনুসারে চলে নিজের ও অপরের কল্যাণ করতে হবে। সুপুত্র হয়ে বাবার নামকে উজ্জ্বল করতে হবে।

বরদান:- শীতলা-দেবী হয়ে সব কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে শীতল ও শান্ত বানিয়ে স্বরাজ্য অধিকারী হও*

বিস্তার :- যে স্বরাজ্য অধিকারী বাচ্চা হতে পারে, তাকে কোনও ইন্দ্রিয়ই ধোঁকা দিতে পারে না। আর যখন এই ধোঁকা দেবার চঞ্চলতা সমাপ্ত হয়ে যায়, তখন সে নিজেই শীতলা দেবী হয়ে যায় আর সব কর্মেন্দ্রিয়গুলিও শীতল হয়ে যায়। এমন শীতলা দেবীর মধ্যে কখনও ক্রোধের সঞ্চার হয় না। কেউ কেউ বলে, যদিও তাদের ক্রোধ নেই, কিন্তু কর্তৃত্ব-ভাব তো রাখতেই হয়। কর্তৃত্ব-ভাবও তো ক্রোধেরই অংশ। আর যেখানে অংশ মাত্রও থাকে, সেখান থেকেই তো বংশ বিস্তার হয়। তোমরা বি.কে.-রা শীতলা-দেবী আর শীতল-দেব, তাই স্বপ্নেও যেন ক্রোধ আর কর্তৃত্ব-ভাবের সংস্কার ফুঁটে না ওঠে।

শ্লোগান:- আশুতাকারী বাচ্চারা স্বতঃ-ই আশীর্বাদের পাত্র, তাই তাদের আর আশীর্বাদ চাইবার প্রয়োজন পড়ে না।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - আমি তোমাদেরকে পুনরায় রাজযোগ শিখিয়ে রাজাদের রাজা বানাচ্ছি। এই ‘পুনরায়’ শব্দের মধ্যেই সমগ্র চক্রের জ্ঞান ভরা আছে”

প্রশ্ন:- বাবার মতো মায়াও শক্তিশালী। কিন্তু এরা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে শক্তিশালী?

উত্তর:- বাবা তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানান। পবিত্র বানানোর ক্ষেত্রে বাবা অতি শক্তিশালী। তাই তাঁকে পতিত-পাবন, সর্ব-শক্তিমান বলা হয়। আর মায়া পতিত বানানোর জন্য শক্তিশালী। সত্যিকারের উপার্জনের সময়েও এমন গ্রহের দশা হয় যাতে লাভের পরিবর্তে লোকসান হয়ে যায়। বিকারের জন্য মায়া পাগল করে তোলে। তাই বাবা বলছেন - বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করো।

গীত:- মোরা তার দিশাতেই চলবো - যদিও বা হোচট খাই, তবুও সামলাতে তো পারবো (হমে উন রাহ পর চলনা হ্যায়,)

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা, তোমাদেরকে কোন্ পথে চলতে হবে? রাস্তা বলে দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই কেউ আছেন। দুনিয়ার মানুষ তো ভুল পথে হাঁটছে বলেই দুঃখ পাচ্ছে। আজকাল কত মানুষ দুঃখী হয়ে গেছে। কারণ ওরা তাঁর মত অনুসারে চলে না। যখন থেকে ভুল মতের দাতা রাবণের রাজত্ব শুরু হয়েছে, তখন থেকে সবাই ভুল মত অনুসরণ করছে। বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা এখন রাবণের মত অনুসরণ করে চলছ বলেই তোমাদের এত খারাপ অবস্থা হয়েছে। সবাই নিজেকে পতিত বলে মনে করে। বাপু গান্ধীজীও তো বলতেন - হে পতিত-পাবন, তুমি এসো। অর্থাৎ এখন আমরা পতিত। *কিন্তু এটা কেউই বোঝে না যে আমরা কিভাবে পতিত হয়েছি। সবাই চায় যে ভারত রাম-রাজ্য হোক, কিন্তু সেইরকম কে বানাবে?*

গীতাতে পরমপিতা এইসব বিষয় বুঝিয়েছেন, কিন্তু গীতার ভগবানের নামটাই তো পাল্টে দিয়েছে। বাবা এখন বোঝাচ্ছেন যে তোমারা কি কি করেছে। যিশুখ্রীষ্টের বাইবেলে যদি কোনো পোপের নাম দিয়ে দেয়, তাহলে কত বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। এটাও ড্রামাতেই আছে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে এটাই সবথেকে বড় ভুল। আদি-মধ্য-অন্তিমের জ্ঞান তো গীতার মধ্যেই রয়েছে। বাবা বোঝাচ্ছেন, আমি পুনরায় তোমাদেরকে রাজাদের রাজা বানাচ্ছি। তোমরা কিভাবে ৮৪ জন্ম নিয়েছ সেটা তোমরা জানো না, আমি শোনাচ্ছি। এইসব কথা কোনো শাস্ত্রে নেই। অনেক রকমের শাস্ত্র রয়েছে। অনেক মত রয়েছে। গীতা একটাই। যিনি গীতা শুনিয়েছেন, তিনিই রায় (মতামত) দিয়েছেন। তিনি বলছেন, আমি পুনরায় তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাতে এসেছি। তোমাদের ওপরে মায়ার ছায়া পড়েছে। এখন পুনরায় আমি এসেছি। গীতাপাঠ করার সময়েও বলে - হে ভগবান, পুনরায় গীতা শোনানোর জন্য এসো। অর্থাৎ পুনরায় গীতার জ্ঞান দান করো। গীতাতেই রয়েছে যে পুনরায় আসুরিক সৃষ্টির বিনাশ এবং দৈব সৃষ্টির স্থাপন হয়। ‘পুনরায়’ - কথাটা অবশ্যই বলতে হবে। গুরু নানকের যখন আসার সময় হবে, তখন তিনি পুনরায় আসবেন। ছবিতেও দেখানো হয়। কৃষ্ণও পুনরায় ঐরকম ময়ূর পুচ্ছ শোভিত মুকুটধারী হবে। এই সকল রহস্যই গীতাতে রয়েছে। কিন্তু ভগবানকেই তো বদলে দিয়েছে। আমরা এটা বলছি না যে আমরা গীতাকে মানি না। কিন্তু মানুষ এতে যে ভুল নাম দিয়ে দিয়েছে, সেটাকে বাবা এসে সঠিকভাবে বোঝাচ্ছেন। তিনি এটাও বোঝাচ্ছেন যে প্রত্যেক আত্মার মধ্যেই নিজ নিজ পার্ট নিহিত রয়েছে। সবাই তো একইরকম হবে না। যেমন মানুষ মানে মানুষ, সেইরকম আত্মা মানে আত্মা। কিন্তু প্রত্যেক আত্মার মধ্যে নিজ নিজ পার্ট ভরা রয়েছে। যে এইসব বিষয় বোঝাবে, তাকে খুব বুদ্ধিমান হতে হবে। বাবা জানেন যে কে বোঝাতে পারবে, কে সার্ভিস করার ব্যাপারে দক্ষ, কার বুদ্ধির লাইন ক্লিয়ার রয়েছে, দেহী-অভিমানী হয়ে থাকে। সবাই তো সম্পূর্ণ দেহী-অভিমানী হয়নি। অন্তিমে এইরকম রেজাল্ট হবে। পরীক্ষার দিন যখন সামনে চলে আসে, তখন বোঝা যায় যে কে কে পাস করবে। টিচারের সাথে সাথে বাচ্চারাও বুঝতে পারে যে এই স্টুডেন্ট সবথেকে ভালো। ওখানে কোনো জালিয়াতি হওয়া সম্ভব। কিন্তু এখানে তো সেইরকম কিছু সম্ভব নয়। এটা তো ড্রামাতেই রয়েছে। যারা আগের কল্পে পাস করেছিল, তারাই আবার করবে। সার্ভিসের গতি দেখেই বোঝা যায়। এই সত্যিকারের উপার্জনেও লাভ-লোকসান, গ্রহের দশা ইত্যাদি হয়। চলতে চলতে পা-টাই ভেঙে যায়। গান্ধার্য মতে বিয়ে করার পরেও মায়া একেবারে পাগল করে তোলে। মায়াও অতি শক্তিশালী। বাবা পবিত্র বানানোর জন্য শক্তিশালী। তাই তাঁকে সর্বশক্তিমান, পতিত-পাবন বলা হয়। আর মায়া পতিত বানানোর ক্ষেত্রে শক্তিশালী। সত্যযুগে মায়া থাকবে না। সেটা তো নির্বিকারী দুনিয়া। এখন তো এটা একেবারে বিকারী দুনিয়া। এখানে বিশাল পরিমাণ বল নিগ্ধাভিমুখে ক্রিয়াশীল। চলতে-চলতে মায়া একেবারে নাক-কান মূলে পাগল করে ছেড়ে দেয়। এতটাই শক্তিশালী যে বাবার থেকেও আলাদা করে দেয়। হয়তো পরমপিতা পরমাত্মা-কেই সর্বশক্তিমান বলা হয়, কিন্তু মায়াও কম নয়। অর্ধেক

কল্প ধরে তার রাজত্ব চলে। এইসব কথা কেউই জানে না। অর্ধেকটা সময় দিন হয়, আর অর্ধেক সময় রাত হয়। ব্রহ্মার দিন এবং ব্রহ্মার রাত। পুনরায় সত্যযুগকে লাখ বছর আর কলিযুগকেও অনেক বছর বলে দেবে। এখন বাবা বোঝানোর পরে বোঝা যাচ্ছে যে এই কথাগুলো তো একদম ঠিক। বাবা বসে থেকে পড়াচ্ছেন। কলিযুগে তো কোনো মানুষ গীতার রাজযোগ শিখিয়ে রাজাদের রাজা বানাতে পারবে না। এই কথাটা কারোর বুদ্ধিতেই আসেনা যে আমি রাজযোগ শিখে রাজাদের রাজা হব। দুনিয়ায় তো অনেক গীতা পাঠশালা রয়েছে। কিন্তু সেখানে রাজযোগ শিখে কেউই রাজাদের রাজা কিংবা রানী হতে পারবে না। ওখানে তো রাজা কিংবা রানী হওয়ার কোনো লক্ষ্যই নেই। এখানে বলা হয় যে আমি বেহদের বাবার কাছে ভবিষ্যতে সুখের রাজত্ব পাওয়ার জন্য পড়াশুনা করছি। আগে বাবার সম্মুখে বোঝাতে হবে। গীতাই হল মূল বিষয়। মানুষ কিভাবে জানবে যে সৃষ্টিচক্র কিভাবে আবর্তিত হয়, আমরা কোথা থেকে এসেছি, এরপর কোথায় যাব...? কারোর কাছেই এইসব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। কোন্ দেশ থেকে এসেছি, আর কোন্ দেশে আমরা যাব - এইরকম একটা গান রয়েছে। কিন্তু তোতা পাখির মতো কেবল গাইতে থাকে। আত্মার মধ্যে যে বুদ্ধি রয়েছে, সে এটা জানে না যে যাকে আমরা পরমপিতা পরমাত্মা বলি, তিনি আসলে কে? তাঁকে দেখাও সম্ভব নয়, আর জানাও সম্ভব নয়। কিন্তু আত্মার তো কর্তব্য নিজের বাবাকে দেখা, জানা। তোমরা এখন বুঝে গেছ যে আমরা হলাম আত্মা আর পরমপিতা পরমাত্মা বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় যে স্বয়ং বাবা এসেই পড়াচ্ছেন। যেমন কারোর আত্মাকে যখন আহ্বান করা হয়, তখন তো বোঝা যায় যে সেই আত্মা এসেছে। তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ যে আমরা হলাম আত্মা আর উনি আমাদের পরমপিতা। বাবার কাছ থেকে নিশ্চয়ই উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। আমরা কেন দুঃখী হয়ে গেছি? মানুষ তো বলে দেয় যে সুখ-দুঃখ সব বাবা-ই দেন। ভগবানকে গালাগালিও করে। ওরা হল আসুরি সন্তান। আগের কল্পে যেমন বলেছিল, এই কল্পেও সেইরকম বলে। তোমরা এখন প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছে। আগে তো তোমরাও আসুরিক সন্তান ছিলে। বাবা এখন বলছেন, নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো। কাউকে এই দুটো কথা খুব সহজেই বোঝানো যায়। তোমরা হলে ভগবানের সন্তান। ভগবান স্বর্গ রচনা করেছিলেন, এখন সেটা নরক হয়ে গেছে। তাই বাবা-ই পুনরায় স্বর্গ রচনা করবেন। বাবা আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন এবং স্বর্গ রচনা করছেন। তুমি কি শিবকে জানো না! তিনি তো পিতা, প্রজাপিতা ব্রহ্মারও রচয়িতা। বাবা তো নিশ্চয়ই ব্রহ্মার দ্বারা-ই শেখাবেন। এখন তো সবাই শূদ্র। আমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা এবং ঋত্রিয় হব। তা যদি না হবে, তাহলে কেনই বা বিরাট রূপের চিত্র বানানো হয়েছে? ছবিটা তো ঠিকই আছে। কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে না। শূদ্রদেরকে ব্রাহ্মণ কে বানাবে? প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো অবশ্যই প্রয়োজন। তাঁকে কিভাবে এডাপ্ট করা হয়েছে? তোমরা যেমন বলো যে এ হল আমার স্ত্রী, সেইরকম এনাকে আমি কিভাবে আমার স্ত্রী বানিয়েছি? অ্যাডাপ্ট করেছি। বাবা বলছেন, আমাকে মাতা-পিতা বলা হয়। আমি তো অবশ্যই তোমাদের পিতা। কিন্তু মাতা আসবেন কোথা থেকে? তাই এনার মধ্যে প্রবেশ করেছি এবং এর নাম দিয়েছি ব্রহ্মা। স্ত্রীকে এডাপ্ট করা হয়। লৌকিক বাবা যেমন স্ত্রীকে অ্যাডাপ্ট করে গর্ভজাত বংশ রচনা করে, সেইরকম বাবাও এনার মধ্যে প্রবেশ করে, এনাকে অ্যাডাপ্ট করে, এনার মুখ দ্বারা মুখ-বংশাবলী রচনা করেছেন। তোমরা নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বলো। তাই এনার নাম অবশ্যই ব্রহ্মা হবে। ব্রহ্মা কার সন্তান? শিববাবার। এনাকে কে অ্যাডাপ্ট করেছেন? বেহদের বাবা। এটা খুব ভালো দৃষ্টান্ত, কিন্তু যার বুদ্ধিতে বসেছে, সে-ই বোঝাতে পারবে। বুদ্ধিতে ঠিকমতো না বসলে সে বোঝাতে পারবে না। একজন লৌকিক পিতা, আরেকজন পারলৌকিক পিতা। লৌকিক পিতাও স্ত্রীকে অ্যাডাপ্ট করে, আর এই বাবাও এনার মধ্যে প্রবেশ করে এনাকে অ্যাডাপ্ট করেন। তিনি স্বয়ং বলছেন, আমি যেহেতু নিরাকার, তাই এই শরীরকে আধার করতে হয় এবং এর নামটাও বদল করি। একসাথে অনেক জনের নাম রাখা হয়েছে। তোমাদের কাছে সেই নামের লিস্ট থাকা উচিত। প্রদর্শনীতে সেই নামের লিস্ট দেখাতে হবে। কিভাবে বাবা একসাথে এত নাম রেখেছেন। বাবা আমাদেরকে নিজ সন্তান বানিয়েছেন এবং নামও পরিবর্তন করেছেন। তিনি হলেন ভৃগুঋষি। ভগবানের কাছেই সকলের কুণ্ঠী রয়েছে। নামগুলো খুব সুন্দর। কিন্তু এখন তো সবাই নেই। কেউ কেউ তো আশ্চর্যজনক ভাবে চলে গেছে। আজকে হয়তো আছে, কিন্তু কালকে আর থাকবে না। কাম বিকার হল প্রধান শত্রু, এটা খুব বিরক্ত করে। একে পরাজিত করতে হবে। ঘর-গৃহস্থে একসাথে থেকেও এই বিকারকে পরাজিত করতে হবে - এটাই হল প্রতিজ্ঞা। নিজের মনোবৃত্তি কেমন সেটা চেক করতে হবে। কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা যেন কোনো বিকর্ম না হয়। তুফান তো সকলের কাছেই আসে। একে ভয় পেলে চলবে না।

বাবাকে অনেক বাচ্চাই জিজ্ঞেস করে যে এই ব্যবসাটা করব কি করব না? বাবা উত্তরে লেখেন - আমি কি তোমার ব্যবসা দেখাশুনা করার জন্য এসেছি? আমি টিচার, পড়ানোর জন্য এসেছি। ব্যবসার কথা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করো? আমি তো রাজযোগ শেখাই। রুদ্রযন্ত্রের গায়ন রয়েছে, কৃষ্ণযন্ত্রের কোনো গায়ন নেই। বাবা বলছেন, লক্ষ্মী-নারায়ণের মধ্যে তো এই সৃষ্টিচক্রের জ্ঞানটাই নেই। যদি ওরা জানত যে ১৬ কলা থেকে পুনরায় ১৪ কলা হয়ে যাব, তাহলে সেই সময়েই রাজত্বের নেশা কেটে যেত। ওখানে তো কেবল সদগতিই হয়। সদগতি-দাতা তো একজনই। তিনি এসেই আমাদেরকে

শ্রীমৎ দেন, অন্য কারোর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। আগে এটা বোঝো যে ‘কাম মহাশত্রু’ - কথাটা কে বলেছেন? বিকারী দুনিয়া আর নির্বিকারী দুনিয়াকে নিয়ে গানও গায়। ভারতেই রাবণকে পোড়ানো হয়। সত্যযুগে তো রাবণকে পোড়ানো হবে না। যদি তাকে অনাদি বলা হয়, অর্থাৎ সে যদি সত্যযুগেও ছিল, তাহলে তো সব জায়গাতেই দুঃখ আর দুঃখ হয়ে যাবে। তাহলে স্বর্গ কাকে বলবে? এইসব বিষয়গুলোই বোঝাতে হবে। প্রত্যেকের গতি আলাদা আলাদা। কে দ্রুতগামী, সেটা তো বোঝাই যায়। কেউই সম্পূর্ণ হয়নি। তবে হ্যাঁ, সতো, রজো কিংবা তমো অবস্থা তো আছেই। প্রত্যেকের বুদ্ধি আলাদা আলাদা। *যে শ্রীমৎ অনুসারে চলে না, তার বুদ্ধি তমোপ্রধান।* নিজেকে ইনসিওর না করলে ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য প্রাপ্তি কিভাবে পাওয়া যাবে? মরতে তো হবেই। তাহলে কেন না ইনসিওর করে দেব। সবকিছুই তো তাঁর। তাই তিনিই দেখভাল করবেন। হয়তো কেউ সবকিছু দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সার্ভিস করে না। যেটা দিয়ে দিয়েছে, সেটা থেকেই খেতে থাকে। তাহলে জমা হবে কতটা? কিছুই নয়। সেবার প্রমাণ দিতে হবে। দেখা হয় যে কে এখানে পান্ডা হয়ে নিয়ে আসে। নুতন নুতন বিকে-রাও নিজেরা মিলে সেন্টার চালাতে থাকে। তাদেরকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। এটা খুব সহজ জ্ঞান। যাদের বাণপ্রস্থ অবস্থা হয়ে গেছে, তাদেরকে গিয়ে বোঝাও যে প্রকৃত বাণপ্রস্থ অবস্থা কখন হয়? বাবা-ই গাইড হয়ে সবাইকে নিয়ে যাবেন। তোমরা জানো যে বাবা-ই হলেন কালেরও কাল। আমরা তো আনন্দ সহকারে বাবার সাথে যেতে চাই। আগে এই মুখ্য বিষয়টা বোঝো যে এই সৃষ্টির রচয়িতা অর্থাৎ গীতার ভগবান আসলে কে? লক্ষ্মী-নারায়নকে রাজযোগ কে শিখিয়েছেন? তাদের রাজধানী এখন তৈরি হচ্ছে। অন্য কেউ রাজধানী স্থাপন করতে আসে না। কেবল বাবা-ই রাজধানী স্থাপন করতে আসেন। সকল পতিতদেরকে তিনি পবিত্র বানান। এটা হল বিকারী দুনিয়া, আর ওটা হল নির্বিকারী দুনিয়া। দুটো দুনিয়াতেই ক্রমানুসারে পদ রয়েছে। *যারা শ্রীমৎ অনুসরণ করবে, তাদের বুদ্ধিতেই এইসব বিষয় ধারণ হবে।* আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বুদ্ধির লাইন সর্বদা ক্লিয়ার রাখার জন্য দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে সত্যিকারের এই উপার্জনে মায়া কোনোরকম লোকসান না করে দেয়।

২) কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনোরকম বিকর্ম করা যাবে না। ইনসিওর করার পরেও অবশ্যই সার্ভিস করতে হবে।

বরদানঃ- যোগের রৌদ্রে অশ্রুর ট্যাঙ্কে শুকিয়ে ক্রন্দন-প্রফ, সুখ স্বরূপ হও*
কোনো কোনো বাচ্চা বলে যে অমুক ব্যক্তি দুঃখ দেয় বলে কান্না পেয়ে যায়। কিন্তু সে দিলেই, তুমি নিয়ে নাও কেন ? তার কাজটাই হল দুঃখ দেওয়া। কিন্তু তুমি সেটা নেবে না। পরমাত্মার সন্তান কখনো কাঁদতে পারে না। তাই কান্নাকাটি বন্ধ। না চোখের কান্না, না মনের কান্না। যেখানে খুশি থাকবে, সেখানে কান্না আসবে না। খুশি কিংবা ভালোবাসার অশ্রুকে কান্না বলা হয় না। তাই যোগের রৌদ্রে অশ্রুর ট্যাঙ্কে শুকিয়ে দাও। বিদ্রোহকে খেলা মনে করলেই সুখ স্বরূপ হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- সাক্ষী হয়ে অভিনয় করার অভ্যাস থাকলে, টেনশন করার পরিবর্তে সর্বদা অ্যাটেনশন থাকবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা- পুরানো দুনিয়ার থেকে মমত্ব কাটিয়ে সার্ভিস(সেবা) করার উদ্যম রাখা খুশীতে(উল্লাসে) থাকো, সার্ভিস করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ো না"

*প্রশ্ন:- যে সকল বাচ্চারা জ্ঞানের নেশায় বিভোর হয়ে থাকবে, তাদের লক্ষণ(নিশানী) কি হবে?

উত্তর:- তাদের সার্ভিস করবার জন্য খুব আগ্রহ থাকবে। তারা সদা মম্মা আর বাচা(বাণী) সেবায় তৎপর থাকবে। সকলকে প্রমাণ সহ বাবার পরিচয় দেবে। রাজত্ব(বাদশাহী) স্থাপন করার জন্য যদি কিছু সহ্য করতেও হয় তাও সহ্য করবে, বাবার সম্পূর্ণ সহায়তাকারী হয়ে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করার সেবা করবে।

গীত:- মাতা ও মাতা তুমি সকলের ভাগ্যবিধাতা

ওম্ শান্তি। এখন পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে বাচ্চারা মাতাকে জানে। মা-কে জানলে বাবাকেও অবশ্যই জানবে। এই মা-বাবা হলেন সৌভাগ্য বিধাতা এবং ভাগ্য বিধাতা। সৌভাগ্য বিধাতা তাদের বলা হবে যারা পুরুষার্থ করে সম্পূর্ণরূপে নিজের সৌভাগ্য তৈরী করে, সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় কুলের আশীর্বাদ(বর্ষা) পায় তাও আবার নশ্বরের ক্রমানুসারে। অনেকে তো এমনও হয় যেন ভীল(এক প্রাচীন জনজাতি), তাই না ! অত্যন্ত সাধারণ প্রজা হয়ে জন্ম নেবে। তারা তেমন পদমর্যাদা পাবে না। বাবা তো অবশ্যই বোঝাবেন - বাচ্চারা, এই পুরানো দুনিয়ার সাথে মমত্ব রেখো না। দুঃখী এই দুনিয়া চিৎকার করতেই থাকে। বাচ্চাদের মধ্যে সার্ভিস করার শখ আর উদ্যম চাই। যদিও কারো কারো উদ্যম থাকে কিন্তু সার্ভিস করার কলাকৌশল জানা থাকে না। ডায়রেকশন তো অনেক পাওয়া যায়। লেখাও অত্যন্ত রিফাইন(সুক্ষ্ম) হওয়া চাই। ত্রিমূর্তি আর ঝাড়ের চিত্র ৩০"× ৪০" হওয়া উচিত। এ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এদের কদর বাচ্চাদের কাছে কম। যদিও সঞ্জয়ের অনেক মান রয়েছে কিন্তু সেই গায়ন হবে একদম অস্তিম্। যেমন বলা হয় যে, অতীন্দ্রিয় সুখ কি তা যদি জানতে হয় তবে গোপ-গোপীদের কাছে জিজ্ঞাসা করো, সেটাও হলো অস্তিম্ অবস্থার গায়ন। এখন সেই সুখ কি তা তোমরা জানো, কি জানো না। এখন তো তোমরা কাঁদো, পতিত(পতন) হয়ে পড়ো। মায়া চড় মেরে দেয়। যদিও রোজ আসে কিন্তু সেই নেশায় কি বিভোর থাকো, কি থাকো না ! সার্ভিসের অনেক চান্স(সুযোগ) তোমরা পাও।

এখন বলতে থাকে যে এক ধর্ম হোক। ভারতে এক রাজ্য(গভর্নমেন্ট) ছিল। তাকেই স্বর্গ বলা হতো। কিন্তু কেউ জানে না। ৫ হাজার বছর পূর্বের কথা যখন এক গভর্নমেন্ট ছিল। ২৫০০ বছরও বলতে পারো কারণ রাম-রাজ্যেও এক গভর্নমেন্ট ছিল। ২৫০০ বছর পূর্বেও সত্যযুগ-ত্রৈতায় এক গভর্নমেন্ট ছিল, দ্বিতীয় কিছু ছিলই না, যে দু'হাতে তালি(ঝগড়া) বাজবে ! এখানে তো বলা হয় যে হিন্দী-চীনী ভাই-ভাই কিন্তু দেখো কি করতে থাকে! গুলি চালাতে থাকে। এই দুনিয়াই এমন। নারী-পুরুষও পরস্পরের সাথে ঝগড়া(লড়াই) করে। স্ত্রী, তার স্বামীকেও চড় মারতে দেবী করে না। ঘরে ঘরে কলহ রয়েছে। ২৫০০ বছর পূর্বের কথা ভারতবাসীরাও ভুলে গেছে যে এক গভর্নমেন্ট ছিল। এখন তো অনেক গভর্নমেন্ট, অনেক ধর্ম তাই অবশ্যই কলহ থাকবে। তোমরাই জানাও যে ভারতে এক গভর্নমেন্ট ছিল। তাকে বলা হয় ভগবান-ভগবতীর(দেবী-দেবতা) রাজ্য। ভক্তিমার্গ আসে পরে। সত্যযুগ-ত্রৈতায় ভক্তি হয় না। মানুষ অনেক নিজের অহংকার দেখায় কিন্তু জ্ঞান কড়ি-তুল্যও(সামান্যতম) নেই। এমনিতে তো জ্ঞান অনেক আছে। ডাক্তারীর জ্ঞান, ব্যারিস্টারীর জ্ঞান.....। বাবা বলেন, যাকে ডক্টর অফ ফিলোসফি(PhD) বলা হয় তার কাছেও এই জ্ঞান যৎ সামান্যও নেই। ফিলোসফি কাকে বলা হয় - তাও বোঝে না। তাই বাচ্চারা, তোমাদের সার্ভিসের প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে, স্থাপনার কার্যে সহায়তাকারী হতে হবে। ভাল জিনিস বানিয়ে মানুষকে দিতে হবে। যেমন মানুষ তেমনভাবেই তাকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। যেমন গভর্নমেন্টে অনেক অফিসার রয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী রয়েছে, এখানেও তেমনই অফিস হওয়া উচিত। ডায়রেকশন পেলে তা পুনরায় কার্য-ব্যবহারে আনতে হবে। এখন দেখো গোরক্ষপুরী গীতাও বেরোয়, সব ফ্রী-তে দেওয়ার জন্যে তৈরী থাকে। যে সব সংস্থা রয়েছে তাদের সবারই অনেক তহবিল(ফান্ডস) রয়েছে। কাশ্মীরের মহারাজার মৃত্যুর পর সব ধন-সম্পদই আর্য়সমাজীয়-রা পায়, কারণ তিনি আর্য়-সমাজের ছিলেন। সন্ন্যাসী ইত্যাদিদের কাছেও অনেক ধন থাকে। তোমাদের কাছেও যে টাকা, পয়সা ইত্যাদি রয়েছে, সেইসব এই সেবায় দিয়ে দাও যাতে ভারত স্বর্গে পরিণত হতে পারে। তোমরা স্বর্গ বানাতে সাহায্য করো। রাত-দিনের পার্থক্য। তারা দিন-প্রতিদিন নরকবাসী হতেই থাকে আর তোমাদের এখন বাবা স্বর্গবাসী বানায়। এখন তো সকলেই গরীব, এমন নয় যে আমরা টাকাপয়সা জড়ো করি। তোমরা

তো বল যে, বাবা টাকাপয়সা সব যজ্ঞতে, সেবায় লাগিয়ে দাও। এই সময় তো সবাই নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে। এক গভর্নমেন্ট তো হতে পারে না। তাই গভর্নমেন্টকে বলা উচিত যে সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় রাজ্যে বরাবরই এক গভর্নমেন্ট ছিল। আর তোমরাও চাও তাই তা অবশ্যই হবে। বাবা স্বর্গের স্থাপনা করছেন। তিনিই হলেন হেভেনলী গডফাদার। আমরা এক দৈবী রাজ্যের স্থাপনা করছি। সেখানে আসুরী গভর্নমেন্ট থাকে না।

তোমাদের কাছে খুব ভাল নলেজ রয়েছে, অনেক কাজ হতে পারে। দিল্লী হল হেড- অফিস। অনেক সেবা করতে পারা যায়। ওখানে বাচ্চারাও অত্যন্ত ভালো। জগদীশ(ব্রাতা) সঞ্জয়ও রয়েছে। কিন্তু সঞ্জয় তো এখানে সবাই, কোনো একজন নয়। তোমরা প্রত্যেকেই সঞ্জয়। তোমাদের কাজ হলো - সবাইকে রাস্তা দেখানো। বাবা তো ভালমতন বোঝায়, কিন্তু বাচ্চারা নিজের কাজ-কর্ম, সন্তানদের প্রতিপালনে ব্যস্ত হয়ে থাকে। তোমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে বাবার সহায়তাকারী হয়েছো, ওরা হয় নি। এখানে তো সার্ভিস করে দেখাতে হবে। এক রাজ্য কিভাবে স্থাপিত হচ্ছে, এই চক্র, ড্রামাকে দেখো তা সময়কে দেখাচ্ছে। যেমন রাবণের চিত্র বানিয়েছো, তেমন বড় চক্র বানিয়ে লেখা উচিত - এখন কাঁটা(কালচক্রের) এসে পৌঁছেছে। পুনরায় এক গভর্নমেন্ট হবে। বাবা ডায়রেকশন দেন। শিববাবা তো অলি-গলিতে গিয়ে ধাক্কা খাবে না। যদি ইনি(ব্রহ্মা) যান তাহলে শিববাবাকে ধাক্কা খেতে হবে। বাচ্চাদের রিগার্ড(সম্মান) রাখা উচিত। এই সার্ভিস করা বাচ্চাদের কাজ। লেখা উচিত এক গভর্নমেন্ট, যা ভারতে ছিল, তা পুনরায় স্থাপিত হচ্ছে। কত বছর ধরে এই যজ্ঞ রচনা করা হয়েছে। সমগ্র দুনিয়ায় যত নোংরা আছে তার সবই এরমধ্যে বিসর্জিত হয়ে যাবে। এ অতি সহজ, কিন্তু সকলকে বোঝানোর জন্য সময় চাই। রাজা তো কেউ নেই। কোনো একজনকে কি কেউ মানবে? পূর্বে যখন কোনো নতুন কিছু আবিষ্কার করা হতো তখন রাজাদের দ্বারা সেটির বিস্তার করানো হতো কারণ রাজার শক্তি রয়েছে। রাজা হতে পারবে এক তো রাজযোগের দ্বারা অথবা অগাধ ধন দানের দ্বারা। এখানে তো হলো প্রজার রাজ্য। এক রাজ্য নয়। একজন গরীব সিপাহীর-ও এখানে গভর্নমেন্ট রয়েছে, কাউকে অপমান করতে দীর্ঘ সময় নেয় না। এরকম অনেক কাজ হতে থাকে। কিছু পয়সা দিলে বড় মন্ত্রীকেও মেরে ফেলে।

তাই বাচ্চারা, তোমাদের সেবার চাপ্স নিতে হবে, শুয়ে থাকলে চলবে না। যেমন সংসঙ্গে গিয়ে কথা শুনে আবার ঘরে ফিরে এসে তেমনই(পূর্বের মতো) হয়ে যায়, কোনো উল্লাস থাকে না। ঠিক তেমনই বাচ্চাদের মধ্যেও উল্লাস কম। গভর্নমেন্টের ফুলের বাগানে খুব সুন্দর প্রথম সারীর ফুল রয়েছে, তাদের বিভাগই(ডিপার্টমেন্ট) আলাদা। কেউ গেলেই তাকে সুন্দর ফুল উপহার দেবে। বাবার-ও এটা ফুলের বাগান, যখন কেউ আসবে তখন আমরা তাদের কি ঘুরিয়ে দেখাবো? - তাদের নাম বলবে যে এখানে ভাল ভাল ফুল রয়েছে, আবার টগর, আকন্দ ফুলও রয়েছে, উজ্জ্বল নয়, সার্ভিস করে না। প্রত্যেকদিন কাউকে না কাউকে বাবার পরিচয় অবশ্যই দেওয়া চাই। তোমরা তো গুপ্ত, এবং তোমাদের কত বিঘ্ন পড়ে। সার্ভিসের উপযুক্ত হওনি। বাবা বার বার বলেন মন্দিরে যাও, শ্মশানে যাও, গিয়ে ভাষণ করা উচিত। বাচ্চাদের সার্ভিসের প্রমাণ দিতে হবে। শয়ে শয়ে আসবে, বেরোবে কেউ কেউ। মিত্র-সম্বন্ধীদের-ও বোঝানো উচিত। এখানে আসতে ভয় পায়, তাদের ঘরে গিয়েও বোঝাতে পারো। বাবার পরিচয় পেলে অত্যন্ত খুশী হয়ে যাবে। বাবা বলেন, সার্ভিসে ক্লান্ত হয়ে পড়া উচিত নয়। ১০০-য় একজন বেরোবে। বাদশাহী(রাজত্ব) স্থাপন করতে হলে অবশ্যই অনেক কিছু সহ্য করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না গালি খাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কলঙ্গীধর(কলঙ্কিত হয়ে যিনি পূজিত হন, কৃষ্ণ) হবে না। জ্ঞানের নেশায় মত্ত হয়ে আছে। কিন্তু রেজাল্ট কোথায়! আচ্ছা ১০-১২ জনকে জ্ঞান দিয়েছো, তারমধ্যে থেকে যদি এক-দুইজন জাগে তাও তা বাবাকে বলা উচিত, তাই না! সার্ভিসের শখ চাই তবে তো বাবা পুরস্কার দেবে। বাবার পরিচয় দাও - তোমাদের বাবা কে? তবেই তো বর্সার(আশীর্বাদ) নেশায় বিভোর হবে। তোমরা ভাষণ কর - সম্পূর্ণ বিশ্বে একমাত্র ব্রহ্মাকুমার-কুমারী-রা ছাড়া বিশ্বের হিন্দী-জিওগ্রাফী আর কেউই জানে না। চ্যালেঞ্জ করো। বাবা শ্মশানের কথা তুলেছেন তাই তোমাদের শ্মশানে গিয়ে সার্ভিস করা উচিত। কাজ-কর্ম তো ৬-৮ ঘন্টা করবেই। বাকী সময় কোথায় চলে যায়? এরকমভাবে তোমরা উদ্ভ্রম প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাবা বলবে, তোমরা এসেছো নারায়ণকে বা লক্ষ্মীকে বিবাহ করতে কিন্তু নিজের চেহারা তো দ্যাখো। বাবা তো ঠিক করেই বোঝায়, তাই না। একটাই টপিক(বিষয়) তোলা যে ওয়ার্ল্ডের হিন্দী-জিওগ্রাফী এসে বোঝো - কেমনভাবে তা রিপীট হয়। সংবাদপত্রে দাও। হল(hall) নেওয়ার চেষ্টা করো। তোমরা তো তিন পাইন্ড্রলোকের আধিপত্য পুনরায় ফিরে পাওয়ার জন্য বিষ্ণু বামন অবতার রূপে অসুররাজ বলীর কাছে তিন পা পৃথিবী প্রার্থনা করছিল) জমিও পাও না। জানে না।

তোমরা হলে *পরমধামের ফরেনার্স*। আত্মারা সবাই পরমধাম থেকে এসেছে, তাই এখানে সবাই বিদেশী, তাই না। কিন্তু তোমাদের এই ভাষা কেউ বুঝতে পারে না। এখানে সাকার-রূপে কখনো বলা হয় না যে পা ছোঁও, এটা করো। যেমন

সাধু-মহাত্মাদের পদ চুম্বন করে, ধুয়ে, সেই জল পান করে, একে তত্ত্ব পূজা বলা হয়। ৫ তত্ত্বের শরীর, তাই না ! ভারতের কি দুর্দশা হয়েছে। তাই বাবা বলেন যে, সেবার প্রমাণ দাও, সবাইকে সুখ দাও। এখানে তো ব্যস শুধু যেন এই উদ্বেগই থাকে, এই চিন্তাই থাকে। বুদ্ধিযোগ যেন বাবার সাথে থাকে।

***গীত* :-** মাতা, তুমি সকলের ভাগ্যবিধাতা.....।

মাতা জগৎ অস্বা হলেন ভাগ্যবিধাতা। মাতাই পদ প্রাপ্ত করে। তিনিও বলেন শিববাবাকে স্মরণ কর, আমি তাঁর থেকেই ধারণ করি, অন্যদের ধারণ করাই, সৌভাগ্য তৈরী করি। তোমরা হলে ভারতের সৌভাগ্য-বিধাতা। আর তাই কত নেশা থাকা উচিত। যা মাঙ্গ্যার মহিমা তাই বাবার মহিমা, আর তাই দাদারও মহিমা। *বাচ্চারা, তোমাদের যজ্ঞের স্থূল সেবাও করা উচিত আবার রুহানী সেবাও অবশ্যই করা উচিত। 'মন্মনাভব' মন্ত্র সবাইকে দিতে হবে। 'মন্মনাভব' - এ হলো মন্ম, আর 'মধ্যাজীভব' - এ হলো বাণীর সেবা। এর মধ্যে কর্মণাও এসে যায়*। কন্যাদের সার্ভিসে লেগে পড়া উচিত।

গ্রামে সার্ভিস ভাল হয়। বড় শহরে তো অনেক ফ্যাশন। প্রলোভন অনেক কি আর করা যাবে? তাহলে কি বড় শহর দেবে? এমনও নয়। বড় শহর থেকে, ধনীদেহ(সাহকার) থেকে আওয়াজ ছড়াবে। আর দুনিয়াকে তো এই মন্মনাভব-র জাদুমন্ত্রের দ্বারা স্বর্গে পরিণত করতে হবে। বাবা বসে বোঝান, এই জগদস্বা কে, তিনি হলেন ভারতের সৌভাগ্য বিধাতা, আর তার শিবশক্তিসেনাও বিখ্যাত। মুখ্য হলেন জগদস্বা অর্থাৎ মুখ্যত তিনিই হলেন ভারতের এক রাজ্য স্থাপনকারী। ভারত-মাতার শক্তি অবতারে-রাই ভারতে এক রাজ্য(গভর্নমেন্ট) স্থাপন করেছে, শ্রীমতের উপর ভিত্তি করে, আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বুদ্ধিযোগ এক বাবার সাথেই রাখতে হবে। 'মন্মনাভব'-র জাদুমন্ত্রের দ্বারা এই দুনিয়াকে স্বর্গে পরিণত করতে হবে।

২) সার্ভিস করতে গিয়ে কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়ো না। স্থূল সেবার সাথে রুহানী সেবাও করতে হবে। মন্মনাভব মন্ত্র সকলকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- পরখ বা নির্ণয় করার শক্তি দ্বারা সেবায় সফলতা প্রাপ্ত করা সফলতামূর্ত্ত ভব।

ব্যাখ্যা:- যে পরখ শক্তি দ্বারা বাবাকে, নিজেকে নিজে, সময়কে, ব্রাহ্মণ পরিবারকে এবং নিজের শ্রেষ্ঠ কর্তব্যকে জেনে নিয়ে তারপর নির্ণয় করে যে কি হতে হবে আর কি করতে হবে, সে-ই সেবা করতে, কর্ম বা সম্বন্ধ-সম্পর্কে এসেও সদা সফলতা প্রাপ্ত করতে পারে। মন্ম-বাচা-কর্মণা, সর্বপ্রকারের সেবায় সফলতামূর্ত্ত হওয়ার আধার বা ভিত্তি হলো পরখ-শক্তি আর নির্ণয়-শক্তি।

স্লোগান:- জ্ঞান-যোগের লাইট-মাইটের দ্বারা সম্পন্ন হও তবেই যে কোনো পরিস্থিতিতে সহজেই পার করতে পারবে*।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখানে জ্ঞানের ধারণা করে অন্যান্যদেরও তা অবশ্যই করাতে হবে, পাশ করার জন্য মা - বাবার মতো হতে হবে, যেটা শুনছ সেটা শোনাতেও হবে"

প্রশ্ন:- বাচ্চাদের মধ্যে কোন্ শুভ কামনা উৎপন্ন হওয়াটাও ভাল পুরুষার্থের লক্ষণ?

উত্তর:- বাচ্চাদের মধ্যে যদি এই শুভ কামনা থাকে যে আমরা মা - বাবাকে অনুসরণ (ফলো) করে রাজসিংহাসনে বসব, তবে এও খুব ভালো রকমের সাহস। যারা বলে- বাবা, আমরা তো সমস্ত পরীক্ষায় পাশ করব, সেও ভালো বলে। তার জন্য অবশ্যই পুরুষার্থও ততটা তীব্র করতে হবে।

গীত:- আমাদের তীর্থ অনন্য (হামারে তীর্থ ন্যারে হয়)

ওম্ শান্তি। এখন এখানে সবাই হল পাপ আত্মা, পুণ্য আত্মারা তো স্বর্গেই থাকে। এটা হল পাপ আত্মাদের দুনিয়া, এখানে হল অজামিল সদৃশ্য পাপ আত্মারা আর ওখানে হল দেবতাদের পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া। এই দুইয়ের মহিমা হল আলাদা আলাদা। যারা ব্রাহ্মণ, প্রত্যেকে তার নিজের এই জন্মের জীবন কাহিনীতে বাবার কাছে লিখে পাঠায় যে এত পাপ করেছে। বাবার কাছে সবার জীবন কাহিনী আছে। বাচ্চাদের জানা আছে যে এখানে শুনতে আর শোনাতে হবে। তাহলে শোনানোর লোক কত চাই। যতক্ষণ না শোনাতে পারার মত তৈরী হচ্ছে ততক্ষণ পাশ করতে পারবে না। অন্য সব সংসঙ্গ গুলিতে সেই সব শুনে আবার শোনানোর জন্য বাধ্য থাকে না। এখানে ধারণা করে আবার তা করাতে হবে, ফলোয়ার্স তৈরী করতে হবে। এরকম নয় যে একজন পন্ডিত কথা শোনাবে, এখানে প্রত্যেককে মা - বাবার সমান হতে হবে। অন্যদের শোনাতে তবে পাশ করবে আর বাবার হৃদয়সনে বসতে পারবে। সব কিছু নলেজের (জ্ঞানের) উপরেই বোঝানো হয়। সেখানে তো সবাই বলবে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ, এখানে বলা হয় জ্ঞান সাগর পতিত পাবন গীতা জ্ঞান দাতা শিব ভগবানুবাচ। রাধা-কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান-ভগবতী বলা যেতে পারে না, এটা নিয়ম নয়। তবে ভগবান ওনাদের পদ দিয়েছেন, তাই অবশ্যই ভগবান ভগবতীই তৈরী করবেন, সেইজন্য এই নাম প্রাপ্ত হয়েছে। তোমরা এখন বিজয় মালার সূত্রে থাকার পুরুষার্থ করছ। মালা তো তৈরী হচ্ছেই। উপরে হল রুদ্র। রুদ্রাঙ্কের মালা হয় না! ঈশ্বরের মালা এখানে নির্মিত হচ্ছে। এটা বলা হয় যে আমাদের তীর্থ হল অনন্য। তারা তো তীর্থতে অনেক ধাক্কা খায়। তোমাদের কথাই আলাদা। তোমাদের বুদ্ধির যোগ শিববাবার সঙ্গে। রুদ্রর গলার হার হতে হবে। মালার রহস্যও জানে না। উপরে হলেন শিববাবা - ফুল, তারপর হলেন জগত অম্বা, জগত পিতা আর ওঁনাদের ১০৮ বংশাবলী। বাবা দেখেছেন অনেক বড় মালা তৈরী হয়। আর সবাই সেটাকে জপ করতে থাকে। রাম-রাম বলে। লক্ষ্য কিছুই নেই। রুদ্র মালা ঘোরাতে থাকে, রাম-রাম বলে সুর তোলে। এই সব হল ভক্তি মার্গ। তবে এটা আবার অন্য কোনো ব্যাপারের চেয়ে ঠিক আছে, এই সময় অবধি কোন পাপ হয় না। এটা হল পাপ থেকে বাঁচার একটা যুক্তি। এখানে মালা জপ করবার কোনো ব্যাপার নেই। নিজেকে জপ-মালার দানা হতে হবে। তাহলে আমাদের তীর্থ হল অনন্য। আমরা হলাম অব্যভিচারী পথিক - আমাদের শিববাবার ঘরের। যোগের দ্বারা আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের বিকর্ম দন্ধ হয়। কৃষ্ণকে কেউ দিন-রাত স্মরণ করলে কিন্তু কখনো বিকর্ম বিনাশ হতে পারে না। রাম-রাম বললে তো ঐ সময়টুকু শুধু পাপ করে না, পরে আবার পাপ করতে থাকে। এরকম নয় যে পাপ স্মরণ হয় আর আয়ু বাড়তে থাকে। এখানে বাচ্চারা, তোমাদের যোগ বলের দ্বারা পাপ দন্ধ হয় আর আয়ু বাড়ে। জন্ম-জন্মান্তরের জন্য আয়ু অবিনাশী হয়ে যায়।

মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হওয়া- একেই জীবন গড়ে নেওয়া বলা হয়। দেবতাদের কত মহিমা। নিজেকে বলবে আমি হলাম নীচ পাপী - তবে অবশ্যই সবাই ঐরকমই হবে। গানও করে আমি নিগুণ, কোন গুণ নেই আমার, আমায় কৃপা করো...। পরমাত্মার মহিমা তো তারা করে। উনি তোমাদের সর্বগুণ সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের সমান তৈরী করেন। তোমরা এখন তৈরী হচ্ছে। এর থেকে বড় কোন গুণ হয় না। এক নিগুণ বালকের সংস্হাও আছে। অর্থ বোঝে না - নিগুণ কাকে বলে। তোমরা, বাচ্চারা জানো শ্রীকৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণের গুণের মহিমা গাওয়া হয় সর্বগুণ সম্পন্ন ... এখন আবার তোমরা তৈরী হচ্ছে। আর কোন সংসঙ্গ এমন হবে না যেখানে এরকম বলবে। এখানে বাবা জিজ্ঞাসা করেন তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণকে বরণ করবে না রাম-সীতাকে? বাচ্চারা তো অবুঝ নয়। ঝট করে বলে বাবা আমরা পরীক্ষায় সম্পূর্ণ পাশ করব। শুভ কথাই বলে। কিন্তু এরকম নয় যে সবাই এক রকম হবে। তবুও সাহস দেখায়। মাম্মা - বাবা হলেন শিববাবার অতি প্রিয় এবং যোগ্য (মুরব্বি) বাচ্চা। আমরা ওনাদের সম্পূর্ণ ফলো করে গদিতে বসব। এই শুভ কামনা

ভালো। সেই জন্য অনেক পুরুষার্থ করা চাই। *এই সময়ের পুরুষার্থ কল্প-কল্পের হয়ে যাবে, গ্যারান্টি হয়ে যাবে। এখনকার পুরুষার্থ থেকে জানা যাবে যে পূর্ব কল্পেও এই রকম পুরুষার্থ করেছিলাম। কল্প-কল্প এরকম পুরুষার্থ চলবে*। যখন পরীক্ষা হওয়ার সময় হবে তো বুঝতে পারা যাবে - আমরা কতটা পাশ করব। টিচার তো সাথে সাথেই বুঝে যায়। এটা হল নর থেকে নারায়ণ হওয়ার গীতা পাঠশালা। অন্য গীতা পাঠশালা গুলিতে এরকম কখনো বলা হবে না যে আমি নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য এসেছি, এমন কি টিচারও বলতে পারে না আমি নর থেকে নারায়ণ তৈরী করব। প্রথমত তো টিচারের নেশা চাই যে আমিও নর থেকে নারায়ণ হব। গীতার প্রবচন করার মতন তো অনেকেই আছে। কিন্তু কোথাও এরকম বলবে না যে আমরা শিববাবার দ্বারা পড়াশুনা করছি। ওরা তো মানুষের দ্বারা পড়াশুনা করে। তোমরা তো জানো উচ্চতমেরও উচ্চ হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব, যিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা, নলেজফুল, উনিই এসে পতিতকে পবিত্র করেন। গুরুনানকও ওঁনার মহিমা করেছেন- জপ সাহেবকে, তবেই সুখ প্রাপ্ত হবে। এখন তোমরা জানো যে উচ্চতমেরও উচ্চ সাহেব হলেন উনি, বাবা-ই স্বয়ং বলেন আমাকে স্মরণ করো। আমি তোমাদেরকে সত্যিকারের অমরকথা, তিজরির কথা (তিনেত্রী হওয়ার গল্প) শোনাচ্ছি। হে পার্বতীরা, আমি অমরনাথ তোমাদের অমরকথা শোনাচ্ছি। উচ্চতমেরও উচ্চ হলেন শিববাবা, তারপর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর, আবার স্বর্গে লক্ষ্মী-নারায়ণ, তারপর আবার চন্দ্রবংশী..... নম্বর অনুযায়ী চলে এসো। সময়ও সত্যো- রজো- তমো হয়। এই কথা কেউ জানে না। বাবা অনেক গুপ্ত কথা শোনাচ্ছেন। আত্মাতে অবিনাশী পাট আছে। এক এক জন্মের পাট নিহিত রয়েছে। এই পাট কখনো বিনাশ হয় না। বাবা বলেন আমার পাট নিহিত রয়েছে, তোমরা সুখধামে থাকো তো আমি শান্তি ধামে থাকি। সুখ আর দুঃখ তোমাদের ভাগ্যে আছে। সুখ আর দুঃখতে কত - কত জন্ম পাওয়া যায়, সেও বোঝানো হয়েছে। আমি তোমাদের নিষ্কামী বাবা। তোমাদের সকলকে স্বর্গের মালিক করে তুলি। আমিও যদি পতিত হই, তবে তোমাদের কে পবিত্র করবে? সকলের ডাক কে শুনবে? পতিত-পাবন কাকে বলবে? *এখানে বাবা বোঝান, যারা গীতা পাঠ করে তারা এইরকম ভাবে বুঝতে পারবে না, ওরা তো ত্রিলোকির অর্থ অন্য রকম ভাবে করে। মানুষ বলে বেদ-শাস্ত্র থেকে ভগবানের সাথে সংযোগের রাস্তা পাওয়া যায়। বাবা বলেন এই সব শাস্ত্র হল ভক্তি মার্গের জন্য। জ্ঞান মার্গের যারা তাদের জন্য কোন শাস্ত্রই নেই। জ্ঞান শোনানো জন্য রয়েছে আমি, জ্ঞান সাগর। বাকী সব হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী। আমিই এসে এই জ্ঞানের দ্বারা সবাইকে সন্নতি প্রদান করি। ওরা তো ভাবে বুদ্ধ বুদ্ধ, জল থেকে উৎপন্ন হয়ে আবার মিলিয়ে যায়। কিন্তু মিলিয়ে যাওয়ার কোন ব্যাপারই নেই। আত্মা হল অবিনাশী (ইম-মটাল), সে কখনো জ্বলে না, কাটে না বা কমে যাবে না।* বাবা এই সমস্ত কথা বোঝাতে থাকেন। বাচ্চারা, তোমাদের পা থেকে মাথার টিকি পর্যন্ত খুশী থাকা উচিত - আমরা যোগ বলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হচ্ছি। এই খুশীও হল নম্বর - অনুযায়ী। একরস হতে পারে না। যদিও পরীক্ষা একটাই, কিন্তু পাশও তো করতে পারবে, তাই না ! রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, উনি তার প্ল্যান বলে দেবেন। সূর্যবংশীতে এত আসন, চন্দ্রবংশীতে এত আসন, যে পাশ করতে পারে না সে হল দাস-দাসী। দাস-দাসী থেকে আবার নম্বর অনুযায়ী রাজা- রাণী হবে। অশিক্ষিতরা শেষে পদ পাবে। বাবা তো অনেকই বোঝান, কিছুই যদি না বুঝতে পারো তো জিজ্ঞাসা করতে পারো। বিবেক বলে সে কোথায় জন্ম নেবে ? সেখানেও কী কম সুখ ! অনেক সম্মান থাকে। বড় প্রাসাদের ভিতরে থাকে। বড় বড় বাগান সেখানে। ওখানে তো তিনতলার প্রাসাদ তৈরী করতে হবে না। অনেক জমি পড়ে আছে। পয়সাও কম নয়, তৈরী করার অনেক শখও থাকে। যেমন এখানে মানুষের শখ হয় না ! নিউ দিল্লী তো তৈরী হল এরকম করেই, এখানে হল নতুন ভারত। বাস্তবে তো নতুন ভারত স্বর্গকে, পুরোনো ভারত নরককে বলা হয়। ওখানে যার যত চাই ... এসবই হবে ড্রামা অনুযায়ী। প্রাসাদ ইত্যাদি যে আগের কল্পে তৈরী করেছিল, সে-ই তৈরী করবে। এই জ্ঞান দ্বিতীয় কেউ বুঝবে না, তবে যার ভাগ্যে আছে, তার বুদ্ধিতেই এই জ্ঞান বসবে। বাচ্চাদের পুরুষার্থ করতে হবে, সম্পূর্ণ যোগে থাকতে হবে। ভক্তি মার্গে শ্রীকৃষ্ণের যোগেই থেকেছে, স্বর্গের মালিক তো হয়নি। এখন স্বর্গ তো তোমাদের সামনে। তোমরা পরমপিতা পরমাত্মার বায়োগ্রাফি, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের বায়োগ্রাফিও জানো। ব্রহ্মা কত জন্ম নেন, এটা তোমাদের জানা আছে।

বাবা বলেন এই মায়েরা হলেন স্বর্গের দ্বার খুলবে, বাদবাকী সবাই নরকে পড়ে আছে। মায়েরাই সবাইকে উদ্ধার করবে। আমরা পরমাত্মার মহিমা করি। তোমরা বুঝতে পেরে বলো শিববাবা আপনাকে প্রণাম। আপনি এসে আমাদেরকে উত্তরাধিকারী করেন, স্বর্গের মালিক করেন, এমন শিববাবা আপনাকে নমস্কার। বাবাকে তো বাচ্চারা নমস্কার করে। আবার বাবাও বলেন বাচ্চারা নমস্কার। তোমরাও আমাকে পাই পয়সার উত্তরাধিকারী কর, কড়ির উত্তরাধিকারী করো, আমি তোমাদের হীরের উত্তরাধিকারী তৈরী করি। শিব-বালককে উত্তরাধিকারী করো তাই না! আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর গুড মর্নিং, নমস্কার, সেলাম মালেকম্।

বন্দে মাতরম্।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শিববাবার আলয়ের(ঘর) অব্যভিচারী পথিক হয়ে যোগবলের দ্বারা বিকর্মকে দন্ধ করতে হবে। জ্ঞানের মন্ডন করে অপার খুশীতে থাকতে হবে।

২) বাবা সম সিংহাসনে আসীন হওয়ার শুভ কামনা রেখে বাবাকে সম্পূর্ণ ফলো করতে হবে।

বরদানঃ:- ক্লিয়ার(স্বচ্ছ) বুদ্ধির দ্বারা প্রত্যেক কথাকে পরীক্ষা করে যথার্থ নির্ণয় করতে সক্ষম সফলতা মূর্ত ভব*
যত বুদ্ধি ক্লিয়ার হবে তত যাচাই (পরখ/পরীক্ষা) করার শক্তি প্রাপ্ত হবে। বেশী কথা চিন্তা করার বদলে এক বাবার স্মরণে থাকো, বাবার সাথে ক্লিয়ার থাকলে প্রত্যেক কথাকে সহজেই পরীক্ষা করে যথার্থ নির্ণয় করতে পারবে। যে সময়ে যেই পরিস্থিতি, যেরকম সম্পর্ক-সম্বন্ধের লোকেদের মুড, সেই সময়ে সেই অনুযায়ী চলা, তাকে পরীক্ষা করে নির্ণয় করা এটাও অনেক বড় শক্তি, যা সফলতার প্রতিমূর্ত বানিয়ে দেয়।

শ্লোগানঃ:- জ্ঞান সূর্য বাবার সাথে লাকী নক্ষত্র সেই হল যে জগতের থেকে অন্ধকার দূর করে, নিজেই অন্ধকারে চলে যায় না।*

মাতেশ্বরীজীর মধুর মহাবাক্য:-

"নয়নহীন অর্থাৎ জ্ঞান নেত্রহীনকে পথ দেখানো পরমাত্মা"* নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু....এখন এই যে মানুষ গান গায় নয়নহীনকে পথ দেখাও, তো এতেই মনে হয় পথ দেখান এক পরমাত্মাই। তাই তো পরমাত্মাকে ডাকে আর যে সময় বলে প্রভু পথ দেখাও, তো অবশ্যই মানব জাতিকে পথ দেখানোর জন্যে স্বয়ং পরমাত্মাকে নিরাকার থেকে সাকার রূপে অবশ্যই আসতে হবে, তবে তো স্থূল রূপে পথের দিশা বলবেন, না এলে তো পথ বলতে পারবেন না। এখন যে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে আছে, সেই বিভ্রান্ত মানুষদের পথের দিশা চাই। সেইজন্য পরমাত্মাকে বলে নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু ...একেই আবার পাটনী(মাঝি) বলা হয়, যে এই পার অথবা এই ৫ ত্বের তৈরী যে সৃষ্টি তার থেকে পার করে ঐ পার অর্থাৎ ৫ ত্বেরও ওপারে যে ষষ্ঠ ত্ব, অথও জ্যোতি মহাত্ব আছে সেখানে নিয়ে যাবে। তাই পরমাত্মাও যখন ঐ পার থেকে এই পারে আসবেন তবেই তো নিয়ে যাবেন। পরমাত্মাকেও তো নিজের ধাম থেকে আসতে হয়। তাই তো পরমাত্মাকে পাটনী বলা হয়। তিনিই আমাদের বোটকে (আত্মা রূপী নৌকাকে) পারে নিয়ে যান। এখন যারা পরমাত্মার সাথে যোগ রাখে তাদেরকে সাথে নিয়ে যাবেন। বাকী যারা থেকে যাবে তারা ধর্মরাজের থেকে শাস্তি পেয়ে পরে মুক্ত হবে। আচ্ছা- ওম্ শান্তি।

বিন্দুর মহত্ব

আজ, ভাগ্যবিধাতা বাবা তাঁর ভাগ্যবান বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। ভাগ্যবিধাতা বাবা সব বাচ্চাকে তাদের ভাগ্য বানানোর অতি সহজ বিধি শেখাচ্ছেন, শুধু বিন্দুর হিসেব জানো। বিন্দুর হিসেব সবচেয়ে সহজ। বিন্দুর মহত্বকে জেনে মহান হও। সবচেয়ে সহজ আর মহত্বপূর্ণ বিন্দুর হিসেব তোমরা সবাই ভালোভাবে অবগত হয়েছো, তাই না! বিন্দু বলো আর বিন্দু হয়ে ওঠো। বিন্দু হয়ে বিন্দুরূপ বাবাকে স্মরণ করো। তোমরা বিন্দু ছিলে, এখন বিন্দু স্থিতিতে স্থিত হয়ে বিন্দু বাবা সমান হয়ে তাঁর সাথে মিলনোৎসব পালন করো। এই যুগ মিলন উদযাপনের, বলা হয় উড়তি কলার যুগ। ব্রাহ্মণ জীবনই মিলনের আর পালনের জন্য। এই বিধিতে সবসময় কর্ম করাকালীন কর্মের যেকোন বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কর্মাতীত স্থিতির অনুভব করো। তোমরা কর্মের কোনো বন্ধনে প্রবেশ করোনা, কিন্তু বাবার সাথে সর্বসম্বন্ধে জুড়ে থাকো। করাবনহার বাবা তোমাদের নিমিত্ত বানিয়ে সবকিছু করাচ্ছেন। তাইতো তোমরা সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে গেছ আর সেইজন্য এই সম্বন্ধের স্মৃতি তোমাদের বন্ধনমুক্ত বানায়। যখন তোমরা এই সম্বন্ধে সবকিছু করো তো কোনো বন্ধন হয়না, কিন্তু আমি করেছি - এটা যখন তোমরা ভাবো তখন সম্বন্ধ ভুলে যাও আর বন্ধন তৈরি করে ফেল! সঙ্গমযুগ বন্ধনমুক্তির, বাবার সাথে সর্বসম্বন্ধে থাকার এবং জীবনমুক্ত হওয়ার স্থিতি অনুভবের যুগ। অতএব, চেক করো, সর্বসম্বন্ধের দায়িত্ব পালন করছো নাকি বন্ধনে প্রবেশ করছো? সম্বন্ধে স্নেহের কারণে প্রাপ্তি, সেক্ষেত্রে বন্ধনে রেষারেষি অর্থাৎ বিদ্রোহপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেই টেনশনের কারণে দুঃখ আর অশান্তির উত্থান-পতন, সুতরাং বাবা যখন তোমাদের বিন্দুর সহজ হিসেব শিখিয়ে দিয়েছেন তো দেহের বন্ধনও সমাপ্ত হয়েছে। দেহ তোমাদের নয়। তোমরা এই দেহ বাবাকে দিয়ে দিয়েছো, কাজেই তা বাবার। তোমাদের প্রাথমিক বন্ধন "আমার শরীর" বা "আমার দেহ" এটা সমাপ্ত হয়েছে। তোমরা কি বলবে, আমার দেহ? এখন সেই অধিকার আছে তোমাদের? দিয়ে দেওয়া জিনিসের ওপর তোমাদের অধিকার কিভাবে থাকতে পারে? দিয়ে দিয়েছো নাকি নিজের বলে রেখে দিয়েছো? তোমরা বলছো 'তোমার' কিন্তু বিশ্বাস করো সেইসব তোমাদের, এইরকম তো নয়, তাই না!

যখন বলো 'তোমার' তো আমিষ বোধের বন্ধন সমাপ্ত হয়ে যায়। এই হৃদের আমিষই মোহডোর। ডোর বলো, শেকল বলো বা রসি, এইসব তোমাদের বন্ধনে বাঁধে। যখন বলো, সবকিছু তোমার, একটা সম্বন্ধ গড়ে তোলো, বন্ধন ছিন্ন হয়ে সম্বন্ধ তৈরি হয়। যে কোনরকম বন্ধন, সেটা দেহের, স্বভাবের, সংস্কারের কিম্বা মনের বশ্যতা ...এই বন্ধন প্রমাণ করে সদাসর্বদা বাবার সঙ্গে তোমাদের সর্বসম্বন্ধে কিছু ঘাটতি আছে। কোনো কোনো বাচ্চা বাবার সঙ্গে সর্বসম্বন্ধে থেকে সবসময় বন্ধনমুক্ত থাকে, আর কিছু বাচ্চা সময় অনুযায়ী নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে সম্বন্ধ জুড়ে নেয়, এই কারণে ব্রাহ্মণ জীবনের অতুলনীয় রুহানী আনন্দ লাভ করতে বঞ্চিত থেকে যায়। না নিজেরা নিজেদের সাথে সন্তুষ্ট আর না অন্যদের থেকে সন্তুষ্টির আশীর্বাদ নিতে সমর্থ। ব্রাহ্মণ জীবন, শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধের জীবন, বাবার থেকে এবং সমগ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের থেকে আশীর্বাদ প্রাপ্তির জীবন। আশীর্বাদ অর্থাৎ শুভ ভাবনা এবং শুভ কামনা। তোমরা সব ব্রাহ্মণের জন্ম বাপদাদার আশীর্বাদ এবং বরদানের আধারেই হয়েছে। বাবা বলেছেন, তোমরা ভাগ্যবান, শ্রেষ্ঠ, বিশেষ আত্মা, এই স্মৃতিরূপী আশীর্বাদ এবং বরদান তথা শুভ ভাবনা এবং শুভ কামনা থেকে তোমরা সব ব্রাহ্মণের নতুন জীবন, নতুন জন্ম হয়েছে। সদা অবিরত আশীর্বাদ নিতে থাকো। এটাই সঙ্গমযুগের বিশেষত্ব। যেমনই হোক, এই সবার আধার হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ। সম্বন্ধ 'আমিষ' ভাবের শেকল, বন্ধন এক সেকেন্ডে সমাপ্ত করে দেয়। সম্বন্ধের প্রথম স্বরূপ সেই একটাই বিষয় - বাবাও বিন্দু, আমি বিন্দু এবং আত্মা সকলেও বিন্দু। সুতরাং, বিন্দুরই হিসেব হলো, তাই না! বিন্দুতেই জ্ঞানসিন্ধু সমাহিত। দুনিয়ার হিসেব অনুযায়ীও বিন্দু ১০ কে ১০০ বানায়, ১০০কে ১০০০ বানায়। সংখ্যা বাড়তে বিন্দু (শূন্য) বাড়িয়ে যাও। তাহলে মহত্ব কার হলো? বিন্দুর হলো, তাই না! একইভাবে, ব্রাহ্মণ জীবনে সর্বপ্রাপ্তির আধার বিন্দু।

অন্তরাও বিন্দু সহজে বুঝতে পারে, তাই না! কেউ যতোই ব্যস্ত হোক, অসুস্থ হোক, অথবা তার বুদ্ধি দুর্বল হোক, তবুও বিন্দুর হিসেব সবাই জানতে পারে। মাতারাও হিসেবে চালাকচতুর, তাই না! সুতরাং বিন্দুর হিসেব সবসময় স্মরণে থাকতে হবে। আচ্ছা!

বিভিন্ন সব জায়গা থেকে তোমরা সুইট হোমে পৌঁছে গেছ। বাপদাদাও সব বাচ্চাকে ভাগ্য বানানোর জন্য অভিনন্দিত

করেন। নিজের ঘরে এসেছে সবাই। নিজের এই ঘর দাতার ঘর। তোমাদের নিজের ঘর, আত্মা আর শরীরকে আরাম দেওয়ার ঘর। তোমরা বিশ্রাম এবং আরাম লাভ করছো, তাই না! তোমাদের ডবল প্রাপ্তি হয়েছে। আরাম বিশ্রামও পাও, রামকেও পাও। তাহলে ডবল প্রাপ্তি তো হয়েই গেল, তাই না! বাচ্চারা বাবার ঘরের অলঙ্কার। ঘরে অলঙ্করণ বাচ্চাদের বাপদাদা দেখছেন। আচ্ছা!

একের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে যারা সদা বন্ধনমুক্ত, কর্মাতীত স্থিতি অনুভব করে, সদা বিন্দুর মহত্ব জেনে মহান হয়, যারা সকল আত্মার থেকে সন্তুষ্টতার শুভ ভাবনা, শুভ কামনার আশীর্বাদ লাভ করে এবং এমন আশীর্বাদ অন্যদের দেয়, সদা নিজেকে সাক্ষী মনে করে নিমিত্ত ভাব থেকে কর্ম করে, যারা এইরকম সদা অনুপম রূহানী আনন্দ অনুভব করে, সদা আনন্দের জীবনে থাকে, ভার সমাপ্তকারী এমন সদা ভাগ্যবান আত্মাদের ভাগ্যবিধাতা বাবার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

দাদীদের সাথে :- সময় অতি দ্রুতগতিতে বয়ে যাচ্ছে। সময় যেমন তীব্রগতিতে চলে যাচ্ছে, সেইরকম সকল ব্রাহ্মণ আত্মা তীব্রগতিতে ওড়ে। তোমরা এত হালকা ডবল লাইট হয়েছে? এখন বিশেষ সেবা অন্যদের ওড়ানোর। এইভাবে অন্যদের ওড়াতে পারছো তোমরা? কোন বিধিতে সবাইকে ওড়াতে যাচ্ছে? ক্লাস শুনতে শুনতে তারা ক্লাস সঞ্চালনকারী হয়ে উঠেছে। যে বিষয় তুমি শুরু করবে তার আগে সেই বিষয়ের পয়েন্টস্ সবার কাছে হবে। সুতরাং, কোন বিধিতে তুমি অন্যদের ওড়াবে, সেটার প্ল্যান বানিয়েছো? এখন প্রয়োজন হালকা বানানোর বিধি। এই বোঝাই তোমাদের উত্থান-পতন ঘটায়। কারও এক রকমের বোঝা তো কারও আরেক রকমের। এমনকি তোমার নিজের সংস্কারের বোঝাই হোক, বা সংগঠনের, কোনও বোঝা তোমাকে উড়তে দেবে না। যেমন, খেলনা, সেটা যখন ওড়াও, তখন কি হয়? এটা ওপরে যায় তারপর নীচে নেমে আসে। অবশ্যই ওড়ে কিন্তু এটা সবসময় উড়তে পারে না। যখন সব ব্রাহ্মণ আত্মা উড়তে পারবে তখন অন্য আত্মাদের উড়িয়ে বাবার কাছে পৌঁছাতে তাদেরকে সমর্থ বানাবে। এখন অন্যদের ওড়ানোর এবং নিজেদের ওড়ার বিধি ব্যতীত আর কোনো বিধি নেই। ওড়ার গতিই বিধি। সম্পন্ন হতে আর কতো কাজ বাকি আর কতো সময় আছে তোমাদের?

প্রথমে, এখন কমপক্ষে ন'লক্ষ ব্রাহ্মণ প্রয়োজন। বাস্তবে সংখ্যা বেশি হবে, কিন্তু যখন তুমি সমগ্র বিশ্ব শাসন করবে, তখন কমপক্ষে ন'লাখ তো হতে হবে। সময়ানুসারে, শ্রেষ্ঠ বিধি প্রয়োজন। শ্রেষ্ঠ বিধি হলোই অন্যকে ওড়ানোর বিধি। সেই প্ল্যান বানাও। ছোট ছোট সংগঠন প্রস্তুত করো। অব্যক্ত পাটও তো কতো বছর হয়ে গেল। সাকার থেকে এবং অব্যক্ত থেকে পালনা নেওয়া, সেও কতো সময় হয়ে গেল! এখন তো কিছু নবীনত্ব করতে হবে, তাই না! প্ল্যান বানাও। এখন ওড়ার আর নীচে আসার চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে। ৮৪ জন্ম, ৮৪'র চক্র গাওয়া হয়েছে। ৮৪'তে (১৯৮৪) যখন এই চক্র সম্পূর্ণ হবে তখন স্বদর্শন চক্র দূর থেকে আত্মাদের কাছে আনবে। স্মরণিক হিসেবে তারা কি দেখিয়েছে? এক জায়গায় বসে স্বদর্শন চক্র পার্টিয়েছে আর সেই স্বদর্শন নিজেই আত্মাদের কাছে নিয়ে এসেছে। নিজে যায় না, শুধু চক্র ঘোরায়ে। অতএব, যখন শুধু চক্র সম্পূর্ণ হবে তখনই স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাতে পারবে। সুতরাং, এখন ৮৪ তেই এই বিধি প্রয়োগ করো যাতে হদের সব চক্র সমাপ্ত হয়ে যায়, এইরকমই তো ভেবেছো, তাই না? আচ্ছা!

টিচারদের সাথে :- টিচার্স সব অবস্থাতেই উড়তি কলায় থাকে। নিমিত্ত হওয়াই উড়তি কলার সাধন। সুতরাং নিমিত্ত হওয়া অর্থাৎ ড্রামা অনুযায়ী উড়তি কলার সাধন তোমরা খুঁজে পেয়েছো। এই বিধি ব্যবহারে সদা সফলতা প্রাপ্তকারী তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মা। নিমিত্ত হওয়াই লিঙ্ক। সুতরাং, লিঙ্ক দ্বারা সেকেন্ডে যারা কোনও স্থানে পৌঁছায় তারা উড়তি কলার। তোমরা চড়তি কলার নও, তোমরা দ্বিধাগ্রস্ত নও, বরং যারা দ্বিধান্বিত তাদের উদ্ধারকারী। তোমরা অগ্নিতাপে আক্রান্ত হওনা, বরং তোমরা অগ্নি প্রশমিত করো। সুতরাং নিমিত্ত হওয়ার বিধিতে সাফল্য প্রাপ্ত করো। টিচারের অর্থ নিমিত্ত হওয়ার অনুভূতি। এই নিমিত্ত ভাবই সর্বফলের প্রাপ্তি নিজে থেকেই করায়।

অব্যক্ত মহাবাক্য - কর্মবন্ধন মুক্ত কর্মাতীত, বিদেহী হও

বিদেহী বা কর্মাতীত স্থিতির অনুভব করার জন্য হদের আশ্রিত বোধের দেহ-অভিমান থেকে মুক্ত হও। লৌকিক এবং অলৌকিক, কর্ম এবং সম্বন্ধ উভয় ক্ষেত্রেই স্বার্থভাব থেকে মুক্ত হও। বিগত জন্মের কর্মের হিসেব-নিকেশ বা বর্তমান পুরুষার্থের দুর্বলতার কারণে কোনও ব্যর্থ স্বভাব-সংস্কারের বশবর্তী হওয়া থেকে মুক্ত হও। যদি সেবার, সংগঠনের বা প্রকৃতির বিপরীত পরিস্থিতি তোমাদের স্ব-স্থিতি বা শ্রেষ্ঠ স্থিতি নড়বড়ে করে দেয়, তবে এটাও বন্ধনমুক্ত স্থিতি নয়, এই বন্ধন থেকেও মুক্ত হও। পুরানো দুনিয়ায় পুরানো অন্তিম শরীরের কোনরকম ব্যাধি যেন নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতিকে

ওঠা-পড়ার মধ্যে না আনতে পারে; এর থেকেও মুক্ত হও। রোগ-জ্বালার উপস্থিতি, সেতো ভবিষ্যৎ কিন্তু স্থিতি নড়বড়ে হয়ে যাওয়া, সেটা বন্ধনযুক্ত হওয়ার লক্ষণ। স্ব-চিন্তন, জ্ঞান চিন্তন, শুভচিন্তক হওয়ার পরিবর্তে তোমাদের শরীরের ব্যাধির যে চিন্তন চলতে থাকে, তা' থেকে মুক্ত হও, একেই বলা হয় কর্মাতীত স্থিতি।

কর্মযোগী হয়ে কর্মের বন্ধন থেকে সদা নির্লিপ্ত আর সদা বাবার ঘনিষ্ঠ হও - এটাই কর্মাতীত বিদেহী স্থিতি। কর্মাতীত-এর অর্থ এই নয় যে কর্মের ঊর্ধ্বে চলে যাওয়া। কর্মের নির্লিপ্ততা নয়, বরং কর্মের যেকোন রকম বন্ধনে জড়িয়ে পড়া থেকে বিমুক্ত হও। যতো বড় কাজই হোক, তখন মনে হবে কাজ করছো না বরং একটা খেলা খেলছো তোমরা। যতো বড়ো বিপরীত পরিস্থিতিই আসুক না কেন, যদি কোনো আত্মা হিসেব-নিকেশ চুকাতে তোমাদের সম্মুখীন হয়, এমনকি কর্মভোগ অবিরত শরীরের মাধ্যমে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়, তখন হৃদের যেকোনো রকম আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত থাকাই বিদেহী স্থিতি। যতক্ষণ এই দেহ আছে, কর্মেন্দ্রিয়ের সাথে এই কর্মক্ষেত্রে নিজের পার্ট প্লে করছো, ততক্ষণ বিনা কর্মে এক সেকেন্ডও থাকতে পারবে না, কিন্তু কর্ম করাকালীন কর্মবন্ধনের ঊর্ধ্বে থাকাই হলো কর্মাতীত বিদেহী অবস্থা। সুতরাং, কর্মেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কর্মের সম্বন্ধে আসতে হবে, কিন্তু কর্মের কোনও বন্ধনে জড়িয়ে যেও না। কর্মের বিনাশী ফলের ইচ্ছার বশীভূত হ'য়ো না। কর্মাতীত অর্থাৎ কর্মের বশবর্তী হওয়া নয়, বরং মালিক হয়ে তথা অথরিটি হয়ে তোমার কর্মেন্দ্রিয়ের সাথে সম্বন্ধে থাকা, বিনাশী আকাঙ্ক্ষা থেকে উদাসীন হয়ে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করাও। তুমি আত্মা, মালিক, অবশ্যই কর্মাধীন হবেনা, বরং অধিকারী হয়ে কর্ম করাতে থাকো। কর্ম করানোর মালিক হয়ে কর্ম করাতে হবে। একেই বলে, কর্মের সম্বন্ধে আসা। কর্মাতীত আত্মার সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু বন্ধন নয়।

কর্মাতীত অর্থাৎ দেহ, দেহের সম্বন্ধ, পদার্থ, লৌকিক এবং অলৌকিক উভয় সম্বন্ধ আর বন্ধনের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ নির্লিপ্ত। যদিও সম্বন্ধ শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু দেহের সম্বন্ধ এবং দেহ সম্বন্ধীয় সম্বন্ধের যদি অধীনতা থাকে তবে সম্বন্ধও বন্ধন হয়ে যায়। কর্মাতীত অবস্থায় কর্ম সম্বন্ধ এবং কর্ম বন্ধনের রহস্য জানার কারণে তোমরা সদা সবরকম পরিস্থিতিতে খুশি থাকবে, কখনো অখুশি হবেনা। এমন আত্মারা নিজের বিগত জন্মের হিসেব-নিকেশের বন্ধন থেকেও মুক্ত হবে। এমনকি, যদি বিগত জন্মের হিসেব-নিকেশের ফলস্বরূপ দেহের অসুস্থতাই হোক কিম্বা অন্য আত্মাদের সংস্কারের সাথে নিজ মনের সংস্কারের দ্বন্দ্ব, কর্মাতীত আত্মা কর্মভোগের বশবর্তী না হয়ে মালিক হয়ে হিসেব চুকিয়ে দেবে। কর্মযোগী হয়ে কর্মভোগ চুকিয়ে দেওয়াই কর্মাতীত হওয়ার লক্ষণ। যোগের দ্বারা কর্মভোগ সহাস্যে শূন্য হওয়ার মতো বিষয়কে কাঁটায় পরিণত করে ভস্ম করবে অর্থাৎ কর্মভোগ সমাপ্ত করবে। তোমাদের কর্মযোগের স্থিতি দ্বারা কর্মভোগের পরিবর্তন করাই কর্মাতীত স্থিতি। ব্যর্থ সঞ্চল্লই কর্মবন্ধনের সূক্ষ্ম রসি। কর্মাতীত আত্মা খারাপের মধ্যেও ভালোব্বের অনুভব করবে। এমন আত্মা বলবে, যা কিছু হয় তা' ভালোর জন্যই হয়। আমিও ভালো, বাবাও ভালো, ড্রামাও ভালো। বন্ধন কাটতে এই সঞ্চল্ল কাঁচির মতো কাজ করে। বন্ধন যখন কেটে যাবে, তুমি কর্মাতীত হয়ে যাবে।

বিদেহী স্থিতিতে অনুভব করার জন্য ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হও। হৃদের ইচ্ছামুক্ত এমন আত্মাই বাবা সমান সকলের সব ইচ্ছা পূরণ করা 'কামধেনু' হবে। বাবার সব ভাল্ডার যেমন ধনদৌলতে সদা পরিপূর্ণ, অপ্রাপ্তির কোনো লেশমাত্র থাকে না, তেমন একইভাবে বাবা সমান সর্ব খাজানায় সদা ভরপুর হও। সৃষ্টি চক্রে তোমরা পার্ট প্লে করাকালীন দুঃখের অনেক চক্র থেকে মুক্ত থাকাই জীবনমুক্ত স্থিতি। এইরকম স্থিতির অনুভব করার জন্য অধিকারী হয়ে, মালিক হয়ে সকল কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম পরিচালনকারী হও। কর্মে আসো আর তারপরে কর্ম সম্পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে নির্লিপ্ত হয়ে যাও - এটাই বিদেহী স্থিতির অভ্যাস।

বরদান:- *বরদান:- আমিত্ব বোধকে 'তোমার' ভাবে পরিবর্তন করে উড়তি কলার অনুভবকারী ডবল লাইট ভব*
এই বিনাশী তন আর ধন, পুরানো মন তোমার নয়, সেইসব তুমি বাবাকে দিয়ে দিয়েছো। তোমাদের প্রথম সঞ্চল্ল ছিলো, সবকিছু তোমার, এতে বাবার কোনও সুবিধা নেই, কিন্তু সুবিধা তোমাদের, কারণ তোমাদের 'আমার' বলাতে তোমরা বন্ধনে আটকা পড়ে যাও আর 'তোমার' বলায় নির্লিপ্ত হও। 'আমার' বলায় বোঝা বহনকারী হও, সেক্ষেত্রে 'তোমার' বলাতে ডবল লাইট, ট্রাস্টি হয়ে যাও। যতক্ষণ না কেউ হালকা হয়, সে উঁচু স্থিতিতে পৌঁছাতে পারে না। যারা হালকা থাকে, তারাই উড়তি কলা দ্বারা আনন্দের অনুভূতি করে। হাল্কা থাকতেই আনন্দ।

স্লোগান:- *স্লোগান:- শক্তিশালী আত্মা কোনও ব্যক্তি বা প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয় না*।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- একমাত্র বাবার সঙ্গে প্রকৃত ভালোবাসা থাকলে বাবা তোমাদের নিজের সাথে ঘরে নিয়ে যাবেন, সব পাপ থেকে মুক্ত করে দেবেন, স্বর্গের মালিক করবেন"

প্রশ্ন:- নিজেকে খুশী রাখতে কোন্ মুখ্য ধারণাটির প্রয়োজন?

উত্তর:- খুশীতে তখনই থাকতে পারবে যখন নিজের সঙ্গে আত্মিক কথোপকথন (রুহরিহান) করার পদ্ধতি জানবে। কোনো জিনিসের প্রতি যেন আসক্তি না থাকে। উদরপূর্তির জন্যে দুটো রুটি হলেই হল, ব্যস - এমন অনাসক্ত বৃত্তির ধারণা হলে খুশী থাকবে। জ্ঞানের মনন করে নিজেকে খুশী রাখো। তোমরা হলে কর্মযোগী, কর্ম করতে, সংসারের যাবতীয় কাজ করতে, খাবার খাওয়ার সময়েও বাবাকে স্মরণ করো। স্বদর্শন চক্র বুদ্ধিতে যেন ঘুরতে থাকে, তাহলে খুব খুশীর অনুভব হবে।

গীত:- না সে আমার কাছ থেকে দূরে যাবে, না মন থেকে প্রেমের এই অনুভব চলে যাবে

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা গীত শুনল। এ হল বাচ্চাদের বা আত্মাদের নিজের পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে আত্মিক প্রেম। এই অলৌকিক (রুহানী) ভালোবাসা শুধুমাত্র তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের হয়। তোমরা নিজেদের আত্মা নিশ্চয় কর। কিন্তু যখন বলা হয় আত্মা-ই পরমাত্মা, তখন আত্মা কার প্রতি প্রেম রাখবে। ভালোবাসা হয় বাচ্চাদের, বাবার সঙ্গে। বাবার সঙ্গে বাবার ভালোবাসা হতে পারেনা। এখন তোমরা বুঝতে পারো আমরা আত্মারা নিজের পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে প্রেম যুক্ত হচ্ছি। এই প্রেম-ই তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যায়। তোমরা যখন রুহানী ভালোবাসা রাখো বাবার সঙ্গে তখন কষ্টও সহ্য করতে হয়। সম্পূর্ণ দুনিয়া, ঘরের পরিবার পরিজন সবাই শত্রু হয়ে যায়।

বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে পতিত-পাবনী গঙ্গা নয়। মানুষ পবিত্র হওয়ার আশায় গঙ্গা বা যমুনার তটে হরিদ্বার বা কাশীতে গিয়ে বাস করে। এই দুটি হল প্রধান স্থান। বলা হয় - হে পতিত পাবনী গঙ্গা। এবারে ঐ গঙ্গা তো কানে শোনে না। শুনতে পান তিনি। তিনি তো হলেন একমাত্র পতিত পাবন বাবা। এখন তোমরা সেই বাবার সামনে বসে আছ। বাবা বলছেন তোমরা পবিত্র হবে কিভাবে? গঙ্গা নদী কী বলে - মামেকম্ স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে! বাবা বলেন - আমি প্রতিজ্ঞা করি, যদি তোমরা আমাকে, অর্থাৎ তোমাদের পিতাকে স্মরণ করো, তবে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তিনি গ্যারান্টি দেন, গঙ্গা তো গ্যারান্টি দিতে পারে না। যেমন মানুষ রাবণকে প্রতি বছর দহন করে, কিন্তু রাবণের মৃত্যু হয় না। তেমনই জন্ম-জন্মান্তর গঙ্গা স্নান করেও পতিত থেকে পবিত্র কেউ হয় না। বার-বার স্নান করতে যায়। একবার স্নান করে পবিত্র হয়ে গেলে আবার স্নান করার জন্যে কেন যায়? কত মেলা আয়োজিত হয়। তাকে আত্মা-পরমাত্মার সঙ্গম বলা হবে না। ভক্তি মার্গে ভিড় হয় মেলায়। এখন তোমরা বাবার সঙ্গে বুদ্ধি যোগ লাগাও। তোমরা জানো আমরা আত্মারা হয়েছি প্রেমী। আত্মা-ই ভগবানকে স্মরণ করে শরীর দ্বারা। বাবা বলেন আমিও এই শরীর দ্বারা তোমাদের পড়াই তাই সর্বদা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। "বাবা" - বললে স্বর্গ নিশ্চয়ই স্মরণে আসবে এবং নিজ মুক্তিধামও স্মরণে আসবে। মুক্তিকে নির্বাণধামও বলা হয়।

এ হল সাকারী দুনিয়া। যতক্ষণ আত্মারা এখানে না আসছে ততক্ষণ সাকারী দুনিয়া বৃদ্ধি হবে কিভাবে? আত্মারা নিরাকারী দুনিয়া থেকে আসে। মনুষ্য সৃষ্টি বৃদ্ধি হতেই থাকে। অনেকে ভাবে ন্যাচারাল বৃদ্ধি হয়। তোমরা জানো আত্মারা এখানে আসে, বৃদ্ধি হতেই থাকে। বাচ্চারা জেনেছে যে সুইট হোম হল শান্তিধাম। অনেকে শান্তি পছন্দ করে। তোমরা জানো শান্তিধাম তো হল আমাদের সুইট গড ফাদারলি হোম। ভারতবাসী বিদেশ থেকে ফিরে এসে বলে আমরা নিজের সুইট হোম ভারতে ফিরে আসি। যেখানে জন্ম হয় সেই দেশ প্রিয় লাগে। বলে আমাদের সুইট হোমে (ভারতে) নিয়ে চলো। আত্মা, যদি মৃত্যু হয়, আত্মা তো চলে যায়। তারপরে শরীর এখানে নিয়ে এসে শেষ কার্য করা হয়। তারা ভাবে ভারতের মাটি ভারতেই যেন মিশে যায়। নেহরু মারা গেলেন তো ওনার অবশেষ দেখো কোথায় নিয়ে গেছে! জমিতে ছড়ানো হয়েছে। তারা ভেবেছে ভালো ফসল হবে। কিন্তু প্রতিটি জিনিসকে তারা যতই মান দিক, পুরানো তো হবে নিশ্চয়ই। কতই কষ্ট সহ্য করছে! পিতার পরিচয় জানা নেই। তোমরা বাবার পরিচয় জেনে বর্সা প্রাপ্ত করছ। তাই তোমাদের মিত্র আত্মীয় স্বজনদেরও স্বর্গবাসী করতে ইচ্ছে হয়। যদি তোমরা কাউকে বোলো স্বর্গবাসী হও তাহলে তারা বলবে তোমরা কি আমাদের মারতে চাও! তোমরা বাচ্চারা জানো - শ্রীমৎ অনুসারে আমরা শ্রেষ্ঠ স্বর্গবাসী হচ্ছি। দেহী-অভিমানী হতে খুব পরিশ্রম

লাগে। ক্ষণে ক্ষণে দেহ-অভিমাণে এসে বাবাকে ভুলে যাও। এখন তোমরা সামনে বসে আছো। জানো আমরা নিজের পরমপিতা পরমাত্মার কাছে এসেছি। বাবা বলেন - এর আগে কখনও দেখা হয়েছিল ? তখন সাথে সাথে বলে - হ্যাঁ বাবা, পাঁচ হাজার বছর আগে। এ হল তোমাদের গুপ্ত কথা। অন্য কেউ কপি করতে পারে না। যদিও কেউ কেউ কৃষ্ণের বেশ ধারণ করে বলে আমরা এসেছি স্বর্গের স্থাপনা করতে, কিন্তু ৫ হাজার বছর আগেও স্বর্গ স্থাপন করা হয়েছিল - সে কথা তারা বলতে পারে না। তোমরাই বলো - বাবা, ৫ হাজার বছর পূর্বে আমরা আপনার কাছে বসি নিতে এসেছিলাম। আপনি রাজ যোগের শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই কথা আত্মা বলে শরীর দ্বারা। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এতে সর্বব্যাপীর কোনো কথাই নেই। *এই কথাও বোঝে না যে ব্রহ্মা নিশ্চয়ই সাকারে হওয়া উচিত, যাঁর দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মা সৃষ্টি রচনা করেন*।

পতিত পাবন বাবা আসেন এবং এসে দেবী-দেবতা স্বরূপ পবিত্র করেন। বাবা-ই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। সুতরাং স্বর্গে অবশ্যই মানুষের প্রয়োজন। বাবা এসে তোমাদের স্বর্গের দ্বার বলে দেন। তোমরা চেষ্টা কর আমরা নরকবাসীদের স্বর্গবাসী করি। কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে যদি সরাসরি বলো যে তুমি পতিত নরকবাসী, তাহলে তার মেজাজ গরম হয়ে যাবে। এখন তোমরা জানো আমরা নরক থেকে বের হয়ে স্বর্গের দিকে যাচ্ছি। এখন আমরা হলাম সঙ্গমবাসী। আমরা আত্মারা এখন যাচ্ছি - এই শরীর ত্যাগ করে বাবার সঙ্গে, বাবার ঘরে (পরমধাম)। এ হল তোমাদের আত্মিক বা আধ্যাত্মিক যাত্রা। বাবার স্মরণে থাকতে হবে। তোমরা ভাবো এই শরীর যতক্ষণ আছে ততক্ষণ যাত্রা থাকবে। কর্মও করতে হবে। খাও দাও, রান্না কর। যত সময় পাবে বাবাকে নিশ্চয়ই স্মরণ করতে হবে। অফিসে বসে থাকো, দেখো অবসর সময়ে বাবাকে স্মরণ করো। তাতে অনেক উপার্জন। যখন ট্রেনে বসে যাত্রা কর, সেই সময় কোনো কাজ থাকে না। বসে বসে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এখন আমরা বাবার কাছে ফিরে যাই। বাবা পরমধাম থেকে আমাদের নিতে এসেছেন। আত্মা, সন্তোষে বেলায় ঘরে খাবার তৈরি করার সময় একে অপরকে স্মরণ করাও - এসো, আমরা নিজের বাবার স্মরণে বসি। একে অপরকে পয়েন্ট শোনাও। আমরা হলাম স্ব দর্শন চক্রধারী। বাবা বলেন - তোমরা হলে লাইট হাউস, পথ বলে দাও। উঠতে, বসতে, চলতে তোমরা হলে লাইট হাউস। একটি চোখে মুক্তি, আরেকটিতে জীবনমুক্তি। স্বর্গ এখানে ছিল। এখন নেই। এখন তো হল নরক। বাবা আবার স্বর্গ স্থাপন করছেন। বাবা বলেন আমি তোমাদের গুলগুল অর্থাৎ ফুলে পরিণত করি। তারপরে তোমরা গিয়ে মহারানী, পাটরানী হবে। খদ্দেরের রানী হবে না। তোমাদের ১৬ কলা সম্পূর্ণ হতে হবে, ১৪ কলা নয়। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ১৬ কলা। তোমরা কন্যারা কত ব্রত নিয়ম ইত্যাদি করতে ! ৭ দিন নির্জলা থাকতে, কত পরিশ্রম করতে ! কিন্তু কৃষ্ণপূরীতে যেতে পারোনি। এখন তোমরা কৃষ্ণপূরী স্বর্গে যাওয়ার জন্যে প্রাক্টিক্যাল পুরুষার্থ করছ। কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে, স্বর্গের ঠিকানা কারো জানা হয় না। বাস্তবে ৭ দিনের অর্থ কি, সে কথা তোমরা এখন জানো। বাবা ব্যতীত আর কাউকে স্মরণ করবে না। বাকি নির্জলা ইত্যাদির কোনো ব্যাপারই নেই। বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা বাবার কাছে চলে যাবে। বাবা তারপরে স্বর্গে পাঠিয়ে দেবেন। ব্রত ইত্যাদি করে তোমরা অনেক দিন অনাহারে থেকেছ ! জন্ম জন্ম অনেক পরিশ্রম করেছ ! প্রাপ্তি কিছুই হয়নি। এখন তোমাদের সেসব থেকে মুক্ত করে সদগতির মার্গে নিয়ে যাওয়া হয়। তোমরা বল - বাবা, কল্প পূর্বেও আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল স্বর্গের বর্ষা প্রাপ্তির জন্যে। বাবা বলেন প্রতি পদক্ষেপে পরামর্শ নাও। সব হিসেব নিকেশ জিজ্ঞাসা কর। বাবা পরামর্শ দিতেই থাকবেন। যদিও তোমরা নিজের ব্যবসা ইত্যাদি করতে থাকো। তবুও বাবা পরামর্শ দিতে থাকবেন। দেখবেন - ব্যবসায় খুব ব্যস্ত হয়েছে তখন পরামর্শ দেবেন। এত কেন চিন্তা করছ ? যতদিন বাঁচবে উদরপূর্তির জন্য দুটো রুটির তো প্রয়োজন। গরিব ও ধনী দুয়ের-ই চলে যায়। ধনীরা জন ভালো ভালো খাবার খায় আর রুগী হয়। ভীলদের দেখো, কতো শক্তিশালী হয় তারা। তারা কি আর খায় ! কত কাজ করে ! নিজের কুঁড়ে ঘরে খুশীতে থাকে। সুতরাং এই সময় তোমাদের অন্য সব আশা ত্যাগ করা উচিত। দুটো রুটি খেয়ে পেট ভরে গেলেই ব্যস, বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা হলে রুহানী সন্তান, পরমপিতা পরমাত্মা স্বরূপ প্রেমিকের তোমরা প্রেমিকা হয়েছ। বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে এবং যাঁকে স্মরণ কর তাঁর সঙ্গে মিলিত হবে। অনেকে চায় সাক্ষাৎকার হোক, ইত্যাদি ইত্যাদি। বাবা বলেন ঘরে থেকেও তোমাদের হতে পারে। শিববাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বৈকুণ্ঠের সাক্ষাৎকার হবে, কৃষ্ণপূরী দেখবে। এখানে তো বাবা তোমাদের বৈকুণ্ঠের মালিক করেন। শুধুমাত্র সাক্ষাৎকারের কথা তো নেই। আমাকে স্মরণ করো কারণ আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। তিনিই কৃষ্ণপূরীর মালিক করবেন। এইসব কৃষ্ণ করবে না। শিববাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বৈকুণ্ঠের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। এখন তিনি পরমধাম থেকে এসে রয়েছেন। নিশ্চয়ই এসেছিলেন, তবেই তো মন্দির ইত্যাদি স্মারক রূপে তৈরি হয়ে আছে তাই না ! শিবের মন্দির আছে। শিব জয়ন্তীও পালন হয় তাই না ! কিন্তু ভারতে কিভাবে আসেন - এই কথা কারো জানা নেই। কৃষ্ণের দেহে তো আসেন না। কৃষ্ণ থাকেন সত্যযুগে। শিবের বিশাল মন্দির আছে। কৃষ্ণের মন্দির এত বড় নয়। সোমনাথের মন্দির কত বড় ! কৃষ্ণের মন্দিরে

রাধে-কৃষ্ণের বহু অলঙ্কারে সজ্জিত দেখানো হয়। শিবের মন্দিরে অলঙ্কার ইত্যাদি দেখবে না। এবারে শিববাবা তো ঐ বিশাল মহলে থাকেন না। থাকেন শ্রীকৃষ্ণ। বাবা বলেন আমি মহলে থাকি-ই না। কিন্তু ভক্তিমার্গে বিশাল সুসজ্জিত হীরে-জহরতের মন্দির তৈরি করেছে ! যারা শিববাবার কাছে স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত করেছে তারা-ই এত উঁচু শিবের মন্দির তৈরি করেছে। স্মারক চিহ্ন রূপে বিশাল মন্দির তৈরি করা হয়েছে ! তাহলে তারা নিজেরা কতই না ধনী হবে ! খুব সুন্দর সুন্দর মন্দির বানিয়েছে। বস্ত্রেতে বাবুরিনাথে শিবের মন্দির আছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির মাধব-বাগানে আছে। বাবা বলেন আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক করি। তাই ভক্তি মার্গে তোমরা বিশাল মন্দির তৈরি কর এবং এখন দেখো কেমন কুঁড়ে ঘরে বসে আছি ! তোমাদেরও নাম সুখ্যাত হবে। তোমরা জানো আমাদের মন্দির তৈরি হবে। আমাদের পিতা শিবেরও অনেক মন্দির আছে, এই হল কামাল । যে ব্যক্তি সোমনাথের মন্দির তৈরি করেছে সে কতই না ধনী ছিল ! এখন তো গুপ্ত রূপে আছি ! কেউ জানে না। তোমরা জেনেছ পরে কিভাবে শিববাবার মন্দির তৈরি করতে হবে । ভক্তি মার্গে আসব। মাম্মা-বাবা যাঁরা প্রথম নম্বরে পূজ্য স্বরূপ হন, বৈকুণ্ঠের মালিক হন, তারপরে সর্বপ্রথমে পূজারী হয়ে তাঁদেরকেই মন্দিরও তৈরি করতে হবে। সুতরাং মনে মনে এটাই বলবে কিনা - আমরাই পূজারী হয়ে মন্দির তৈরি করব। এমন কথায় বিচরণ করতে থাকলে এই পুরানো দুনিয়া ভুলে যাবে। নিজেদের মধ্যে এমন কথা বলা উচিত তাহলে তোমাদের খুশী অনুভব হতে থাকবে। নিজের সঙ্গে আত্মিক বার্তালাপ (রুহ-রিহান করো) ।

পরমাত্মা (সুপ্রিম রুহ) বসে আত্মাদের (রুহদের) মন ভালো করেন। এই জ্ঞানের দ্বারা খুশী করেন। তোমরা বল আমরা কল্প বাদে আবার এসেছি। অনেকবার বাবার সঙ্গে মিলিত হয়েছি। বর্সা প্রাপ্ত করেছি। নিজেদের মধ্যে এমন এমন কথা বলা উচিত। তারপর তোমরা হলে কর্ম যোগী। ঘরে থেকে রন্ধন ইত্যাদি করো, খুশী থাকবে। তোমরা ৮৪ জন্মের হিস্টি-জিওগ্রাফি জানো। এখন আমরা ব্রাহ্মণ হয়েছি তারপরে দেবতা হয়ে রাজস্ব করব। পূজারী থেকে পূজ্য হব। তারপরে প্রাসাদ ইত্যাদি তৈরি করব। নিজেদের হিস্টি-জিওগ্রাফি শোনাও। আমাদের হিস্টি-জিওগ্রাফি কিভাবে পরিক্রমা করে - একেই স্বদর্শন চক্রধারী বলা হয়। তোমরা তিন লোকের কথা জানো। জ্ঞানের নেত্র তোমাদের খুলেছে। এই চক্রকে স্মরণ করে তোমাদের খুশীর অনুভূতি হওয়া উচিত। বাবাও খুশী থাকেন। এখন তোমরা সেবায় উপস্থিত আছো। তোমরা সেবাধারী, তোমাদের মন্দির পরে ভক্তি মার্গে তৈরি হবে। এখন বাচ্চারা, আমি তোমাদের সার্ভিস করতে এসেছি। তোমাদের স্বর্গের সম্পূর্ণ বর্সা প্রদান করতে এসেছি। যে যত পুরুষার্থ করবে, সেই অনুসারে স্বর্গের মালিক হবে।

আম্মা ! মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) চলতে ফিরতে লাইট হাউস রূপে সবাইকে পথ বলে দিতে হবে। সকল আশাকে ত্যাগ করে একমাত্র বাবার স্মরণে থাকতে হবে। বাবার কাছে পরামর্শ নিতে হবে।

২) জ্ঞানের কথায় বিচরণ করতে হবে। নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে। স্ব দর্শন চক্র ঘুরিয়ে সদা খুশীতে থাকতে হবে।

বরদান:- শ্রেষ্ঠ স্বমানের সীটে বসে সকলকে সম্মান দিতে পারে এমন সর্ব মাননীয় ভব*
ব্যাখ্যা: সদা নিজের শ্রেষ্ঠ স্ব মানে স্থিত থেকে, নির্মান হয়ে সবাইকে সম্মান দিতে থাকো, তবে এই দেওয়া-ই নেওয়া হয়ে যাবে। সম্মান দেওয়া অর্থাৎ সেই আত্মাকে উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদান করা। সদা স্বমানে থাকলে সর্ব প্রাপ্তি স্বতঃতই হতে থাকবে। স্বমানের কারণে বিশ্ব সম্মান দেবে এবং সকলের দ্বারা শ্রেষ্ঠ মান পাওয়ার পাত্র, মাননীয় হয়ে যাবে।

স্লোগান:- যে সকলকে রিগার্ড দেয় তার রেকর্ড স্বতঃই ঠিক হয়ে যায় ।*